বাংলাবুক পরিবেশিত

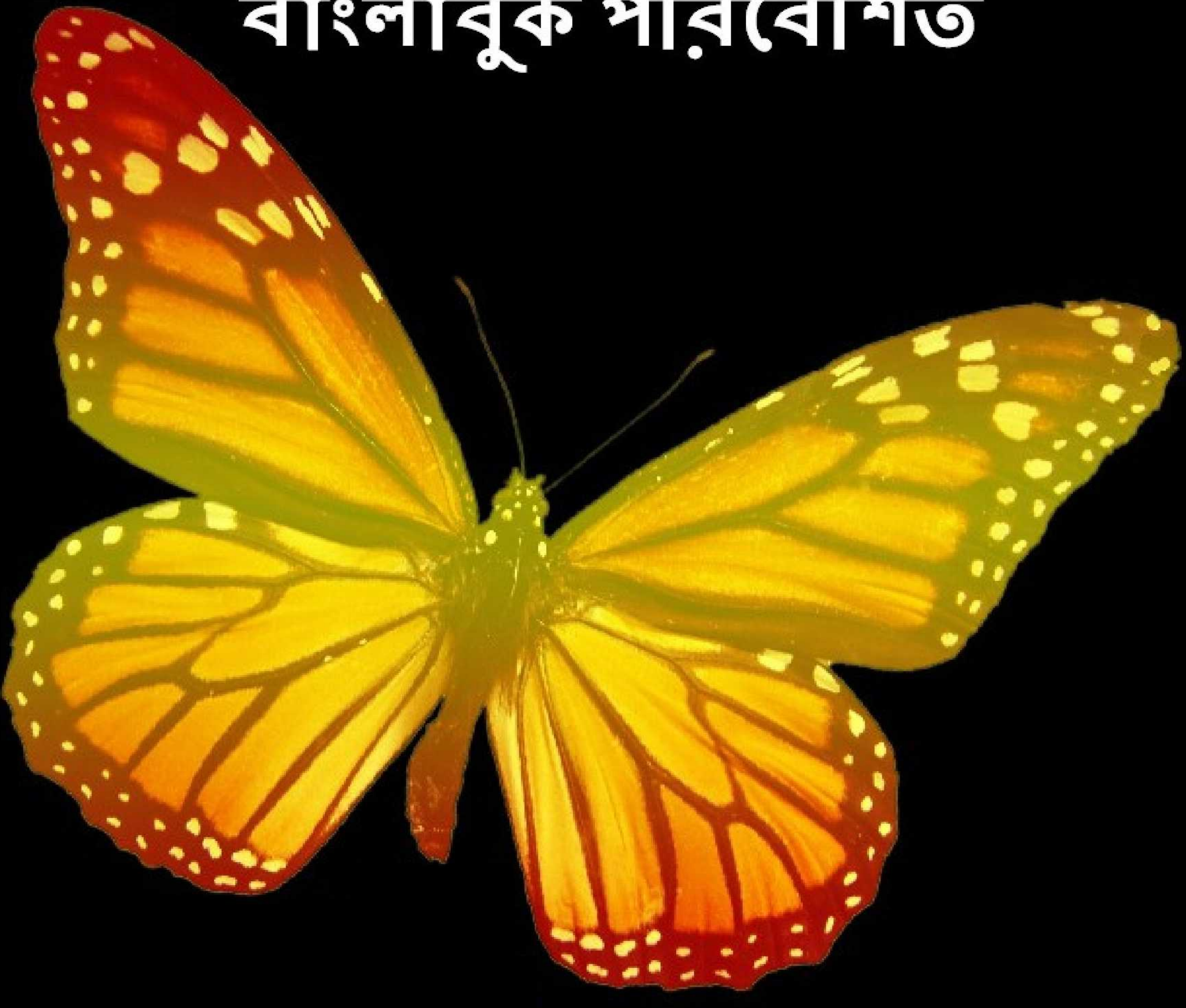

হেনরি শ্যারিয়ার

প্যাপিলন

রূপান্তর : রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.BanglaBook.org

হেনরি শ্যারিয়ারের বিশ্ব-বিখ্যাত কাহিনী

প্যাপিলন

তিনখণ্ড একত্রে

রূপান্তর: রেজোয়ান সিদ্দিকী

নির্দোষ এক লোককে পুলিশের চক্রান্তে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিয়ে দিল ফ্রান্সের আদালত। অন্তত, প্যাপিলনের তাই বক্তব্য। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হলো তাকে দ্বীপান্তরে-ফ্রেঞ্চ গিয়ানায়। স্থির করল সে, পালাবে। যেমন করে হোক।

এবং সত্যিই পালাল সে।

কিন্তু মুক্তি কি পেল প্যাপিলন? না। বাঁধা পড়ল সে দুই নারীর প্রেমের বাঁধনে। তারপর?

অনেক চেষ্টার পর অনেক দুঃখ কষ্ট, প্ল্যান-প্রোগ্রাম ও পরিশ্রমের পর সত্যিই একদিন মুক্তি পেল প্যাপিলন। কীভাবে? সে এক মহা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী। দীর্ঘদিন ধরে বেস্ট সেলার।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্যাপিলন-১

প্রথম প্রকাশঃ১৯৮৩

এক

জেলা আদালত

আঘাতটা এতই কঠিন ছিল যে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমার তেরো বছর লেগে গেল। এটা কোন সাধারণ আঘাত নয়। আমাকে শায়েস্তা করবার জন্যই ওরা সবাই যেন একজোট হয়েছিল।

১৯৩১ সালের ২৬শে অক্টোবর। ভোর আটটায় ওরা আমাকে কনসিয়ারজেরি সেল থেকে বাইরে নিয়ে এল। এই সেলে আমি আটক ছিলাম বছরখানেক। মসৃণ করে দাড়ি কামিয়ে আমি পরিপাটি পোশাকে সেজেছি। গায়ের মাপে তৈরি চমৎকার সুট। সাদা শার্ট, হালকা নীল রঙের বো-টাই। সম্ভবত ভালই দেখাচ্ছিল আমাকে। আমার বয়স যদিও পঁচিশ, দেখাচ্ছিল ঠিক বিশ বছরের মত।

দুরন্ত পোশাক দেখে পুলিশের লোকেরা, সম্ভবত কিছুটা মুগ্ধ হয়েই, আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল। এমন কী তারা আমার হাতকড়াও খুলে নিল। পাঁচজন পুলিশ আর আমি, এই ছয়জন একটা নির্জন কক্ষের দু'টি বেঞ্চে বসেছিলাম। বাইরে বিষণ্ন আকাশ। উল্টো দিকের দরজা দিয়ে আদালতে ঢোকার পথ। প্যালেস দ্য জাস্টিস অভ দি সীন। ন্যায় বিচারের প্রাসাদ!

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনা হবে। চুপ করে বসে আছি।

আমার উকিল মিতর রেমন্ড হুবার্ট আমাকে দেখার জন্য ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আশা করছি, আমরা খালাস পেয়ে যাব।'

তার 'আমরা' কথাটিতে হাসি পেল। মনে হলো, মিতর হুবার্টও যেন আমার সঙ্গে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন, দোষী সাব্যস্ত হলে জেলও খাটবেন আমার সঙ্গে।

দরজা খুলে একজন পেয়াদা আমাদের ভিতরে যেতে বলল। চারজন পুলিশ আমাকে ঘিরে রেখেছে। সার্জেন্ট আমার পাশে। আমি ধীর পায়ে আদালত কক্ষের ভিতরে ঢুকলাম। ঘরটি লালে লাল। রক্তের মত তীব্র লাল। জানালার পর্দা থেকে কার্পেট পর্যন্ত লাল। বিচারকদের পোশাকও লাল। যেন ভয়ঙ্কর রক্তিমতার মধ্যে আমাকে প্রচণ্ড আঘাত হানার আয়োজন।

'ভদ্র মহোদয়গণ, আদালতের কাজ শুরু হচ্ছে,' ঘোষণা দেওয়া হলো।

ডানদিকের দরজা দিয়ে একসারিতে আদালতে প্রবেশ করলেন ছয়জন। তার মধ্যে প্রধান বিচারপতি সবার আগে, তাঁর পেছনে দস্তুরিক হ্যাট, পোশাক আর মাথা নিয়ে ঢুকলেন পাঁচজন আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি মাঝখানে দাঁড়ালে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যরা তাঁর দু'পাশে জায়গা করে নিলেন। ঘরের ভিতর পিনপতন নীরবতা, সবাই দাঁড়ানো। আমিও। আদালত বসলে আমরা সবাই বসলাম।

ধুমসোমুখো প্রধান বিচারপতি। তাঁর গাল দু'টো পাটল বর্ণের আর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। কোনরকম দয়া-মায়ার অভিব্যক্তি ছাড়াই তিনি সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। তাঁর নাম বেভিল। চমৎকারভাবে তিনি আদালতের কাজ পরিচালনা করলেন। মনে হলো, পুলিশ বা সাক্ষীদের কারও কথায় আগে থেকে তাঁর কোন বিশ্বাস জন্মে নেই। তিনি একজন পেশাগত বিচারক মাত্র। আইনে যা বলবে তিনি তাই করবেন। কিন্তু তাঁর বিচারের ধারায় সব দায় এসে গেল আমারই উপর।

সরকারী কৌসুলির নাম প্রাডেল। অন্য সব ব্যারিস্টার তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন। ফ্রান্স এবং এর বাইরেও বহু লোককে ফাঁসিতে ঝোলানো আর গরাদে ঢোকানোর ব্যাপারে অন্য যে কারও চেয়ে তার নাম বেশি।

প্রাডেলের ভূমিকা সমাজের কল্যাণের পক্ষে। এই সরকারী কৌসুলির কাছে মানবিকতার প্রশ্ন অবান্তর। সে আইনের এবং সুবিচারের প্রতিনিধি। আইন আর বিচার নিয়ে কাজ করেছে এবং আইন আর বিচারের রায় তার অনুকূলে আনার জন্য সারাজীবন সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। চোখের পাতা নামিয়ে উঁচু আসন থেকে সে আমার প্রতি উপর-দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। মঞ্চটা এমনিতেই উঁচু। তার উপর সে ছয় ফুটের মত লম্বা। কোর্তা না খুলেই লাল 'টোক' সামনে নামিয়ে রেখে সে টেবিলের উপর হাতুড়ির মত দুই হাত মেলে ধরল। তার তর্জনীতে বিবাহিতের স্মারক সোনার আংটি। তার কনিষ্ঠায় শোভা পাচ্ছে চকচকে ধাতুর তৈরি আরও একটি আংটি।

প্রাডেল আমার উপর বেশি করে প্রভাব বিস্তারের জন্য টেবিলে ভর দিয়ে একটু সামনে ঝুঁকল। মনে হলো, যেন সে বলতে চায়, 'ওহে যুবক, যদি ভেবে থাকো আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, তবে ভুল করেছ। আমার হাত দু'টো বাজ পাখির নখের মত না হতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে বিষাক্ত নখর রয়েছে তা তোমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেবে। কক্ষনো কোন শিকার আমার থাবা থেকে মুক্তি পায়নি এবং সেজন্যই সব ব্যারিস্টার আমার ভয়ে ভীত। বিচারকদের ধারণা আমি এক মারাত্মক কৌসুলি। তুমি দোষীই হও আর নির্দোষ হও, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি এখানে এসেছিই তোমার বিরুদ্ধে যা যা আছে—মন্টমার্তেতে তোমার অসামাজিক, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, পুলিশের সংগ্রহ করা সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তাদের বক্তব্য—সবকিছু কাজে লাগাবার জন্য। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট তোমার বিরুদ্ধে যে-সব কদর্য নোংরা তথ্য জানতে পেরেছে তা এমনভাবে আমি আদালতের সামনে তুলে ধরব, যেন জুরিরা তোমার মধ্যে সমাজদ্রোহিতার চিহ্ন দেখতে পেয়ে তোমাকে এই সমাজ থেকে নির্মূল করতে পারে।'

হয় আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, নয়তো আমার সমস্ত অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে সেই মানুষ-খেকোটাকে স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুনলাম: কাঠগড়ার আসামী, অস্থির হয়ো না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা

www.BanglaBook.org

কোরো না। আমি ঠিকই তোমাকে জাহান্নামে পাঠাব। আমার মনে হয়, জুরিদের প্রতি তোমার আস্থা নেই। কিন্তু ওই যে বারোজন হতভাগা সার দিয়ে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাকাও। দেশের ক্ষয়িষ্ণু কয়েকটি গ্রাম থেকে ওদের ধরে আনা হয়েছে প্যারিসে। জীবনবোধ বলতে ওদের কিছু নেই। এই বারোজন ভুয়া ভদ্রলোককে কি তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? এরা হচ্ছে খুদে দোকানদার, পেনশনভোগী ও ব্যবসায়ী। এদের বিস্তারিত বিবরণ তোমার কাছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। মন্টমার্ত্রেতে তুমি যে বেপরোয়া জীবন যাপন করেছ তা যে এরা বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই এ-আশা তুমি কোরো না। আর পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবকের বেসামাল জীবনের মানেই বা ওরা বুঝবে কী করে? ওরা শুধু জানে পিগালী ও প্লেস ব্লাসে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক প্রেম-নরক, জানে ওখানে যে-সব রাতের পাখিরা যাতায়াত করে তারা সবাই সমাজের স্বাভাবিক শত্রু। সীন আদালতের জুরি হওয়ার সৌভাগ্যে তারা নিজেদের ধন্য মনে করছে। আমি তোমাকে আরও বলতে পারি, বিষণ্ণ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই লোকগুলো তাদের নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কেও অনিশ্চিত। আর তুমি এখানে কী চেহারা নিয়ে এসেছ?—তরতাজা ও সুন্দর। তোমাকে এই লোকদের সামনে মন্টমার্ত্রের নিশিকুটুম ডন জুয়ান হিসাবে চিত্রিত করা আরও সহজ হয়ে গেল না? এতেই ঠিক ওরা তোমার কট্টর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। তুমি যে এত সুন্দর পোশাকে এখানে এসেছ, সেটাই হয়েছে তোমার মারাত্মক ভুল। তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমার স্যুট দেখে ওরা কতটা ঈর্ষান্বিত? ওরা পোশাক কেনে পুরনো বাজার থেকে রীতিমত দরদস্তুর করে। দর্জি দিয়ে গায়ের মাপমত পোশাক তৈরির কল্পনা ওরা তো স্বপ্নেও করে না।

সকাল দশটা। আমরা সবাই বিচারের জন্য তৈরি। আমার সামনে ছয়জন সরকারী কৌঁসুলি। প্রাডেল তার সমস্ত যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইল যে আমি অপরাধী। আর আমার শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড, নয়তো যাবজ্জীবন।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি একজন বেশ্যার দালালকে খুন করেছি। ওই দালাল নাকি ছিল পুলিশের অপরাধ জগতের একজন ইনফর্মার। অভিযোগের স্বপক্ষে যদিও কোন প্রমাণ নেই, পুলিশের লোকেরা কসম খেয়ে বলল, আমিই অপরাধী। কোন প্রমাণ না থাকায় তারা বলছে, তাদের কাছে এমন সব গোপন তথ্য রয়েছে, যা থেকে কোন সন্দেহই থাকে না যে, আমিই প্রকৃত অপরাধী। তারা আদালতে হাজির করল পুলিশের সদর দফতরের বানোয়াট এক মানুষরূপী গ্রামোফোন রেকর্ড। এই ভুয়া সাক্ষীটির নাম পুলিন। আমি বারবার বললাম, ওই ব্যক্তিকে আমি চিনি না। কিন্তু এর জবাবে প্রধান বিচারপতি শুধু বললেন, 'তুমি বলছ, এই লোক মিথ্যা বলছে, কিন্তু কেন ও মিথ্যা বলতে যাবে?'

আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম, 'মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আটক হবার পর থেকে আমি একটি রাতও ঘুমাতে পারিনি। না, রোলান্ড লা পেটিটকে হত্যার অনুশোচনার জন্যে নয়, কারণ আমি হত্যা করিইনি। আমি ঘুমাতে পারিনি, সবসময় ভেবেছি, আমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষীর এত হিংস্র হয়ে ওঠার কারণ কী? একটা প্রমাণ দুর্বল হয়ে গেলে আবার একটা প্রমাণ খাড়া করার পেছনে কী

www.BanglaBook.org

উদ্দেশ্য কাজ করছে? মাননীয় বিচারপতি, অবশেষে আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তা হচ্ছে: কিছু জঘন্য অপরাধের জন্য পুলিশ এই লোকটিকে আটক করে তাকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে এইসব কথা বলিয়ে নিচ্ছে। শর্ত একটাই: প্যাপিলন সাজা পেলে তুমি ক্ষমা পাবে।'

পরবর্তী সময়ে জানা গেছে, খাঁটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম সেদিন আমি। কারণ, মাত্র কয়েক বছর পরই আদালতে সৎ বলে নন্দিত ওই পুলিশ কোকেন চোরাচালানের দায়ে সাজা পেয়েছিল।

মিত্তের হুবার্ট আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন সাধ্যমত। মিত্তের বুফেও যথেষ্ট করলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের যুক্তির কাছে তাঁরা টিকতেই পারলেন না।

রাত এগারোটার দিকে বিচারের দাবা খেলা শেষ।

আমার উকিলরা কিস্তি মাত হয়ে গেল। এবং একজন নিরপরাধ লোক দোষী সাব্যস্ত হলো।

সরকারী কৌসুলি প্রাডেলের কূটকৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে সমাজ পঁচিশ বছরের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল।

ঘোষণা হলো: বন্দী, উঠে দাঁড়াও।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আদালত সম্পূর্ণ নীরব। উপস্থিত দর্শকেরাও তাদের নিঃশ্বাস চাপল। আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। জুরিদের কেউ কেউ আমাকে দেখলেন। অন্যদের মাথা অবনত। মনে হলো তারা যেন লজ্জিত।

'বন্দী, বিচারকমণ্ডলী হত্যাকাণ্ডটি পূর্ব-পরিকল্পিত কিনা এই প্রশ্নটি ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে একমত হয়েছেন। সুতরাং তোমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হলো। তোমার কিছু বলার আছে?'

আমি ভয় পেলাম না। খুব স্বাভাবিকভাবেই বললাম, 'জ্বি, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমি সত্যিই নিরপরাধ এবং পুলিশের পরিকল্পিত এক চক্রান্তের শিকার।'

বিচারকদের পেছনে বসা সুন্দরী রমণী আর সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। আমি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, 'আপনারা ধনবতী রমণী। নোংরা আনন্দের জন্য এখানে এসেছেন। আপনাদের ধূর্ত পুলিশ আর বিচার ব্যবস্থা একটা হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করে ফেলল। আপনাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। আর কী চান? চুপ করুন!'

প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিলেন, 'অর্ডার, বন্দীকে নিয়ে যাও।'

যাবার মুহূর্তে আমি শুনলাম আমার স্ত্রীর প্রেমময় অঙ্গীকার, 'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। আমি তোমাকে বের করে আনব।' আদালতে উপস্থিত আমার অপরাধ জগতের বন্ধুরা সম্ভবত আমার প্রশংসাই করেছে। কারণ, আমি বিচারের কোন পর্যায়েই আত্মরক্ষার জন্য অন্য কাউকে ফাঁসানোর চেষ্টা করিনি।

আদালতে ঢোকার আগে যে ঘরে আমাকে রাখা হয়েছিল সেখানে এনে আবার আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো। পুলিশের একজন ছোট একটা শিকল এনে আমার ডান হাতের সাথে তার বাঁ হাতটা বেঁধে নিল।

কারও মুখে কথা নেই। আমি একটা সিগারেট চাইলাম। সার্জেন্ট আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিগারেট দিয়ে ধরিয়েও দিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানলাম। সবাই নীরব, স্তব্ধ। কারও ভিতরে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। শেষ পর্যন্ত আমিই সার্জেন্টকে বললাম, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

আমরা আদালতের নীচতলায় নেমে কালো গাড়িতে উঠে বসলাম। সঙ্গে এক ডজন পুলিশের লোক। সার্জেন্ট বললেন, 'কনসিয়ারজেরি।'

দুই

কনসিয়ারজেরি

মেরী আ্যানটোনেটস প্যালেসেস-এর কারাগারে পুলিশ আমাকে হেড ওয়ার্ডারের কাছে হস্তান্তর করে একটা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লিখে নিল। তাদের আর কিছু বলার ছিল না। যাবার আগে, আশ্চর্য, সার্জেন্ট আমার হাতকড়া-পরা দুই হাত তুলে নিয়ে করমর্দন করল।

হেড ওয়ার্ডার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কী সাজা দিল ওরা?'

'যাবজ্জীবন।'

আমার কথায় বিশ্বাস করতে না পেরে সে পুলিশের কাছ থেকে আবার জেনে নিল। লোকটার বয়স পঞ্চাশ। জীবনে এ রকম বহু দেখেছে। আমাকে বলল, 'শালা হারামিরা। নিশ্চয়ই বেখেয়াল ছিল।'

হাতকড়া খুলে সে নিজেই আমাকে একটা সেলে ঢুকিয়ে দিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, উন্মাদ ও ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েদী রাখার সেল। দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে সে বলল, 'মন তাজা রাখো, প্যাপিলন।'

'ধন্যবাদ চীফ, আমি ঠিকই আছি। আশা করি, আমাকে দেয়া এই সাজা ওদেরকেই শ্বাসরোধ করে মারবে।'

কয়েক মিনিট পর দরজার বাইরে ধাতব শব্দ হলো। বললাম: 'কী হচ্ছে?'

উত্তর এল, 'কিছু না, তোমার দরজায় একটা কার্ড লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'কেন? ওতে কী লেখা আছে?'

'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। কড়া নজর রাখতে হবে।'

মাথা খারাপ। অবস্থা যাই হোক না কেন, আমার আত্মহত্যার কোন পরিকল্পনা নেই। আমি সাহসী এবং আমাকে সাহসীই থাকতে হবে। আমি সবার বিরুদ্ধে, সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়ব। কাল থেকেই শুরু হবে আমার লড়াই।

পরদিন কফি খেতে খেতে ভাবলাম আপিল করব কিনা। অন্য কোন কোর্টে কি রায়ের হেরফের হবে? কত বছর সময় লাগবে এই আপিলের নিষ্পত্তি হতে? এক বছর, আঠারো মাস? তারপর? তারপর হয়তো শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন থেকে বিশ বছর করে দেওয়া হবে।

আমি জেল থেকে পালাবার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেললাম। সুতরাং বছরের হিসাব আমার কাছে গৌণ। আমার মনে আছে, জেলা আদালতে একবার এক অপরাধী বিচারপতিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মঁসিয়ে। ফ্রান্সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কত

www.BanglaBook.org

বছর খাটতে হয়?'

সেলের ভিতরে আমি পায়চারি শুরু করলাম আমার স্ত্রী ও বোনকে শান্ত করার জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। আমার বোনই এতদিন গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে একা তার ভাইয়ের জন্য লড়াই করেছে। বেচারী! বাবা থাকেন গ্রামে। বুড়ো মানুষ, এই আঘাত তাঁর জন্য খুবই কঠিন হবে।

হঠাৎ আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল: আমি তো নির্দোষ! কিন্তু কার কাছে বলব আমি নির্দোষ? শালা একটা বেশ্যার দালাল খুন হয়েছে, আর আমি গেয়ে বেড়াব, আমি না, অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে। সে এক তামাশা। তার চেয়ে চুপ থাকা ভাল।

তবে বিচারাধীন অবস্থায় সাঁতে বা কনসিয়ারজেরিতে থাকার সময় অবশ্য কখনও মনে হয়নি আমার এত বড় দণ্ড হতে পারে।

ঠিক আছে। এখন এখানে কাজ হচ্ছে, যারা পালাতে চায় এমন কয়েদীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ডেগার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। সে এসেছে মার্সাই থেকে। নাপিতের ওখানে দেখা হবে ওর সাথে। প্রতিদিন শেভ করার জন্য ও ওখানে যায়।

ঠিকই। পরদিন ওখানেই দেখা হলো ডেগার সাথে। ওর পিঠের কাছে চলে এলাম।

গলা নামিয়ে আমি টুক করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল আছ, ডেগা?'

'ভাল। আমার পনেরো বছর হয়েছে। তোমার নাকি যাবজ্জীবন?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি আপিল করবে?'

'নাহ্। যা দরকার, তা হচ্ছে, খেয়ে দেয়ে সবল থাকা। আমাদের শক্তি দরকার। পেশীতে জোর দরকার। তুমি কি লোডেড, ডেগা?'

'হ্যাঁ। পাউন্ড স্টার্লিং-এ আমার কাছে আছে এক লাখ ফ্রাঁ। তুমি?'

'না।'

'আমার কথা যদি শোনো, তা হলে যত জলদি পারো লোডেড হয়ে যাও। তোমার উকিল কে ছিল? হুবার্ট না? ধুর, ওকে দিয়ে হবে না। চার্জার ভর্তি করে তোমার স্ত্রীকে বলো ডোমিনিক লা রিচের কাছে পৌঁছে দিতে। ব্যস। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি—পৌঁছে যাবে ওটা তোমার হাতে।'

'শ্ শ্, ক্রু দেখছে আমাদের!'

'বাহ্, গল্পটা খুব জমে উঠেছে, তাই না?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ক্রু।

'না, মানে, তেমন কিছু না,' বলল ডেগা। 'ও বলছিল, ওর নাকি অসুখ।'

পাছামোটা ক্রু হেসে লুটোপুটি, 'ওর কী হয়েছে? বিচারের যন্ত্রণা?'

এই এক জীবন। এরই মধ্যে আমি অবক্ষয়ের পথে পা বাড়িয়েছি। এখানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পঁচিশ বছরের এক যুবককে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা খুবই সাধারণ ঘটনা।

আমি চার্জার পেয়ে গেলাম। চার্জার হচ্ছে চমৎকার পালিশ করা একটি অ্যালুমিনিয়ামের টিউব। ঠিক মাঝখানে ক্রুর মত পেঁচিয়ে খোলার ব্যবস্থা। এর

www.BanglaBook.org

ভিতরে রয়েছে কড়কড়ে নোটে পাঁচ হাজার ছয়শো ফ্রাঁ। চার্জারটি হাতে পেয়ে আমি চুমু খেলাম। প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা বুড়ো আঙুলের মত মোটা জিনিসটা আমার গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে লম্বা শ্বাস নিলাম, যাতে ওটা ঠিক জায়গায় গিয়ে সেট হয়। এই চার্জারটিই এখন আমার একমাত্র সম্বল। ওরা আমাকে ন্যাংটো করে দু'পা ফাঁক করিয়ে দাঁড় করাতে পারে, কাশি দিতে বলতে পারে, শরীর সামনে বাঁকাতে বলতে পারে-কিন্তু কখনোই জানবে না আমার সঙ্গে কিছু আছে কিনা। বৃহৎ অন্ত্রের অনেক দূর ভিতরে চলে গেছে জিনিসটি। এটি আমার অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে। আমি নিজের ভিতর জীবন ও মুক্তি বয়ে বেড়াচ্ছি। এটাই প্রতিশোধ গ্রহণের পথ। কারণ আমার চিন্তা ও সংকল্পে সারাক্ষণ প্রতিশোধের স্পৃহা।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। সেলে আমি একা। মাথার উপরে বেশি পাওয়ারের একটা বালব জ্বালানো। যাতে বাইরে প্রহরারত রক্ষী দরজার ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখতে পায়। এত আলোতে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। রুমাল ভাঁজ করে দিলাম চোখের উপর। লোহার খাটিয়ার উপর একটা ম্যাট্রেস। বালিশ নেই। শুয়ে আছি। বিচারের গোটা দৃশ্য আবার একবার মনের পর্দায় ভেসে যাচ্ছে। মনে হলো, ওরা যেন আমাকে জ্যান্ত পুঁতে দিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল আমার।

চার্জারটা পাবার পর থেকেই পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি যে আমি পালাতে পারব। পালাতে হবেই। কিন্তু তারপর? তারপর কী করব ভাবার চেষ্টা করলাম। পালিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি প্যারিস চলে যাব। আমার প্রথম কাজ হবে জাল সাক্ষী পুলিনকে খুন করা। হ্যাঁ, ওটাই প্রথম। তারপর মামলার দায়িত্বে নিযুক্ত অন্য দু'জন পুলিশকে। কিন্তু ওই দুই বেটাকে মেরে ফেলাই যথেষ্ট নয়। অনেকগুলোকে খুন করতে হবে। সব ক'টা পুলিশকে। নিদেনপক্ষে যতগুলোকে শেষ করে দেওয়া যায়। চমৎকার একটা বুদ্ধি পাওয়া গেছে। একবার বেরুতে পারলেই প্যারিসে গিয়ে একটা সুটকেসে বিস্ফোরক ভরব। দশ, বিশ বা চল্লিশ পাউন্ড যা ধরে। কতটা ধরবে সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। অথচ আমি বহু লোককে হত্যার পরিকল্পনা করছি। ডিনামাইট, নাকি শেডাইট ভাল হবে? নাইট্রো গ্লিসারিনই বা নয় কেন? যেটাই হোক, আমি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ কয়েদীদের কাছ থেকেও বুদ্ধি নিতে পারি, যারা কাজটা আমার চেয়ে ভাল বোঝে। পুলিশরা যদি একটু জানতে পারত কী প্রচণ্ড প্রতিশোধ আমি নিতে যাচ্ছি! আমার দুই চোখের উপর চেপে বসে আছে রুমালটা। অথচ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেই ট্রাঙ্কটা। দেখতে সাধারণ এক সুটকেস মনে হলেও ওটা আসলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকে ঠাসা। ডিটোনেটরের সাথে যুক্ত করা রয়েছে একটা অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ি। সাবধান! ৩৬ নং কুই দ্য অর্ফিভারের পুলিশ ভবনের দু'তলায় অপরাধ বিভাগের পুলিশ মিলনায়তনে সকাল ১০টায় এর পৌঁছানো চাই। ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে কমপক্ষে দেড়শো পুলিশ থাকবে রিপোর্ট শোনা ও নির্দেশ নেওয়ার জন্য। উপরে যেতে কয়টা সিঁড়ি ভাঙতে হবে? হিসাবে ভুল করা চলবে না। রাস্তা থেকে পুলিশ ভবন পর্যন্ত ট্রাঙ্কটিকে বয়ে নিয়ে যেতে কতটা সময় লাগতে পারে সেকেন্ডের

www.BanglaBook.org

হিসাব ধরে তা ঠিকভাবে আমাকে বের করতে হবে। কিন্তু ওটা বয়ে নিয়ে যাবে কে? ধাপ্পা দিয়ে ট্রাঙ্কটাকে ভিতরে চালান দিতে হবে। ট্যাক্সিতে করে আমি ওটা বয়ে নিয়ে যাবো পুলিশ ভবন পর্যন্ত, তারপর আদেশের সুরে দুই মোটকা পুলিশ প্রহরীকে বলব, 'এই ট্রাঙ্কটাকে মিলনায়তনে নিয়ে যাও, আমি পরে আসছি। কমিশনার ডুপন্টকে বলো, চীফ ইন্সপেক্টর ডুবয় পাঠিয়েছেন। আমি ঠিক ঠিক ওখানে এসে যাব।'

কিন্তু ওরা কি আমার আদেশ পালন করবে? সব ক'টা গর্দভের মধ্যে দৈবাৎ যদি আমি দু'জন বুদ্ধিমান পুলিশ প্রহরীর কাছে গিয়ে এই চালাকির চেষ্টা করি? সে ক্ষেত্রে আর বাঁচোয়া থাকবে না। না, অন্য কোন একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মাথায় এল না। ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে উঠল মাথাটা। তবে অন্তরের অন্তস্তলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত একটা পন্থা খুঁজে আমি বের করবই।

চিন্তা করতে করতে মাথা ধরে গেল। আমি সেলের ভিতরে রাখা পানি খেলাম। রুমাল ভিজিয়ে চোখের উপর রাখলাম। এতে কিছুটা আরাম হলো। পরে অবশ্য সব সময়ই আমি আলো ঠেকাতে ভেজা রুমাল ব্যবহার করেছি।

আবার শুরু হলো ভাবনা। পালাব। তারপর প্রতিশোধ। প্রথমে সেই ভুয়া সাক্ষী পুলিন, তারপর পুলিশ। তারপর প্রতিশোধ নেব জুরিদের উপর। কিন্তু, ওই শালাদের বিরুদ্ধে কী করব? ওদের আর কতটাই বা দোষ? থাক ওরা ওদের পেটফোলা ঢাউস স্ত্রী আর সাদামাটা সাংসারিক জীবন নিয়ে। থাক, কিছু করব না জুরিদের। কিন্তু সরকারী কৌসুলি প্রাডেলকে তো আমি ক্ষমা করতে পারি না।

মনে মনে ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম। প্যারিসে গিয়ে আমি একটা ভিলা ভাড়া নেব। পুরু দেয়াল থাকবে সে ভিলায়। ঘরটা হবে সাউন্ড প্রুফ। কোন শব্দ যাতে বাইরে না যায়। দরকার হলে দরজা-জানালার উপর ম্যাট্রেস সেঁটে দেব। এরপর প্রাডেলকে কোনভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসব ওই ঘরে। ঘরের মধ্যে আগে থেকেই ঝোলানো থাকবে রিং। ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রিং-এ ঝুলিয়ে দেব। এরপর খুব কাছে বসে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাব, যেভাবে ও কোর্টে আমার দিকে তাকিয়েছিল। খুব বেশি পাওয়ারের একটা আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে ওর চোখের ঠিক উপরে। শালার লাল মুখ থেকে গড়িয়ে পড়বে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

জিজ্ঞেস করব, 'এই যে মুর্দাফরাস, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি প্যাপিলন! খুবই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে তুমি যাবজ্জীবন ঘানি টানতে পাঠিয়েছিলে। ঘামে বইয়ের পাতা ভিজিয়ে তুমি শিক্ষিত হয়েছ। গ্রীক ল্যাটিন পড়েছ। তুমি তোমার যৌবন নিঃশেষ করেছ বড় বক্তা হবে বলে প্র্যাকটিস করে করে। এখন তোমার সেই বই, সেই গ্রীক ল্যাটিন তোমাকে কী সাহায্য করছে? তুমি জীবনে কারও কোন উপকার করোনি, কাউকে সাহায্য করোনি, বরং অনেক অনেক মানুষকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে নিজে তুমি ওপরে, আরও ওপরে উঠেছ। এখন, শালা শুয়োরের বাচ্চা? তুমি যাদের সর্বনাশ করেছ, আমি তাদের একজন। এবার শোধ তুলব তোমার হারামিপনার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠলাম। নাঃ, অসহ্য! পালাতে কতদিন সময় লাগতে পারে? দু'বছর? তার বেশি নয়। প্যাপিলন, তুমি যুবক, সুস্থ, সবল। তোমার কাছে চার্জারের ভিতরে পাঁচ হাজার ছয়শো ফ্রাঁ রয়েছে, তোমার পালাতে দু'বছরের বেশি লাগবে কেন?

উত্তেজনায় উঠে আমার চারগজ লম্বা সেলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত হাঁটতে শুরু করলাম। শালা প্রাডেলের জিভ কেটে নিতে হবে, মগজ গুলিয়ে দিতে হবে। শালা নিশ্চয়ই একটা সমকামী ; শালা, শুয়োরের বাচ্চা···

হঠাৎ আলো নিভে গেল। সকাল হয়ে গেছে। সারাটা রাত প্রতিশোধের চিন্তায় কাটিয়েছি। বিছানায় বসে আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু না কোথায়ও কোন সাড়া-শব্দ নেই। গাঢ় নিবিড় নৈঃশব্দ্য!

দরজার আশেপাশে চট চট শব্দ শুনলাম। খুট করে খুলে গেল আমার দরজার সঙ্গে লাগানো ধাতব পাত। ওয়ার্ডার। আমি তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু ওই ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে দেখা যায়। ফরাসী সরকারের চিন্তাঃ আমি যেন আত্মহত্যা করতে না পারি। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, এই কয়েদখানা থেকে কোন কয়েদীর পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। কয়েদীদের জীবিত থাকতে হবে এবং জীবিতাবস্থায় তাকে যেতে হবে অপরাধীদের বসতি এলাকায়–দ্বীপান্তরে। যেখানে এদের দেখাশোনার জন্য নিয়োগ করা যাবে আরও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী।

দরজায় আবার টুক শব্দ। হাসি পেল আমার। শালা নরকের কীটেরা, আত্মহত্যা করিনি। চিন্তা নেই। আমি চাই সুস্থ সবল থাকতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের পরিকল্পনামতো ফরাসী গিয়ানায় পৌঁছতে। ব্যস।

তবে একটা কথা ঠিক। কারাগারের ভিতরকার ক্রুদের তুলনায় ওয়ার্ডার লোকটা একদম ধর্মমায়ের মত।

ক্ল্যাং ক্ল্যাং করে আমার দরজার মাঝখানে আট ইঞ্চির একটা ফাঁক খুলে গেল। আমাকে কফি আর রুটি দেওয়া হলো। এখন আর আমাকে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার পাঠানো যাবে না। তবে পয়সা দিয়ে সিগারেট আনাতে পারি ইচ্ছে করলে। এই কড়াকড়ি অবশ্য কিছু দিন ছিল–তারপর সব ঠিক। অপরাধীদের নির্বাসনে পাঠানোর আগে তাদের কনসিয়ারজেরিতে রাখা হয়। আমি বারো ফ্রাঁ দিয়ে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে ভাজির সঙ্গে টানলাম। আমি অবশ্য বিচারকালীন টাকা দিয়েই এগুলো কিনেছি। কারণ শীঘ্রিই বিচারের খরচ আদায়ের জন্য ওরা আমার কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে নেবে, জানতাম।

রুটির ভিতরে করে ডেগা আমার জন্য একটা চিরকুট পাঠাল ছারপোকা নিধন কেন্দ্রে যাবার জন্য। 'দেশলাইয়ের বাক্সে তিনটি ছারপোকা আছে।' দেশলাইয়ের বাক্স খুলে দেখলাম, স্বাস্থ্যবান তিনটি ছারপোকা। আমি এর মানে জানি। ওয়ার্ডারকে ছারপোকা তিনটি দেখালাম যাতে পরের দিন সে আমার বিছানাপত্র কাপড়-চোপড় ম্যাট্রেস স্টীমরুমে পাঠিয়ে এসব পরজীবী মারার সুযোগ দেয়। সে ভাবেই পরের দিন স্টীমরুমে আমি ডেগার সঙ্গে দেখা করলাম। ঘরে আমি আর ডেগা। কোন ওয়ার্ডার নেই।

'ধন্যবাদ, ডেগা। আমি চার্জার পেয়ে গেছি।'

www.BanglaBook.org

'এতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না।'

'যতবার ল্যাট্রিনে যাবে, ততবারই ওটাকে ভাল করে ধুয়ে আবার ঢুকিয়ে রাখবে।'

'হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে ভেতরে পানি ঢুকছে না। কারণ, নোটগুলো এক সপ্তাহ পরেও সম্পূর্ণ কড়কড়ে রয়েছে।'

'তা হলে ঠিকই আছে।'

'তুমি কী করবে ভাবছ, ডেগা?'

'মনে হয় পাগলই হয়ে যাব। আমি গিয়ানায় যেতে চাই না। এখানে হয়তো আমাকে আট থেকে দশ বছর খাটতে হবে। আমি যোগাযোগ করেছি, যাতে কমপক্ষে পাঁচ বছর সাজা মওকুফ পাই।'

'তোমার বয়স কত?'

'বিয়াল্লিশ।'

তোমার মন ভেঙে গেছে। তোমার সাজা দশ বছর হলেও তো তুমি বুড়ো হয়ে যাবে। গিয়ানায় যেতে ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, প্যাপিলন। সত্যিই ভয় পাচ্ছি। গিয়ানা এক সাংঘাতিক জায়গা। বছরে শতকরা আটজন মারা যায় ওখানে। এক-একটা কনভয় এ আঠারোশো থেকে দুই হাজার লোক নেয়া হয়। তোমার যদি কুষ্ঠ না হয় তা হলে পীত জ্বর হবে, কিংবা হবে আমাশয়-এর হাত থেকে কোন নিস্তার নেই। তার উপর রয়েছে ম্যালেরিয়া। কপালজোরে যদি এসব রোগ থেকে নিস্তার পাও-ও, শেষ পর্যন্ত চার্জারের জন্যেই তুমি খুন হয়ে যাবে, কিংবা পালাতে গিয়ে প্রাণ হারাবে। প্যাপিলন, তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাই না। তবে আমি দেখেছি, ওখান থেকে পাঁচ-সাত বছর খেটে যারা ফিরেছে, তারা শেষ হয়ে গেছে। বছরের নয় মাস থাকে হাসপাতালে। তারা বলেছে, পালানো যত সহজ মনে হয়, আসলে অতটা সহজ নয়।'

'তোমাকে বিশ্বাস করি, ডেগা। কিন্তু নিজের ওপরও আমার আস্থা আছে। আমি ওখানে খুব বেশি সময় নষ্ট করব না, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি একজন নাবিক, সমুদ্রের প্রকৃতি বুঝি। কিছুদিনের মধ্যেই আমি যখন পালাব, তখন তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। আর তোমাকে যদি ওরা পাঁচ বছর সাজা মওকুফও করে তা হলেও কমপক্ষে দশ বছর তোমাকে এই ঘানি টানতে হবে। তুমি তাই বা কী করে পারবে? নিঃসঙ্গ, একা। এখানে দশ বছরের এক একটা দিন চব্বিশ ঘণ্টা নয় চব্বিশশো ঘণ্টা, প্রত্যেক ঘণ্টা ষাট মিনিট নয়, ছয়শো মিনিটে। কী করে সময় কাটাবে? তা ছাড়া, আমি জানি, গিয়ানা সম্পর্কে তোমার ধারণা আসলে সত্য নয়।'

'হতে পারে। কিন্তু তুমি তরুণ, আমি আধবুড়ো।'

'শোনো, ডেগা। স্পষ্ট করে বলো তো, তুমি জেলে অন্য কয়েদীদের ভয় পাচ্ছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, সত্যি, তাই। কারণ, সবাই জানে আমি কোটিপতি। ওরা ভাববে আমার

www.BanglaBook.org

কাছে নিশ্চয়ই পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ ফ্রাঁ আছে। সেজন্যেই আমাকে প্রাণ দিতে হবে।'

'শোনো, আমাদের একটা চুক্তি হোক। তুমি কথা দাও, এরকম পাগলা হয়ে যাবে না। আমি কথা দিচ্ছি, সবসময় তোমার পাশে থাকব। ছেলেবেলা থেকে আমি চাকু চালাতে ওস্তাদ। চাকুতে কোন ব্যাটা আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। অন্যদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরাই আমাদের ভয় পাবে, সম্মান করবে। আমি কম্পাসের ব্যবহার জানি, নৌকা চালাতে জানি। ব্যস, আর কী চাই তোমার?'

সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল ডেগা। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম, চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে স্টীমরুমের দরজা খুলে যে-যার সেলে চলে গেলাম। এরপরও নাপিতের দোকানে, ডাক্তারের ওখানে আর-গির্জায় আমাদের দেখা হয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা বন্ড জাল করার জন্য সাজা হয়েছে ডেগার। তার জাল করার কৌশল অতি চমৎকার। নিপুণ কারিগর। পাঁচশো ফ্রাঁর বন্ড থেকে সংখ্যাটি ব্লিচ করে মুছে তার উপর এক হাজার ফ্রাঁ ছাপিয়ে নিতো। ফলে ব্যাংক ও ব্যবসায়ীরা বিনা দ্বিধায় এই বন্ড গ্রহণ করত। বছরের পর বছর ধরে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল ডেগা। টেরটি পায়নি সরকার। হঠাৎ একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ায় ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়।

সে-ও এক ঘটনা। একদিন লুই ডেগা মার্সাইতে তার বারে বসে আছে চুপচাপ। বারটি ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধীদের মিলনকেন্দ্র। সময়টা ১৯২৯ সাল। হঠাৎ এক সুন্দরী যুবতী এসে মঁসিয়ে লুই ডেগার খোঁজ করল। চমৎকার তার সাজ পোশাক।

ডেগা এগিয়ে এল, 'আমিই লুই ডেগা। আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

মহিলা তাকে পাশের রুমে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি ব্রিউলে'র স্ত্রী। জাল বন্ড চালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে ব্রিউলে। সে এখন পারিসের জেলে। আমি সাঁতে-য় তার সঙ্গে দেখা করেছি। সে আপনার ঠিকানা দিয়ে বলেছে আপনার কাছ থেকে উকিলের বিশ হাজার ফ্রাঁ চেয়ে নিতে।'

এই প্রস্তাবে জোচ্চোর চূড়ামণি লুই ডেগা ওই সুন্দরীকে যা বলেছিল, সে কথা বলা তার মোটেই উচিত হয়নি। ডেগা বলেছিল, 'শোনো মাদাম। ব্রিউলে বলে কাউকে চিনি না। তোমার যদি টাকার দরকার থাকে, তা হলে রাস্তা তো খোলাই। তোমার মত সুন্দরীর পক্ষে ওই পথে বিশ হাজারের বেশি কামানোও কঠিন কিছু নয়।'

রাগে দুঃখে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল অপমানিতা মেয়েটা। ব্রিউলে প্রতিশোধ নিয়েছিল এর। ফাঁস করে দিয়েছিল সব পুলিশের কাছে। মাসখানেকের মধ্যেই ডেগা আর তার এগারোজন সাগরেদকে আটক করে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘ চোদ্দদিনের বিচার শেষে সাজাও হয়ে গেল প্রত্যেকের।

এই ডেগার সঙ্গেই কয়েক মাস আগে আমি এক জীবনমরণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি।

www.BanglaBook.org

মিত্তের রেমন্ড হুবার্ট আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অফিসের কথা বলিনি। সময় কাটছে ঢিমে তালে।

দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত এক দুই তিন চার পাঁচ করে মার্চ করি। এবাউট টার্ন। এক দুই তিন চার পাঁচ। সিগারেট টানি। নিজেকে বোঝাই, আপাতত আর প্রতিশোধ চিন্তা নয়। সরকারী কৌসুলীকে প্যারিসের এক ভিলায় যেভাবে বেঁধে রেখেছি, সেভাবেই বাঁধা থাক, পরে ভেবে দেখা যাবে তার বিরুদ্ধে আর কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

হঠাৎ একদিন তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। মনে হলো, কাউকে নির্যাতন করা হচ্ছে। পুলিশের নির্যাতনে এভাবে আর্তনাদ করে মানুষ। কিছু জানার উপায় নেই। এটা তো পুলিশ স্টেশন নয়। তবে হতে পারে কোন উন্মাদ। যাক, যেখানে যাই হোক, পরোয়া করি না। পরের চিন্তা করার সময় নেই। আমাকে থাকতে হবে আমার নিজের ভিতরে। গোল্লায় যাক সব। আমি পিঠ বাঁকিয়ে ব্যায়ামের ভঙ্গি করি। তারপর বুকে চাপড় দিয়ে নিজেকে নিজের ভিতরে ফিরিয়ে আনি। আমার বাহুর পেশী দেখি, চমৎকার। আমার পা দু'টোকে ধন্যবাদ দেই, কারণ ষোলো ঘণ্টা এক নাগাড়ে হেঁটেও তারা অক্লান্ত। মাসের পর মাস কাটছে।

ওই তীক্ষ্ণ চিৎকার আমাকে সত্যি নাড়া দিয়ে গেছে। খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মত ছটফট করতে থাকি। মনে হয় আমি পরিত্যক্ত, একা। আমাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গী করা হয়েছে কেবল ওই একটি তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারকে।

দরজা খুলে গেল। একজন পাদ্রী আবির্ভূত হলেন। কী বিস্ময়! আমি একা নই, একজন পাদ্রী আছেন আমার সামনে।

'গুড ইভনিং, বৎস। মাফ কোরো, আমি আরও আগে আসতে পারিনি। ছুটিতে ছিলাম। কেমন আছ?' তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে আমার বিছানায় বসলেন।

'কোথেকে এসেছ?'

'আর্দিসে।'

'তোমার আত্মীয়-স্বজন?'

'আমার এগারো বছর বয়সের সময় মা মারা গেছেন: আমার বাবার সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল।'

'তিনি কী করতেন?'

'স্কুল শিক্ষক।'

'তিনি কি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ছিল কেন বলছ?'

'কারণ তিনি জীবিতই আছেন, আমি মৃত।'

'ছিঃ, একথা বলে না। তুমি কী করেছিলে?'

আমি খুব শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'পুলিশ বলেছে, আমি এক লোককে খুন করেছি: আর পুলিশ যদি একবার বলে, তা হলে তা তো আর মিথ্যে হতে পারে

BanglaBook.org

না।'

'সে কি ব্যবসায়ী ছিল?'

'না, বেশ্যার দালাল।'

'নিষিদ্ধ পল্লীতে কী ঘটেছে না ঘটেছে তার জন্যে ওরা তোমাকে যাবজ্জীবন দিল? আশ্চর্য! অভিযোগটা কি খুনের?'

'না, জেনে বুঝে নরহত্যা।'

'আহা, বেচারা! অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি বলো তো? আমার সঙ্গে প্রার্থনা করবে?'

'আমি ধর্মকর্ম কিছু শিখিনি। জানিও না, কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়।'

'তাতে কিছু যায় আসে না, ঈশ্বরের কাছে তার সকল সন্তানই সমান। আমি যা যা বলি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তার পুনরাবৃত্তি করো, তা হলেই হবে।'

হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করলাম আমরা।

আমার চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। পাদ্রী এক ফোঁটা পানি নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন, 'এই অশ্রু ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আজ আমাকে পুরস্কার দিলেন। তোমাকে ধন্যবাদ।' তিনি আমার কপালে চুমো করলেন।

বিছানায় আমার পাশে বসে পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দিন পর তুমি কাঁদলে?'

'চোদ্দ বছর পর। চোদ্দ বছর আগে আমার মা মারা যাবার সময় কেঁদেছিলাম।'

'তিনি আমার হাত ধরে বললেন, যারা এর জন্যে দায়ী, তাদের ক্ষমা করে দিও।'

আমি হাত টেনে নিয়ে বললাম, 'অসম্ভব। যারা দায়ী তাদের আমি খুন করব। কখন কীভাবে প্রতিশোধ নেব তার পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলেছি।'

তিনি বললেন, 'তুমি তরুণ। বয়স হলে এই প্রতিশোধের বাসনা তুমি ভুলে যাবে। তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

'একটা অপরাধ, ফাদার।'

'অপরাধ? কী অপরাধ করাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'সাঁইত্রিশ নম্বর সেলে গিয়ে ডেগাকে বলবেন, সে যেন তার উকিলকে বলে তাকে কায়েনের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। আমিও তাই করেছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি কনসিয়ারজেরি থেকে কোন কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে চাই, যেখান থেকে গিয়ানার কনভয় ধরা সহজ হবে। কারণ যদি প্রথম জাহাজ ধরতে না পারি, তা হলে পরবর্তী জাহাজ ধরার জন্যে [illegible] হয়তো আরও দু'বছর এই নিঃসঙ্গ সেলে অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর সঙ্গে দেখা করতে পারেন তা হলে কি আবার এখানে ফিরে আসবেন, ফাদার?'

'কী কারণ দেখাব?'

বলবেন, আপনি আপনার প্রার্থনার বই ফেলে গেছেন। আমি জবাবের অপেক্ষায় থাকব।'

www.BanglaBook.org

'তোমার এত তাড়া কীসের?'

আমি অকপটে বললাম, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি পালাতে চাই, ফাদার প্রায় দু'বছর এখানে পড়ে আছি।'

'ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন। আমার মনে হয় তুমি তোমার জীবন নতুন করে শুরু করতে পারবে। যাব আমি তোমার জন্যে সাঁইত্রিশ নম্বরে।'

তিনি খুব শীঘ্রিই ফিরে এলেন। ডেগা রাজি।

সে কী এক আশার উজ্জ্বল আলো! পাদ্রীকে ধন্যবাদ, চারদিক কেমন আলোয় ঝলমল করে দিয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকেন, তা হলে ওই সরকারী কৌসুলির মত লোকদের কেন বাঁচিয়ে রাখেন। কেন মিথ্যুক পুলিন, পুলিশ আর কনসিয়ারজেরির এই পাদ্রীরা এক সঙ্গে বেঁচে থাকে পৃথিবীতে?

এক সপ্তাহ পরে কনসিয়ারজেরির বারান্দায় ভোর চারটায় আমরা সাতজন দাঁড়ালাম। ক্রুদের নির্দেশ, 'কাপড় খোলো। এবাউট টার্ন। এক পা পিছাও। কাপড় পরো।'

লিনেনের যে পোশাক পরেছিলাম, সেগুলো বদলে আমাদের দেওয়া হলো মোটা জ্যাকেট-ট্রাউজার। জুতার বদলে দেওয়া হলো কাঠের একজোড়া খড়ম। আমি অন্যদেরও দেখলাম। যীশু।-আহ, কেউ বাদ নেই।

মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের চেহারা একদম কয়েদীদের মত হয়ে গেল।

আমরা কায়েনের কারাগার বিউলিউ-এর উদ্দেশে রওনা হলাম।

তিন

কায়েন কারাগার

এখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো গবর্নরের অফিসে। তিন ফুটের মত উঁচু মঞ্চের উপর রাজকীয় চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন গবর্নর :

'চুপ করো! গবর্নর তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন।'

'বন্দীরা, দ্বীপান্তরে, অপরাধী বসতি এলাকায় পাঠানোর আগে এটা তোমাদের অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান। এটা সাধারণ কোন কারাগার নয়। এখানে নীরবতা বাধ্যতামূলক, দেখা সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, চিঠিপত্র আসবে না। এখানে আদেশ অমান্য করলে টেংরি ভেঙে দেয়া হয়। দু'টো দরজা খোলা, একটা চলে গেছে অপরাধী বসতিতে। অবশ্য যদি ব্যবহার ভাল করো। অপরটা সোজা গোরস্থান। খারাপ আচরণ সম্পর্কে দু'চারটি কথা। আচার-আচরণের সাধারণ রুটিন শাস্তি ষাট দিনের পানিশমেন্ট সেল। বরাদ্দ শুধু রুটি আর পানি। পানিশমেন্ট সেলকে অন্ধকূপও বলা যায়। এবং এখানে পরপর দু'বার গিয়ে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেনি। আমার কথা পরিষ্কার?' এরপর তিনি ফিরলেন স্পেন থেকে বহিষ্কৃত পিয়েরে লা ফাও-এর দিকে, 'কী কাজ ছিল তোমার? মানে, কী করতে?'

www.BanglaBook.org

'বুলফাইটার, মঁসিয়ে দ্য ডিরেক্টর।'

কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন গবর্নর। নির্দেশ দিলেন, 'একে নিয়ে যাও। ডাবল-কুইক টাইম।'

বুলফাইটার কিছু বুঝবার আগেই চারজন জু ঁতুশ মেরে তাকে ধরাশায়ী করে তুলে নিয়ে গেল। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'তোরা কুত্তার বাচ্চারা! ভেড়া! একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন! শালা পেশাব করি তোদের মুখে!' এরপর একবার শুধু 'উহ' করে উঠল লোকটা। কংক্রিটের দেয়ালের ওপাশে ভারি কিছু টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম।

ডেগা আমার পাশেই ছিল। ইঙ্গিতে বোঝাল, 'গিয়ানায় জ্যান্ত যেতে চাইলে এখন থেকে সাবধান থেকো।'

দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পানিশমেন্ট ব্লকে, ভরে দেওয়া হলো একেকটা সেলে। শুধু পিয়েরে দ্য ফাও চলে গেল অন্ধকূপে। ভাগ্য ভাল, ডেগা-র ঠাঁই হলো আমার পাশের সেলেই। সেলে যাবার আগে আমরা কারাগারের প্রভোস্টকে দেখলাম। লাল চুল, একচোখ কানা, ডান হাতে ধরা ষাঁড়ের যৌনাঙ্গ, ছয় ফুটের উপর লম্বা এক নর-রাক্ষস। সে-ও কয়েদী। স্ক্রুদের নির্দেশে অন্য কয়েদীদের নির্যাতন করাই প্রভোস্টের কাজ। এরা হচ্ছে বন্দীদের ত্রাস। এদের মাধ্যমে নির্যাতনে সুবিধে আছে। কেউ মারা গেলে, তার জন্য স্ক্রুদের কোন দোষ হয় না।

পরে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এই নর-রাক্ষসের কাহিনী শুনেছিলাম। সে নাকি ডিনামাইট দিয়ে খুন করেছিল তার স্ত্রীকে। সেই সঙ্গে মারা যায় তিনটি শিশু ও সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা। নিজেও সে আহত হয়েছিল মারাত্মক রকম। সেই ম্যানিয়াক এখন প্রভোস্ট।

আমি সেলের ভিতরে পুরনো নিয়মে জেগে থাকি। দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত হাঁটা। এক দুই তিন চার পাঁচ, এবাউট টার্ন, এক দুই তিন চার পাঁচ। দিনের বেলায় শোয়া নিষেধ। কনসিয়ারজেরি থেকে এই সেলে আলো কিছুটা বেশি। বাইরের কোলাহলও শোনা যায়। ঘরে ফেরার পথে চাষীদের শিসের শব্দও পাওয়া যায় এখানে।

সময় কাটে সেলের ভিতরে মার্চ করে, এক দুই তিন...।

জানালার লোহার শিকের কাছে একটা প্রজাপতি—বিবর্ণ নীল, তার উপর কালো ডোরা। একটা মৌমাছি ঘুরছে প্রজাপতিটার আশেপাশেই। এখানে কী খুঁজছে এই প্রজাপতি আর মৌমাছি? তবু ভাল, প্রভোস্টের পাখা নেই। তা হলে এদের বিপদ ছিল।

মৌমাছি আর প্রজাপতি যেদিন জানালায় গুঞ্জন করে গেল, তার পরদিন জানালাম যে আমার অসুখ। আসলে আমি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে চাইছিলাম, হোক না তা কর্কশ তীক্ষ্ণ বা অন্য কোনরকম। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম সেলের ভিতরে।

গিয়ে দাঁড়ালাম হাসপাতালের ঠাণ্ডা ফ্লোরে, লম্বা লাইনে দাঁড়ানো আটজনের মধ্যে আমি ছিলাম সপ্তম। জুলটের সাথে চাপা গলায় কথা বলছিলাম, প্রভোস্ট

www.BanglaBook.org

এসে ধরে ফেলল। আচমকা আমার মাথার পেছনে এত জোরে ঘুসি মারল যে, দেয়ালে লেগে থেঁতলে গেল আমার নাকটা। রক্তে ভেসে গেল মুখ। আমি প্রতিবাদ করতে যেই ঘুরে দাঁড়ালাম অমনি সে আমার পেটে লাথি মেরে একেবারে শুইয়ে দিল মাটিতে। তারপর ষাঁড়ের লিঙ্গের চাবুক দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করল। সহ্য করতে না পেরে জুলট ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রভোস্টের উপর। জুলটও তাগড়া জোয়ান। শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, দাপাদাপি। ওয়ার্ডাররা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। বেশি মার খাচ্ছে জুলটই। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কেউ আমাকে খেয়াল করেনি। আমি কিছু একটা খুঁজছি। দেখলাম, ডাক্তারের সসপেনে ফুটছে পানি। নিমেষে কাঠের হাতলসুদ্ধ সসপেন তুলে নিয়ে সবটুকু ফুটন্ত পানি প্রভোস্টের মুখের উপর ছুঁড়ে দিলাম। এতেই বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা যে আমারও বুক কেঁপে উঠল আতঙ্কে। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর পাগলের মত চেষ্টা করছে উলের জামাগুলো খোলার। পরিষ্কার দেখলাম, জামার সাথে চামড়া উঠে এল ওর গা থেকে। গালেরও একই অবস্থা, দগদগ করছে ঘা, অবশিষ্ট চোখটাও শেষ—অন্ধ হয়ে গেছে লোকটা। যখন কোনমতে উঠে দাঁড়াল, প্রচণ্ড এক লাথি কষিয়ে দিল জুলট ওর অণ্ডকোষ বরাবর। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশাল দানব, বমি করছে গলগল করে।

ওয়ার্ডার দু'জন আমাদের ধরতে সাহস পেল না, আলার্ম বাজিয়ে আরও লোক ডেকে আনল। চারদিক থেকে বৃষ্টির মত মুগুর পড়তে শুরু করল আমাদের উপর। কপাল ভাল, দু'চার ঘা খেয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি।

জেগে উঠলাম এক অন্ধকার কুঠুরিতে। নগ্ন। হাত দিয়ে অনুভব করলাম, সারা শরীরে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। সেলটা মাটি থেকে দু'তলা নীচে। মাথায় হাত দিয়ে অনুভব করলাম, কমপক্ষে পনেরো জায়গায় ফুলে উঠেছে। ক'টা বাজে? এখন রাত কি দিন বলতে পারি না। কোথাও কোন আলো নেই। এই তা হলে পানিশমেন্ট সেল, অন্ধকূপ!

আমি শুনলাম কে যেন দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে ধাম ধাম ধাম।

এগুলো কয়েদখানার সঙ্কেত। কেউ ডাকছে। জবাব দিতে চাইলে আমাকে দু'বার দেয়ালে শব্দ করতে হবে। কিন্তু কাকে জবাব দেব, জানি না। হাতের অবস্থাও কাহিল। এই হাত দিয়ে শব্দ করলে দেয়ালের ওপাশে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ। আমি এপাশ-ওপাশে হাত দিয়ে দেখলাম। সেলটা এমনভাবে তৈরি যাতে বাইরে থেকে বিনা ঝুঁকিতে কয়েদীকে আঘাত করা যায়, খাবার দেওয়া যায়। ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েদী বলেই এই ব্যবস্থা।

থেমে থেমে দেয়ালে আঘাতের শব্দ হচ্ছিলই। আমি জবাব দিতে চাইলাম। হাতড়াতে হাতড়াতে পেলাম একটা কাঠের চামচ। কান পেতে রইলাম দেয়ালে। আবার শব্দ। জবাব দিলাম। সে খুব দ্রুত শব্দ করে গেল: এ বি সি ডি ই... পি-তে এসে থামল। এইভাবে অক্ষরের সঙ্কেত গুণে পুরো বাণী পেয়ে গেলাম : প্যাপি, ভাল আছ? Papi, you ok? তোমার খুব লেগেছে? আমার একটা হাত ভেঙে গেছে।' বুঝলাম জুলট। ধরা পড়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করে আমরা এই পদ্ধতিতে প্রায় দুই ঘণ্টা কথা বললাম।

www.BanglaBook.org

জুলট দেখেছে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠ্যাং ধরে টেনে নামানো হয়েছে। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে আমার মাথা গুঁতো খেয়েছে বলেই এই অবস্থা। তবে এটাও জানা গেল, প্রভোস্ট শিগ্‌গির করে উঠছে না। এরপরই এল বিপদ সঙ্কেত। সুতরাং বার্তা সঙ্কেত বন্ধ করলাম।

তারপর কড়া গলায় শুনলাম নতুন প্রভোস্টের গালি, 'হঠ, সরে যা, শালা নরকের কীট। আমার নাম বাটন। তোর জন্য কিছুটা রুটি আর পানি রইল।' একটা লণ্ঠন জ্বেলে আমার নগ্ন দেহ দেখল লোকটা। 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় আর কিছু পাবি না, হারামির বাচ্চা!'

কর্কশ কণ্ঠে গালাগালি করতে করতেই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরল নিজের মুখের সামনে। দেখলাম হাসছে। শয়তানী হাসি নয়। ঠোঁটে আঙুল তুলে খাবার ও ট্রাউজার দেখাল সে আঙুল দিয়ে। বোঝাল, সে শত্রু নয়।

ঠিকই। দেখলাম রুটির ভিতরে এক টুকরো সেদ্ধ মাংস। এবং, ও যীশু, ট্রাউজারের পকেটে এক প্যাকেট সিগারেট! একটার বদলে দু'টো শার্ট। তার এই দান কোনদিন ভুলব না। প্রভোস্টকে কুপোকাৎ করার পুরস্কারই সম্ভবত দিল সে কারণ এর আগে বাটন সহকারী প্রভোস্ট ছিল। এখন পুরো প্রভোস্ট হয়েছে।

বাটনের প্রশ্রয়ে আমি আর জুলট সারাদিন ধরে সাঙ্কেতিক বর্ণমালায় কথা বলেছি। জুলট জানাল, অপরাধী বসতি ফরাসী গিয়ানায় যেতে আমাদের আর বেশিদিন লাগবে না। দুই তিন মাসের মধ্যেই রওনা হতে পারব।

দু'দিন পর আমাদের আবার নিয়ে যাওয়া হলো গভর্নরের অফিসে। বিচার বসল। জুলটকে দেখলাম অসুস্থ। জ্বর। আশ্বাস দেওয়া হলো, ডাক্তার এলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে ডাক্তার কবে আসবে ঠিক নেই। বিচারে অন্ধকূপ বাসের বরাদ্দ বহাল রইল।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে গভর্নর বলল: 'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

আমি বললাম, 'না, মঁসিয়ে লা ডিরেক্টর, আমার ইচ্ছে করছে তোমার চোখের ওপর পেশাব করে দিই। কিন্তু তাও দিতে চাই না, কারণ এতে আমার পেশাবই নোংরা হবে।'

আমার কথা বুঝতে তার কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল। তার পরের কাহিনী অবর্ণনীয়। অন্ধকূপে এগারো দিন আমার দুই হাত পেছনে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ছিল। জানোয়ারের মত মুখ ডুবিয়ে পানি খেতে হয়েছে। এই এগারো দিন বাটন আমাকে গোপনে খাবার জোগান দিয়েছে। জেলের নিয়মিত খাবার আমাকে খেতে হয়নি।

এগারো দিন পর আমার অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ল, ওরা আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হলো। সেখানে জুলটকে দেখলাম। অনেকটা সুস্থ। হাতে প্লাস্টার। সে জানতে চাইল আমার চার্জার ঠিক আছে কি না। আছে। কিন্তু কুত্তার বাচ্চারা আমার গুহ্যদ্বারে ধারাল কিছু দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত করে দিয়েছে। তবু এত কিছু সত্ত্বেও কেন যে আমার চার্জার হাতছাড়া করার উপায় নেই তা জুলটকে জানালাম না।

তিন সপ্তাহ পর ওরা আমাদের পানিশমেন্ট সেল থেকে নিয়ে এল। চল্লিশ

পানি আর সাবান দিয়ে গোসল করতে দিল। কী ঘটল হঠাৎ কে জানে, জুলট, পিয়েরে লা ফাও খুশি। আমিও যেন জীবন ফিরে পেলাম।

সেদিন কোন কারাপরিদর্শক আসছিল বলেই এই ব্যবস্থা। এখানে তেতাল্লিশ দিনের মধ্যে সেদিনই প্রথম গরম সুপ পেলাম। আমাকে একটা সাধারণ সেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বিছানায় শুয়ে আরাম পেলাম। নাঃ, অন্ধকূপে ফিরে যাবার মত মনের অবস্থা অন্তত সেদিন আমার আর ছিল না। ঘুমিয়ে পড়লাম।

চার

সেইন্ট-মার্টিন-ডি-রে

সেদিন সন্ধ্যায় বাটন আমার ঘরে তিন শলা সিগারেট আর এক টুকরো কাগজ পাঠাল। তাতে লেখা, 'প্যাপিলন, জানি, চলে গেলেও আমাকে তুমি মনে রাখবে। আমি প্রভোস্ট। কিন্তু আমি কয়েদীদের সবচেয়ে কম ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কাজটি আমি নিয়েছি, কারণ আমার নয় সন্তান, কবে ক্ষমা পাব, তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারি না। বিদায়, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। পরশুই কনভয় যাচ্ছে।'

পরদিন আমাদের মেডিক্যাল সেন্টারের বারান্দায় দাঁড় করিয়ে টিকা ও ইনজেকশন দেওয়া হলো, সেই সাথে সাড়ে তিন পাইন্ট দুধ। আমি আর ডেগা পাশাপাশি ছিলাম। আমরা কথা বললাম। কারণ, জানি, একবার ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গেলে আমাদের আর অন্ধকূপ সাজা দেওয়া যাবে না। নিশ্চিত থাকা যায়, গিয়ানা যাওয়া প্রায় অবধারিত।

ডেগা নানা চিন্তায় ব্যাকুল। নানা প্রশ্ন। ক'দিন লাগবে, অত কয়েদী-ভ্যান আছে কিনা, ইত্যাদি। তবুও সে খুশি। তার চোখে আলো। আমার বাহুতে হাত রেখে বলল, 'জীবন বা মরণ, প্যাপি।'

গিয়ানার পথে প্রথমে আমাদের যেতে হবে সেইন্ট মার্টিন ডি-রে দ্বীপে, নৌকায়। নৌকায় এই পথটুকু পার হতে গিয়ে প্রথম প্রাণভরে বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস নিলাম। ডেগাকে বললাম, মুক্তির ঘ্রাণ পাচ্ছি। সে হাসল। পাশেই ছিল জুলট, বলল, 'আমিও ঘ্রাণ পাচ্ছি। পাঁচ বছর আগে আমি ফরাসী গিয়ানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আবার ফিরছি।' জুলট বলল, 'আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করতে পারি। এখানে প্রত্যেক সেলে দশজন করে রাখে। পুরনো নিয়মে হাতের কাছে যাদের পায়, তাদেরই দশজনকে এক একটা সেলে ঢোকায়।'

তবে জুলট একটা ভুল করল হিসাবে। কারণ দ্বিতীয় বার গিয়ানা অভিমুখী জুলট আর অপর দু'জন কয়েদীকে শুরুতেই ডেকে নিয়ে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হলো।

সেইন্ট মার্টিনের সেলে আমরা দশজন করে। এখানে আমাদের কথা বলবার ও ধূমপান করার সুযোগ রয়েছে। খুবই ভাল খাবার। গিয়ানায় রওনা হবার জন্য নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছি। একটাই বিপদ, সে হলো চার্জার। যে কোন সময় উপরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেকে নিয়ে পোশাক খুলে তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হতে পারে। সারা শরীর, পায়ের তলা, কাপড়-চোপড় সব। সেটাই ভয়।

এখানে দল বেঁধে মার্চ করা, ছাত্রদের মত বসা, অন্য সময় গল্প গুজব করা—এই কাজ।

একদিন বিকেলে রোদে বসে আছি। ছোটখাট পাতলা একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। চেনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একই ধরনের পোশাকের ফলে লোক আলাদা করা খুবই মুশকিল। কর্সিকান আঞ্চলিক উচ্চারণে সে বলল, 'তুমি প্যাপিলন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার সাথে তোমার কী দরকার?'

'ল্যাট্রিনে আসো।'

ডেগা বলল, 'লোকটা সম্ভবত কর্সিকার পার্বত্য দস্যু। কিন্তু তোমার কাছে কী চায়?'

আমি বললাম, 'দেখে আসি।'

আঙিনার মাঝখানে ল্যাট্রিন। পৌঁছেই আমার পেশাব পেল। লোকটা আমার পাশে দাঁড়াল। আশেপাশে না তাকিয়েই সে বলল, 'আমি প্যাসকাল মাটির শ্যালক। সে বলেছিল, কোন দরকার হলে যেন তোমার সাহায্য নেই।'

'হ্যাঁ, প্যাসকাল আমার বন্ধু, তুমি কী চাও?'

'আমার আমাশয়, চার্জারটা রাখতে পারছি না। আমার আশঙ্কা, হয় এটা চুরি হয়ে যাবে, নয়তো ক্রুরা দেখে ফেলবে। প্লিজ, প্যাপিলন, কয়েকটা দিনের জন্যে আমার চার্জারটা রাখো।'

আমার মনে হলো, ও পরীক্ষা করতে চায় আমার কাছে কোন চার্জার আছে কিনা। যাই হোক, রাজি হয়ে গেলাম। যদিও আমার ধারণা ছিল না, একসাথে দু'টো চার্জার রাখতে পারব কিনা। বললাম, 'কত আছে?'

'পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ।'

আর কিছু না বলে আমি চার্জারটি নিলাম। পরিষ্কার, আমারটার চেয়েও লম্বা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চার্জারটা আমার অন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম। কোন সমস্যা হলো না।

যাবার আগে ও তার নাম বলল, ইগনেস গ্যালগানি।

আমি ফিরে গিয়ে গোপনে ডেগাকে ঘটনাটা বললাম।

যারা এর আগে পালিয়েছে, আমরা এরকম লোকের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করলাম। জুলট আর গিটো'র সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম গিয়ানা কেমন জায়গা, ক্রুদের কেমন ব্যবহার, কী রকম সুযোগ সুবিধা—জেনে নিলাম সব।

একদিন নাপিতের ঘরে শেভ হবার সময় ছুরি খেলো একজন কয়েদী। তার বুকের নীচে দু'দুবার ছুরি মারা হয়েছে, কিন্তু দিব্যি বেঁচে গেছে সে। নাম ক্লসিও। পরে ওর বন্ধুদের কাছে জানলাম, টাকা-পয়সার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই হানাহানি।

সেইন্ট-মার্টিন ডি-রে-তে আমাদের বারোদিন কেটে গেল। লোক ভর্তি হয়ে গেছে এখানে। সেন্ট্রিরা দিনরাত টহল দিচ্ছে। এখানে আটশো কি এক হাজার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকৃত কয়েদী। নয় জন রেলিগি। এদেরকে ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েদী বলে চিহ্নিত করা হয়। কেউ তিনবারের বেশি সাজা পেলে সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে তাদের নির্বাসিত করার বিধান রয়েছে। এরকম কয়েদীকে রেলিগি বলা হয়।

এর মধ্যে সতেরো দিন পেরিয়ে গেছে। যে জাহাজে করে আমাদের নির্বাসন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে ঠিক হয়েছে, তার নাম মার্টিনিয়ার। এই জাহাজে করে এক হাজার সাতশো সত্তর জন কয়েদীকে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমরা গিয়ে লাইন করে দাঁড়ালাম। আটশো থেকে নয়শো কয়েদী। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ভিন্ন ধরনের আকাশী রঙের পরিষ্কার পোশাক-পরা একদল লোক। অনেকটা সামরিক বাহিনীর লোকদের মত। প্রত্যেকের কোমরে বেল্ট, রিভলভারের খাপ। তারা সংখ্যায় প্রায় আশিজন। কারও কারও ডোরাকাটা পোশাক। রোদে পোড়া চেহারা, বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। বয়স্ক লোকগুলো দেখতে আরও ভদ্র। এই নতুন লোকদের সঙ্গে এলেন সেইন্ট-মার্টিন-ডি-রে-এর গবর্নর। পুলিশের কর্নেল একটা মাইক নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'তোমাদের সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। এখন থেকে তোমরা বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে যাচ্ছ, মন্ত্রণালয় ফরাসী গিয়ানার প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে; কায়েন এদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। মেজর ব্যারোট, আমি আপনার কাছে উপস্থিত ৮১৬ জন কয়েদীকে তুলে দিচ্ছি। এই তাদের নামের তালিকা।'

সকলের নাম ডাকা হলো।

এরপর মাইক তুলে নিলেন মেজর ব্যারোট। ট্রান্সপোর্টিজ। এখন থেকে তোমাদের ট্রান্সপোর্টি (নির্বাসিত) বলে ডাকা হবে। ট্রান্সপোর্টি অমুক, ট্রান্সপোর্টি তমুক ইত্যাদি। এখন থেকে তোমরা নির্বাসন এলাকার বিশেষ নিয়ম-কানুন ও আইন আদালতের অধীন হলে। তোমাদের সামনে যে অফিসারদের দেখছ, তারা সুপারভাইজর। কথা বলতে হলে তাদের "মঁসিয়ে লা সারভেইলা" বলে ডাকবে। খাওয়া দাওয়ার পর তোমাদের পোশাকসহ একটা কিটব্যাগ দেওয়া হবে। ওই ব্যাগের ভিতরে যা আছে তা ছাড়া তোমাদের আর কিছু সঙ্গে নিতে দেওয়া হবে না। আমরা এক সঙ্গেই নির্বাসন এলাকায় যাব। ফ্রান্সের মূল ভূমি ছেড়ে যেতে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ার কারণ নেই; কারণ এখানকার নিঃসঙ্গ কারাগারের চেয়ে সেখানকার অবস্থা ভাল; তোমরা কথা বলতে পারবে, আনন্দ ফূর্তি করতে পারবে, গান গাইতে পারবে, ধূমপান করতে পারবে। তোমরা ভাল হয়ে চললে কোন শাস্তির ভয় নেই। কেউ যদি মনে করো সমুদ্র যাত্রার ধকল সইতে পারবে না, ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করো। আর তোমাদের মধ্যেকার ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টা গিয়ানা না পৌঁছনো পর্যন্ত স্থগিত রাখো। কারণ জাহাজে খুব কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।'

ডেগার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, 'ওই যে, শুনলে না, ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তির কথাটা বলল? ওহ, গিয়ানায় না জানি কী ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলবে!'

আমি বললাম, 'তার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমার ওপর আস্থা রাখো।'

আমি ফ্রান্সিসকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ভাই কি এখনও মেডিক্যাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাটেনডেন্ট আছে?'

'আছে, সে এমনিতে অপরাধী না, রেলিগি।'

'তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বলো, আমার একটা ছোট ছোরা চাই। যদি পয়সা চায় জেনে এসো কত, আমি দেব।'

দু'ঘণ্টা পর আমি পেয়ে গেলাম ছোরাটা। একটাই দোষ: একটু বড়। তা ছাড়া হাতিয়ারটা চমৎকার।

আমি ঠিক করলাম গিয়ানায় গিয়ে অতীত ভুলে যাব, কেন এসেছি ভুলে যাব, কে এর জন্য দায়ী ভুলে যাব। শুধু একটা চিন্তা শয়নে স্বপনে মাথায় রাখতে হবে—তা হলো পলায়ন। আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এসবের চেয়েও জরুরি হচ্ছে নিজেকে জীবিত রাখা।

গ্যালগানিকে দেখলাম। আমার দিকেই আসছে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। আমার সঙ্গে নিঃশব্দে করমর্দন করল।

বললাম, 'তোমার চার্জার ফিরিয়ে নাও। গিয়ানায় গিয়ে কে কোথায় থাকব ঠিক নেই। তুমি তো এখন এটা রাখতে পারবে। চলো ল্যাট্রিনে।'

'না, ওটা আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। আর নেব না।'

'কেন?'

'আমি টাকা ছাড়াই শুধু প্রাণ নিয়ে বাঁচতে চাই।'

'তুমি কি কাউকে ভয় পাচ্ছ? কেউ কি সন্দেহ করছে যে তোমার কাছে চার্জার আছে?'

'হ্যাঁ, তিনজন আরব সব সময় আমাকে ফলো করছে। দিনে রাতে যখনই ল্যাট্রিনে যাই, ওরা কেউ না কেউ আমার সঙ্গে যায়। আমি প্রায় দেখিয়েই দিয়েছি যে আমার কাছে চার্জার নেই। তা সত্ত্বেও ওদের ধারণা আমার চার্জারটা অন্য কারও কাছে আছে।'

আমি গ্যালাগানিকে নিয়ে আঙিনার দিকে এগিয়ে গেলাম। ছোরাটা টুপি থেকে বের করে জামার ডান হাতার ভিতরে রাখলাম। গ্যালগানি চিনিয়ে দিল। তিনজন আরব ও একজন কর্সিকান গিরানডোকে একসঙ্গে দেখলাম। বুঝলাম গিরানডোই আরব তিনটেকে গ্যালগানির পেছনে লাগিয়েছে।

'হাই, মোকরেন, ভাল?'

'ভাল, প্যাপিলন, তুমি?'

'ভাল নয়, অসম্ভব খারাপ। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, গ্যালগানি আমার বন্ধু। তার যদি কিছু ঘটে, তা হলে প্রথমে তোমার বারোটা বাজাব আমি, তারপর অন্যদের। কথাটা তুমি বা তোমরা যেভাবে খুশি নিতে পারো।'

উঠে দাঁড়াল গিরানডো। আমার সমানই লম্বা, ভাগড়া জোয়ান। আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই আমি ঝট করে ছোরাটা বের করে ধরলাম, 'খবরদার! একচুল নড়বে তো পেট ফাঁসিয়ে দেব!'

আচমকা ছোরা দেখে ভয় পেয়ে গেল গিরানডো। বলল, 'লড়বার জন্যে নয়, আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি।'

জানি ডাহা মিথ্যে কথা বলছে, তবু ওকে মুখ বাঁচাবার সুযোগ দিয়ে বললাম,

www.BanglaBook.org

'ওহহো, দুঃখিত, কথা বলতে উঠেছ যখন···বেশ তো, বলো, শুনি।'

'কিন্তু প্যাপিলন, পালাবার জন্যে তো আমাদের টাকা দরকার। অবশ্য জানতাম না গ্যালগানি তোমার বন্ধু। কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে না নিলে···'

'নিশ্চয়ই, সে অধিকার তোমার আছে। কিন্তু গ্যালগানির কাছ থেকে নয়। অন্য কারও কাছ থেকে জোগাড় করো। ওকে?'

হাত মেলালাম আমরা। ফেরার পথে আমি গ্যালগানিকে বললাম, 'এ কথা কাউকে বোলো না। ডেগা শুনলে ঘাবড়ে যাবে।' যাবার আগে আবার আমি ওকে চার্জারটি ফেরত নিতে বললাম।

গ্যালগানি বলল, 'কাল নেব।' কিন্তু পরের দিন পালিয়ে পালিয়ে থাকল ও। বুঝলাম দু'টো চার্জার নিয়েই জাহাজে উঠতে হবে আমাকে।

রাতে অনেক চিন্তা করলাম সেলে বসে বসে। বেচারা গ্যালগানি। ওর বাবা ছিল নির্বাসন এলাকার ওয়ার্ডার। সেখানেই ওর জন্ম। ছিল ঠিকই। এক সুন্দরীর প্রেমে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করে গ্যালগানি এখন চলেছে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে। আমার ছেলেবেলা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব সিনেমার মত মাথার ভিতরে খেলে গেল। কত সুখময় স্মৃতি!

কিন্তু পালাবার কথাটাই জোরাল ভাবে মনে হলো বারবার। আমার পাঁচ হাজার ছয়শো, গ্যালগানির পঁচিশ হাজার, ডেগার দশ হাজার। প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ হিসাবে ধরা যায়। অবশ্য গ্যালগানি যদি আমার সঙ্গে পালাতে রাজি থাকে তবেই। পয়সাটা কম নয়। এ দিয়ে আমরা হেলপার, ওয়ার্ডার অনেক কিছুই কিনতে পারব।

পিয়ের লা-ফাও-কে দেখলাম। নরহত্যার জন্য বিশ বছরের সাজা হয়েছে তার। গরাদের কাছে এগিয়ে এসে কুশল জানতে চাইল। বলল, 'না বাবা, ফ্রান্সের কারাগারে নিঃসঙ্গ পনেরো বছর খাটার চেয়ে কুষ্ঠ বা পীত জ্বরে মরা অনেক ভাল।'

'আমিও তাই মনে করি।'

পরদিন ভোরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

জাহাজে করে আঠারো দিনের যাত্রার মধ্যে আমরা গিয়ানার নির্বাসন এলাকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। জুলট তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। গিয়ানার সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনী সমুদ্র থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে ম্যারোনী নদীর তীরে একটা গ্রাম। ওটা নির্বাসন এলাকাগুলোর কেন্দ্র। এখানে ক্যাটেগরি অনুসারে কয়েদীদের রাখা হয়। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থায় যারা আটক আছে, তারা থাকে নব্বই মাইল দূরে সেইন্ট-জাঁ কারাগারে। অন্য অপরাধীদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে খুবই ভয়ঙ্কর। দ্বীপে নামার সঙ্গে সঙ্গে এদের নিয়ে যাওয়া হবে পানিশমেন্ট ব্লকে। সেখান থেকে তারা যাবে আইলস-দা-স্যালুট-এ। সেইন্ট-লরেন্ট থেকে এই কারাগারের দূরত্ব তিনশো মাইল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হচ্ছে শুধু ভয়ঙ্কর। এ ছাড়াও আছে সাধারণ ধরনের কয়েদী।

একবার সেলে ঢুকিয়ে দিলে এখান থেকে পালাবার সুযোগ নেই বললেই

www.BanglaBook.org

চলে। শুধু একটি সুযোগ। হাঁটুতে বা পেটে বড় ক্ষত করে হাসপাতালে ঢোকা, তারপর সেখান থেকে পালানো। আরও একটা ব্যবস্থা আছে, যদি কেন্দ্র থেকে তোমাদের অন্য দ্বীপে পাঠানোর জাহাজ আসতে কোন কারণে বিলম্ব ঘটে, তা হলে মেডিক্যাল অর্ডারলিকে কিছু পয়সা ঘুষ দেওয়া। সে ক্ষতস্থানে তারপুলিন ও পেশাবে ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে এমন ব্যবস্থা করে দেবে যাতে ক্ষতটা বেড়ে যায়। কিংবা শ্বাসের সঙ্গে নেবার জন্য দিতে পারে সালফার, যার ফলে কমপক্ষে একশো দুই ডিগ্রী জ্বর এসে যাবে তোমার। এভাবে তুমি হাসপাতালে ঢুকতে পারো। খরচ যাই হোক, মেনে নিতে হবে।

তা ছাড়া কিছু পয়সা ঘুষ দিয়ে গ্রামে কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারো। সে সুযোগ পেলে সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে হবে। ঝাড়ুদার বা সুতোরের কাজে সহায়তা করার কাজ। সুযোগমত গ্রামের লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি রাখতে পারো তোমার পালাবার ব্যবস্থা।

সারা রাস্তা জুলট তার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে নতুনদের এইসব পরামর্শ দিল। আমরাও হাঁ করে গিললাম তার সব কথা।

পাঁচ

সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনী

ওয়ার্ডাররা দলে দলে গিয়ে নিজেদের পোশাক বদলে আসতে থাকল। জুলট বলল, 'আমরা কাছাকাছি এসে গেছি।'

কিছুটা গরম। জাহাজের কাঁচের ভিতর দিয়ে দূরের ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছে। সবুজ। কখনও কারও হাতের স্পর্শ পায়নি। পানি ঘোলা। জাহাজের সাইরেন শুনে আকাশে উড়ে গেল পাখির ঝাঁক। প্রথমে দেখা গেল করোগেটেড টিন ছাওয়া কাঠের বাড়ি। দরজায় দাঁড়ানো কৃষ্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ। তারা এভাবে মানুষ আনা নেওয়া দেখতে অভ্যস্ত। কেউ হাত নাড়ল না। আস্তে আস্তে জাহাজের প্রপেলার থেমে গেল। নিঃসীম স্তব্ধতা। একটা মাছি উড়ে গেলেও তার শব্দ এখন শোনা যাবে!

কারও মুখে কোন কথা নেই। জুলট প্রকাশ্যেই তার চাকু বের করে হাঁটুর কাছে ট্রাউজার কেটে ফেলল, এবং চামড়ার উপরটায় আঁচড় কাটল। যেন স্বাভাবিকভাবেই ছিঁড়ে গেছে। ডেকের উপর বসে সে এই কর্ম করল যাতে রক্তের চিহ্ন না থাকে। ওয়ার্ডার এসে দরজা খুলে দিল। সামনে দেগা, মাঝখানে জুলট, পেছনে আমি। আমরা সারিবদ্ধভাবে এগোলাম। দুপুর দু'টো। প্রচণ্ড গরম। জুলট তার চাকুটা আমার কাছে দিয়ে কিটব্যাগ পিঠে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। ওয়ার্ডাররা ওকে তুলে রক্তাক্ত দেখতে পেয়ে স্ট্রেচারবাহকদের ডাকল এবং আমাদের চোখের সামনে দিয়ে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল।

বিচিত্র পোশাক পরা নিগ্রো, শঙ্করবর্ণ, ভারতীয়, চীনা এবং শ্বেতাঙ্গদের দেখতে পেলাম। মাটিতে পা দিয়েই একজনের পেছনে আর একজন লাইন করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়াচ্ছে। অপর দিকে রয়েছে ওয়ার্ডাররা, সুবেশী বেসামরিক নাগরিক, গ্রীষ্মের পোশাক পরা মহিলা, শিশু। সবার মাথায় রোদ ঠেকাবার জন্য সানহেলমেট। নবাগতদের দেখছে। তীরের সারিতে দাঁড়ানো কয়েদীর সংখ্যা দুইশো হলেই তাদের সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দশ মিনিট মার্চ করার পর আমরা বিশাল দেয়াল ঘেরা এক বিরাট ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তার উপর লেখা: 'সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনীর অপরাধী সংশোধনাগার, ধারণ ক্ষমতা: তিন হাজার লোক।' ফটক খুলে গেলে আমরা দশজন দশজন করে লেফট-রাইট করতে করতে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরের কয়েদীরা কেউ জানালা দিয়ে, কেউ বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দেখল।

আঙিনার মাঝামাঝি যেতেই ভারি গলায় চিৎকার করে নির্দেশ দেওয়া হলো। 'হল্ট। তোমাদের সামনে ব্যাগ রাখো। হ্যাট খোলো।' ওরা আমাদের সবাইকে একটা করে নতুন খড়ের হ্যাট দিল। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এর প্রয়োজনও ছিল। ডেগার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো।

জুর হাতে নামের তালিকা। প্রথমেই ডাক পড়ল তিনজন ইন্টার্নীর। পিটো, সুজুনি আর জুলি পিগনার্ড জুলট এর!

'জুলট তো হাসপাতালে।' যে তিনজনের নাম ডাকা হলো তারা দ্বীপান্তরের কয়েদী।

ওয়ার্ডার বলে চলল, 'মন দিয়ে শোনো। যাদের নাম ডাকা হবে তারা কিটব্যাগ কাঁধে নিয়ে হলুদ কুটিরগুলোর সামনে চলে যাবে। ডেগা, ক্যারিয়া ও আমি ছিলাম কাছাকাছি। কুটিরগুলো প্রায় বিশ গজ লম্বা। ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত শয্যা। তাতে একটা করে কম্বল। যার যেখানে পছন্দ যেতে পারে। ডেগা, পিয়েরে লা ফাও, স্যানটর্রি, গ্রানডেট এবং আমি পাশাপাশি। একেবারে কোণার দিকে চলে গেলাম আমরা। আমাদের বামদিকে ল্যাট্রিন, ডানদিকে গোসলের ব্যবস্থা।

জাহাজ থেকে আমাদের পরে যারা এল, জানালা দিয়ে আমরা তাদের দেখতে পেলাম। ডেগা, পিয়েরে লা ফাও এবং আমি এরকম একটা আশ্রয়ে খুশিই হলাম। আমাদের সেলে ঢুকতে হলো না।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় হঠাৎ রাত হয়ে গেল। দু'জন বুড়ো কয়েদী দু'টো লণ্ঠন এনে দিয়ে গেল ঘরের ভিতরে। তার আলো এতই স্তিমিত যে ঘরের তিনচতুর্থাংশেই থাকল অন্ধকারে। নয়টায় বিছানায় যাবার নিয়ম। আমার একপাশে ডেগা, অপর পাশে পিয়েরে লা ফাও। আমরা ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা ঘণ্টি বাজিয়ে যখন আমাদের জাগানো হলো তখনও অন্ধকার। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পরে তৈরি। প্রত্যেকের জন্য দেয়ালে একটা করে তাক। সেখানে রুটি, মগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা। সকাল ন'টায় এল দু'জন ওয়ার্ডার তাদের সঙ্গে ডোরাহীন সাদা পোশাক পরা এক তরুণ কয়েদী। দু'জন জুই কর্সিকান। তারা তাদের নিজস্ব এলাকার কয়েদীদের সঙ্গে কর্সিকান ভাষাতে কথা বলছে। এই সময়ে মেডিক্যাল আর্দালী এল। সে আমার কাছে এসে বলল, 'কেমন লাগছে প্যাপি? আমাকে চিনতে পারছ না?'

www.BanglaBook.org

'না।'

'আমি সিয়েরা ল' আলক্কেরো। দান্তে থেকে তোমাদের আমি চিনি।'

'হ্যাঁ, এবার চিনতে পারছি। তুমি তো উনত্রিশ সালে এসেছ? এই তেত্রিশ সালেও পড়ে আছ?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা নেই। তুমি অসুস্থ—তাই না? ও লোকটা কে?'

'ডেগা, আমার বন্ধু।'

'আমি তোমাকেও ডাক্তার দেখাব, ডেগা। প্যাপি, তোমার হলো ভয়ানক আমাশা আর ডেগার মারাত্মক হাঁপানি। এগারোটায় মেডিক্যালে দেখা হবে।'

তারপর আর কে কে অসুস্থ তা জিজ্ঞেস করে সবার নাম লিখে নিল সিয়েরা।

আবার সে যখন ফিরে এল সঙ্গে একজন রোদে পোড়া বয়স্ক ওয়ার্ডার। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, 'প্যাপিলন, ইনি আমার বস্ মেডিক্যাল ওয়ার্ডার বার্তিলনি। আমার এই দুই বন্ধুর কথাই আপনাকে বলেছিলাম, মঁসিয়ে বার্তিলনি।'

'ওকে, সিয়েরা। মেডিক্যাল স্টোরে এদের দেখাশোনা করব। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

এগারোটায় ওরা আমাদের নিতে এল। নয় জন অসুস্থ বলে জানিয়েছে। আমরা একটা অপেক্ষাকৃত নতুন ভবনের কাছে গেলাম। সাদা রঙের দালান, তার গায়ে বিরাট রেডক্রস আঁকা। ওয়েটিংরুমে গিয়ে দেখলাম সেখানে কমপক্ষে ষাটজন বসে আছে। অল্পক্ষণ পরেই সিয়েরা এল। ধবধবে সাদা অ্যাপ্রন পরা। সে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বলল, 'তুমি, তুমি, তুমি, ভেতরে যাও।' আমরা ডাক্তারের ঘরে ঢুকলাম। স্প্যানিশ ভাষায় তিনজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন ডাক্তার। ওই তিনজনের একজনকে আমি চিনি। প্যারিসের কাফে-ডি-মাদ্রিদে ওই লোকটা তিনজন আর্জেন্টাইনকে খুন করে। নাম ফার্নান্দেজ। সিয়েরা লোক তিনটেকে পাশের রুমে বসিয়ে রেখে আমাদের বলল, 'তোমাদের জন্যে সুখবর আছে। আমি তোমাদের জন্যে ভাল ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তোমরা দু'জনেই অন্তরীণ থাকবে। প্যাপিলন, তোমার তো যাবজ্জীবন আর ডেগার পনেরো বছরের কারাদণ্ড। চমৎকার। তোমাদের কাছে কি নগদ টাকাকড়ি আছে?'

'আছে।'

'পাঁচশো ফ্রাঁ দাও। আগামীকাল তোমাদের হাসপাতালে পাঠানো হবে। মনে রাখবে, তুমি ভর্তি হচ্ছ আমাশয়ের জন্যে। আর ডেগাব হচ্ছে হাঁপানি। খুব হাঁপানি। ডেগা, তুমি রাতের বেলা দরজায় প্রচণ্ড জোরে জোরে শব্দ করবে। কিংবা এর চেয়েও ভাল হয়, কেউ যদি অর্ডারলিকে ডাকার জন্যে এসে খবর পাঠায় যে হাঁপানিতে ডেগা মারা যাবার উপক্রম হয়েছে। বাকিটা আমি দেখব। এখানে এক মাস তোমাকে এরা রাখতে পারবে। প্রতি সপ্তাহের জন্যে দিতে হবে একশো ফ্রাঁ। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে প্যাপি সেন্ট-ইস্টানী। এখান থেকে চলে যেতে হবে তোমাকে।'

ফার্নান্দেজ ছোট ঘরটি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনেই সিয়েরাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দিল। তারপর আমি ওই ঘরের ভিতরে গেলাম। ফিরে এসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিয়েরাকে পনেরোশো ফ্রাঁ দিলাম। কিন্তু সে পাঁচশো ফ্রাঁ ফিরিয়ে দিল। বলল, 'এই টাকা দিলে স্কুদের জন্যে। আমি নিজের জন্যে কিছু চাই না। আমরা তো বন্ধু, তাই না?'

পরদিন ফার্নান্দেজ, ডেগা ও আমি হাসপাতালের একটা চমৎকার সেলে এলাম। ওয়ার্ডের দায়িত্বে নিযুক্ত লোকটির নাম শ্যাটেল। সে জানে। আমরা সিয়েরার লোক। ডাক্তার রাউন্ডে আসার দশ মিনিট আগে শ্যাটেল খানিকটা সালফার পুড়িয়ে ডেগার নাক দিয়ে ধোঁয়া দেয়। ফলে ডেগার চেহারা হয়ে যায় সত্যি সত্যি পুরনো হাঁপানি রোগীর মত। ফার্নান্দেজের চোখমুখ ফোলা। সে নিজের গালের মাংসের ভিতর খোঁচা দিয়ে জখম করে নিয়েছে। গালটা এমন ফুলে গেছে যে একটা চোখ বন্ধই হয়ে গেছে। সেলটা দোতলায়। রোগীর সংখ্যা সত্তর। বেশির ভাগই আমাশয়ের।

শ্যাটেলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলট কোথায়?'

'এই রাস্তার শেষ মাথার বিল্ডিং-এ। তাকে কি কিছু বলতে হবে?'

'তাকে বলবে, প্যাপিলন আর ডেগা এখানে আছে। সে যেন জানালায় দাঁড়ায়।'

অ্যাটেনডেন্টরা যেখানে খুশি যেতে পারে। শ্যাটেলকে ওয়ার্ডের দরজায় টোকা দিতে হবে। দরজা খুলবে ওয়ার্ডারের সহকারী একজন রক্ষী আরব। দরজার কাছে পাতা চেয়ারে রাইফেল হাঁটুতে রেখে বসে থাকল তিনজন ওয়ার্ডার।

আমাদের ও জুলটদের বিল্ডিং-এর মাঝখানে ফুলের বাগান। চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে। জুলট জানালার কাছে এল। তার হাতে একটা স্লেট। তাতে বড় করে লেখা শাবাশ। এক ঘণ্টা পরে অ্যাটেনডেন্ট জুলটের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এল। তাতে লেখা, আমি তোমাদের ওয়ার্ডে আসার চেষ্টা করছি। আমি না পারলে তুমি আমার ওয়ার্ডে আসার চেষ্টা করবে। ওই ওয়ার্ডে তোমার শত্রু আছে। ফলে তোমাকে ফাটকে পাঠানোর চেষ্টা হতে পারে। সাহস রেখো। আমরা সত্যি সত্যি শালাদের চোখেই পেশাব করে দেব।'

বিউলিউ-এর ঘটনার পর জুলট ও আমি খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছি। ও হলো লাঠি খেলা ওস্তাদ। সেজন্যই ওকে হ্যামারম্যান বলা হয়। সোনার দোকান লুট করে পালাতে গিয়ে জুলট ফের ধরা পড়ে। ফলে আবার গিয়ানা।

হাসপাতালে আমাদের এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। গতকাল শ্যাটেলের হাতে আমি দু'জনে সাপ্তাহিক দুইশো ফ্রাঁ দিয়ে দিয়েছি। নিজেদের জনপ্রিয় করার জন্য যাদের তামাক নেই আমরা তাদের তামাক দিচ্ছি। ইতিমধ্যে বুড়ো ক্যারোরার সঙ্গে আলাপ হয়েছে ডেগার। বুড়ো তাকে বুঝিয়েছে, পালানো বোকামি হবে; সঙ্গে টাকা থাকলে তো মহা বোকামি। আমি ডেগাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে দলে রাখতে চাইলাম।

আমি শ্যাটেলকে কিছু ঘুষ দিতে চাইলাম, 'গালগানির সঙ্গে এখানে দেখা করতে চাই।' ওকে ধারণা দিলাম যে পালাবার পথ ঠিক করার জন্য আমার ওই আলোচনা দরকার। কিন্তু আসলে আমি চাইছি গালগানির চার্জারটা ফিরিয়ে দিতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুপুর বেলা স্কুদের বদলির সময় বারান্দায় জানালার কাছে গ্যালগানিকে এনে হাজির করল শ্যাটেল। আমি সোজা চার্জারটা ওর হাতে গুঁজে দিলাম। সে ওখানে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলল। দু'দিন পর সে শ্যাটেলের হাতে একটা ম্যাগাজিনের ভিতরে করে পাঁচটা হাজার ফ্রাঁ নোট পাঠিয়ে দিল আমাকে শুধু একটা শব্দ লিখে: 'ধন্যবাদ।' শ্যাটেল নিশ্চয়ই নোটগুলো দেখেছে। ওকে কিছু দিতেও চাইলাম, নিল না। পালাবার প্রস্তাব করলাম, রাজি হলো না। বলল: ও আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করতে চায়। নিজে তো পালাবেই না, তার উপর সোজা জানিয়ে দিল, পালাবার ব্যাপারে আমাদের কোন সাহায্য করে সে তার বর্তমান চাকরির ঝুঁকি নিতে পারবে না। তবে বলল, দরকার হলে সে আমার জন্য অন্য কারও কাছ থেকে টাকা-পয়সা এনে দিতে পারবে, বার্তাও আনা নেওয়া করতে পারবে।

সে-রাতেই প্রথম মেশিনগানের গুলির শব্দ পেলাম। পরদিন শুনলাম হ্যামারম্যান জুলট পালিয়েছে। ঈশ্বর ওর হেফাজত করুন। ও আমাদের পথ দেখিয়ে গেল।

এর পনেরো বছর পর ১৯৪৮ সালে হাইতিতে আমি একদল ভেনেজুয়েলীয় কোটিপতির সঙ্গে মিলে একটা ক্যাসিনোতে জুয়ার আসর বসানোর ব্যাপারে চুক্তির খুঁটিনাটি তৈরি করছিলাম। একরাতে সেখানে একটা ক্লাবে শ্যাম্পেন পান করছিলাম। সঙ্গে ছিল কয়লা-কালো এক যুবতী। সে কথায় কথায় বলছিল, 'আমার দাদী একজন যাদুকরী। বুড়ো এক ফরাসীর সঙ্গে থাকেন। তার নাম জুলি মারতো। সে কায়েন কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছিল। সব সময় মাতাল থাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার জুলটের কথা মনে পড়ল। মেয়েটিকে বললাম, 'এখনই তোমার দাদীর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।'

ওর সঙ্গে যাবার পথে গাড়ি থামিয়ে আমি এক বোতল পের্নড, দু'বোতল শ্যাম্পেন ও দু'বোতল স্থানীয় রাম নিলাম। দরজায় গিয়ে যুবতী কড়া নাড়লে খুলে দিল এক বুড়ি ঢাউস মহিলা। কৃষ্ণাঙ্গিনী, সাদা চুল। দু'জনে কী কথা বলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল, 'আসুন মঁসিয়ে, এ বাড়ি আপনারই।' পরিষ্কার ঘর, পাখি আর মাছ পোষে ওরা। বুড়ি বলল, 'জুলটের সঙ্গে দেখা করতে চান তো, সে আসছে। জুলি, জুলি, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

এক বুড়ো ভদ্রলোক। ডোরাকাটা পাজামা, খালি-পা, এসে হাজির। 'কী মোবল, কে এই মাঝরাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে? না, প্যাপিলন তো হতে পারে না। বাতিটা তুলে ধরো তো। হ্যাঁ, তাইতো! প্যাপি, আরে এসো এসো। কী আছে আমার। আমার এই বৃদ্ধা মহিলা আর তার নাতনী আছে। যা আছে, সব, সব তোমার। শুধু বলো কী চাই। প্যাপি...।' আমরা প্রচুর মদ খেলাম। জুলট বলল, 'কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা ও জ্যামাইকা হয়ে এখানে এসেছি। প্রায় পনেরো বছর আগে। এখানে এসে পেয়েছি মোবলকে। পুরুষরা যেরকম নারী চায় সে তাই। তুমি কবে যাবে? কবে এসেছ, প্যাপি?'

'এক সপ্তাহ।'

'কেন এসেছ?'

'একটা ক্যাসিনো চালাবার জন্যে। চালু একটা ক্যাসিনোর মালিকের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোচনা চলছে।'

সে বলল, 'আমি চাই তুমি এখানে সারা জীবন থেকে যাও আমার সঙ্গে। এই মালিকের সঙ্গে কোন চুক্তি কোরো না। তোমাকে খুন করতে তার এক মিনিটও লাগবে না।'

পরামর্শের জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

তারপর দেখেছিলাম স্নোবলের নট-ফর-ট্যুরিস্ট ভুদু নৃত্য। সেকথা আর একদিন হবে।

সুতরাং জুলট পালাল। রইলাম ডেগা, ফার্নান্দেজ ও আমি। আমাদের ওয়ার্ডের জানালার শিকগুলো রেল লাইনের মত মোটা। এই শিক ভেঙে পালানো কি সম্ভব? একমাত্র সম্ভাবনা দরজা দিয়ে বের হওয়া। কিন্তু দরজা পাহারায় মোতায়েন থাকে তিনজন রাইফেলধারী। জুলটের পলায়নের পর নিশ্চয়ই আরও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। ঘন ঘন টহল দল আসছে, যাচ্ছে। ডাক্তারও মোটেই সহানুভূতিশীল নয়। দিনের মধ্যে শ্যাটেল আসে মাত্র দু'বার, ইনজেকশন দেওয়া ও জ্বর মাপার জন্য।

ইতিমধ্যে আরও এক সপ্তাহ চলে গেল, আরও দুইশো ফ্রাঁ ছাড়লাম। ডেগা পলায়ন ছাড়া অন্য সব বিষয় নিয়েই কথা বলে। গতকাল আমার ছোরাটা দেখে সে বলেছে, 'এটা এখনও তোমার কাছে রয়েছে? কী দরকার?'

আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'প্রয়োজন হলে নিজেকে এবং তোমাকে রক্ষা করার জন্যে।'

ফার্নান্দেজ স্প্যানিশ নয়, আর্জেন্টিনার লোক। খুব চমৎকার মানুষ সে, আসলে স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু বুড়ো ক্যারোবার প্রভাব পড়েছে তার উপর। একদিন আমি শুনতে পেলাম সে ডেগাকে বলছে: মনে হয় দ্বীপটা খুবই স্বাস্থ্যকর, এখানকার মত নয় এবং আবহাওয়াও সেখানে গরম নয়: এই ওয়ার্ডে থেকে পায়খানায় গেলেই তোমাকে আমাশয়ে ধরতে পারে। কারণ ওখান থেকেই জীবাণু ঢুকবে তোমার গায়ে। সত্তর জনের এই ওয়ার্ডটায় প্রতিদিনই একজন কি দু'জন মারা যাচ্ছে আমাশয়ে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, সব কটাই মরছে বিকেলে, নয়তো সন্ধ্যায়। কখনও কোন রোগীর মৃত্যু সকালে হয়নি। কারণ কী? এটাও এক প্রকৃতির রহস্য।

রাতে ডেগার সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। বললাম, 'অত্যন্ত অসুস্থ বুড়োদের মুখের কাপড় সরিয়ে দেবার জন্য রাতে বোকারাম আরব ওয়ার্ডার ভেতরে আসে। তখন ওকে ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে এবং পোশাক পরে বাইরে যাব। হঠাৎ করে একজন ক্রুর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে বাকি দু'টোকে সেলের ভেতরে পুরে আমরা হাসপাতালের দেয়াল টপকে ম্যারোনীর দিকে লাফিয়ে পড়ব। তারপর স্রোতের সাথে ভেসে গিয়ে পরে চিন্তা করব কী করা যায়। আমাদের পয়সা আছে, নৌকা কিনতে পারব।' এই পরিকল্পনা ওরা দু'জন শুধু সরাসরি বাতিলই করে দিল না, বোকামি বলে এর সমালোচনাও করল। আমার মনে হলো, এরা সাহস সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এরপর থেকে হতাশায় দিন কাটতে লাগল।

www.BanglaBook.org

হাসপাতালে আছি দু'দিন কম তিন সপ্তাহ ধরে। আর ক'দিন থাকতে পারব এখানে? দশ দিন, বড় জোর পনেরো দিন। আজ ২১শে নভেম্বর, ১৯৩৩। এই দিনটি কোনদিন ভুলব না। আমাদের ওয়ার্ডে এল জোনস ক্লসিও। সেন্টমার্টিনে নাপিতের দোকানে হত্যার জন্য এর বিচার হয়। দু'চোখ বুজে আছে ওর। চোখ ভরা পিঁচুটি। শ্যাটেল চলে গেলেই আমি তার কাছে গেলাম। নিচুকণ্ঠে ক্লসিও বলল, তার সঙ্গে বিশেষ সেলে অন্য যারা ছিল, তাদের দূরের দ্বীপগুলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে এখনও পাঠায়নি। তিন দিন আগে একজন ক্লার্ক ব্যবস্থা করবে বলেছিল। সে তার দু'চোখে একটা করে রেড়ি তেলের বিচি বসিয়ে দেয়। ফলে এই পিঁচুটি জমেছে। সে বলল, পালাবার জন্য সব কিছু করতে রাজি। এমন কী হত্যা পর্যন্ত। যাই ঘটুক না কেন সে পালাবেই, তার কাছে আছে তিন হাজার ফ্রাঁ। গরম পানি দিয়ে চোখ ধুইয়ে দেবার পরই সে স্পষ্ট দেখতে পেল।

তাকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। সে পছন্দ করল। তবে বলল, আকস্মিকভাবে ওয়ার্ডারদের বেকায়দায় ফেলার জন্য কমপক্ষে দু'জনের, সম্ভব হলে তিনজনের বাইরে যাওয়া দরকার। খাটিয়ার লোহার পায়া ভাঙা আমাদের জন্য কিছু না। লোহার পায়া দিয়ে মেরে আমরা ওয়ার্ডারদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারব। তার মতে, ওরা আমাদের হাতে বন্দুক দেখলেও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে আমরা গুলি চালাতে পারি। সেক্ষেত্রে ওরা অন্য দালানের ওয়ার্ডারদের ডাকবে, যেখান থেকে জুলট পালিয়েছে। তার দূরত্ব বিশ গজও নয়।

কাজেই ঘায়েল করতে হবে ওদের।

ছয়

হাসপাতাল থেকে পলায়ন

সন্ধ্যায় আমি প্রথমে ডেগা ও পরে ফার্নান্দেজের কাছে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। ডেগা আমার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে বলল, আমি যেন সিয়েরাকে বলে তাকে অন্তরীণ রাখার ছাপ বদলে দেবার ব্যবস্থা করি। তার জন্য যত টাকা লাগে সে দেবে। আমি চিঠি পাঠালাম। শ্যাটেল জবাব নিয়ে এল যেন কাউকে পয়সা না দিই, কারণ এখানে ফাটকে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় প্যারিস থেকে। শুধু সেখানকার কর্মকর্তারাই এ বিধান বদলাতে পারে, অন্য কেউ না। এমন কী গবর্নরও নয়। হাসপাতালে থাকলে যদি ভাল না লাগে, তা হলে 'মানা' এই দ্বীপ ছেড়ে যাবার পর হাসপাতাল ছেড়ে দিও। 'মানা' নামের নৌকায় কয়েদীদের বিভিন্ন দ্বীপে পাঠানো হয়। কোন দ্বীপে পাঠাবার আগে আমাদের সপ্তাহখানেক অন্য এক ব্লকে থাকতে হবে। সম্ভবত হাসপাতালের ওয়ার্ডের চেয়ে সেখান থেকে পালানো সহজ হবে। এ সম্পর্কে আবার লিখলাম সিয়েরাকে। জবাব পেলাম, আমি চাইলে সে একজন ছাড়া পাওয়া কয়েদীকে আমার কাছে পাঠাতে পারে। সে হাসপাতালের পেছনে আমাদের জন্য একটা নৌকা প্রস্তুত রাখতে পারবে। সে ভুলুর লোক, নাম জেসাস। দু'বছর আগে সে ডা. বোগ্রাটকে

www.BanglaBook.org

পালাতে সাহায্য করেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাকে যেতে হবে এক্স-রে ইউনিটে। ইউনিটটা হাসপাতালের ভিতরেই। জেসাস একটা জাল পাস নিয়ে ভিতরে আসতে পারে। আমি সিয়েরাকে লিখলাম জেসাসকে এক্স-রে ইউনিটে পাঠাতে। শ্যাটেলকে বললাম আমাকে এক্স-রে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।

এক্স-রে ইউনিটে যাবার আগে আমার চার্জার খুলে রাখতে বলল শ্যাটেল, নইলে এক্স-রে-তে চার্জারের ছবিও ধরা পড়তে পারে। সেদিনই সিয়েরা আমাকে জানাল পরশুদিন সকাল ন'টায় এক্স-রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরদিন ডেগা আর ফার্নান্দেজ হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল। সেদিন সকালেই 'মালা' ছেড়ে গেছে। ওদের ধারণা ওরা সেল থেকে আরও সহজে পালাবার ব্যবস্থা করতে পারবে। ওদের শুভ কামনা করে বিদায় দিলাম। কিন্তু আমার পরিকল্পনার রদবদল করলাম না।

জেসাসকে দেখলাম। দ্বীপান্তরের মেয়াদ শেষ হবার পরও এখানেই রয়ে গেছে। বয়স্ক। একদম শুঁটকি মাছের মত শুকনো। রোদে পোড়া মুখে দুটো বড় ক্ষতচিহ্ন। এক চোখ দিয়ে সবসময় পানি ঝরছে। তার উপর ভরসা করতে পারলাম না। অবিশ্বাস হচ্ছিল। নিচু গলায় তাড়াতাড়ি কথা সারলাম। সে বলল, 'আমি তোমার জন্যে একটা নৌকা তৈরি রাখতে পারি। এতে চার-পাঁচজন লোক ধরবে। থাকবে এক ব্যারেল পানি, খাবার, কফি, তামাক, তিনটে বৈঠা, ময়দার খালি বস্তা, সূচ-সুতা, একটা কম্পাস, একটা ছুরি, একটা কুঠার আর পাঁচ বোতল স্থানীয় রাম (টাফিয়া)। আড়াই হাজার ফ্রাঁ লাগবে মোট। অমাবশ্যার আর তিনদিন বাকি। যদি রাজি থাকো, তা হলে চতুর্থ দিন থেকে এক সপ্তাহের জন্যে হাসপাতালের পেছনে তৈরি থাকবে নৌকা, রাত এগারোটা থেকে ভোর তিনটা পর্যন্ত। হাসপাতালের কোণায় নিচু দেয়ালের ঠিক নীচেই থাকবে ওটা। দুই গজ দূর থেকেও নৌকাটা দেখা যাবে না। সাবধানে দেয়াল ধরে এগিয়ে গিয়ে নামবে।'

তাকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু রাজি হলাম।

জেসাস বলল, 'টাকাটা?'

'সিয়েরাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।' সে চলে যাবার সময় হাতও মেলালাম না।

টাকাটা শ্যাটেলকে দিয়ে বিকেল তিনটায় পাঠিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ গ্যালগানি, এই টাকা বাজি রাখা সম্ভব হলো গ্যালগানির জন্য। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে ঈশ্বর! লোকটা যেন মদ খেয়ে সব ভেস্তে না দেয়।

ক্লসিও তো মহাখুশি। আমার ও আমার পরিকল্পনার উপর তার দৃঢ় আস্থা। ক্লসিও একটা চিন্তায় পড়ল। তা হলো আরব লোকটা সব রাতে আসে না। আসলেও খুব কম দিনই তার অত রাত পর্যন্ত দেরি হয়। আর একটা প্রশ্ন। আমাদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কে হবে? কাকে প্রস্তাব করা যায়? কর্সিকান কয়েদী বিয়াগগির কাছে প্রস্তাব করব? লোকটা সম্প্রতি এখানেও একটা খুন করেছে। আছে ওয়ার্ডেই। আমরা যখন এই আলোচনা করছি তখন আমাদের দিকে এগিয়ে এল মেয়েদের মত সুন্দর আঠারো বছরের এক যুবক। নাম ম্যাচুরেট। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে খুন করার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু বয়স কম বলে এখন

www.BanglaBook.org

দ্বীপান্তর খাটছে। তখন তার বয়স ছিল সতেরো। ওর গলার স্বরও অনেকটা মেয়েদের মত। ও অবশ্য পরে বলেছিল ওর বন্ধু খুন করেছে। আদালতেও দু'জন ঝগড়া বাধিয়েছিল।

আমাদের কাছে এসে আগুন চাইল ম্যাচুরেট। আমি আগুন তো দিলামই। সঙ্গে উপহার দিলাম চারটে সিগারেট আর একটা ম্যাচ।

ও আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে চলে যেতেই ক্লসিও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। 'প্যাপি, আমরা বেঁচে গেলাম! আরবটা আমাদের ঠিক দরকারের সময়ই আসছে। কোন চিন্তা নেই।'

'কীভাবে?'

'খুব সোজা। আমরা ম্যাচুরেটকে বলব আরবটাকে একটু ইশারা দিতে। সবাই জানে, ওরা ছোকরা পছন্দ করে। ম্যাচুরেট রাজি হলে মাঝরাতে ওই ব্যাটাকে এখানে নিয়ে আসা কোন সমস্যাই হবে না।'

'ঠিক আছে, ভাল বুদ্ধি! আমার ওপর ছেড়ে দাও!' খুশি হয়ে উঠলাম।

রাতে আমি ম্যাচুরেটের কাছে গেলে ও বিজয়ীর হাসি হাসল। ভাবল হাসি দিয়ে আমাকে কাবু করেছে। সরাসরি বললাম, 'তুমি ভুল করছ। ল্যাট্রিনে চলো।' সেখানে গিয়ে বললাম: একটা কথা বলেছ কী, খুন করে ফেলব। টাকার বিনিময়ে তুমি এই-এই-এই-এই করবে। করবে কিনা? কত চাও? তুমি কি আমাদের সঙ্গে পালাতে রাজি আছ?

'আমি তোমাদের সঙ্গেই যেতে চাই। ওকে?' ব্যস, চুক্তি হয়ে গেল। করমর্দন করলাম।

ও শুয়ে পড়ল। ক্লসিওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে আমরাও শুয়ে পড়লাম।

রাত আটটায় জানালায় গিয়ে বসল ম্যাচুরেট। আরবটা সম্ভবত ভাবল, আহ্বান। দশটায় ঘুমাতে গেল ম্যাচুরেট, আমরা নয়টা থেকেই একচোখ খোলা রেখে শুয়ে আছি। আরবটা এল। এসে দেখল একজন কয়েদী মারা গেছে। সে দরজার কড়া নেড়ে স্ট্রেচার বাহকদের ডেকে মড়াটা পাঠিয়ে দিল। ওই মৃত্যু আমাদের সুযোগ আরও বাড়িয়ে দিল। কারণ সে আসতে লাগল আরও ঘন ঘন, বেশি রাতেও।

পরের দিন আমাদের পরামর্শমত ম্যাচুরেট আরবকে রাত এগারোটায় আসতে বলল। রক্ষী আরব এসে ম্যাচুরেটকে পা ধরে টান দিয়ে জাগিয়ে তুলল। তারপর বাথরুমের দিকে গেল। ম্যাচুরেট গেল তার পেছনে পেছনে। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এল প্রহরী। চলে গেল দরজা খুলে। ম্যাচুরেটও কোন কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরের দিনও ঠিক একই সময় চলে এল আরব। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে।

২৭ শে নভেম্বর, ১৯৩৩। খাটিয়ার দু'টো পায়া মুগুর হিসাবে ব্যবহারের জন্য তৈরি। বিকেলে যখন আমি সিয়েরার চিঠির জন্য অপেক্ষা করছি, শ্যাটেল এসে মুখে খবর দিল, 'ফ্রাসোয়া সিয়েরা আমাকে বলেছে, জেসাস তোমাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় অপেক্ষা করবে। গুড লাক।'

রাত আটটায় ম্যাচুরেট আরবকে বলল, 'মাঝরাতের পরে এসো। তাতে

www.BanglaBook.org

আমরা বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারব।'

রাত সোয়া বারোটার সময় প্রহরী আরব এসে গেল। ম্যাচুরেটের পা ধরে টান দিয়ে তাকে জাগিয়ে চলে গেল সোজা বাথরুমে। ম্যাচুরেট তার পেছনে গেল। আমি আমার খাটিয়ার পায়া মুচড়ে খুলে নিলাম। একটু শব্দ হয়ে গেল, ক্লসিও'র কোন শব্দ হলো না। আমি বাথরুমের পেছনে দাঁড়ালাম। ক্লসিও আরবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দরজার সামনে হাঁটতে শুরু করল। আমাদের প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। তারপর সবকিছু ঘটে গেল খুব দ্রুত। আরবটা বেরিয়ে এসে ক্লসিওকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এখানে মাঝরাতে কী করছ? বিছানায় যাও।'

ঠিক তক্ষুণি আমি তার ঘাড়ের ঠিক পেছনে মারলাম। নিঃশব্দে ঢলে পড়ল লোকটা। খুব তাড়াতাড়ি ওর জোব্বা জুতো পরে নিলাম আমি। তারপর ওকে একটা খাটিয়ার নীচে ঠেলে দিয়ে ওর চোয়ালে দিলাম আর এক ঘা। ব্যস, ঠাণ্ডা।

ওয়ার্ডের কেউ কিছু টেরই পেল না। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনে ক্লসিও ও ম্যাচুরেট। ওদের দু'জনের পরনে শার্ট। দরজার কড়া নাড়লাম। ওয়ার্ডার দরজা খুলে দিতেই আমি ঠিক ওর চাঁদি বরাবর মারলাম খাটিয়ার পায়া দিয়ে। ওর উল্টো দিকে যে বসেছিল, সে রাইফেল ফেলে দিল। সম্ভবত ঘুমাচ্ছিল। নড়বার আগেই ওকেও মারলাম এক ঘা। ক্লসিও মারল তৃতীয় জনের মাথায়। একটা 'আহ্' শব্দ। কেউ শুনল নাকি? খানিকক্ষণ কান খাড়া রেখেও কারও সাড়াশব্দ পেলাম না। আমরা তিনটে রাইফেল নিয়ে ছুটলাম। সবার আগে ক্লসিও, মাঝখানে ম্যাচুরেট, পেছনে আমি। সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় লণ্ঠনের সামান্য আলো। ক্লসিও পায়াটা ফেলে দিল। আমার বাঁ হাতে ডাণ্ডা, ডান হাতে রাইফেল। সিঁড়ির নীচের ধাপগুলোতে গাঢ় অন্ধকার। নদীর ধারের দেয়াল ধরে এগুতে হবে। দ্রুত গেলাম দেয়ালের দিকে। আমি পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পিঠে ভর দিয়ে দেয়ালের উপরে উঠে গেল ক্লসিও। তারপর আমাদের দু'জনকে টেনে তুলল সে। ঘন অন্ধকার। এগুচ্ছি। একটা গর্তের ভিতরে পা ঢুকে হঠাৎ ধপাস করে পড়ে গেল ক্লসিও। ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পা ভেঙে গেছে। আমি ম্যাচুরেটকে ওর কাছে রেখে দেয়ালের কোণার দিকে এগিয়ে গেলাম। কুকুরের মত চার হাত পায়ে ভর করে প্রায় দৌড়ে এগুচ্ছি। কোথায় দেয়ালের শেষ জানি না। হঠাৎ শূন্যে হাত বাড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম নদীর ভিতর।

'কে? এসেছ?'

'হ্যাঁ। জেসাস?'

'হ্যাঁ।' জেসাস একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালল! আমি সাঁতার কেটে তার কাছে গেলাম। নৌকায় দু'জন।

'তুমিই প্রথম এলে। কী নাম?' সঙ্গের লোকটি জানতে চাইল।

'প্যাপিলন।'

'ভাল।'

'জেসাস, আমাদের একটু উজিয়ে যেতে হবে। লাফিয়ে পড়ে আমার বন্ধুর পা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভেঙে গেছে, ওকে নিয়ে আসতে হবে।'

'ঠিক আছে, বৈঠা নাও, হাত চালাও।'

কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রায় একশো গজ উজিয়ে গিয়ে আন্দাজের উপর ডাকলাম, 'ক্লসিও!'

'যীশুর দোহাই, চুপ করো। ফ্যাটগাট, ম্যাচটা জ্বালাও।'

ওরা এই স্ফুলিঙ্গ দেখল। ক্লসিও সাপের মত একটা শিস্ দিল। ঠিক শব্দ নয়, তবে অনেক দূর পর্যন্ত এই সঙ্কেত পৌঁছে যাবে। সে এই হিস ধ্বনি করতে থাকল আর সেই শব্দ ধরে আমরা তার কাছে চলে গেলাম। ফ্যাটগাট উঠে গিয়ে কাঁধে করে ক্লসিও-কে এনে নৌকায় বসিয়ে দিল। তারপর এল ম্যাচুরেট। আমরা পাঁচজন বসায় নৌকাটা মাত্র দুই ইঞ্চি পানির উপরে থাকল।

জেসাস বলল, 'না বলে কেউ নড়বে না। প্যাপিলন, বৈঠা তুলে তোমার হাঁটুর ওপর রাখো। ফ্যাটগাট, চালাও।' অনুকূল স্রোতে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল নৌকাটা।

আমরা জেলখানা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে এসেছি। নদীর মাঝামাঝি। প্রচণ্ড স্রোতই টেনে নিচ্ছে নৌকা। ফ্যাটগাটও বৈঠা তুলে ফেলল। জেসাস শুধু তার উরুতে আটকে রাখল বৈঠা, হালের মত করে। নৌকা ঠিক রাখার জন্য। ব্যস।

জেসাস বলল, 'এখন আমরা কথা বলতে বা সিগারেট খেতে পারি, তোমরা কাউকে খুন করোনি তো?'

'আমার তো মনে হয় না।'

'হা ঈশ্বর! জেসাস, তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ! তুমি বলেছিলে কোন হাঙ্গামা নেই, সাদামাটা জেলছুট। এখন দেখছি, জেলকয়েদীর পলায়ন!'

জেসাস বলল, 'এরা ইন্টার্নি ঠিকই। কিন্তু তাতে কী? আমি তো কারও না কারও সাহায্য নিতামই। তা ছাড়া যদি জানাজানি হয়ই, এর গোটা দায়িত্ব আমি নেব। তোমার কী?'

'তা ঠিক। কারণ একশো ফ্রাঁর জন্যে আমি আমার জীবন বিপন্ন করতে কিংবা যাবজ্জীবন ফাটক খাটতে পারি না।'

আমি বললাম, 'ফ্যাটগাট, আমি তোমাদের দু'জনকে আরও একহাজার ফ্রাঁ বকশিশ দেব; হলো?'

'হলো, ভাই। তোমাকে ধন্যবাদ। গ্রামে তো আমরা না খেয়ে মরি। জেলখানার চেয়ে বাইরে থাকা এখানে আরও কষ্ট। জেলের ভেতরে তো পেটপুরে খাবার ও পরবার পোশাক পাওয়া যায়। আমাদের খাবার জোগাড় করতেই ত্রাহি অবস্থা।'

জেসাস ক্লসিওকে বলল, 'তোমার খুব বেশি তো লাগেনি, নাকি?'

ক্লসিও বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আমার ভাঙা পায়ের তোমরা কী ব্যবস্থা করবে, প্যাপিলন?'

'সে আমি দেখব। কোথায় যাচ্ছি, জেসাস?'

'নদীর মুখ থেকে তিন মাইল দূরের একটা খাঁড়িতে তোমাদের লুকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাইড। সেখানে এক সপ্তাহ তোমরা শুয়ে বসে কাটাবে। এর মধ্যে ওয়ার্ডারদের অনুসন্ধান শেষ হয়ে যাবে। ওদের এরকম ধারণা দিতে হবে যে, কোথাও না থেমে আজ রাতেই তোমরা সমুদ্রে পৌঁছে গেছ। খুঁজিলদাররা যায় মোটরবিহীন ডিঙি নৌকায়। এরাই সাংঘাতিক। এরা যদি খোঁজ করতে থাকে তা হলে কথা বলা, কাশি দেওয়া বা আগুন জ্বালানোর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

তবে ক্রুরা মোটর বোট নিয়ে খাড়ির অতটা ভিতরে যেতে পারবে না।

ভোর প্রায় চারটের দিকে আমাদের দৃষ্টিতে এল জমিনের আভাস। তারপর সরাসরি একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ছোট ছোট ঝোপের উপর দিয়েই চলছে নৌকা। আমরা এগোতেই আবার জেগে উঠছে ঝোপগুলো। ফলে আমাদের দেখা যাবার আর কোন উপায় রইল না। এখানে নৌকা চালানোর মত পানি আছে কিনা, সে অনুমান করতে যাদু জানা দরকার। এক ঘণ্টা ধরে জঙ্গলের আরও ভিতরে এগিয়ে চললাম। তারপর পেলাম একটা খাল। থামলাম। খালের তীরে পরিষ্কার ঘাস। প্রায় ছয়টা বাজে। কিন্তু মাথার উপর বিশাল সব গাছপালার মধ্যে পেরিয়ে আলো খুব কমই আসছে। এসব গাছে অপরিচিত সব পাখপাখালির কিচিরমিচির শব্দ।

জেসাস বলল, 'এখানেই তোমাদের এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। সপ্তম দিনে আমি তোমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসব।'

এখানকারই একটা ঝোপের নীচ থেকে জেসাস ছয় ফুট লম্বা এক ডিঙি তুলে আনল। সঙ্গে দু'টো বৈঠাও। এই ডিঙি নিয়েই সে স্রোত উজিয়ে সেইন্ট লরেন্টে ফিরে যাবে।

এতক্ষণে আমরা ক্লসিওর দিকে নজর দেবার সময় পেলাম, খালের তীরে চিৎ করে রাখা হয়েছে ওকে। আমরা গাছ থেকে শুকনো ডাল কেটে স্প্লিন্টার তৈরি করলাম। তারপর মুচড়ে তার পা ঠিক জায়গামত এনে বেঁধে দিলাম। জেসাস চারটে ট্রাউজার, চারটে শার্ট ও জ্যাকেট এনেছিল সঙ্গে। ম্যাচুরেট আর ক্লসিও সেগুলো পরল, আমি আরবী পোশাকেই রইলাম। সবাই একটু একটু রাম খেয়ে উষ্ণ হলাম কিছুটা। মালটা ভাল। মশা এক মিনিটও স্বস্তি দিচ্ছিল না। মশার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য এক প্যাকেট সিগারেটের মায়া ছাড়তে হলো। সিগারেট ভিজিয়ে নিকোটিন বের করে আমরা মুখে হাতে পায়ে মেখে নিলাম। পশমী জ্যাকেটগুলো বেশ ভাল। এই বিশ্রী ঠাণ্ডার ভিতরেও আমাদের গরম রাখল।

ফাটেগাট বলল, 'আমরা যাচ্ছি। এক হাজার ফ্রাঁ যে দিতে চেয়েছিলে?'

আমি ঝোপের আড়ালে গিয়ে কড়কড়ে এক হাজার ফ্রাঁর নোট এনে ওর হাতে দিলাম।

জেসাস বলল, 'আবার দেখা হবে। আট দিন এখান থেকে নড়বে না। আমরা সপ্তম দিনে আসব। আশাকরি তার পরদিনই তোমরা যাত্রা শুরু করতে পারবে। দশ দিনের মধ্যেও যদি না আসি, ধরে নেবে আমরা ধরা পড়ে গেছি। তবে ওয়ার্ডারদের যখন আহত করেছ, তখন ধরে নেয়া যায় খোঁজ খবর অনেকদিন চলবে। হাঙ্গামাও হবে জবর।'

ক্লসিও বলল, সে রাইফেলটা নাকি দেয়ালের ঠিক নীচে ফেলেনি, ফেলেছে

www.BanglaBook.org

দেয়াল ঘেঁষে নদীতে। শুনে জেসাস বলল, 'চমৎকার! রাইফেলটা পাওয়া না গেলে ওরা ভাববে আমরা রাইফেল নিয়েই পালিয়েছি। কাজেই মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করতে আসবে না। কারণ অনুসন্ধানকারীদের কাছে থাকে শুধুমাত্র রিভলভার আর জঙ্গলে কাজ করার উপযোগী ছুরি।'

গুড বাই, গুড বাই। যদি কোন কারণে আমাদের এখান থেকে সরে যেতেই হয় তা হলে যেতে হবে খাল ধরে সোজা যতক্ষণ শুকনো ঘাস দেখা যাবে। তারপর কম্পাস ধরে যেতে হবে সোজা উত্তর দিকে। এভাবে দু'তিন দিন চললে আমরা পাব মরণ ক্যাম্প শারভিন। কাউকে কিছু ঘুষ দিয়ে সেখান থেকে জেসাসকে খবর পাঠাতে হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডিঙি নিয়ে দুই বুড়ো উধাও হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আর তাদের দেখা গেল না, এমন কী কোন শব্দও শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে সূর্যালোক দেখতে পেলাম ক্ষীণ। কিন্তু রোদের ঝাঁঝে গাছপালার পাতা গরম হয়ে নীচেও ভ্যাপসা গরমের সৃষ্টি হলো।

আমরা তিনজন, ক্লুসিও ম্যাচুরেট এবং আমি। নিঃসঙ্গ। আমরা নির্বিঘ্নে পালিয়ে এসেছি। হেসে উঠলাম প্রাণ খোলা হাসি। আমাদের একটা সামান্য সমস্যা ক্লুসিওর পা। যদিও সে বলছে, এখন আর তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমরা মগ ভর্তি করে কালো কফি খেলাম। বাদামী রংয়ের চিনি মিশিয়ে কালো কফি খেতে চমৎকার। বিকেল পর্যন্ত আমাদের নৌকা বা অন্য কিছু দেখার মত ধৈর্য ছিল না। আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন, মুক্ত! গিয়ানায় এসেছিলাম ঠিক সাঁইত্রিশ দিন আগে। যদি আমরা ঠিকমত বেরিয়ে যেতে পারি, আমার যাবজ্জীবন পেরোতে বেশিদিন লাগবে না। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'মঁসিয়ে লা প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কত বছর খাটতে হয়? হাঃ হাঃ হাঃ।' আমি প্রাণ ভরে হেসে উঠলাম। হেসে উঠল ম্যাচুরেটও। ক্লুসিও শুধু বলল, এত শিগ্‌গিরই কা-কা কোরো না। কলম্বিয়া দূর-অস্ত। তা ছাড়া এখান থেকে কাঠের গুঁড়ির তৈরি ডিঙিতে করে সমুদ্র পাড়ি দেওয়াও আমার কাছে সহজ বলে মনে হচ্ছে না।'

জবাব দিলাম না। আমার ধারণা হয়েছিল সমুদ্র যাত্রার জন্য জেসাস আমাদের একটা ভাল নৌকা দেবে। ডিঙিটা আনা হয়েছে সেই নৌকায় পৌঁছার জন্য। আমার সেই ভুল ভেঙেছে। কিন্তু এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করিনি।

প্রথম দিন আমাদের কাটল কথা বলে এবং জঙ্গলে এক আধটু হেঁটে বেড়িয়ে। আমাদের কাছে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বানর আর কাঠবিড়ালীর অদ্ভুত লম্ফঝম্প। চিৎকার। কোত্থেকে এক কুমীর এসে একটা শূকর ছানার পা ধরে টান দিয়ে নিয়ে গেল। শূকর ছানার আর্ত চিৎকারে সমবেত হলো বহু শূকর ছানা। এগুলো কুমীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল কুমীরকে। কুমীরের মুখের পাশে কামড়ে দেবারও চেষ্টা করল। কুমীর প্রচণ্ড জোরে লেজ দিয়ে আঘাত করলে একটা শূকর ছানা উড়ে গিয়ে তীরে পড়ল। অপর একটা ভেসে উঠল চিৎ হয়ে। আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা তাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলল। খাঁড়ির পানি রক্তে লাল। বিশ মিনিট ধরে চলল কামড়াকামড়ি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর ডুব দিয়ে চলে গেল কুমীর। আর কখনও এরকম দৃশ্য দেখিনি।

রাতে ভাল ঘুম হলো। সকালে কফি খেয়ে নৌকায় কুড়িয়ে পাওয়া সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করলাম। ম্যাচুরেট আমার ছোরা দিয়ে কোনমতে আমাকে আর ক্লসিওকে শেভ করে দিল।

আমরা আমাদের সবকিছু নৌকা থেকে নামিয়ে আনলাম। কম্পাসটা মামুলি ধরনের। স্কুলের বাচ্চাদের উপযোগী। শুধু উত্তর দক্ষিণ দেখায়, আর কিছু না। মাস্তুলটা মোট আট ফুট লম্বা। ময়দার বস্তা সেলাই করে বানালাম ছোট একটা তিনকোনা পাল।

মাস্তুলটা খাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, নৌকার তলাটা তেমন সুবিধার নয়। যেখানে মাস্তুলটা লাগানো হবে, তা ঘুণে খাওয়া। নৌকাটাও অতি জীর্ণ। শালা জেসাস, হারামি! আমাদের যমের বাড়ি পাঠানোর ফন্দি করেছে। আমি বিষয়টা ম্যাচুরেট ও ক্লসিওকে খোলাখুলি বললাম। ঠিক করলাম, জেসাস এলে ওকে বলব একটা ভাল নৌকা খুঁজে দিতে। আমরা ছুরি আর কুঠার নিয়ে চলে যাব গ্রামে। এতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু কফিনে করে সমুদ্রে ভাসার তুলনায় সে ঝুঁকি সামান্যই। খাবার যা আছে, তা ভালই বলতে হবে। এতে আমাদের বেশ কিছুদিন চলবে।

এর মধ্যে একদিন সকালে দেখলাম বানর আর হনুমানের মজার যুদ্ধ। ম্যাচুরেট এই যুদ্ধের সময় বাইরে গিয়ে মাথায় একটা গুতো খেয়ে ফিরে এল।

এখানে আমাদের পাঁচদিন ও চার রাত কেটে গেছে। গত রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির সময় আমরা বড় বড় কলা পাতার নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শুধু পা ভিজেছে। সকালে কফি খেতে খেতে জেসাসের বদমাইশিতে আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকলাম। শালা। আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে মাত্র পাঁচশো বা হাজার ফ্রাঁ বাঁচানোর জন্য তিন তিনটে লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের জন্য একটা নতুন নৌকা জোগাড় করার পর ওকে খুন করব কিনা চিন্তা করছি।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল। পাখির ডাকের মত শব্দ। এই শব্দ এতই তীক্ষ্ণ যে কী হচ্ছে দেখার জন্য ম্যাচুরেটকে পাঠালাম। পাঁচ মিনিট পর ম্যাচুরেট ফিরে এসে আমাকে ইঙ্গিতে কী যেন দেখাবার চেষ্টা করল। আমি ওর সঙ্গে গেলাম। আমাদের থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে একটা গাছের ডালে ঝুলে ঝুলছে ঢাউস-সাইজ এক বন মুরগী। অন্য কিছুও হতে পারে। কারণ মোরগের চেয়ে এটা দ্বিগুণ বড়। এর গলায় একটা ফাঁস লেগে আটকে আছে। ছুরি দিয়ে কোপ দিয়ে আমি এর মাথাটা কেটে ফেললাম। কমপক্ষে দশ পাউন্ড ওজন। মোরগের মত পালক আছে গায়ে। আমরা এটাকে পাক করে খাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু ফাঁদটা দেখে আমার ধারণা হলো এই ফাঁদ নিশ্চয়ই কেউ পেতেছে। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখার জন্য আমরা এদিক ওদিক হেঁটে এলাম। ফেরার পথে একটা জিনিস আমাকে বিব্রত করল। এটা হলো খাঁড়ির কিনারা থেকে দশ গজ দূর দিয়ে লতাপাতার তৈরি এক ফুট উঁচু একটা বেড়া। এই লতাপাতার ফাঁক দিয়ে চলে গেছে পিতলের তার। এই পিতলের তার গিয়ে যুক্ত হয়েছে

www.BanglaBook.org

গাছের ডালে বাঁধা ফাঁসের সঙ্গে। ফাঁসে আটকালে ফাঁদের মালিক না আসা পর্যন্ত ওই পাখিটি ঝুলতেই থাকবে। আর ফাঁদে কিছু ধরা পড়েছে কিনা তা তারের অপর প্রান্ত থেকে বোঝা যাবে তার নড়লেই।

এই আবিষ্কারে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বেড়াটিও দেখা গেল বেশ মজবুত। অর্থাৎ খুব পুরনো নয়। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে জানাজানি হবার আশঙ্কা বেড়ে গেল। আমরা দিনের বেলায় আগুন না জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং পালা করে ওই ফাঁদের দিকে নজর রাখতে শুরু করলাম।

দুপুরেই আমরা ওই মুরগীর সুপ খেলাম। এর মাংস শুধু সেদ্ধ করা হয়েছে, তাতেই স্বাদ হয়েছে খুব। খেলামও পেট পুরে।

আমার পালা ছিল নজর রাখার। লক্ষ করলাম, খাদের উপর খুব বড় বড় পিঁপড়ের সারি। প্রতিটি পিঁপড়ের মুখে পাতার টুকরো। ভাল করে লক্ষ করে বুঝলাম, ব্যাপারটা খুবই পরিকল্পিত। এক ধরনের শ্রমিক পিঁপড়া পাতাগুলোকে কেটে কুচি কুচি করছে। আর এক ধরনের পিঁপড়েরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারিবদ্ধভাবে, কেউ লাইনচ্যুত হলে পুলিশ পিঁপড়ে তাকে লাইনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যেসব পিঁপড়ের মুখে ছাই রঙের ডোরা, তারা পুলিশ। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কী অপরাধ করল একটা শ্রমিক পিঁপড়ে, লাইন থেকে বের করে এনে কামড় দিয়ে তার দেহ তিন ভাগ করে ফেলা হলো। পুলিশ পিঁপড়ে লাইন থেকে আর দু'জন শ্রমিককে থামাল। তারা বোঝা নামিয়ে রেখে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পিঁপড়েটিকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল।

সাত

পিজিন দ্বীপ

আমি যখন এই দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত। তখন হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর আমাকে স্তম্ভিত করে দিল, 'দৌড়ালেই মরবে। ঘুরে দাঁড়াও।'

খালি গা হাফ প্যান্ট ও লম্বা লাল বুট পরা এক লোক। হাতে দোনলা বন্দুক। মাঝারি সাইজ, পেশীবহুল মজবুত শরীর, রোদে পোড়া। টাক মাথা। চোখ ও নাকের উপর নীল মুখোশ। কপালে কালো ভুরু।

'তোমার কাছে অস্ত্র আছে?'

'না।'

'একা?'

'না।'

'এখানে তোমরা ক'জন আছ?'

'তিনজন।'

'তোমার বন্ধুদের কাছে আমাকে নিয়ে চলো।'

'আমি তা চাই না। কারণ ওদের একজনের কাছে রাইফেল আছে। তুমি আসলে কী চাও তা না জেনে তোমাকে মরতে দিতে পারি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা!' তা হলে আর এক ইঞ্চিও নোড়ো না। শান্ত হয়ে জবাব দাও। তোমরা তিনজনই হাসপাতাল থেকে পালিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'প্যাপিলন কে?'

'আমি।'

'পালিয়ে তুমি সব ঘোলাটে করে ফেলেছ। সেই ধাক্কা এই গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। মুক্ত কয়েদীদের অর্ধেকই আবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।' বন্দুক নামিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল লোকটা, 'আমি মুখোশধারী ব্রেটন। আমার কথা শুনেছ?'

'না। তবে আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাদের পাকড়াও করার জন্যে আসোনি।'

'ঠিক ধরেছ। আমি হোক্কো ধরার জন্যে এখানে ফাঁদ পাতি। তোমরা যদি না খেয়ে থাকো, তা হলে জাগুয়ার আজ আমার একটা হোক্কো খেয়ে ফেলেছে।'

'না, আমরা খেয়েছি।'

'কফি খাবে?' সে তার থার্মোস থেকে কফি বের করে আমাকে সামান্য দিল, আর নিজে নিল বেশ খানিকটা।

বললাম, 'চলো, আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবে।'

সে এসে আমাদের সঙ্গে বসল। ধরে ফেলল যে আমাদের সঙ্গে রাইফেল নেই।

বিশ বছর সে গিয়ানায় ছিল। মাত্র পাঁচ বছর আগে মুক্তি পেয়েছে। ফ্রান্সের প্রতি তার কোন মোহ নেই। এই জঙ্গলের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে সে। সাপের, জাগুয়ারের চামড়া সংগ্রহ করে, প্রজাপতি ধরে। হোক্কোর জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকে। এক একটা হোক্কো সে দু'শো থেকে আড়াইশো ফ্রাঁয় বিক্রি করে। আমি তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করল। বলল, 'হোক্কো এক জাতের বন মোরগ। কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। গ্রামে যারা মোরগ-মুরগী পোষে ওরাই সাধারণত হোক্কো কেনে। এগুলোকে আটকে রাখার দরকার নেই। রাতে মুরগীর খোঁয়াড়ে রেখে দেবে। ভোরবেলা বের করে আনবে। রাতে মুরগীগুলো খোঁয়াড়ে ঢোকার সময় হোক্কো ঠিক দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেন গুণছে। যদি একটিও মুরগী কম হয়, তা হলে কিছু বলতে হবে না, সে নিজে থেকেই গিয়ে হারানো মোরগ-মুরগী খুঁজে আনবে। একটু শাস্তিও দেবে সময় জ্ঞানের অভাবের জন্য। সকালেও গুণে বের করবে। গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত। মোরগ-মুরগীর পাশাপাশিই থাকবে। খাবার খাবে। কিন্তু সারাক্ষণ নজর রাখবে। হোক্কো ইঁদুর মারে, সাপ মারে, মাকড়সা মারে, কোন শিকারী পাখিও আসে না এর আশেপাশে। পালের মোরগ-মুরগী ছেড়ে সে কোথাও যায় না।'

মুখোশধারী ব্রেটন জানাল, আমাদের পলায়নের সঙ্গে জড়িত আছে কিনা তদন্ত করে দেখার জন্য জেসাস, ফাটাপাটসহ তিন ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। আরবটাকে রাখা হয়েছে অন্ধকূপে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে আমাদের সাহায্য করেছে। কারণ তার ঘাড়ে যে দু'ঘা মেরেছিলাম তার কোন

www.BanglaBook.org

চিহ্নই ছিল না। অথচ ক্রুদের মাথা কোলা ছিল। সে আমাদের বলল, 'জেসাস একটা নরকের কীট।' আমি তাকে আমাদের নৌকাটা দেখতে বললাম। সে এক নজর দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ওই হারামি তোমাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। এই ডিঙি সমুদ্রের একটা ঢেউয়ের বাড়িও সহ্য করতে পারবে না। গুঁড়িয়ে যাবে। এটায় পাড়ি দিও না। তার চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল।'

'তা হলে কী করব?'

'টাকা আছে?'

'আছে।'

'আমি তোমাদের সাঁহায্য করব। সাহায্য তোমাদের পাওনা। কোন অবস্থাতেই এই গ্রামের আশেপাশে যেও না। ভাল নৌকার জন্যে তোমাদের যেতে হবে পিজিন দ্বীপে। ওখানে দু'শোর মত কুষ্ঠরোগী থাকে। কোন ওয়ার্ডার নেই। কোন সুস্থ লোক কখনও ওই দ্বীপে যায় না। এমন কী ডাক্তাররা পর্যন্ত না। প্রতিদিন একটা নৌকায় করে ওদের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার খাবার পৌঁছে দেয়া হয়। হাসপাতালের একজন অর্ডারলি দু'জন অ্যাটেনডেন্টের হাতে তুলে দিয়ে আসে এক বাক্স ওষুধ। ওই অ্যাটেনডেন্ট দু'জনও রোগী। তারাই আবার রোগীদের সেবাযত্ন করে। কোন ওয়ার্ডার, খুঁজিলদার বা পাদ্রী ওই দ্বীপে পা রাখে না। কুষ্ঠরোগীরা নিজেদের তৈরি কুঁড়ে ঘরে থাকে। তাদের একটা কেন্দ্রীয় ভবন রয়েছে। পাকা দালান। হাঁস-মুরগী পালে। রেশনের সঙ্গে সেসব মিলিয়ে কোনমতে চলে ওদের। সরকারীভাবে ওই দ্বীপের বাইরে কিছু বিক্রি করার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং সেইন্ট লরেন্ট, সেইন্ট জাঁ এসব দ্বীপে এবং ওলন্দাজ গিয়ানায় আলবিনার চাষীদের সঙ্গে এরা অবৈধ ব্যবসা করে। এরা সবাই ভয়ঙ্কর সব খুনী। তবে এরা নিজেদের মধ্যে সহজে মারামারি করে না। বেড়ানোর জন্যে ওরা আশেপাশের গ্রাম থেকে কখনও কখনও নৌকা চুরি করে এনে পানিতে ডুবিয়ে রাখে। একটা নৌকা থাকলে তারা করতে পারে না, হেন অপরাধ নেই। পিজিন দ্বীপের আশেপাশে কোন নৌকা যাতায়াত করতে দেখলেই ওয়ার্ডাররা গুলি চালায়। ওরা নৌকাগুলো পাথর দিয়ে ডুবিয়ে রাখে। দরকারের সময় পাথর সরিয়ে ফেললেই ভেসে ওঠে নৌকা। দ্বীপে সব জাতের সব বর্ণের এবং ফ্রান্সের সমস্ত এলাকার লোকই পাবে। তোমাদের নৌকাটা ম্যারোনীতেই কেবল চলার উপযোগী। কিন্তু সমুদ্রে যাবার জন্যে একটা ভাল নৌকা জোগাড় করার জন্যে পিজিন দ্বীপ হচ্ছে সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

'কীভাবে যাব?'

'যেখানে গেলে দ্বীপটা দেখা যাবে, ওই পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি। তোমরা নিজেরা পারবে না। কিংবা ভুল দিকেও চলে যেতে পারো। দ্বীপটা নদীর মুখ থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। সুতরাং তোমাদের স্রোতের উল্টো দিকে সেইন্ট লরেন্ট থেকে আরও ত্রিশ মাইল যেতে হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। কাছাকাছি থাকব। একবার দ্বীপে উঠে গেলে, বাকিটা তোমাদের হাতে।'

'তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?'

'মাই গড, অসম্ভব! সরকারী নৌকাগুলো যেখানে দাঁড়ায়, একদিন দিনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলা গিয়েছিলাম সেখানে। ওই একবারই। আমি যা দেখেছি, সেই যথেষ্ট, প্যাপি। জীবনে আমি আর ওই দ্বীপে কোনদিন পা দিচ্ছি না।'

'আমরা কখন রওনা হব?'

'রাতে।'

'এখন ক'টা বাজে, ব্রেটন?'

'তিনটে।'

'ঠিক আছে। আমি তা হলে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই।'

'উঁহুঁ! তোমাদের দরকারী সব জিনিস ডিঙিতে সাজিয়ে নিতে হবে।'

'না, আমি খালি ডিঙি নিয়ে যাব। ক্লুসিও জিনিসপত্র দেখবে। ফিরে এসে ওদের তুলে নিয়ে চলে যাব।'

'অসম্ভব। এমন কী দিন দুপুরেও তোমরা এই জায়গা আর খুঁজে বের করতে পারবে না। দিনের বেলা নদীতে পাড়ি দিতেই পারবে না। কখনও না। তোমাদের এখনও খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। এখনও তোমরা বিপদমুক্ত নও।'

সন্ধ্যায় ব্রেটন তার ডিঙি নিয়ে এল। আমরা ডিঙি দুটো একসঙ্গে বাঁধলাম। ব্রেটন ধরল হাল। ক্লুসিও বসল ব্রেটনের নৌকায়। আমি আর ম্যাচুরেট বৈঠা নিয়ে বসলাম সামনে। যাত্রা শুরু হলো।

আমরা খাঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে এগোলাম। নদীতে যখন পড়লাম, তখন রাত সবে শুরু। সমুদ্রের দিকে দিগন্তরেখার কাছে লাল আলো ছড়ানো। তারার প্রতিফলনে ঝলমলে পানি।

ব্রেটন বলল, 'এখন ভাটার শেষ। এক ঘন্টার মধ্যে জোয়ার শুরু হবে। আমরা সেই সুযোগ নেব। স্রোতের টানে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব পিজিন দ্বীপে।'

হঠাৎ করে খুব অন্ধকার হয়ে এল।

ব্রেটন বলল, 'হাত চালিয়ে স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলো, সিগারেট ধরিও না।'

আমি আর ব্রেটন সাধ্যমত বৈঠায় বড় বড় টান দিয়ে নৌকা নদীর মাঝখানে রাখার চেষ্টা করলাম। ম্যাচুরেটও টানছে বৈঠা। নদীর মাঝামাঝি আসতেই আবার স্রোতের ধাক্কায় আমরা একপাশে চেপে গেলাম। আবার দ্রুত, আরও দ্রুত বৈঠা মারা। এভাবে ছয় ঘন্টা চলবার পর আমরা নদীর প্রায় মাঝখানে একটা ঘন কালো জমাট অন্ধকার দেখতে পেলাম। সোজা সেদিকে চালিয়ে দিলাম নৌকা।

ব্রেটন নিচু স্বরে বলল, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে।' রাত তখন অত গভীর নেই। কিন্তু পানির উপরকার কুয়াশার জন্য কারও পক্ষে আমাদের দেখাও সম্ভব নয়। আরও কাছে এসে গেছি আমরা। দ্বীপের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ব্রেটন খুব দ্রুত তার ডিঙি খুলে আলাদা করে নিল। ফিস ফিস করে বলল, 'গুড লাক, বন্ধুরা!'

'ধন্যবাদ।'

'পেছনের কথা চিন্তা কোরো না। এগিয়ে যাও।'

আমরা সোজা দ্বীপের কিনারায় ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্রোতের তোড় আমাদের জঙ্গলের দিকে ঠেলে দিতে থাকল। আমার ভয়, এই ঝোপের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডোবা কোন পাথরের টিলায় যদি ধাক্কা খায় আমাদের নৌকা, তা হলে সব যাবে–নৌকা, খাবার, অন্যান্য সব জিনিস। ম্যাচুরেট লাফিয়ে পানিতে নেমে নৌকা উঁচু করে তুলে ধরল। এভাবে ঠেলতে ঠেলতে আমরা একটা গাছের নীচে পৌঁছে গেলাম। নৌকা বাঁধলাম গাছের ডালে। তারপর প্রত্যেকে খানিকটা করে রাম গিলে নিলাম। চমৎকার। আমি ওদের দু'জনকে বসিয়ে রেখে কম্পাস হাতে একা উঠে গেলাম তীরে।

অন্ধকার। গাছপালায় ছাওয়া তীর। গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে পথ করে নিলাম। এরপরই হঠাৎ করে দেখতে পেলাম তিনটে কুটির। আমি সোজা এগিয়ে গেলাম। কীভাবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি চাইলাম, ওরাই আমাকে আগে দেখুক। সিগারেট ধরাবার জন্য ম্যাচ জ্বালতেই একটা কুকুর তেড়ে এসে লাফালাফি শুরু করল। 'সেরেছে! কুকুরটাও কুষ্ঠ রোগী নয় তো!' ভুলেই গিয়েছিলাম যে কুকুরের কুষ্ঠ রোগ হয় না।

'কে? কে ওখানে? মার্সেল নাকি?'

'আমি একজন পলাতক আসামী।'

'তুমি এখানে কী করছ? কিছু ছিনিয়ে নিতে এসেছ? ভেবেছ আমাদের কাছে দেবার মত কিছু আছে?'

'না, আমি তোমাদের সাহায্য চাই।'

'এমনি এমনি সাহায্য চাও, নাকি পয়সা দেবে?'

চারজন লোক বাইরে বেরিয়ে এসে কাকে যেন ধমক দিল, 'বকর বকর বন্ধ করো, লা শোট।' একজন বলল, 'ধীরে ধীরে এগিয়ে আসো, ভাই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি রাইফেল নিয়ে তুমিই পালিয়ে এসেছ! সেটা যদি সঙ্গে এনে থাকো ফেলে দাও, এখানে ভয় পাবার কিছু নেই।'

এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'ঠিকই ধরেছ। আমিই সেই লোক। কিন্তু এখানে রাইফেল সঙ্গে আনিনি।' অন্ধকারে আমি কারও মুখ দেখতে পেলাম না। বোকার মত করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। কেউ হাত বাড়াল না। পরে বুঝেছি ওরা আমাকে সংক্রমিত করতে চায়নি।

লা শোট আমাকে কুটিরের ভিতরে নিয়ে গেল। সে তিনটে লণ্ঠন জ্বেলে আমার সামনে টেবিলে রাখল। আমি একটা খড়ের আসনে বসলাম। লণ্ঠনের আলোতে ওরা শুধু আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে, আমি কারও মুখ দেখছি না। নারকেল তেলের গন্ধ পেলাম। যে লোকটা লা শোটকে ধমক দিয়েছিল সেই আবার বলল, 'লা অ্যাঙ্গুইলে, হাউজে গিয়ে খবর নিয়ে এসো, আমরা একে নিয়ে ওখানে যাব কিনা। টর্সা যদি রাজি হয় তা হলে দৌড়ে চলে আসবে। ...এখানে তোমাকে খাবার জন্য আমরা শুধু কাঁচা ডিম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না।' সে একটা ডিমভর্তি ঝুড়ি আমার দিকে ঠেলে দিল।

'না, ধন্যবাদ।'

একজন এসে আমার ডান পাশে বসে পড়ল। জীবনে সেই প্রথম একজন কুষ্ঠরোগীর মুখ দেখা। ভয়ঙ্কর। কিন্তু বুঝতেই দিলাম না যে আমি খানিকটা আতঙ্কিত হয়েছি। তার নাক, মাংস, হাড্ডি খেয়ে ফেলেছে এই রোগ। তার মুখের

www.BanglaBook.org

ডানপাশে একটা গর্ত। তার ভিতরে অনায়াসে একটা দুই ফ্রাঁ মুদ্রা রাখা যায়। তার নীচের ঠোঁটের ডান দিকের অর্ধেকটা নেই। চেঁছে ফেলা মাড়ির উপর তিনটে লম্বা হলুদ দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, দেখে মনে হয়, তার উপরের চোয়ালের খোলা হাড় থেকে দাঁত তিনটে সরাসরি বেরিয়ে এসেছে। একটামাত্র কান। ব্যান্ডেজ করা ডান হাতটা সে টেবিলের উপর রাখল। এখনও দু'টো আঙুল অবশিষ্ট আছে। অপর হাতে ধরা একটা লম্বা সিগার, আধা-শুকনো পাতায় তৈরি। তার বাঁ চোখে শুধু পাতা আছে, ডান চোখে নেই। ডান চোখ থেকে একটা দীর্ঘ ক্ষত উঠে গেছে মাথার দিকে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, 'ঠিক আছে, মেট, আমরা সাহায্য করব। গিয়ানায় তোমার বেশিদিন থাকা উচিত নয়, কারণ দীর্ঘকাল থাকাতেই আমার এই অবস্থা হয়েছে। আমি চাই না তুমিও এরকম অবস্থায় পড়ো।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার নাম জাঁ সাঁ পিউ। আমার বাড়ি প্যারিসে। আমি যখন দ্বীপান্তরে এলাম তখন তোমার চেয়েও সুন্দর, স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী ছিলাম। দশটা বছর। এখন আমার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

'ওরা তোমার চিকিৎসা করেনি?'

'করেছে। চালমুগরা অয়েল ইনজেকশন নেবার পর থেকে কিছুটা উন্নতি হচ্ছে।' সে তার মাথা ঘুরিয়ে বাঁ দিকটা দেখাল, 'এদিকটা শুকিয়ে যাচ্ছে।'

আমি আমার আন্তরিকতা দেখাবার জন্য হাত দিয়ে তার বাঁ গাল ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। চট করে সরে গেল সে।

'তোমার আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু কখনও কোন রোগীকে স্পর্শ কোরো না বা রোগীর পাত্রে খেয়ো না।' এতক্ষণের মধ্যে আমি শুধু এই একজন কুষ্ঠ রোগীকেই দেখলাম। তারই শুধু সাহস হয়েছে নিজের মুখ দেখাবার।

বামনের চেয়ে একটু বড় একটা লোক অন্ধকারের ভিতরে এগিয়ে এল। 'তোমরা কার কথা বলছ? টসাঁ এবং আর সবাই তাকে দেখতে চায়। নিয়ে এসো।'

জাঁ সাঁ পিউ দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো।'

আমরা সবাই অন্ধকারে নেমে পড়লাম। সামনে পাঁচ ছয়জন। মাঝখানে আমি ও পিউ, বাকিরা পেছনে। মিনিট তিনেকের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পড়লাম। অনেকটা স্কয়ারের মত। সেখানে চাঁদের সামান্য আলো। এটা দ্বীপের চূড়ায় সমতল জায়গা। মাঝখানে একটা বাড়ি। জানালা দিয়ে আলো দেখলাম। প্রায় বিশজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা যেতেই সরে ভিতরে যাবার পথ করে দিল, প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা ও বারো ফুট চওড়া ঘর। সমান আকারের কয়েকটি বড় পাথর দিয়ে তৈরি ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে, দুটো হারিকেন জ্বালানো। ঘরে টুলের উপর বসে রয়েছে সাদা মুখ কালো চোখের এক লোক। বয়স বোঝা যাচ্ছে না। তার পেছনে একটা বেঞ্চে বসা পাঁচ ছয় জন। টুলে বসা লোকটা বলল, 'আমি টসাঁ দা কর্সিকান। তুমি নিশ্চয়ই প্যাপিলন?'

'হ্যাঁ।'

'এসব জায়গায় খবর হাওয়ার গতির চেয়েও দ্রুত ছড়ায়। তোমার রাইফেল

www.BanglaBook.org

কোথায়?'

'নদীতে ফেলে দিয়েছি।'

'কোথায়?'

'হাসপাতাল দেয়ালের উল্টো দিকে, ঠিক যেখানে আমরা লাফিয়ে নেমেছিলাম।'

'সুতরাং ওটা পাওয়া যেতে পারে?'

'মনে হয়, ওখানে পানি খুব গভীর নয়।'

'কী করে জানলে?'

'আমার আহত বন্ধুকে তুলে আনতে নৌকা নিয়ে ওখানে যেতে হয়েছিল।'

'কী হয়েছে ওর?'

'একটা পা ভেঙে গেছে।'

'তার জন্যে কী ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'তার পায়ের চার দিকে গাছের ডাল দিয়ে একটা খাঁচার মত করে বেঁধে রেখেছি।'

'এখনও কি তার কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সে?'

'ডিঙিতে।'

'তুমি সাহায্যের জন্য এসেছ, কী ধরনের সাহায্য চাও?'

'একটা নৌকা।'

'তুমি চাইছ, আমরা তোমাদের জন্যে একটা নৌকা জোগাড় করে দেই?'

'হ্যাঁ। এর জন্যে দেয়ার মত টাকা আছে আমাদের কাছে।'

'ওকে। আমি তোমার কাছে আমার নৌকাটাই বিক্রি করে দেব। চমৎকার নৌকা। মাত্র গত সপ্তাহে আমি আলবানা থেকে এটা চুরি করেছি। নৌকা বলার চেয়ে এটাকে জাহাজ বলাই ভাল। কিন্তু এর একটাই অসুবিধা। তলি (Keel) নেই। তবে আমরা দুই ঘন্টার মধ্যেই এর একটা তলি বানিয়ে দেব। তলি ছাড়া এর আর সবই আছে। হাল আছে, হালের বাঁট আছে। তেরো ফুট লম্বা শক্ত লোহা-কাঠের মাস্তুল আর ক্যানভাসের নতুন পাল আছে। কত দেবে?

'তুমিই বলো। আমি এখানকার দাম জানি না।'

'তিন হাজার ফ্রাঁ। আর যদি এই টাকা দিতে না পারো, তা হলে সোজা ফিরে গিয়ে রাইফেলটা খুঁজে এনে দাও, বদলে বিনে পয়সায় পাবে নৌকাটা।'

'আমি বরং দামই দেব।'

'ওকে। তা হলে এই কথাই থাকল। লা পুচ, কফি দাও।'

প্রায় বামন লোকটার নামই লাপুচ। ফায়ার প্লেসের কাছে তাকে রাখা একটা পরিষ্কার ঝকঝকে নতুন টিনের পাত্র তুলে আনল সে। একটা বোতল থেকে ওই পাত্রে কিছু কফি ঢেলে আগুনের উপর দিল। কিছুক্ষণ পরে পাত্রটা তুলে নানান ধরনের মগে ঢেলে সবাইকে কফি দিতে শুরু করল। একটা পাত্রে আমাকেও কিছুটা কফি দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। ওটা শুধু ভিজিটরদের জন্যে। কোন

www.BanglaBook.org

অসুস্থ লোক এখন পর্যন্ত এই মগে করে কিছু খায়নি।'

কফি খেতে গিয়ে দেখলাম মগের গায়ে একটা আঙুল লেগে রয়েছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই লা পুচ বলে উঠল, 'যাঃ আরও একটা আঙুল খসে গেল। কোথায় গেল?'

'এই যে তোমার আঙুল,' বলে আমি মগটা ওর হাতে দিলাম। আঙুলটা তুলে আগুনে ফেলে মগটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ও বলল, 'এখনও খেতে পারো। আমার শুকনো কুষ্ঠ, সংক্রামক নয়। শরীরটা পার্ট বাই পার্ট খসে যাচ্ছে, পচনের ঝামেলা নেই। রোগ ছড়াবে না।'

একটু পরেই মাংস পোড়া গন্ধ পেলাম। বুঝলাম, ওই আঙুল পোড়ার গন্ধ।

টর্সা বলল, 'সন্ধ্যায় ভাটার আগে পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তোমার বন্ধুদের একটা কুটিরে নিয়ে এসো। মালপত্র নামিয়ে ফেলো। তারপর ডিঙিটা ডুবিয়ে দিতে হবে। সব কাজ তোমাকে একাই করতে হবে। কারণ তো তুমি জানোই।'

আমি দ্রুত ফিরে গেলাম। ক্লসিওকে এনে ওঠালাম একটা কুটিরে। এক ঘণ্টার মধ্যে ডিঙি খালি করে মালপত্র মাটিতে নামিয়ে ফেললাম। লা পুচ ডিঙিটা আর একটা বৈঠা উপহার চাইল। আমি দিয়ে দিলাম। ওটা নিয়ে ও একটা সুবিধে মত জায়গায় ডুবিয়ে রাখল।

টর্সার পাঠানো নতুন কম্বলের উপর শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ক্লসিও ও ম্যাচুরেটকে সমস্ত খুলে বললাম। ক্লসিও বোকার মত বলল, 'তা হলে পালাতে খরচ পড়ল সাড়ে ছয় হাজার ফ্রাঁ। আমি তোমাকে অর্ধেক দেব। আমার কাছে তিন হাজার ফ্রাঁ আছে প্যাপিলন।'

বললাম, 'ব্যাংকের কেরানীদের মত পাই পয়সার হিসাব কোরো না। যতক্ষণ আমার কাছে আছে আমিই দিচ্ছি। আমারটা শেষ হলে দেখা যাবে'খন।'

ঘরে কোন কুষ্ঠরোগী ঢুকল না। ভোর হলেই টর্সা এসে বলল, 'তোমরা নিশ্চিন্তে বাইরে বেরোতে পারো। এখানে হঠাৎ করে কেউ এসে পড়বে না। ওইদিকে একটা নারকেল গাছের ওপর বসে একজন সব সময় নজর রাখছে, নদীতে ক্রুদের নৌকা দেখা যায় কিনা। ওই যে দেখছ একটা সাদা কাপড় ওড়ানো আছে। এর মানে ক্রুদের নৌকা এখনও দেখা যাচ্ছে না। দেখা গেলে নেমে এসে খবর দেবে পাহারাদার। চাইলে তোমরা পেঁপে পেড়ে খেতে পারো।'

আমি বললাম, 'টর্সা, নৌকার তলির কোন ব্যবস্থা হচ্ছে?'

'হাসপাতালের একটা দরজার তক্তা দিয়ে আমরা তলি বানিয়ে দেব। কাঠটা ভারি আর মজবুত। দু'টো তক্তায়ই হয়ে যাবে। রাতের বেলায়ই আমরা নৌকাটা তুলে এনে রেখেছি। দেখে যাও।'

গিয়ে দেখলাম ষোলো ফুট লম্বা একটা চমৎকার নৌকা। দাঁড় টানার জন্য বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। নৌকাটা এতই ভারি যে, এটা সরাতে ম্যাচুরেট ও আমার বেশ বেগ পেতে হলো। পাশে আছে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য আঙটা। পাল ও পাল খাটাবার দড়াদড়ি একেবারে আনকোরা নতুন। দুপুরের মধ্যে তলি ফিট করে ফেললাম লম্বা লম্বা স্ক্রু আর পেরেক মেরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশেই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রোগীরা আমাদের কাজ দেখল।

কীভাবে যাত্রা শুরু করতে হবে, সে সম্পর্কে টর্সা নির্দেশ দিল। বাইরে থেকে তাকে স্বাভাবিকই মনে হয়। কিন্তু কথা বলার সময় লক্ষ করে দেখলাম ওর মুখের একপাশ মাত্র নড়ে। তার শুকনো কুষ্ঠ। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তার বুক ও ডান হাত অবশ হয়ে গেছে। ডান চোখ কাঁচের চোখের মত হয়ে গেছে, স্থির। কিন্তু দেখতে পায়।

কাজ করতে করতে টর্সার সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমি হাসপাতালের দরজা থেকে একটা কজা তুলে আনতে গেলে ওদের একজন বাধা দিল। বলল, 'একটা আঙুল ফেলে দেবার জন্যে ওই কজাটা আমি কাজে লাগিয়েছিলাম। এখনও খানিকটা রক্ত লেগে রয়েছে। দাঁড়াও।' কজাটার উপর খানিকটা রাম ঢেলে দু'টো ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দিল সে। 'ব্যস, এবার ধরতে পারো।'

কথা বলার সময় টর্সা আর একজন রোগীকে বলল, 'তুমি তো বহুবার পালিয়েছ। এদের একটু বলো, কীভাবে কী করতে হবে।'

সে বলতে শুরু করল, 'বিকেলের দিকে আজ ভাটা। তিনটা থেকে স্রোতের গতি বদলাতে শুরু করবে। সন্ধ্যে ছয়টা থেকে প্রবল হবে ভাটার টান। এতে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই নদীর মুখ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে তোমরা। রাত নয়টার দিকে তোমরা নদীতীরের ঝোপের ভেতরে বড় কোন গাছের সঙ্গে নৌকাটা শক্ত করে বেঁধে রাখবে। জোয়ারের ছয় ঘণ্টা সয়লাবের মধ্যে তোমাদের চুপচাপ বসে থাকতে হবে। ভোর তিনটের দিকে আবার ভাটা শুরু হবে। কিন্তু তখুনি রওনা হয়ো না। সাড়ে চারটের দিকে স্রোত পাবে ভাল। ভোর ছয়টায় সূর্য ওঠার আগেই তোমাদের বেরিয়ে যেতে হবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ত্রিশটা মাইল। মনে রেখো দেড় ঘণ্টায় যেতে হবে ত্রিশ মাইল। সূর্য যখন উঠবে তখন তোমাদের থাকতে হবে সাগরে। ওরা দেখতে পাবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না, কারণ জোয়ার এসে যাবে ততক্ষণে। অনুসরণ করবে ওরা; কিন্তু দূরত্ব আধ মাইলের কমে যেন নেমে না আসে সেদিকে লক্ষ রাখবে তোমরা। জোয়ার এসে গেলে আর এগোতে পারবে না পুলিশ, অথচ তোমরা তখন খোলা সাগরে। ব্যস। ডিঙিতে তোমাদের কী কী আছে?'

'একটা পাল এবং একটা জিব (ছোট ত্রিকোণ পাল)।'

'এই নৌকাটা ভারি: মূল পাল ছাড়াও দু'টো; একটা স্টেসেইল, আর একটা আউটার জিব এতে খাটানো যাবে। ফলে নৌকার গলুই পানি থেকে অনেক উঁচুতে থাকবে। নদীর মুখে সব সময় খুব জোর ঢেউ থাকে। সেটুকু পাড়ি দেবার সময় তোমার বন্ধুরা যেন নৌকার তলায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। এতে ভারসাম্য বজায় থাকবে ভালভাবে: হাল ধরে রাখবে শক্ত করে। পায়ের সঙ্গে না আটকিয়ে হালটা হাতে রাখবে, যাতে ইচ্ছেমত ঘুরাতেও পারো। যদি দেখো প্রচণ্ড ঢেউ আর বাতাস তোমাকে ডানদিকে ঠেলে নিতে চাইছে, তা হলে ডানদিকেই চলে যেও। থামবে না। সেই আন্দাজে পাল ঠিকঠাক করে নেবে শুধু। তারপর একবার সমুদ্রে পড়লে তখন আবার দিক ঠিক করে নিতে পারবে। তোমরা ঠিক করেছ, কোথায় যাবে?'

'না, আমি শুধু জানি ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া আছে উত্তর-পশ্চিমে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান, কোন অবস্থাতেই যেন সমুদ্র তীরে এসে না পড়ো। নদীর অপর পাশে ওলন্দাজ গিয়ানা। ওখানে গিয়ে যদি পড়ো, ওরা তোমাদের ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেবে। ব্রিটিশ গিয়ানারও একই অবস্থা। ত্রিনিদাদ ফিরিয়ে দেবে না, কিন্তু থাকতে দেবে মাত্র পনেরো দিন। ভেনেজুয়েলা এক দুই বছর রাস্তা তৈরির কাজ করিয়ে নিয়ে তোমাদের তুলে দেবে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে।'

মন দিয়ে শুনলাম। লোকটা বলল, বহুবার পালিয়েছে সে। কিন্তু কুষ্ঠরোগী বলে সবাই তাকে ধরে ফের সমুদ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। মুখ দেখে তার কুষ্ঠ বোঝা যায় না, কিন্তু পায়ের আঙুলগুলো শেষ। খালি পায়েই ছিল, দেখলাম। টর্সা তার উপদেশগুলো আমাকে পুনরাবৃত্তি করতে বলল। নির্ভুলভাবে বললাম সব। এই সময় জাঁ সাঁ পিউ বলল, 'ওদের কতদিন সমুদ্রে থাকতে হবে?'

'আমিই জবাব দিলাম, 'আমাদের খানিকটা পূর্বদিক ঘেঁষে উত্তর দিকে যেতে হবে তিনদিন। তারপর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গতি পরিবর্তন করে যেতে হবে সোজা উত্তরে। চতুর্থ দিন আমাদের গতি হবে উত্তর-পশ্চিমে, শেষে যেতে হবে সোজা পশ্চিমে।'

'ঠিক। শেষের দুই দিনে তুমি ব্রিটিশ গিয়ানা পেরিয়ে যাবে। তারপর তিন দিন চললে তুমি পাবে ত্রিনিদাদ বা বারবাডোস। তারপর ভেনেজুয়েলা স্পর্শ না করে তুমি চলে যাবে কুরাকাও বা কলম্বিয়া।' হঠাৎ টর্সার দিকে ফিরে জাঁ সাঁ পিউ বলল, 'টর্সা, কততে তুমি নৌকাটা বিক্রি করলে?'

'তিন হাজার। বেশি হয়ে গেল?'

'না, সেজন্যে প্রশ্নটা করিনি। আচ্ছা, প্যাপিলন, তুমি কি টাকাটা দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কি আরও কিছু থাকবে?'

'না। আমাদের এই-ই আছে। ক্লসিওর কাছে পুরো তিন হাজার ফ্রাঁ-ই অবশিষ্ট আছে।'

জাঁ সাঁ পিউ বলল, 'টর্সা, আমি তোমাকে আমার রিভলভারটা দিতে পারি কত দেবে? আসলে আমি এদের সাহায্য করতে চাই।'

'এক হাজার ফ্রাঁ। আমিও চাই এদের সাহায্য করতে।'

জাঁ সাঁ পিউ-এর দিকে তাকিয়ে ম্যাচুরেট বলল, 'এসবের জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।'

ক্লসিও-ও বলল, 'ধন্যবাদ।'

মিথ্যা বলার জন্য লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না, আমরা এই সাহায্য নিতে পারি না। আপনারা কেন দেবেন?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কারণ একটা আছে। তিন হাজার ফ্রাঁ বেশ অনেক টাকা। কিন্তু টর্সা এখানেও কমপক্ষে দুই হাজার ফ্রাঁ ছেড়ে দিয়েছে। নৌকাটা দারুণ। আমারও তো কিছু করা দরকার।'

তখন খুব দ্রুত একটা ঘটনা ঘটে গেল। লা শোট্ তার হ্যাটটা খুলে মাটিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাখল এবং কুষ্ঠরোগীরা তার ভিতরে ফ্রাঁর নোট ও কয়েন ফেলতে লাগল। সব দিক থেকে এসে প্রত্যেক রোগী ওই হ্যাটে কিছু না কিছু ফেলল। আমি লজ্জায় একেবারে চুপসে গেলাম। কিন্তু বলা তো সম্ভব ছিল না যে, আমার কাছে আরও টাকা আছে। ঈশ্বর! কী করতে হবে আমাকে! এই হৃদয়বান মানুষদের মধ্যে নিজেকে খুবই ছোট ইতর বলে মনে হতে থাকল। আমি বলতে থাকলাম, প্লিজ, প্লিজ, তোমাদের সব কিছু দিয়ে দিও না। একজন কয়লা কালো নিগ্রো আঙুলবিহীন হাত তুলে বলল, 'বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের টাকার কোন প্রয়োজন নেই। লজ্জা কোরো না। এই পয়সা দিয়ে আমরা জুয়ো খেলি কিংবা আলবিনা থেকে আসা মহিলা রোগীদের খাওয়াই।' এর কথায় কিছুটা সাহস পেলাম। না হলে তো বলেই ফেলেছিলাম যে, দয়া করো, আমার কাছে আরও টাকা আছে।

কুষ্ঠরোগীরা একটা ওষুধের কাঠের বাক্সে করে দুইশো সেদ্ধ ডিম নিয়ে এল। আরও দিল দু'টো বড় কচ্ছপ। ওগুলোর এক একটার ওজন পঞ্চাশ পাউন্ডের কম হবে না। আর দিল তামাক পাতা, ম্যাচ এবং দু'ব্যাগ কাঠকয়লা, স্টোভ আর প্যারাফিন। এই দ্বীপান্তরের অসম্ভব ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষদের সবাই আমাদের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। সবাই চাইল আমরা যেন সফল হই। এই মুক্তি যেন আমাদের চেয়ে তাদেরই বেশি আনন্দ দেবে। আমরা যেখানে উঠেছিলাম, সেখানেই নৌকাটা ঠেলে নামালাম। হ্যাটে জমা হয়েছিল আটশো দশ ফ্রাঁ। টর্সা-কে আমার দিতে হলো মাত্র এক হাজার দুইশো ফ্রাঁ। ক্লসিও ওর চার্জারটি আমাকে দিল। আমি সবার সামনে সেটা খুললাম। এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট ও একশো ফ্রাঁ-র পাঁচটি নোট টর্সা-র হাতে দিলাম, ও তিনশো ফ্রাঁ ফিরিয়ে দিয়ে রিভলভারটা এগিয়ে দিল, 'এটা উপহার। এই নৌকাতেই রয়েছে তোমাদের সব। শেষ মুহূর্তে একটা অস্ত্রের অভাবে সব যাবে, তা হয় না। তবে প্রার্থনা করি তোমাদের যেন এটা ব্যবহার করতে না হয়।'

চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা পানি বেরিয়ে এল। টর্সা এবং অন্যদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার ছিল না। মেডিক্যাল সর্ডারলি একটা টিনের ভিতরে তুলো, অ্যালকোহল, অ্যাসপিরিন, ব্যান্ডেজ, আয়োডিন ও একটা কাঁচি এনে দিল ক্লসিওর ব্যান্ডেজ বদলে দেওয়ার জন্য। আর একজন দিল নতুন দু'টুকরো সাইজ করা কাঠ আর অ্যান্টিসেপটিক।

পাঁচটা থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। জাঁ সাঁ পিউ বলল, 'তোমাদের ভাগ্য ভাল। কারও দেখে ফেলার ভয় আর থাকল না। সুতরাং তোমরা তখনই রওনা হয়ে আধঘণ্টা সময় বাঁচাতে পারো। এতে তোমরা জোয়ারের আগে আগে নদীর আরও কাছে গিয়ে থাকতে পারবে।'

'সময় কীভাবে বুঝব?'

'নদীর জোয়ার-ভাটা থেকেই বুঝতে পারবে কখন কয়টা বাজে।'

নৌকাটা সত্যিই চমৎকার। আমরা তিনজন, আর এত সব বোঝা সত্ত্বেও পানির উপর প্রায় আঠারো ইঞ্চি জেগে থাকল। পাল জড়িয়ে মাস্তুলটা সোজাসুজি নৌকার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত রেখে দিয়েছি। নদীর মাঝামাঝি না গিয়ে পাল তোলা যাবে না। হাল ফিট করে নিলাম। লতাপাতা দিয়ে আমার বসবার

www.BanglaBook.org

জায়গাটায় একটা গদির মত করে নিলাম। ক্রুসিও ব্যান্ডেজ বদলে নিতে রাজি হলো না। নৌকার তলায় কম্বল বিছিয়ে জায়গা করে দিলাম ওর শোয়া-বসার জন্য। চমৎকার নিরাপদ বোধ করছি।

জাঁ সাঁ পিউ বিদায় জানাল, 'গুড বাই, তাড়াতাড়ি করো।'

টর্সা এগিয়ে এল। পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে নৌকাটা রওনা করে দিল; বলল, 'গুড লাক।'

'ধন্যবাদ টর্সা, ধন্যবাদ জাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। তোমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ।' ভাটার টানে আমরা খুব দ্রুত ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে ভাটা শুরু হয়েছে। এখন এর স্রোতে অসম্ভব জোর।

প্রচণ্ড বৃষ্টি। দশ ফুট সামনেও দেখতে পাচ্ছি না। সামনে বসে ম্যাচুরেট লক্ষ রাখছে যাতে হঠাৎ কোন পাথুরে টিলায় ধাক্কা না খাই। নৌকাটা প্রায় বিশ মাইল বেগে চলছে। আমরা সিগারেট ধরিয়ে রাম পান করলাম। রোগীরাও আমাদের জন্য হয়টা ভিন্ন ধরনের বোতলে পুরে টাফিয়া দিয়েছে। আমরা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে একটা কথাও বললাম না। শুধু তাদের মহত্ত্ব ও বদান্যতার কথা বললাম, তাদের উদারতা আর ভালবাসার কথা বললাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের মুখোশধারী ব্রেটনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আরও জোরে চারদিক অন্ধকার করে নামল বৃষ্টি।

আমাদের নৌকা ঘণ্টায় পঁচিশ মাইলেরও বেশি গতিতে চলছে এখন। ম্যাচুরেট বলল, 'আমরা কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছি, বলতে পারো।'

ক্রুসিও কথা বলল, 'এক সেকেন্ড। আমি বলছি। সোয়া তিন ঘণ্টা।'

'তুমি কি পাগল? কীভাবে একেবারে মিনিট সেকেন্ড বলছ?'

'যাত্রা শুরু করার পর থেকে আমি প্রতি তিনশো সেকেন্ডে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে রাখছি। এখন উনচল্লিশ টুকরো হয়েছে। সুতরাং যদি ভুল না করে থাকি, তা হলে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে আমাদের নৌকা পেছনের দিকে যাচ্ছে; অর্থাৎ যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম, সেদিকেই ফিরছি।'

নৌকাটা ওলন্দাজ তীরের একটা ছোট খালের ভিতরে নিয়ে গেলাম; ঠিকই নৌকা এগুচ্ছিল না। আমরা পেছনেও যাচ্ছি না সামনেও যাচ্ছি না। আমি আর ম্যাচুরেট বৈঠা মেরে নৌকাটাকে একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। বৃষ্টি হচ্ছেই। একটা গাছের ডালের সঙ্গে নৌকা বাঁধতেই উঁচু ঝোপের আড়াল হয়ে গেল। নদীর পানি বাদামী, উপরে গাঢ় কুয়াশা। আমরা যদি জোয়ার-ভাটার সঙ্গে না চলি, তা হলে কিছুতেই বুঝতে পারব না কোথায় আছি আর কোথায় যাচ্ছি।

আট

পথহীন সমুদ্রে

জোয়ার চলবে ছয় ঘণ্টা। ভাটার টান শুরু হতে হতে আরও আধ ঘণ্টা; সুতরাং আমরা ঘণ্টাকয়েক ঘুমিয়ে নিতে পারি। আমি অবশ্য খুবই উত্তেজিত অবস্থায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রয়েছি, তবু বুঝছি আমার কিছুটা ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ, একবার সমুদ্রে পৌঁছে গেলে আবার কখন ঘুমাতে পারব, ঠিক নেই। আমি পানির পিপে আর মাস্তুলের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ম্যাচুরেট ওলো নীচে। ক্লুসিও তো আছে ওর জায়গাতেই। ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন বৃষ্টি এবং বাঁকা হয়ে শোয়া, কিছুই আমার ঘুমের ব্যাঘাত করল না। শুধু ঘুম আর ঘুম।

ম্যাচুরেট ডেকে তুলল। বলল, 'প্যাপি, আমার মনে হয় রওনা দেবার সময় হয়েছে। ভাটার টান শুরু হয়ে গেছে।'

নৌকা দেখলাম সমুদ্রের দিকে টান টান হয়ে গিয়েছে। পানিতে হাত দিয়েও স্রোতের টান অনুভব করলাম। এখন আর বৃষ্টি নেই। আধখানা চাঁদের আলোয় আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম একশো গজ সামনেই নদী। নদীতে ভেসে যাচ্ছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। আমি চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করলাম, ঠিক কোথায় নদী ও সমুদ্রের মিলন ঘটেছে। আমরা যেখানে রয়েছি, সেখানে বাতাস নেই। মাঝ নদীতে কি বাতাস আছে? তার গতি কি খুব বেশি হবে? নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। নদীতে পড়েই নদীর মোহনা দেখতে পেলাম। নৌকা আমাদের আন্দাজের চেয়েও বেশি জোরে চলছে এবং আমার ধারণা হলো, মোহনা আর মাত্র ছয় মাইল দূরে। মাস্তুল তুলে দিলাম। শক্ত লম্বা মাস্তুল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাল জিব তুলে ঠিকঠাকমত সব বেঁধে নিলাম। ম্যাচুরেটও হাত লাগাল। দু'জনে বৈঠা মারতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছে স্রোত আমাদের কেবলই ডান দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

'রেডি, চলো, ঈশ্বরের নামে।'

ক্লুসিও বলল, 'ওকে, ঈশ্বরের নামে।'

গভীর পানি কেটে সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা চালাতে শুরু করলাম। আমরা তীর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। ঠিক এই সময়ই হঠাৎ হাওয়া দিল। আমরা নদীর মাঝখানে চলে গেলাম। সবগুলো পাল তুলে দিলাম। নৌকা চলল ঢেউয়ের তালে দুলে দুলে, ঘোড়ার মত টগবগিয়ে। কিন্তু হঠাৎ, এ কী! আমরা কি দেরি করে ফেলেছি? মাইল খানেক সামনে দেখলাম এক বিরাট বিশাল ঢেউ ঝিকমিক করছে। আমাদের ডান দিকে এক মাইল দূরে ফরাসী গিয়ানা, বাম দিকে ওলন্দাজ। সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দানবীয় এক ঢেউ উঠে আসছে জোয়ারের পানির মত।

ক্লুসিও বলল, 'যীশু! আমাদের সময় কি ভুল হয়েছিল? তুমি কি মনে করো আমরা বেরিয়ে যেতে পারব?'

'জানি না।'

'দেখছ কী বিশাল উঁচু ঢেউ? এবং কী রকম সাদা চিকচিকে? জোয়ার কি শুরু হয়ে গেছে?'

'অসম্ভব, আমি দেখতে পাচ্ছি, পানি নামছে।'

ম্যাচুরেট বলল, 'আমরা ঠিক সময়মত বেরিয়ে যেতে পারব না।'

'মুখ বন্ধ করে পালের রশি ধরো শক্ত করে। ক্লুসিও, তুমিও মুখ বন্ধ রাখো।'

হঠাৎ রাইফেলের গুলির শব্দ, টাশ, টাশ! আমি ভাল করে লক্ষ করলাম, ক্রুদের গুলি নয়। ওলন্দাজ গিয়ানা এলাকা থেকে গুলি করা হচ্ছে। আমি মূল পাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে বাতাসে ভরে গেল পাল। দড়িতে এত জোরে টান পড়ল যে, আমি প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণাকোণি ধরলাম। প্রচণ্ড গতিতে চলল নৌকা। আবার গুলি: টাশ, টাশ, টাশ! তারপর বন্ধ। আমরা ফরাসী গিয়ানার দিকে অনেকখানি চলে এসেছি। সম্ভবত সেই কারণেই ওলন্দাজরা গুলি বন্ধ করল। কিন্তু নৌকাটা এত কাছে চলে এল যে, ফরাসী তীরে লোকজনের হাঁটা চলাও দেখতে পেলাম পরিষ্কার। উপায়? বাতাস দিল। পাল টেনে ধরলাম সর্বশক্তি দিয়ে। আস্তে আস্তে ঘুরল নৌকার মুখ। আমরা আবার নদীর মাঝখান দিয়ে বাতাসের টানে এগিয়ে চললাম। আঃ যীশু, শেষ পর্যন্ত পারলাম আমরা! দশ মিনিট পর বিশাল সামুদ্রিক ঢেউ আমাদের গতি প্রায় থামিয়েই দিল। কিন্তু আমাদের নৌকা আস্তে করে ঢেউয়ের উপর উঠে আবার নেমে গেল। নদীতে নৌকার গায়ে ঢেউ লেগে যে শিট্ শিট্ শব্দ হচ্ছিল, সে শব্দ বদলে এখন থাম্ থাম্ হতে শুরু করেছে। ঢেউ উঁচুই, কিন্তু আমরা খুবই সহজে এই ঢেউয়ের মাথায় উঠছি আবার নামছি। কোন ঝাঁকুনি-টাকুনিও লাগছে না। শুধু ঢেউ থেকে নামলে ঢেউয়ের আঘাতে খানিকটা পানি ছিটকে উঠছে।

ক্লসিও চিৎকার করে বলে উঠল, 'জোরসে, প্যাপি, আমরা এসে গেছি!'

আমাদের এই বিজয় উদযাপনের জন্য ঈশ্বর আমাদের চোখের সামনে এনে হাজির করলেন এক বিস্ময়কর সূর্যোদয়। ঢেউয়ে এল সঙ্গতি। মোহনার চেয়ে ঢেউয়ের উচ্চতা কমে গেল। প্রথমে পানি দেখলাম কাদাটে। উত্তর দিকে দেখলাম পানির রঙ কালো। তারপর ক্রমশ নীল। কম্পাস দেখার দরকার করল না। সূর্যই দেখাল।

শুরু হলো অভিযাত্রা।

ক্লসিও উপরে উঠে এল। ম্যাচুরেট এগিয়ে এসে ওকে আমার উল্টোদিকে পিপেয় হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করল। তামাক পাতা মুড়িয়ে চুরুট বানিয়ে আমাদের দিল ক্লসিও। আগুনও ধরিয়ে দিল। আমরা তিনজনেই সিগার টানতে শুরু করলাম।

ক্লসিও বলল, 'টাফিয়া দাও আমাকে। এই চলমান বারে একটু মদ্যপানের ইচ্ছে হচ্ছে।' ম্যাচুরেট তিনটে টিনের মগে ডাবল পেগ ঢেলে একটা করে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল। আমরা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে পান করলাম। ম্যাচুরেট আমার বাম পাশে বসে ছিল। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। ওদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, সুখী। আমিও আনন্দিত। ক্লসিও বলল, 'ক্যাপ্টেন, স্যার, দয়া করে বলবেন কি, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?'

'ঈশ্বর চাহে তো, কলাম্বিয়া।'

'নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদের যেতে দেবেন। মাথার উপর যীশু আছেন,' ক্লসিও বলল।

কড়া রোদ ছড়িয়ে দ্রুত সূর্য উঠল। আমাদের কাপড়-চোপড় অল্প সময়ের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। আমি হাসপাতালের শার্টটা ভিজিয়ে পাগড়ির মত করে মাথায় বাঁধলাম। চমৎকার! মাথা ঠাণ্ডা হলো। এই পাগড়ি সূর্যের তাপ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখবে। নীল সমুদ্র। তার উপর দিয়ে ভেসে চলেছি আমরা। বাতাসের গতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ প্রবল। দ্রুত আমরা উপকূল থেকে দূরে সরে যেতে থাকলাম। মাঝে মধ্যে পেছনে তাকিয়ে দেখছি। দিগন্ত রেখার দিকে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে পেছনের উপকূল। ক্রমেই দূরে, গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, পেছনে ফিরে তাকাতেই একটা চাপা অস্থিরতা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল, নিজের ও বন্ধুদের জীবনের দায়িত্ব এখন আমার হাতে।

ম্যাচুরেট বলল, 'ভাত রান্না করব।'

ক্লসিও চুলো ধরে রাখার প্রস্তাব করল।

এ সময় প্যারাফিনের বোতল দূরে সরিয়ে রাখলাম। ধূমপান নিষেধ। ফ্রাইড রাইসের ঘ্রাণ পেলাম চমৎকার। এর মধ্যে দুই টিন সার্ডিন ঢেলে দিয়ে আমরা গরম গরম খেয়ে নিলাম। এরপর খেলাম এক কাপ করে কফি। কিছুটা রাম খাওয়ার প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণ খুবই গরম পড়েছে। তা ছাড়া আমি মদ্যপ নই। ক্লসিও একের পর এক তামাক পাতা মুড়ে সিগার বানিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রে প্রথম ভোজ ভালই হলো। সূর্য দেখে অনুমান করলাম সকাল দশটা বাজে। পাঁচ ঘণ্টা হলো সমুদ্রে পড়েছি। আমাদের নীচে পানি খুব গভীর। এখন আর ঢেউ তেমন বড় নয়। নৌকায় ঢেউ লেগে 'থাম থাম' শব্দও আর হচ্ছে না। বুঝতে পারলাম, দিনের বেলায় আর কম্পাস দেখার দরকার নেই। সূর্য দেখেই গতিপথ বুঝে নিতে পারব। সূর্যের আলো এবং পানিতে তার প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দুঃখ হচ্ছে, কেন গাঢ় একটা সানগ্লাস জোগাড় করিনি।

সমুদ্রের নীল দেখতে দেখতে ক্লসিও বলল, 'আমার ভাগ্য যে, তোমার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হয়েছিল।'

'এটা আমার জন্যেও ভাগ্যের কথা। আমি ডেগা আর ফার্নান্দেজকে নিয়ে পালাবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু এল না। এখন ওরা কোথায় আর আমরা কোথায়!'

'তবে যাই বলো, ঠিক সময়ে ওয়ার্ডের ভেতরে একজন আরবকে পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয়।'

'হ্যাঁ, ম্যাচুরেটের সাহায্য আমাদের খুব কাজে লেগেছে। এখন দেখা যাচ্ছে ওকে সাথে নিয়ে ভালই করেছি। ও শুধু সাহসীই নয়, বুদ্ধিমানও।'

ম্যাচুরেট বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। যদিও আমার বয়স কম, এবং তোমরা জানো আমি কী, তা সত্ত্বেও বলছি তোমাদের সাথে থাকারই চেষ্টা করব।'

আমি বললাম, 'ফ্রাঁসোয়া সিয়েরা আর গ্যালগানিকেও আমাদের সঙ্গে আনতে চেয়েছিলাম।'

'জেসাস যদি ভাল লোক হত, আর ভাল নৌকা দিত, তা হলে আমরা ওকে বলতে পারতাম, ওদেরও নিয়ে এসো,' বলল ক্লসিও। 'ওদের জন্যে অপেক্ষাও করতে পারতাম। যাই হোক, সে তো আর সম্ভব হলো না।'

'আচ্ছা, ম্যাচুরেট, তুমি কী করে এই কড়া নিরাপত্তা ওয়ার্ডে এলে?'

'আমি যে কখনও ইন্টার্ন হব সেটা জানতামও না। গলায় ঘায়ের জন্যে আমি হাসপাতালে আসি। ডাক্তার আমাকে বলল, তোমার কার্ডে দেখলাম তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্টার্নে পাঠাচ্ছে। কেন? আমি বললাম, আমি জানি না, ডাক্তার। ইন্টার্নমেন্ট মানে কী? সে বলল, ঠিক আছে, ভেবো না, তুমি হাসপাতালেই থাকবে। ব্যস, সেই থেকে ওয়ার্ডে আছি।'

ক্লসিও বলল, 'সে হয়তো চেয়েছিল তোমার ভাল হোক।'

'হবে হয়তো, কিন্তু আমি তো না বলেই পালাচ্ছি।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কে জানে, হয়তো জুলটের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাবে!'

ক্লসিও বলল, 'হ্যাঁ, যদি জঙ্গলে চিৎ হয়ে শুয়ে না থেকে থাকে, তা হলে এখন ও মাঝ সমুদ্রে। কী করে দেখা হবে?' একটু দম নিয়ে ক্লসিও আবার বলল, 'আসবার আগে বালিশের নীচে একটা স্লিপ রেখে এসেছি, ঠিকানা না রেখেই চলে গেলাম।'

আমরা সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলাম।

পাঁচদিন কেটে গেছে, কিছুই ঘটেনি। দিনে সূর্য দেখে আর রাতে কম্পাস দেখে দিক ঠিক করে চলছি। ষষ্ঠ দিন সকালে এক উজ্জ্বল সূর্য আমাদের অভিনন্দন জানাল। হঠাৎ সমুদ্র একেবারে শান্ত। কাছাকাছি এলোমেলো লাফিয়ে উঠছে ছোটবড় সামুদ্রিক মাছ। আমি ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছি। যেন ঘুমিয়ে না পড়ি সে জন্য ম্যাচুরেট রোজ রাতে আমার চোখ ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিয়েছে। ক্লসিও ঘন ঘন সিগারেট বানিয়ে দিয়েছে। তারপরও আমি ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করলাম। গোটা সমুদ্র স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ল। সিদ্ধান্ত নিলাম খানিক ঘুমিয়ে নেব। মূল পাল কিছুটা নামিয়ে এনে জিবগুলো খুলে ফেললাম। তারপর পালের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম নৌকার তলিতে।

ঘুম ভাঙল ম্যাচুরেটের ঝাঁকুনিতে। এখন হয়তো একটার মত বাজে। কিন্তু জোরে বইতে শুরু করেছে বাতাস। যেদিক থেকে বাতাস আসছে, তাকিয়ে দেখলাম সেদিকে ঘন কালো অন্ধকার। আমি উঠে হালের কাছে চলে গেলাম। পেছনে পুবদিকে সবই অন্ধকার। বাতাসের বেগও ক্রমশ বাড়ছে। পাল খাটিয়ে নিয়ে ওদের বললাম, 'সাবধান! ঝড় আসছে!'

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। অন্ধকারও বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে আসতে থাকল। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে দিগন্ত রেখা থেকে আমাদের অবস্থান পর্যন্ত গোটা এলাকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারপর তিনি এলেন। এক অবিশ্বাস্য শক্তিতে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চললেন সামনের দিকে। যেন এক যাদুকরীর শক্তিতে জেগে উঠল সমুদ্র, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনা। সূর্য মুছে গেল আসমান থেকে। বৃষ্টি নামল মুষল ধারায়। ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকে ওঠা পানিতে আমার মুখ ভিজে যাচ্ছে। এই প্রথম সমুদ্রে ঝড় দেখছি, দেখেছি প্রকৃতির অশান্ত ভয়াবহ রূপ। আমাদের চারপাশে বিজলী, বজ্র, বৃষ্টি, ঢেউ আর প্রচণ্ড বাতাসের উন্মত্ত তাণ্ডব।

নৌকাটা একটা খড়ের টুকরোর মত ভেসে যাচ্ছে। উঠছে অবিশ্বাস্য উচ্চতায়, নামছে ভয়ানক গভীরে। মনে হচ্ছে, ঢেউয়ের নীচ থেকে আর উঠতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য, নৌকাটা পরবর্তী ঢেউ বেয়ে দিব্যি উঠে যাচ্ছে উপরে। এই ভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একের পর এক ঢেউ পেরিয়ে উঠছে নামছে নৌকা। আমি হাল ধরে রেখেছি দুই হাতে। হঠাৎ একটা উঁচু ঢেউ দেখে আমি জোর করে তার মাঝখান দিয়ে চালিয়ে দিলাম নৌকা। ফল হলো মারাত্মক। ঢেউটা আছড়ে পড়ল নৌকার উপর; পানিতে ভরে গেল গোটা নৌকা। কী করি, আমি গলুই-এর কাছে দাঁড়িয়ে পড়লাম, নৌকাটা একটু কাত অবস্থায় সোজাসুজি পরবর্তী ঢেউয়ে উঠলাম। গড়িয়ে পড়ে গেল সব পানি।

ক্রুসিও চিৎকার করে উঠল, 'ব্রাভো, তুমি সত্যিই পাকা নাবিক, প্যাপিলন। দারুণ কায়দায় নৌকাটা খালি করে ফেললে!'

'তোমরা তো দেখলে কীভাবে করলাম। দেখো নাই?' চেঁচিয়ে জবাব দিলাম।

ওরা বুঝতে পারেনি যে আমার অভিজ্ঞতার অভাবে নৌকাটা প্রায় উল্টেই গিয়েছিল। অল্পের জন্য রক্ষা। আমি ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিন্তা বাদ দিয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এই সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক। ফলে বিপদের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল শতকরা নব্বই ভাগ।

অবশেষে থামল বৃষ্টি। তখনও তীব্র বাতাসের গতিবেগ। কিন্তু আমি সামনে এবং পেছনে অনেক দূর দেখতে পাচ্ছি। পেছনে আকাশ পরিষ্কার, সামনে অন্ধকার। আমরা এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি।

পাঁচটা নাগাদ দুর্যোগ কেটে গেল। সমুদ্রে ঢেউ, বাতাস স্বাভাবিক। আবার সবগুলো পাল খাটিয়ে পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দিলাম নৌকা। সসপেন দিয়ে নৌকায় আটকে থাকা অবশিষ্ট পানি সেচে ফেললাম, কম্বল তুলে এনে শুকাতে দিলাম মাস্তুলের সঙ্গে। চাল, আটা ও তেল দিয়ে খাবার তৈরি করে খেলাম। কড়া কফির পর বেশ কয়েক পেগ রাম গিললাম।

গোধূলি লগ্নে অস্তগামী সূর্যের আভায় গোটা নীল সমুদ্র আলোকিত হয়ে গেছে। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য: লালচে বাদামী আকাশ, সমুদ্রে আধ-ডোবা সূর্যের আলোর বৃত্ত থেকে রশ্মি ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে। সেই বর্ণছটায় আলোকিত আকাশ, সাদা মেঘখণ্ড, আর আলোকিত অন্তহীন সমুদ্র : ঢেউ যখন উঠছে, তখন তার তলাটা নীল, তারপর সবুজ হলুদ লাল—বিস্ময়কর, অবিস্মরণীয় ঢেউয়ের গায়ের সেই সাত রঙের খেলা।

শান্তি ও স্বস্তিতে মন ভরে গেল : চোখ জুড়ানো মন জুড়ানো শান্তি। নিজের উপর আস্থা রেখেও শান্তি পাচ্ছি যেন। কোত্থেকে কী বিপর্যয় এল, কেমন করে যেন বেঁচে গেলাম। এই স্বল্পস্থায়ী ঝড়টা যেন আমার শিক্ষক। এতে করে অভিজ্ঞতা হলো, কী করে ওই পরিস্থিতিতে নৌকা চালাতে হয়। নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে আমি আসন্ন রাতের দিকে তাকালাম।

'সুতরাং ক্রুসিও, তোমরা দেখলে নৌকার পানি কীভাবে ফেলতে হয়?'

'হ্যাঁ : তবে আর-একটা ঢেউ যদি তোমাকে পাশ থেকে ধাক্কা দিত, তা হলে কিন্তু গিয়েছিলে, ভাই।'

ম্যাচুরেট বলল, 'তুমি কি নৌতে এগুলো শিখেছ?'

'যাই বলো, নৌবাহিনী ট্রেনিং-এর এই একটা দিক তো আছে।'

আমাদের পথ খুঁজে বের করতে হবে · কারণ কে জানে, সমুদ্রের বাতাস আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় আমরা কতদূর পেছনে সরে গেছি! আমি নৌকা ধরলাম উত্তর-পশ্চিম দিকে। সমুদ্রের ভিতরে সূর্যালোকের শেষ ছটা দেখলাম তারপরই রাত নেমে এল।

পরের ছয়টা দিন কয়েক দফা দমকা হাওয়া আর বৃষ্টি ছাড়া আমাদের আর কোন সঙ্কটে পড়তে হয়নি। এসব হাওয়া বৃষ্টিও কখনও ঘণ্টা তিনেকের বেশি স্থায়ী হয়নি।

সকাল দশটায় দেখলাম হাওয়া থেমে গিয়ে শান্ত হয়ে গেছে সমুদ্র। আমি ঘণ্টা চারেক ঘুমালাম। জেগে উঠে অনুভব করলাম ঠোঁট জ্বলছে। ঠোঁটের আর নাকের চামড়া গেছে ছিলে। ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। ম্যাচুরেটেরও তাই। দিনে দুইবার করে আমরা হাত ও মুখ তেল দিয়ে মালিশ শুরু করলাম। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে না। সূর্যের তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে তেল।

সূর্য দেখে আন্দাজ করলাম, দু'টো বাজে। আমরা খেয়ে নিলাম। দেখলাম সমুদ্র শান্ত। ফলে তাড়াতাড়ি পাল খাটিয়ে দিলাম। ম্যাচুরেট যেখানে বাসনপত্র ধুয়ে নিচ্ছে সেখানে কয়েকটা মাছ ঘোরাঘুরি করছে। আমি জঙ্গল কাটার ছুরি হাতে নিয়ে ম্যাচুরেটকে বললাম ওখানে কয়েকটা ভাত ফেলতে। ভাত যেখানে ফেলা হলো সেখানে এক সঙ্গে বহু মাছ ভিড় করে উপরে উঠে এল। সবগুলো মাছের পিঠ পানির উপরে। একটা মাছ পানির উপরে মাথা তুলতেই আমি জোরে ছুরি চালালাম। সাথে সাথেই মাছটা চিৎ হয়ে ভাসতে শুরু করল। তুলে আনলাম, প্রায় বিশ পাউন্ড ওজন। বিকেলে রান্না করে রুটির সঙ্গে খেলাম ওটা।

আমরা সমুদ্রে ভাসছি এগারো দিন। এর মধ্যে একটা মাত্র জাহাজ দেখতে পেয়েছি। দিগন্ত রেখা বরাবর চলছিল বহু দূরে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি—আমরা কোথায় আছি? বহু দূরে। নিশ্চয়ই বহু দূরে, কিন্তু কোথায়? কীভাবে আমরা ত্রিনিদাদ বা অন্য কোন ব্রিটিশ দ্বীপের দিকে যাব?

আমরা দেখলাম দূরে একটা অন্ধকার বিন্দুর মত। ওটা কি কোন দ্বীপ, না কি সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকা? অন্ধকার কিছুটা বড় হতে হতে শেষে একটা জাহাজ হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাহাজটা ক্রমশ আমাদের দিকেই এগিয়ে এল। আমরা সরে যেতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু বাতাস নেই বলে, বিশেষ এগোতে পারছিলাম না। বার কয়েক সাইরেন বাজিয়ে জাহাজটা হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্লসিও বলল, 'ঈশ্বর, জাহাজটা যেন আমাদের খুব কাছে এসে না পড়ে।'

'ভয় নেই, সমুদ্র পুকুরের মত শান্ত। জাহাজের ঢেউয়ে ডুবব না।'

এটা একটা ট্যাংকার। কাছাকাছি চলে এলে আমরা জাহাজের ডেকে লোক দেখতে পেলাম। ওরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে, এই মহাসমুদ্রে এরকম একটা বাদামের খোসার মত নৌকো নিয়ে আমরা কী করছি। ট্যাংকারটা ধীরে ধীরে আরও কাছে চলে এল। আমরা ক্রুদের দেখতে পেলাম। কুককেও দেখা গেল ডেকে। আরও দেখলাম রঙ চঙে জামাপরা নারী-পুরুষ। এরা যাত্রীও হতে পারে। ট্যাংকারে আবার যাত্রী অসবে কোত্থেকে কে জানে!

ধীরে ধীরে জাহাজটা আমাদের খুব কাছে চলে এলে ক্যাপ্টেন চিৎকার করে ইংরেজীতে বলল, 'তোমরা কোত্থেকে আসছ?'

www.BanglaBook.org

'ফরাসী গিয়ানা।'

একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি ফরাসী বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

'এই মাঝ-সমুদ্রে তোমরা কী করছ?'

'ঈশ্বরের বাতাস আমাদের যেদিকে নিয়ে যায় আমরা সেদিকেই যাচ্ছি।'

মহিলা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী যেন কথা বলে আমাদের বলল, 'ক্যাপ্টেন বলছেন, জাহাজে উঠে এসো। আমরা তোমাদের নৌকাটাও ডেকে তুলে নিতে পারি।'

'তাঁকে বলো, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু নৌকাতেই আমরা সুখে আছি।'

'তোমরা কেন সাহায্য নিতে চাইছ না?'

'কারণ আমরা পালাচ্ছি, এবং আমরা যেদিকে যাচ্ছি তোমরা সেদিকে যাচ্ছ না।'

'তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'মার্টিনিক বা তার থেকেও দূরে কোথায়ও। আমরা এখন কোথায়?'

'গভীর সমুদ্রে।'

'ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাবার উপায় কী?'

'তুমি কি ইংরেজী চার্ট পড়তে পারো?'

'পারি।'

কয়েক মুহূর্ত পরে ওরা আমাদের একটা ইংরেজী চার্ট, কয়েক প্যাকেট সিগারেট, ভেড়ার একটা রোস্ট করা পা ও কিছু রুটি দিল। বলল, 'চার্ট দেখো।'

দেখে বললাম, 'ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাবার জন্য আমাকে পশ্চিম দিক ধরে দক্ষিণে যেতে হবে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কত মাইল দূর হবে?'

ক্যাপ্টেন বলল, 'আগামী দু'দিনের মধ্যেই তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে।'

'গুড বাই। তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আমাদের প্রায় ছুঁয়েই ধীর গতিতে জাহাজটা এগিয়ে গেল। আমি প্রপেলারের ঢেউ এড়ানোর জন্য সরে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় একজন নাবিক আমাদের নৌকার ঠিক মাঝখানে ছুঁড়ে দিল একটা ইউনিফর্ম ক্যাপ। পরবর্তী দু'দিন এই টুপি পরে ত্রিনিদাদের পথে এগিয়েছি। রোদে আর চোখ পোড়েনি।

নয়

ত্রিনিদাদ

পাখিদের আনাগোনা দেখে আন্দাজ করলাম কাছেই দ্বীপ। ভোর সাড়ে সাতটায় পাখিগুলো আমাদের মাথার উপরে চক্কর দিতে লাগল। স্কুলের বাচ্চাদের মত আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'হুই, আমরা এসে গেছি, এসে গেছি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠিন কাজ শেষ। হাঃ হাঃ, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা! চিরদিনের স্বাধীনতা!' আনন্দে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়লাম।

ট্যাংকার থেকে দেওয়া নারকেলের গাঢ় তেল আমরা মুখে মেখে নিয়েছি। চচ্চড়ে রোদে আর কষ্ট হচ্ছে না। সকাল নয়টায় দ্বীপ চোখে পড়ল।

শান্ত সমুদ্রে বাতাসের টানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি সামনে। বিকেল চারটায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম লম্বা টানা দ্বীপ। অসংখ্য নারকেল আর পাম গাছের ভিড়, মাঝে শ্বেতশুভ্র সব দালান কোঠা। প্রথমে অবশ্য আমরা ঠাহর করতে পারিনি এটা দ্বীপ না উপদ্বীপ, কিংবা এসব বাড়িঘরে কেউ বাস করে কিনা।

যেখানটায় আমরা নৌকা ভিড়াতে যাচ্ছি, তার আশেপাশে উপকূলে বহুলোক ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আরও মিনিট কুড়ি পর দেখতে পেলাম কড়া রঙের পোশাক পরা বহু নারী-পুরুষ সমবেত হয়েছে তীরে। মনে হলো, গোটা গ্রামের সবাই যেন আমাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসেছে। পরে জেনেছি এই গ্রামের নাম সান ফার্নান্দো।

সমবেত জনতার মনোভাব বোঝা এবং পানির নীচে যদি প্রবাল স্তূপ থেকে থাকে তা থেকে বাঁচার জন্য আমরা উপকূলের তিনশো গজ দূরেই নিরাপদ দূরত্বে নোঙর ফেললাম। নোঙর আটকালও সঙ্গে সঙ্গে। পাল গুটিয়ে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটা ছোট্ট নৌকা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ বৈঠা চালাচ্ছে মাঝখানে বসা সানহেলমেট মাথায় একজন শ্বেতাঙ্গ।

বিশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে শ্বেতাঙ্গ লোকটি বললেন, 'ত্রিনিদাদে স্বাগতম।' কৃষ্ণাঙ্গরা সবগুলো দাঁত বের করে হাসল।

'মঁসিয়ে, আপনাকে ধন্যবাদ। নীচে প্রবাল না বালি?'

'বালি। তোমরা নির্ভয়ে নৌকা তীরে নিয়ে যেতে পারো।'

নোঙর তুলে ফেললাম। ঢেউই আমাদের ঠেলে ঠেলে তীরে নিয়ে ভিড়াল। জনাদশেক লোক এসে এক টানে আমাদের নৌকাটা ডাঙায় তুলে ফেলল। সবাই হেসে করমর্দন করে স্বাগত জানাল। ম্যাচুরেট একমুঠো বালি তুলে নিয়ে প্রবল আবেগে চুমু খেলো। শ্বেতাঙ্গ লোকটিকে ক্লসিওর অবস্থার কথা জানালাম। তিনি উপকূলের খুব কাছে তাঁর বাড়িতে ক্লসিওকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'তোমাদের সব জিনিসপত্র এখানে রেখে যেতে পারো, কেউ স্পর্শ করবে না।'

উপস্থিত সবাই শাবাশ দিয়ে বলল, 'বাহাদুর ক্যাপ্টেন, এইটুকু নৌকা নিয়ে এত পথ পাড়ি দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।' রাত ঘনিয়ে এল। নৌকা আরও একটু ডাঙার দিকে টেনে বেঁধে রেখে ম্যাচুরেট ও আমি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম। তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে ক্লসিও বেশ আরামেই বসে আছে। তার দুই পাশে একজন মহিলা আর এক যুবতী। ভাঙা পা-টা সোজা টান টান করে একটা চেয়ারের উপর রেখেছে সে।

ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্ত্রী ও মেয়ে। আর আমার ছেলে ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।'

ভদ্রমহিলা ফরাসী ভাষায় বললেন, 'এই বাড়িতে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও দুটি আরাম কেদারা এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'বসুন।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু দয়া করে আমাদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হবেন না।'

'তা কেন? আমরা জানি, তোমরা কোত্থেকে আসছ। সুতরাং কোন সংকোচ নয়। আমি আবারও বলছি, এ বাড়িতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

ইংরেজ ভদ্রলোক মি. বোয়েন একজন ব্যারিস্টার। রাজধানী পোর্ট অভ স্পেনে তাঁর অফিস। এখান থেকে দূরত্ব পঁচিশ মাইল। তাঁরা আমাদের জন্য চা, টোস্ট, মাখন, জ্যাম নিয়ে এলেন। মুক্ত মানুষ হিসাবে আমাদের এই প্রথম সন্ধ্যার স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। অদ্ভুত ভদ্র ও শিষ্ট পরিবার। আমাদের অতীত সম্পর্কে একটি প্রশ্নও করলেন না। শুধু জানতে চাইলেন কতদিন ছিলাম সমুদ্রে, এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা কেমন লেগেছে ইত্যাদি সাধারণ প্রশ্ন, কথাবার্তা। ক্লসিওর ব্যথা খুব বেশি কিনা। আমরা আজই পুলিশের সঙ্গে কথা বলব, নাকি আরও একদিন দেরি করব। আমাদের স্ত্রী বা সন্তানাদি আছে কিনা। তাদের কাছে কোন চিঠিপত্র লিখলে ওঁরাই তা পাঠিয়ে দিতে পারেন। কী আর বলব, উপকূলের সব লোক এবং এই পরিবারটি তিনজন পলাতক আসামীর প্রতি যে দয়া ও বদান্যতা দেখালেন, তা আমরা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

মি. বোয়েন ক্লসিওর ব্যাপারে তাঁর বন্ধু এক ডাক্তারকে ফোন করলেন। ক্লসিওকে পরদিন তাঁর নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য চিকিৎসার কথা হলো। তিনি পোর্ট অভ স্পেনের স্যালভেশন আর্মি প্রধানকেও ফোন করে তাদের হোস্টেলে আমাদের জন্য একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন, যে-কোন সময় আমরা গিয়ে যেন উঠতে পারি। তিনি বললেন, আমাদের নৌকাটা যদি ভাল থাকে তা হলে ওটা আমাদের আবার যাত্রার জন্য রেখে দিতে পারি। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কনভিক্ট না রেলিগি। বললাম, কনভিক্ট। আমরা কনভিক্ট শুনে তিনি কিছুটা যেন খুশিই হলেন।

মেয়েটি বলল, 'আপনারা কি গোসল ও শেভ করে নেবেন? এখানে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আমরা মোটেও বিরক্ত নই। বাথরুমে কিছু কাপড়-চোপড় রেখেছি। মনে হয় আপনাদের গায়ে লাগবে।'

বাথরুমে ঢুকে শেভ গোসল করে মাথা আঁচড়ে ধূসর প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা মোজা আর টেনিস শু পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একজন ইন্ডিয়ান লোক এসে ম্যাচুরেটের হাতে একটা প্যাকেট দিল। ডাক্তার পাঠিয়েছেন। ডাক্তারের ধারণা হয়েছে, আমি আর মি. বোয়েন প্রায় সমান মাপের বলে আমার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু ছোটখাট ম্যাচুরেটের মাপের কেউ এ বাড়িতে নেই বলে তার জন্য পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুসলমানদের মত সালাম ঠুকে চলে গেল লোকটা। এই দয়া আর আন্তরিকতা সম্পর্কে কী বলা যায়! এই অনুভূতি প্রকাশের কোন ভাষা আমার জানা নেই।

ক্লসিও শুয়ে পড়ল, আমরা পাঁচজন বসে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বললাম। কিন্তু আমাদের অতীত সম্পর্কে একটি কথাও হলো না। কেবল আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হলো। ত্রিনিদাদে কোন পলাতক লোককে আশ্রয় দেওয়ার বিধান নেই। এই খবরটি দিয়ে মি. বোয়েন খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

www.BanglaBook.org

তিনি আরও অনেকের জন্য আশ্রয় জোগাড় করে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, জানালেন।

মেয়েটি তার বাবার মতই ভাল ফরাসী বলে। চমৎকার কেশগুচ্ছ, তবে শরীরে ফুটি ফুটি দাগ, বয়স সতেরো থেকে বিশের মধ্যে। সে বলল, 'আপনার বয়স কম। গোটা জীবন তো সামনেই পড়ে রয়েছে। আমি জানি না কেন সাজা হয়েছিল, জানতে চাইও না, কিন্তু বিশাল অগাধ সমুদ্রে এই ছোট্ট একটা নৌকা করে যে মহাবিপর্যয় মাথায় নিয়ে আপনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছেন, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে মুক্তির জন্য যে-কোন মূল্য দিতে আপনি প্রস্তুত। এই উদ্যম প্রশংসনীয়।'

পরদিন ভোর আটটা পর্যন্ত আমরা ঘুমালাম। উঠে দেখি টেবিল সাজানো হয়েছে। দুই মহিলা আমাদের শান্তভাবে জানালেন যে, মি. বোয়েন পোর্ট অভ স্পেনে চলে গেছেন। আমাদের জন্য কিছু করতে পারলেন কিনা, সে সংবাদ নিয়ে বিকেলে ফিরবেন।

স্ত্রী কন্যাসহ এই বাড়িতে তিনজন জেলপলাতক আসামীকে রেখে গিয়ে মি. বোয়েন যেন আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চাইলেন যে, 'তোমরা স্বাভাবিক ভদ্রলোক। দেখো, তোমাদের আমরা কতটা বিশ্বাস করেছি।' তিনি যেন বলতে চাইলেন যে, 'দেখো কেমন পুরনো বন্ধুর মত আমি তোমাদের আমার স্ত্রী কন্যার কাছে রেখে গেলাম। কারণ আমি ধারণাও করছি না যে তোমরা কোন বাজে কথা বলতে কিংবা অন্যায় কিছু করতে পারো।'

সেদিন আমার ভিতরে যে আত্মসম্মান বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করার শক্তি আমার নেই। পরিচ্ছন্ন ও চমৎকার ভাবে নবজীবনের উন্মেষ ঘটল আমার মধ্যে। আদর্শ পরিবেশ আমাকে যেন নোংরা জীবন থেকে টেনে তুলে রাতারাতি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আমার ভিতরে এনে দিল আকস্মিক পরিবর্তন। আমি এক দণ্ডিত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি মুক্ত অবস্থাতেও সব সময় শৃঙ্খলের ধ্বনি শুনত, যার পথ চলতে মনে হত, কেউ বুঝি আড়াল থেকে তার গতিবিধি অনুসরণ করছে। আমার ছিল অপরাধের ক্ষিপ্রতা, আত্মগোপনের দক্ষতা আর জেল খাটার অভিজ্ঞতা। যার ফলে আমি হতে যাচ্ছিলাম স্মরণাতীতকালের ভয়ঙ্কর এক শয়তান। জেল থেকে পালাবার পর আমার ভিতরের সেই ভয়ঙ্করতা আরও শতগুণ প্রবল হয়ে উঠবার কথা ছিল। কিন্তু না, সব মিলিয়ে গেল। সমস্ত ভয়ঙ্করতা যেন যাদুর মত হাওয়ায় উড়ে গেল। ধন্যবাদ, মি. বোয়েন, মহামান্য সম্রাটের আদালতের ব্যারিস্টার, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে আর একজন মানুষে রূপান্তরিত করে দেবার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

বিকেলে ঝিলমিল কেশের সেই কন্যা তার পিতার নারকেল বাগানে আমার পাশে এসে বসল। মহাসমুদ্রের মাঝখানে আমাদের চারপাশে যেমন টলটলে নীল পানি, আমি দেখেছিলাম সেরকম নীল চোখ। লাল-হলুদ ফুল, ফিকে-লাল-গোলাপ-ভেলিয়া। এরকম বাগানে বসে কাব্যের উপমার কথা মনে পড়ে যায়। সে বলল, 'মসিয়ে হেনরি,' (সত্যিই সে আমাকে মসিয়ে বলেছিল) 'কতকাল ধরে যে

www.BanglaBook.org

কেউ আমাকে মঁসিয়ে বলে সম্বোধন করে না!) ব্রিটিশ সরকারের অযৌক্তিক নীতির জন্য আপনারা এখানে থাকতে পারছেন না। ওরা মাত্র চোদ্দদিন বিশ্রাম নেবার সময় দেবে। তারপর আপনাদের আবার পাড়ি জমাতে হবে সমুদ্রে। সকালে আমি নৌকাটা দেখতে গিয়েছিলাম। এটা তো খুবই ছোট, সমুদ্র যাত্রার জন্য অনুপযুক্ত আশা করছি আপনারা এমন কোথাও গিয়ে পৌঁছেন, যেখানকার মানুষ আমাদের চেয়েও অতিথিবৎসল আর উদার। সব ক'টি ব্রিটিশ দ্বীপেই এখানকার কর্তৃপক্ষের মত মনোভাব। তবে তা দিয়ে দ্বীপের বাসিন্দাদের বিচার করা ঠিক হবে না। এই আইনের জন্য তারা দায়ী নয়: এসব আদেশ-নির্দেশ আসে ইংল্যান্ড থেকে যেখানের লোকগুলো আমাদের অজানা অচেনা। বাবার ঠিকানা হচ্ছে ১০১, কুইন স্ট্রীট, পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ। ঈশ্বরের কৃপায় আপনারা অন্য কোন দ্বীপে গিয়ে উঠতে পারেন। আমাদের এক ছত্র লিখে জানাবেন কেমন আছেন।'

আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কী যে বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মিসেস বোয়েন এগিয়ে এলেন। খুবই সুন্দরী মহিলা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তামাটে চুল আর সবুজ দু'টি চোখ। তার পরনে ছিল সাধারণ একটা সাদা গাউন, সাদা বেল্ট আর এক জোড়া হালকা-সবুজ স্যান্ডেল। বললেন, 'মঁসিয়ে আমার-স্বামীর ফিরে আসতে পাঁচটা বাজবে। কোন পুলিশ প্রহরা ছাড়াই, তোমাদের তাঁর গাড়িতে করে পোর্ট অভ স্পেনে নিয়ে যাবার অনুমতি পত্র জোগাড় করার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি চান না যে, তোমাদের প্রথম রাতটাই পুলিশের হেফাজতে কাটাতে হোক। তোমাদের আহত বন্ধু সরাসরি চলে যাবে আমাদের এক ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোমে। আর তোমরা দু'জন যাবে স্যালভেশন আর্মি হোস্টেলে।'

ম্যাচুরেট বাগানে এল কিছুক্ষণ পর। নৌকাটা দেখতে গিয়েছিল। বলল, 'বেশ কিছু কৌতূহলী লোক নৌকাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে। সব ঠিকঠাক আছে। কেউ কিছু ছোঁয়নি। নৌকাটার হালে একটা বুলেট গাঁথা রয়েছে। একটা লোক সুভেনির হিসেবে বুলেটটা তুলে নিতে চাইল। আমি শুধু বললাম, ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন। একজন ভারতীয় বুঝল যে, ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতে হবে।' ম্যাচুরেট ফের বলল, 'আচ্ছা, আমরা কচ্ছপ দু'টোকে ছেড়ে দিচ্ছি না কেন?'

মেয়েটি চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের নৌকায় কচ্ছপ রয়েছে? চলো, দেখব।'

আমরা নেমে এলাম। পথে একটা ছোট সুন্দর হিন্দু মেয়ে আমার হাত ধরে আসতে থাকল। পথে নানা বর্ণের লোকজন আমাদের 'গুড আফটারনুন' জানাল। আমি কচ্ছপ দু'টো নৌকা থেকে বের করে এনে বললাম, 'কী করব? সমুদ্রে ছেড়ে দেব? নাকি তোমাদের বাগানে নিয়ে রাখব?'

'আমাদের বাগানের ছোট পুকুরটায় সমুদ্রের পানি। সেখানে ছেড়ে দিতে পারি। আপনাদের মনে রাখার মত কিছু একটা থাকল।'

'ঠিক আছে।' আমি কম্পাস, তামাক, পানির শিশা, ছুরি, কুঠার, কম্বল ও রিভলভারটি ছাড়া অন্যান্য জিনিস আশেপাশের লোকদের দিয়ে দিলাম। রিভলভারটি লুকিয়ে রাখলাম কম্বলের নীচে। কেউ দেখেনি।

www.BanglaBook.org

পাঁচটায় মি. বোয়েন এলেন, 'সব ঠিক। আমি নিজে তোমাদের গাড়িতে করে নিয়ে যাব রাজধানীতে। প্রথমে তোমাদের আহত বন্ধুকে নামিয়ে দেব নার্সিং হোম-এ। তারপর তোমরা যাবে হোস্টেলে।'

আমরা ক্রসিওকে গাড়ির পেছনের সিটে তুললাম। আমরা মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি তখন মিসেস বোয়েন একটা সুটকেস এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছার নিদর্শন। আমার স্বামীর কিছু জিনিসপত্র এতে আছে, নিয়ে যাও।'

এই মহানুভবতার জবাবে আমরা কিই বা বলতে পারি। শুধু বারবার বললাম, 'ধন্যবাদ, আপনাদের ধন্যবাদ।'

গাড়ি ছুটে চলল সেইন্ট জর্জের নার্সিং হোমের দিকে। পৌনে ছ'টায় পৌঁছলাম।

একজন নার্স ক্রসিওকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল। একজন ডাক্তার বোয়েনের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁর মাধ্যমে আমাদের বলল যে, ক্রসিওর উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হবে এবং আমরা যখন খুশি এসে তাকে দেখে যেতে পারব।

মি. বোয়েনের গাড়ি আবার ছুটে চলল। আশ্চর্য, এই কাঠের বাড়িঘরের শহরে নানা রঙের মানুষ, গাড়ি, সাইকেল, যানবাহন, মুক্ত স্বাধীন মানুষ সব।

আমরা স্যালভেশন আর্মির দফতরে পৌঁছলাম। একতলা পাথরে তৈরি, বাকিটা কাঠের। আলো ঝলমল স্কোয়ারের মধ্যে বেশ মানানসই বাড়িটা। স্কোয়ারটির নাম পড়লাম: ফিশ মার্কেট। স্যালভেশন আর্মির ক্যাপ্টেন ও তাঁর সহকর্মীরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সামান্য ফরাসী জানেন, তবে বেশির ভাগ কথাই বললেন ইংরেজীতে। বুঝলাম না কিছুই। তবে তাঁদের চোখমুখের হাসিখুশি ভাব দেখে বুঝলাম, তাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

আমাদের তিনতলার একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনটে বেড একটা ক্রসিওর জন্য।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা যদি খেতে চাও, তা হলে আমরা এক সঙ্গে খেতে পারি। সন্ধ্যা সাতটায়। অর্থাৎ আর আধ ঘণ্টা পরেই।'

'না আমাদের ক্ষিধে নেই।'

'তোমরা যদি শহরটা ঘুরে দেখতে চাও, দেখতে পারো। এই দু'টো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডলার নিয়ে যাও; চা-কফি বা আইসক্রীম খেতে পারো। হারিয়ে যেও না। ফেরার পথে শুধু বলবে স্যালভেশন আর্মি, প্লীজ। ব্যস।'

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমরা অন্যদের মধ্যে দিয়ে পথ করে ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আমরা জোরে জোরে শ্বাস টানলাম। নিজেদেরকে পরিপূর্ণ স্বাধীন বলে মনে হলো। এই শহরে আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিয়ে ওরা যে আস্থা দেখিয়েছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে এল ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গে সাবধানও হলাম, যেন এই আস্থার অমর্যাদা না হয়।

আমরা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম। এটাই তো কাম্য। জনগণের ভিতরে গিয়ে জনতার সঙ্গে মিশে তাদের একাংশে পরিণত হতে চাই। একটি

www.BanglaBook.org

বারে ঢুকে দু'টো বিয়ার চাইলাম। সোনার নাকফুল পরা এক ভারতীয় যুবতী আমাদের দু'টো বিয়ার দিয়ে বলল, 'আধ ডলার, স্যার!' মুক্তোর মত দাঁত। হাসল। তার গাঢ় বেগুনি চোখ, কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল। লো-কাট পোশাকে বুকের অর্ধেকটা দেখা যায়। বোঝা যায় সুদৃশ স্তন। এই জমকালো আনন্দঘন পরিবেশ আমাদের যেন পরীর রাজ্যে নিয়ে গেল। আমার মন বলল: রোসো। এ হতে পারে না, প্যাপি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পলাতক আসামী এত তাড়াতাড়ি একজন স্বাধীন মুক্ত মানুষে পরিণত হবে—এ হতে পারে না।

ম্যাচুরেট দামটা দিয়ে দিল। ওর কাছে থাকল আর আধ-ডলার। বলল, 'আর একটা করে হবে?'

আমি ভাবলাম, আর খাওয়া ঠিক হবে না। বললাম, 'বাদ দাও। আমরা মুক্তি পেয়েছি একটা ঘণ্টাও হয়নি। এরই মধ্যে মাতাল হতে চাও না কি?'

'প্যাপি, সব কিছু একটু সহজ ভাবে নাও। দু'ক্যান বিয়ার খাওয়া আর মাতাল হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

'হতে পারে। তবে শোনো, মুক্তির এই প্রথম আনন্দে আত্মহারা হওয়া উচিত নয়। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এর স্বাদ নিতে হবে। লোভ সংবরণ করা চাই। তা ছাড়া পয়সাটাও তো আমাদের না।'

'ঠিকই বলেছ। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা ভোগ করা শিখতে হবে। সেটাই উচিত।'

বার থেকে বেরিয়ে আমরা ওয়াটার্স স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। শহরের প্রধান সড়ক এটি। পরিচ্ছন্ন। দেখলাম ট্রাম চলছে, গাড়ি চলছে, গাধায় টানা ছোট গাড়ি চলছে। সিনেমা ও ড্যান্স হলের বিজ্ঞাপন। কৃষ্ণাঙ্গ বা ভারতীয় যুবতীদের কালো চোখের হাসি। আমরা এসব দিকে প্রায় দৃকপাত না করেই বন্দরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম আলোকিত সব জাহাজ। নাম: পানামা, লর্স অ্যাঞ্জেলস, বোস্টন, কুইবেক: মালবাহী জাহাজগুলো এসেছে হ্যামবুর্গ, অ্যামস্টার্ডাম ও লন্ডন থেকে। জেটি বরাবর সারি সারি বার, পাব আর রেস্তোরাঁ। সবগুলো নারী পুরুষে ঠাসাঠাসি। নাচছে, গাইছে, কেউ কেউ বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্যবতী নারী। হঠাৎ এই জনতার ভিড়ে মিশে যাবার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসল। কত সাধারণ অথচ কত জীবন্ত এই জনতা। বারগুলোর গায়ে পথচারীদের ক্ষুধা উদ্রেককারী নানান সামুদ্রিক মাছের তৈরি খাবারের বিজ্ঞাপন। লাল-সাদা চেক কাপড়ে ঢাকা টেবিলগুলো আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বেশির ভাগ টেবিলেই লোক রয়েছে। কফি রঙের যুবতী—নিগ্রো শ্বেতাঙ্গের মেশামেশি রক্ত, আঁটসাঁট লো-কাট ব্লাউজ। সবকিছুতেই ভোগের আহ্বান।

আমি এরকম একটা দোকানে ঢুকে এক যুবতীকে এক হাজার ফ্রাঁর নোট দেখিয়ে বললাম, ফরাসী-নোট চলে।

'চলে। বদলে দিচ্ছি।'

'ওকে।'

সে নোটটা নিয়ে ঘর্মাক্ত মানুষের ভিতরে মিলিয়ে গেল। ফিরে এসে আমাকে কাউন্টারে নিয়ে গেল। সেখানে এক চীনা বসা।

www.BanglaBook.org

'তুমি ফরাসী?'

'হ্যা।'

'এক হাজার ফ্রাঁ নোটের চেঞ্জ চাও?'

'হ্যা।'

'সবই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডলার নেবে?'

'হ্যা।'

'পাসপোর্ট?

'নেই।'

'সেইলর্স কার্ড?'

'নেই।'

'ইমিগ্রেশন কাগজপত্র?'

'নেই।'

'ভাল।' চীনা লোকটা মেয়েটিকে কী যেন বলল। সে সারা ঘরের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আমার মত ক্যাপ পরা নাবিক-মত চেহারার এক লম্বা লোকের কাছে চলে গেল। সে কাউন্টারে আসার পর চীনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পরিচয় পত্র?'

'এই তো।'

চীনা লোকটা কোন কথা না বলে একটা এক্সচেঞ্জ ফর্মে ওই অপরিচিত লোকটার নামে এক হাজার ফ্রাঁ বদলে নেবার কথা লিখে নিল। লোকটা তাতে সই করল। মেয়েটি লোকটার হাত ধরে তাকে নিয়ে চলে গেল। আমার মনে হলো, লোকটা কখনও জানতেও পারবে না, কী হয়ে গেল। আড়াইশো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডলার পেলাম। মেয়েটাকে দিলাম এক ডলার। তারপর বাইরে বসে সামুদ্রিক মাছ আর চমৎকার ড্রাই হোয়াইট ওয়াইন খেয়ে নিলাম।

আমরা সর্বত্র গেলাম। বার থেকে বারে, জনতা থেকে জনতায়। আনন্দ সুখ সব যেন মুঠোর ভিতরে চলে এল। বার ভর্তি নাবিক, অপেক্ষমাণ পুবদেশী যুবতী। এরাও অমলিন, টাটকা, প্রাণবন্ত। প্যারিসের লা হার্বের বা মার্সেই নোংরা পল্লীর মেয়েদের মত নয় এরা। এদের আরও কিছু আছে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একেবারেই আলাদা। অতিরিক্ত মেকআপ, ব্যাকুল লাম্পট্য আর ধূর্ত চোখ সত্ত্বেও এরা অন্য রকম: আকর্ষণীয়া। চীনা হলুদ, আফ্রিকান কালো, ভারতীয় হালকা চকোলেট: নানা রঙের মুখ। গভীর কালো চোখে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, লো-কাট জামা ভেদ করে উপচে-ওঠা স্তন যেন বলতে চায় দেখো, কেমন ভরাট আর পরিপূর্ণ আমি। প্রতিটি মেয়ের চুলে গোঁজা ভিন্ন ভিন্ন রঙের ফুল। প্রেমের আবেগ চোখে মুখে। মনে হবে না এরা শূন্য দোকানের পশারিণী। মনে হবে সত্যি সত্যিই এরা জীবনকে উপভোগ করতে চাইছে। টাকাটাই বড় নয় ওদের কাছে।

একজোড়া প্রজাপতির মত আমি আর ম্যাচুরেট ডাল থেকে ডালে, ফুল থেকে ফুলে, পাতা থেকে পাতায়, বার থেকে বারে ঘুরতে লাগলাম। এখান থেকে একটা উজ্জ্বল স্কোয়ারে এসে গির্জার ঘড়িতে সময় দেখলাম: রাত দুটো। তাড়াতাড়ি,

www.BanglaBook.org

এক্ষুণি ফিরতে হবে। আমাদের সম্বন্ধে স্যালভেশন আর্মির ক্যাপ্টেনের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরলাম। দুই ডলার ভাড়া মিটিয়ে আমরা হেঁটে হোস্টেলে গেলাম। খুবই লজ্জিত ছিলাম। আর্মির রমরমা এক যুবতী সৈনিক, পঁচিশ-ত্রিশ হবে বয়স, হলের সামনে আমাদের মধুর সম্ভাষণ জানাল। এত দেরিতে ফিরতে দেখে সে বিস্মিত বা বিরক্ত হয়নি। ইংরেজীতে দু'চারটে কথা হলো। ওদের দয়ালুই মনে হলো। রুমের চাবি হাতে তুলে দিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেল মহিলা সৈনিক। সুটকেস খুলে পাজামা পেলাম। বাতি নিভিয়ে শোবার আগে ম্যাচুরেট বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এত বেশি দেবার জন্যে আমাদের নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, কী বলো প্যাপি?'

'নিশ্চয়ই। তিনি খুব ভাল লোক। আমার হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমাতে যাও।'

এ যেন মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা। কবর থেকে বেরিয়ে আসা। আজ রাতে যেন মানবিকতার গহীন গাঙে নেয়ে উঠলাম। জীবন এবং মানুষের ভিতরে জনারণ্যে মিশে যাওয়া যেন।

শুয়ে শুয়ে আবার সমস্ত দৃশ্য স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। মনের পর্দায় ভেসে উঠল জেলা আদালত, কর্নসিয়ারজেরি, কুষ্ঠরোগী, সেইন্ট-মার্টিন-ডি-রে, একচোখ কানা প্রভোস্ট, জোসাস, ঝড় এবং জীবন···। তারপর ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল দশটায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে জেগে দেখি মি. বোয়েন। হাসিমুখ। বললেন, 'কী বন্ধুরা, এখনও ঘুমে?'

বললাম, 'আমরা দুঃখিত, ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

'ঠিক আছে। এটাই তো স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই মুক্ত মানুষের মত প্রথম রাতটা খুব আনন্দে কাটালে? আমি তোমাদের থানায় নিয়ে যেতে এসেছি। ওদের কাছে তোমাদের বেআইনীভাবে ত্রিনিদাদে ঢোকা সম্পর্কে স্টেটমেন্ট দিতে হবে। সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নার্সিংহোমে তোমাদের বন্ধুর ওখানে যেতে পারবে।'

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেলাম। মি. বোয়েন ও ক্যাপ্টেন বসে আছেন। ক্যাপ্টেন বললেন, 'গুড মর্নিং, বন্ধুরা।'

স্যালভেশন আর্মির একজন মহিলা অফিসার বললেন, 'কেমন লাগল তোমাদের পোর্ট অভ স্পেন?'

'চমৎকার, ম্যাডাম। আমাদের জন্যে পুনর্জন্ম।'

দ্রুত এক কাপ করে কফি খেয়ে আমরা পুলিশ স্টেশনে পৌঁছলাম। হেঁটে মাত্র দু'শো গজের মত হবে। থানায় অফিসারের ঘরে গেলাম। পরিচ্ছন্ন বাড়ি। অফিসারের বয়স পঞ্চাশ। হাফপ্যান্ট, খাকি শার্ট ও টাই পরা, বুক ভরা ব্যাজ আর মেডেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বসতে বললেন এবং জানালেন যে, অফিশিয়ালি আমাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার আগে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া উচিত।

'বয়স কত?'

www.BanglaBook.org

'উনিশ ও কুড়ি।'

'কী অভিযোগে দণ্ড হয়েছিল?'

'নরহত্যা।'

'কী সাজা দেয়া হয়েছিল তোমাদের?'

'দ্বীপান্তর ও যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।'

'তা হলে তো এটা মার্ডার, নরহত্যা নয়?'

'না মঁসিয়ে, আমার বিরুদ্ধে মামলা ছিল নরহত্যার।'

ম্যাচুরেট বলল, 'আমার ক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল খুনের। তখন আমার বয়স সতেরো।'

অফিসার বললেন, 'সতেরো বছর বয়সে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে যে তুমি কী করতে যাচ্ছ? ইংল্যান্ডে হলে তো তোমার ফাঁসি হত। তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখানে ফরাসী আইনের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে বসেনি। কিন্তু তাই বলে কয়েদীদের ফরাসী গিয়ানায় পাঠানোর সঙ্গেও আমরা একমত নই। এটা নিষ্ঠুর শাস্তি। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা ত্রিনিদাদে কিংবা কোন ব্রিটিশ দ্বীপে থাকতে পারবে না। অসম্ভব। সুতরাং আমি সোজাসুজিই বলছি, তোমাদের এ দ্বীপ ছাড়তে হবে। কোন অসুখবিসুখের অজুহাত তুলে থেকে যাবার চেষ্টা কোরো না। তোমরা পনেরো থেকে আঠারো দিন স্বাধীনভাবে পোর্ট অভ স্পেনে থাকতে পারো। তোমাদের নৌকা তো ভালই মনে হয়। আমি ওটাকে বন্দরে এনে দেব। আর মেরামত যদি কিছু করতে হয়, রয়েল নেভির জাহাজ কারখানায় তা করে দেওয়া হবে। এখান থেকে চলে যাবার সময় তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে দেব। খাবার, ভাল একটা কম্পাস ও একটা চার্ট। আশাকরি, দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ তোমাদের গ্রহণ করবে। তবে ভেনিজুয়েলায় যেয়ো না। কারণ, ওরা তোমাদের গ্রেফতার করবে, রাস্তার কাজে বেগার খাটাবে, তারপর তুলে দেবে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে। তোমরা যুবক এবং স্বাস্থ্যবান। আশা করি পরাজয় বরণ করে নেবে না। তোমরা সুস্থ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হবে।' এরপর কয়েকজন বেসামরিক লোকের উপস্থিতিতে অফিশিয়াল জবানবন্দী।

'ত্রিনিদাদে কেন এসেছ?'

'শক্তি ফিরে পেতে।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

'ফরাসী গিয়ানা।'

'পালিয়ে এসেছ। কোন অপরাধ করেছ? কাউকে খুন করেছ বা সাংঘাতিক আহত করেছ?'

'কাউকে গুরুতর আহত করিনি।'

'কীভাবে জানলে?'

'আমরা জানি।'

তোমার বয়স, ফ্রান্সে কোথায় কী করতে ইত্যাদি। তারপর বলা হলো, 'তোমরা যে পনেরো থেকে আঠারো দিন এখানে থাকতে পারবে, সে সময়ে তোমাদের খুশিমত চলতে ফিরতে পারবে। যদি হোটেল বদল করো, আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানাবে। আমি সার্জেন্ট উইলি। আমার কার্ডে দু'টো ফোন নম্বর আছে, কখনও আমার সাহায্য দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে। আমি তোমাদের বিশ্বাস করি। আশাকরি ভাল ব্যবহারই করবে।'

থানা থেকে বেরিয়ে মি. বোয়েনের সঙ্গে গেলাম নার্সিং হোমে। আমাদের দেখে ক্লসিও খুশি। গতরাতে আমাদের শহর অভিযান সম্পর্কে ওকে কিছু বললাম না। বললাম, 'ওরা বলেছে আমরা শহরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারব।'

'কোন পুলিশ প্রহরা ছাড়াই?'

'নিশ্চয়ই।'

ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে এসে মি. বোয়েন ক্লসিওকে বললেন, 'স্প্লিন্টার লাগানোর আগে কে তোমার পা সেট করেছিল?'

বললাম, 'আমি আর একজন। সে এখানে আসেনি।'

'এতই সুন্দর ভাবে হাড় সেট হয়েছে যে নতুন করে আর ক্লসিওর পা ভেঙে ফেলার দরকার নেই। তোমার পা প্লাস্টার করে দেয়া হয়েছে। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে একটু একটু হাঁটতে পারবে। তুমি কি এখানেই থাকবে, না তোমার বন্ধুদের ওখানে গিয়ে উঠবে?'

'বন্ধুদের ওখানে।'

'ঠিক আছে, কাল তুমি যাবে।'

মি. বোয়েন ও ডাক্তার চলে গেলে আমরা বিকেল পর্যন্ত একসঙ্গে কাটালাম। পরদিন আমরা তিনজনই একত্র হলাম হোস্টেলে। বাইরে প্রচুর আলো। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে আসে হাওয়া। আমরা নতুন কাপড় পরলাম। আলোচনা অতীতের দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী হবে? এখন শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। আমরা কোথায় যাব? কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা? না কি অন্য কোথাও? মি. বোয়েনের কাছ থেকে ভাল করে জেনে নিতে হবে, কোথায় আমাদের আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

মি. বোয়েনকে তাঁর চেম্বারে ফোন করলাম। নেই। বাসায় ফোন করলাম। নেই। তাঁর মেয়ে ধরে মিষ্টি দু'একটি কথার পর বলল, 'মঁসিয়ে হেনরী, ফিশ মার্কেট থেকে বাসে তো এখানে চলে আসতে পারো। বিকেলে এসো। তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।' বিকেলে আমরা তিনজনই সান ফার্নান্দোতে গেলাম, ক্লসিওকে তার আধা-সামরিক পোশাকে চমৎকার লাগছিল।

ওই বাড়িতে গিয়ে আমরা খুবই খুশি হলাম। মিসেস বোয়েন বললেন, 'তোমরা আবার তোমাদের নিজ বাড়িতে এসে পড়েছ। আরাম করে বসো।'

'মঁসিয়ে হেনরি, তোমাকে কি আরও চিনি দেব?'

'মঁসিয়ে আন্দ্রে (ম্যাচুরেটের খ্রিস্টান নাম), আর একটু পুডিং নাও।'

মিসেস ও মিস বোয়েনের হৃদয়ের যে উষ্ণতা পেয়েছিলাম, তেমনটি আর কখনও অনুভব করিনি।

টেবিলে একটা মানচিত্র বিছিয়ে আমরা তাঁদের পরামর্শ চাইলাম। সবাই অনেকদূর। কলম্বিয়ার বন্দর সান্তা মার্টা সাড়ে সাতশো মাইল। পানামা তেরোশো মাইল। সাড়ে চোদ্দশো মাইল কোস্টারিকা।

www.BanglaBook.org

মি. বোয়েন ফিরে এলেন। বললেন, 'আমি সমস্ত দূতাবাসে ফোন করেছি; না, কোন সুখবর জোগাড় করতে পারিনি। তবে তোমরা কুরাকাওতে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে পারবে। পলাতক আসামীদের জন্যে কলম্বিয়ায় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ওদেশের রাষ্ট্রদূত যদ্দূর জানেন, তাতে এ পর্যন্ত জেল পলাতক কোন আসামী সমুদ্রপথে কলম্বিয়ায় বা পানামায় বা অন্য কোথাও পৌঁছেনি।'

বোয়েন তনয়া মার্গারেট বলল, 'আমি আপনাদের একটা নিরাপদ জায়গার কথা বলতে পারি। কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর। এক হাজার আটশো মাইল হবে।'

বোয়েন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

'ব্রিটিশ হন্ডুরাস। ওখানকার গবর্নর আমার গডফাদার।'

আমি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যাব ব্রিটিশ হন্ডুরাসে। এই জায়গাটা ব্রিটিশ দখলে। এর উত্তরে হন্ডুরাস প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণে মেক্সিকো।' মা-মেয়ের সাহায্যে সারা বিকেল ধরে আমরা যাত্রা পথ স্থির করলাম। প্রথমে ত্রিনিদাদ থেকে কারাকাও, ছয়শো পঁচিশ মাইল। কারাকাও থেকে যাব অন্য কোন দ্বীপে। তারপর সোজা ব্রিটিশ হন্ডুরাস।

সমুদ্রে কী হয় বলা তো যায় না, সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানকার পুলিশের সাহায্যের বাইরেও আমরা টিনজাত কী খাবার কিনে নেব। মাংস, মাছ, জ্যাম, শাকসবজি ইত্যাদি। ওরা আমাদের এসব জিনিস উপহার দিতে চাইল।

বললাম, 'না, মাদময়োয়াজেল।'

'চুপ, হেনরি।'

'না, সত্যি, এটা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে টাকা আছে। আপনাদের দয়ার ওপর মুনাফা করা ঠিক হবে না। কারণ, সত্যিই আমরা এসব কিনতে পারি।'

এরপর প্রায় প্রতিদিন আমরা বেরিয়েছি। কোন স্কোয়ারে ক্লুসিও-কে বসিয়ে কখনও আমি কখনও ম্যাচুরেট থাকি তার পাশে, গল্পগুজব করি। অপরজন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনি। এভাবে গোটা পোর্ট অভ স্পেন আমাদের নখদর্পণে এসে গেল। ক্লুসিও কিছুটা হাঁটতে পারছে। আমরা ট্রামে চড়ে বন্দর এলাকায় যাই সন্ধ্যায় বা রাতে। পুলিশ আমাদের স্যালুট করে। সবাই জেনে গিয়েছে আমরা কারা, কোত্থেকে এসেছি। কেউ বুঝতে দিত না ঠিক, কিন্তু দেখতাম, যেসব বারে আমরা মদ খেতে গেছি, সেখানে অন্য নাবিকদের তুলনায় আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে কম। দেখেছি মেয়েরা যখন নাবিকদের টেবিলে বসছে, তখন খাচ্ছে দেদার, আর আমাদের সঙ্গে বসলে খেতে চাইছে কম। এতে ভালও লাগল। তারা যেন বলতে চাইল তোমাদের কাছে অন্তত আমরা সেরকম নই।

ইতিমধ্যে আমাদের নৌকাটি রয়েল নেভির কারখানায় নিয়ে কিনারা আরও ছয় ইঞ্চি উঁচু এবং নতুন করে রঙ করা হয়েছে। সমুদ্র যাত্রায় এর কোন ক্ষতি হয়নি। ভালেই ছিল। মাস্তুলটা বদলে আরও লম্বা ও হালকা কাঠের মাস্তুল দেওয়া হলো। ময়দার বস্তার জিব বদলে ওরা দিল নতুন ক্যানভাসের জিব। নৌবাটির একজন ক্যাপ্টেন আমাকে দিলেন খুব ভাল জাতের একটা কম্পাস। যার ফলে চার্ট দেখে আমি মোটামুটি বলতে পারব কোথায় আছি। সেটা দেখেই কারাকাও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুঁজে বের করলাম, উত্তর-পশ্চিমে।

ক্যাপ্টেন আমাকে একজন নৌবাহিনী কমান্ডারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আগামীকাল সকাল আটটায় আমি তাঁর সঙ্গে ট্রেনিংশিপ টারপোনে করে সমুদ্রে যেতে পারি কিনা। পারি। পরদিন ম্যাচুরেটকে নিয়ে আটটায় চলে গেলাম। একজন নাবিক আমাদের সমুদ্রে নিয়ে গেল। সুন্দর বাতাস। দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে উপকূলে উঠে দাঁড়ালাম। যুদ্ধের পোশাক পরা একজন আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেলেন। সাদা পোশাকের অফিসার ও ক্রুরা লাইন করে দাঁড়াল। তারা চিৎকার করে বলল, 'হুররাহ।' তারপর সামরিক কায়দায় টার্ন নিল। এভাবে দুবার। আমরা বুঝতে পারলাম না কেন। আমরা ঘাটিতে গেলাম। সেখানে সামরিক পোশাক পরা লোকটি আমাদের অভিবাদন জানাল। আমাদের একটা জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। জাহাজে উঠতেই দু'বার জাহাজের ভেঁপু বাজানো হলো। কেন জানি না। সেখানে ক্যাডেটরা লাইন করে দাঁড়ালে তাদের উদ্দেশ্যে সামান্য ভাষণ দিলেন ক্যাপ্টেন। ইংরেজীতে। সুতরাং কিছু বুঝলাম না। একজন ক্যাডেট জানাল, ক্যাপ্টেন ওদের বলেছেন যে এরকম একটা ছোট নৌকায় করে যে নাবিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে, তোমাদের উচিত তাদের সম্মান করা। তাদের আরও বলা হয়েছে যে আমরা এর চেয়েও দীর্ঘতরও দুর্গম অভিযানে যাচ্ছি। আমাদের সম্মান দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানালাম। ওরা আমাদের তিনটে অয়েলস্কিন উপহার দিল। এগুলো পরে আমাদের খুবই উপকারে লেগেছিল।

আবার নতুন করে যাত্রার দু'দিন আগে মি. বোয়েন পুলিশ প্রধানের কাছ থেকে একটা বার্তা বয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনজন রেলিগিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে ধরা পড়েছে ওরা। তাদের বক্তব্য: অন্য সঙ্গীরা ভেনিজুয়েলায় চলে গেছে। অন্যসময় হলে এই অনুরোধ আমি পাত্তাই দিতাম না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এত ভাল ব্যবহারের পর না করা সম্ভব হলো না। আমি বললাম, 'আগে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে গেল। পুলিশ সুপার আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। এর আগে এই সুপারই আমাদের জবানবন্দী নিয়েছিলেন। সার্জেন্ট উইলি দোভাষীর কাজ করলেন।

'কেমন আছ?'

'খুব ভাল, ধন্যবাদ। আমাদের নানান সুযোগ দেবার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ।'

'তা কি দিতে পেরেছি?'

'নিশ্চয়ই। আমরা কৃতজ্ঞ।'

'আমাদের কারাগারে তিনজন ফরাসী রেলিগি রয়েছে,' ইংরেজের কথায় এলেন সুপার: 'এরা বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই দ্বীপে রয়েছে। ওদের বক্তব্য হচ্ছে, অন্য সঙ্গীরা ওদের এখানে নামিয়ে দিয়ে ভেনিজুয়েলায় চলে গেছে। হতে পারে যে ওরা আর একটা নৌকা পাবার জন্যে এই চালাকি করছে। আমরা চাই ওরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখান থেকে চলে যাক। ওদের যদি কোন ফরাসী জাহাজে তুলে দিই, সেটা নির্দয় হবে, তাই না?'

'ঠিক আছে, স্যার। আমি আমার সাধ্যমত করব। কিন্তু তার আগে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তিনজন অপরিচিত লোককে নিয়ে সমুদ্র যাত্রা যে বিপজ্জনক, আশা করি আপনি তা বুঝতে পারবেন।'

'বুঝি। উইলি, ওই তিনজনকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।'

আমি বললাম, 'ওদের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

সার্জেন্ট সরে গেল।

'তোমরা রেলিগি?'

'না, কনভিক্ট।'

'তবে যে বলেছ তোমরা রেলিগি?'

'ভেবেছিলাম, কম দোষ করেছে, এরকম লোকের প্রতি ওরা সদয় হবে, আমাদের যে ভুল হয়ে গেছে, তা তো বুঝতেই পারছি। তোমরা কী?'

'কনভিক্ট।'

'চিনি না তো।'

'আমি শেষ কনভয়ে এসেছি। তোমরা?'

'১৯২৯ সালের জাহাজে।'

'আমি এসেছি ২৭ সালে,' আরেকজন বলল।

'যাই হোক, শোনো। সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে অনুরোধ করেছেন তোমাদের সঙ্গে নিতে। আমি যদি তোমাদের না নিয়ে যাই, তা হলে এরা তোমাদের প্রথম সুযোগেই কোন ফরাসী জাহাজে তুলে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেবে। এসম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

'সঙ্গত কারণেই আমরা আর সমুদ্রে ভাসতে চাই না। তোমরা আমাদের তুলে নাও, এবং এই দ্বীপেরই শেষমাথায় নামিয়ে দাও। ব্যস্‌। আর কিছু লাগবে না।'

'সেটা পারব না।'

'কেন?'

'কারণ, এখানে এরা আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছে। আমি এদের মুখে লাথি মারতে পারব না।'

'তা হলে? তুমি কি আমাদের ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবে?'

'না। কিন্তু আমি তোমাদের কারাকাও-এর আগে অন্য কোথাও নামাতে পারব না। রাজি থাকলে আমাদের সাথে আসতে পারো।'

ওদের একজন বলল, 'আমার মনে হয় না, ভয়ঙ্কর সমুদ্র যাত্রায় আমি আর যেতে পারব। কিন্তু উপায় নেই যখন...'

'তোমরা আমাদের নৌকাটা দেখে তারপর মনস্থির করো। তোমরা যাতে করে পালিয়েছিলে এটা সেরকম নয়।'

আমরা সবাই বন্দরে গেলাম। মনে হলো, নৌকাটা দেখে ওরা কিছু সাহস ফিরে পেল। আমাদের সঙ্গে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

আবার যাত্রা

দু'দিন পর তিনজন অপরিচিতকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ত্রিনিদাদ ছেড়ে রওনা হলাম। সে বিদায়ের দৃশ্যও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। বারওলো থেকে কমপক্ষে এক ডজন যুবতী এল আমাদের বিদায় জানাতে। কী করে যে তারা খবর পেল। বোয়েন পরিবার, স্যালভেশন আর্মির ক্যাপ্টেন, সবাই এলেন বিদায় জানাতে। একজন যুবতী আমাকে বিদায়ী চুম্বন দিলে মার্গারেট হেসে ফেলল, 'এত তাড়াতাড়িই এনগেজ্ড হয়ে গেলে, হেনরি। তুমি তো বেশ চটপটে কাজের লোক, হে।'

'বিদায়, সকলকে বিদায়। আপনারা চিরদিনের জন্যে আমাদের মনে আসন করে নিলেন। বিদায়।'

বিকেলে চারটায় উপকূল ছেড়ে রওনা হলাম। একটা গাধাবোট আমাদের এগিয়ে দিল। চোখের পানি শুকাতে অনেক সময় লাগল। সাদা সাদা রুমাল উড়িয়ে হাত নেড়ে যারা আমাদের বিদায় জানাল, তাদের স্মৃতিতে মনটা ভারাক্রান্ত।

গাধাবোটটা আমাদের সমুদ্রে ছেড়ে দিলে পাল তুলে দিলাম। সামনে শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। এই ঊর্মিমালা অতিক্রম করে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হবে।

নৌকায় দু'টো ছুরি। আমার কাছে একটা, অপরটা ম্যাচুরেটের কাছে। কুঠার ও জঙ্গল কাটার ছুরিটা রয়েছে ক্লসিওর হাতের কাছে। সিদ্ধান্ত নিলাম, এই যাত্রায় একসঙ্গে আমাদের তিনজনের একজন মাত্র ঘুমাব। সূর্যাস্তের সময় প্রশিক্ষণ জাহাজটা আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। আধ ঘন্টা থাকল আমাদের পাশেপাশে। তারপর ফিরে চলে গেল।

'তোমার নাম?'

'লেবলন্ড।'

'কোন্ কনভয়?'

'১৯২৭।'

'কী সাজা হয়েছিল?'

'কুড়ি বছর।'

'তোমার?'

'নাম কারগুরেট। ১৯২৯ সালের কনভয়। পনেরো বছরের সাজা। আমি ব্রেটনের লোক।'

'তুমি ব্রেটনের লোক, অথচ নৌকা চালাতে জানো না?'

'না।'

তৃতীয়জন বলল, 'আমার নাম ক্লুকিলন্। বাড়ি অ্যানজারসে। আদালতে

www.BanglaBook.org

খামোকা একটু মস্করা করতে গিয়ে যাবজ্জীবন হলো। নইলে বড়জোর দশ বছরের সাজা হত। ১৯২৯ সালের কনভয়।'

'কী অপরাধ?'

'আমি আমার স্ত্রীকে ইস্ত্রি দিয়ে খুন করেছি। জুরিরা বলল, কেন ইস্ত্রি দিয়ে খুন করলে। আমি জানতাম না, কী জবাব দেওয়া উচিত। বললাম, ওকে একটু পালিশ করা দরকার ছিল। আমার উকিল বলল, এজন্যেই নাকি আমাকে এরকম একটা বড় ডোজ দিয়েছে।'

'তোমরা কোত্থেকে পালালে?'

'সেইন্ট লরেন্টের পঞ্চাশ মাইল দূরের কয়েদখানা কাসকেড থেকে। সেখান থেকে পালানো কিছুই না। ওরা যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়। ছোট্ট দ্বীপ। হাঁটতে হাঁটতেই আমরা পাঁচজন পালিয়ে এলাম।'

'পাঁচজন? আর দু'জন কই?'

ওরা চুপ। ক্লুসিও বলল, 'এখানে আমাদের কোন রাখঢাক নেই। খুলে বলো।'

ব্রেটন বলল, 'তবে খুলেই বলছি। পাঁচজন রওনা দিয়েছিলাম ঠিকই। এখন দু'জন নেই। ওরা বলেছিল, ওদের বাড়ি ক্যানেস। পেশায় জেলে। সুতরাং এই পলায়নে ওরা কোন পয়সা দিল না। বলল নৌকা চালিয়ে ওরা শোধ দেবে। কিন্তু এসে দেখলাম ওদের দু'জনের কেউ সমুদ্রে নৌকা চালাবার এবিসি-ও জানে না। আমরা প্রায় কুড়িবার ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছি। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথমে ওলন্দাজ গিয়ানা ও পরে ব্রিটিশ গিয়ানা দিয়ে এগিয়েছি। শেষে ত্রিনিদাদ। জর্জটাউন ও ত্রিনিদাদের মাঝখানে এসে যে এই পলায়নের নেতা হতে চেয়েছিল, তাকে আমি খুন করি। অন্যজন ভাবল তাকেও আমরা খুন করব। কাজেই এক দমকা হাওয়ার সময় একটা তক্তা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। আমাদের নৌকা বেশ কয়েকবার পানিতে ভরে যায়। শেষে গুঁতো খায় পাথরে। নৌকা ডুবে গেলেও আমরা বেঁচে যাই কোন মতে। যা বললাম এর পুরোটাই সত্য, হলপ করে বলছি।'

অন্য দু'জন বলল, 'সত্যিই তাই। প্রথম লোকটাকে আমরা তিনজন একমত হয়েই খুন করেছি। তুমি কী বলো, প্যাপিলন। ঠিক করেছি কিনা?'

'আমি বিচারক নই।'

ব্রেটন জোরাজুরি করল। বলল, 'আমাদের জায়গায় যদি তুমি হতে, তা হলে কী করতে বলো?'

'আমাকে ভাবতে হত। তোমাকে ভেবে বের করতে হবে কোনটা ঠিক কোনটা নয়। তা না হলে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা তুমি বুঝবে কী করে?'

ক্লুসিও বলল, 'আমি হলেও খুনই করতাম। এরকম মিথ্যা কথা! নৌকার সবাই মারাও পড়তে পারত।'

'যাক, আমার মনে হচ্ছে তোমরা ভয় পাচ্ছ এবং কোন বিকল্প ছিল না বলেই সমুদ্রে ভেসেছ। তাই না?'

'হ্যাঁ, খাঁটি কথা!' সবাই একসাথে বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। তা সত্ত্বেও ভয়ের কিছু ঘটলে কারও মুখে যেন সে-চিহ্ন ফুটে না ওঠে। ভীতি সম্পর্কে একটা কথাও বলা চলবে না। এ নৌকাটা খুবই ভাল, এটা প্রমাণিত সত্য। যদিও নৌকায় আমরা ছয়জন, তা সত্ত্বেও কোন ভয় নেই। নৌকাটার কিনারা ছয় ইঞ্চি উঁচু করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন ভয় নেই। বুঝেছ?'

ধূমপান করলাম, কফি খেলাম। রওনা হবার আগে আমরা পেট পুরে খেয়ে নিয়েছিলাম। ঠিক করলাম, আগামী কাল সকাল পর্যন্ত কিছু খাব না।'

আজ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। সেইন্ট-লরেন্টের কড়া নিরাপত্তা এলাকা থেকে পালানোর বিয়াল্লিশ দিন পূর্ণ হয়েছে। আমাদের কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব ক্লসিও এসব হিসাব রাখছে। এবার আমার সঙ্গে রয়েছে তিনটে মূল্যবান জিনিস: একটা ইস্পাতের ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি, ভাল ঢাকনার ভিতরে একটা চমৎকার কম্পাস আর একটা সেলুলয়েড সানগ্লাস। ক্লসিও আর ম্যাচুরেটের জন্য আছে একটা করে ক্যাপ।

ডলফিনের দলের সামান্য কৌতুক ছাড়া তিনদিন কোন ঘটনাই ঘটল না। ডলফিনের দল আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল প্রায়। হঠাৎ আটটা ডলফিন নৌকাটাকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। ছুটে এসে নৌকার এপাশে ডুব দিয়ে ওপাশে ওঠে। বড় বড় ডলফিন। কোন কোনটার নাক স্পর্শই করে ফেলছিল নৌকাটাকে। কখনও তিনটে ডলফিন ত্রিভুজের মত তিন দিক থেকে ছুটে আসে, নৌকার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও দু'টো সরে যায় দু'পাশে, একটা ডুব দিয়ে সামনে গিয়ে ওঠে ভুস করে। ওদের খেলা, আমাদের নাভিশ্বাস। বাতাসের গতি ভাল, বেশ জোরেই চলছি আমরা, কিন্তু এই ডলফিন বাহিনী আসছে তার চেয়েও দ্রুত গতিতে। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলল ডলফিনের এই খেলা। সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা! ওদের একটু ধাক্কা লাগলেই ছিটকে পড়তাম সমুদ্রে। তিনজন নবাগত এই অবস্থায় চুপ করেই ছিল। কিন্তু তাদের মুখের চেহারা হয়েছিল দেখার মত। চতুর্থদিন মধ্য রাত থেকে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। ভয়াবহ। এর সবচেয়ে মারাত্মক দিক হচ্ছে ঢেউগুলো সুসংবদ্ধ নয়: একটা ছোট, কিন্তু ঠিক পরেরটাই হয়তো বিশাল, প্রচণ্ড। একটা এদিক থেকে আসে তো, আর একটা আসে কোণাকুণি। ঢেউগুলো নিজেরাই পরস্পরের উপর আছড়ে পড়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই ঝড়ের মতিগতি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ক্লসিওই শুধু কথা বলে চলেছে। বলছে: পারবে মেট, ওকে, সামনে দেখো, বাহ! দেখো পেছনে, চমৎকার!

কোন কোন ঢেউ আসছে হয়তো ঠিকই। আমি নৌকা ধরলাম ঠিকমত। হঠাৎ মিলিয়ে গেল যেন, তারপর ঠিক নৌকার উপরে এসে ভেঙে পড়ল। ওরা পাঁচজন সমানে টিন ও সসপেন দিয়ে নৌকা থেকে পানি সেচে ফেলছে। কিন্তু তবুও নৌকার এক তৃতীয়াংশ যেন পানিতে ভরাই থাকছে।

প্রায় সাত ঘণ্টা চলল এই তাণ্ডবলীলা। প্রবল বৃষ্টির জন্য সূর্য দেখা যাচ্ছে না। সকাল আটটায় সূর্যের মুখ দেখলাম। সবাই খুশি। কিন্তু সর্বকিছুর আগে চাই কফি। নেসলের দুধ দিয়ে কফি বানানো হলো। বিস্কুট দিয়ে খেলাম সবাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনও বাতাস বইছে। সমুদ্র অশান্ত। আমি ম্যাচুরেটকে বললাম একে ধরতে কারণ না ঘুমালে আর পারা যাবে না। আমি শুতে যাব ঠিক করেছি, হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ এসে বাপটা দিয়ে নৌকাটা পানিতে ভরিয়ে দিল। ভিজে গেল কম্বল স্টোভ, জিনিসপত্র সব। সবাই মিলে পানি ফেলতে শুরু করলাম। মূল্যবান জিনিসের মায়া ছেড়ে দিয়ে নৌকা বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। ব্রেটন পানির পিপাটাও ফেলে দিল নৌকাটা হালকা করার জন্য।

দু'ঘন্টার মধ্যে সবকিছু শুকিয়ে গেল। কিন্তু আমরা হারালাম আমাদের কম্বল, স্টোভ, কয়লার চুলো, কাঠকয়লা, প্যারাফিনের একটা বোতল আর পানির পিপে।

দুপুরের দিকে ট্রাউজার বদলাতে গিয়ে দেখলাম আমাদের সুটকেসটাও ভেসে গেছে। নৌকার তলায় পড়ে আছে দু'টো রামের বোতল। দু'টো অয়েলস্কিন ভেসে গেছে। আর একটা মাত্র আছে। সিগারেট সব ভেসে গেছে, কিংবা পানিতে জবজবা। আমি বললাম, 'ভাইরে, যা যাবার গেছে, এখন এক ঢোক করে কড়া রাম দিয়ে শুরু করা যাক। তারপর টিনের খাবার ধরা যাবে। এখানে কিছু ফলের রস আছে। আমরা রেশন করে খাব।' বিস্কুটের টিন খালি করে আমরা একটা স্টোভ বানালাম। কাঠের বাক্স ভেঙে তার টুকরো দিয়ে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করলাম। কিছুক্ষণ আগের সমস্ত ভয়াবহতা কেটে গেছে। বললাম, 'এখন থেকে কেউ বলবে না আমার পিপাসা লেগেছে, ক্ষুধা পেয়েছে, কিংবা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। ওকে?'

'ওকে, প্যাপি।'

প্রত্যেকেই চমৎকার ব্যবহার করল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাওয়া পড়ে এলে আমরা ষাঁড়ের মাংসের সুপ তৈরি করতে বসে গেলাম। তারপর ভেজা বিস্কুট দিয়ে খেয়ে নিলাম। প্রত্যেকের জন্য অল্প চা। একটা ওয়াটার টাইট টিনে ছিল কিছু ছোট ছোট সিগারেটের প্যাকেট। অন্য পাঁচজন আমাকে জাগিয়ে রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিল, আমি একাই সিগারেট খাব। ক্লসিও সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিতে অস্বীকার করল। গোটা অভিযানে আর কোন অশান্তিকর কিছু ঘটেনি।

আমাদের সমুদ্রে ছয় দিন চলছে। এই ছয়দিন আমি ঘুমাতে পারলাম না আজ ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সমুদ্র কাঁচের মত স্বচ্ছ। আমি সটান চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঝাড়া পাঁচ ঘন্টা। রাত দশটায় জেগে উঠে দেখলাম ওরা চমৎকার খাবার তৈরি করেছে। উপাদেয় খাবার খেয়ে ঠাণ্ডা চা খেলাম। ঠাণ্ডায় কী যায় আসে? সিগারেট খেয়ে গিয়ে হাল ধরলাম।

আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। মেঘমুক্ত আকাশ। এই তারার আকাশ ভেদ করে উজ্জ্বল চাঁদ গোটা সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সোনালি আলোর ঝিলিক তুলে দিল ব্রেটন কাঁপছে শীতে। ওকে আমি অয়েলস্কিনটা ধার দিলাম।

সপ্তম দিনের শুরুতে বললাম, 'বন্ধুগণ, আমরা কারাকাও থেকে আর বেশি দূরে নই। আমার ধারণা হচ্ছে, আমরা একটু বেশি উত্তরে এসে গেছি। সুতরাং এখন যাব সোজা পশ্চিমে। কারণ ওলন্দাজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ পার হয়ে গেলে চলবে না। আমাদের এখন কোন খাবার পানি নেই, খাবার যা আছে তাও সামান্য।'

ব্রেটন বলল, 'যা আছে, তুমি খাবে, প্যাপিলন।'

www.BanglaBook.org

অন্যরাও বলল, 'সবই তোমার। যা ঠিক বলে বিবেচনা করবে তাই করো।'

'ধন্যবাদ।'

সারা রাত প্রতিকূল বাতাস। ভোরবেলা পালে হাওয়া লাগল। পরবর্তী ছত্রিশ ঘন্টা অনুকূল বাতাসে দ্রুত এগিয়ে চলল নৌকা।

এগারো

কারাকাণ্ড

অন্ধকার। এর মধ্যেই প্রথমে গাংচিলের গলা শুনলাম। তারপর আস্তে আস্তে সেগুলো আমাদের মাথার উপর আকাশে সমবেত হয়ে শব্দ করতে থাকল। ঘন্টা তিনেক চলল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু ভোর বেলাতেও কোথায়ও কোন ভূমির আভাস পেলাম না। সারা দিনেও কোন স্থল চোখে পড়ল না। রাতে চাঁদ উঠল। খুব ঝকঝকে চাঁদ, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আলোতে। আমার সানগ্লাস আর টুপি হারিয়েছে ঝড়ে। সুতরাং এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। রাত আটটার দিকে দূরে দিগন্তরেখা বরাবর দেখলাম একটু অন্ধকারের আভাস।

আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ওটা কি দ্বীপ?'

সবাই বলল, খুব সম্ভব তাই।

দ্রুত চালিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম দ্বীপের কাছে। বোঝা যাচ্ছে না দ্বীপের কিনারা কীরকম। নীচে কি বালির উপকূল, নাকি পাথরের খাঁড়ি? চারপাশে শিলাখণ্ডের ডুবন্ত পাহাড়? আধ মাইল দূরেই নোঙর ফেলে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু হঠাৎ নোঙর উঠে গেল। নৌকা ছুটতে শুরু করল। আবার নোঙর ফেললাম। কিন্তু আটকাল না। তারপর আকস্মিকভাবে ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। নোঙরের দড়ি টান দিয়ে দেখলাম দড়ি শূন্য। নোঙর ছুটে গেছে। নৌকা চলতে শুরু করেছে, দ্রুত বেরিয়ে যাবার জন্য পাল তুলে দিলাম। দেখলাম, আমরা দু'টো জ্বলন্ত পাথুরে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলেছি। হঠাৎ পেছন থেকে বড় একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা লেগে গেল পাহাড়ের গায়ে। আমরা ছিটকে পানিতে পড়েই সাঁতার কেটে চলে গেলাম কূলে। সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হলো ক্রুসিওর। বেচারার প্লাস্টার করা পা নিয়ে সাঁতরে এসেছে, মুখ ফেঁকড়ে গেল একেবারে। অন্যদেরও আঘাত লাগল হাঁটুতে, বাহুতে, মাথায়। আমার কানে একটা পাথরের গুঁতো লেগে রক্ত ঝরছে।

তবু শুকনো মাটিতে আমরা জীবিত বসে আছি, এটাই বা কম কী? দিনের আলো দেখা দিলে আমি নৌকা থেকে অ্যাপেলকিন আর কম্পাস কুড়িয়ে আনলাম। নৌকাটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে নড়বড়ে হয়ে গেছে।

আশেপাশে কেউ নেই, আমরা দেখলাম এক দিকে সারিসারি আলো জ্বলছে পরে জেনেছি, এই বিপজ্জনক এলাকায় না আসার জন্য এই আলো জেলেদের প্রতি সঙ্কেত।

আমরা দ্বীপের মাঝ বরাবর পৌঁছানোর জন্য হাঁটতে শুরু করলাম তখ

www.BanglaBook.org

ক্যাকটাস আর গাধা ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। একটা কূপের কাছে গেলাম : শুকনো। ক্রুসিও-কে দু'জনে হাত দিয়ে চেয়ারের মত করে বয়ে আনতে হচ্ছে ফলে আমরা আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শুধু কিছু ছাগল আর গাধা চরছে। একটা উইন্ড মিল দেখলাম, পরিত্যক্ত। ব্যস। মানুষজন কোথায়ও চোখে পড়ল না।

একটা ছোট বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ডাকলাম, 'হ্যালো, হ্যালো।' কেউ নেই। চিমনির উপর একটা ক্যানভাসের মুখবাঁধা থলে রাখা। থলেটা টেনে নামিয়ে খুললাম, ব্যাগ ভর্তি ফ্লোরিন–ওলন্দাজ মুদ্রা : তারমানে আমরা কোন ডাচ দ্বীপে এসেছি। বোনায়ের, কুরাকাও, বা আরুবা। আমরা কিছুই না সরিয়ে থলেটা যথাস্থানে রেখে পেট পুরে পানি খেলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা ধীরে ধীরে চলছি। চারদিক জনমানব শূন্য। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ফোর্ড গাড়ি এসে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

'তোমরা ফরাসী?'

'হ্যাঁ মঁসিয়ে।'

'গাড়িতে ওঠো। উঠবে?' পেছনের সিটে ক্রুসিওকে কোলে নিয়ে বসল তিনজন। সামনে আমি ও আমার পাশে ম্যাচুরেট।

'তোমাদের নৌকা ভেঙে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ মারা গেছে?'

'না।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'ত্রিনিদাদ।'

'এর আগে?'

'ফরাসী গিয়ানা।'

'কনভিক্ট, না রেলিগি?'

'কনভিক্ট।'

'আমি ডা. গল। এই জায়গার মালিক। কুরাকাও থেকে এই উপদ্বীপটা বেরিয়ে এসেছে। লোকে এটাকে গাধার দ্বীপ বলে। ছাগল ও গাধা এখানে ক্যাকটাস খেয়ে বেঁচে থাকে। ক্যাকটাসের লম্বা কাঁটাকে এখানে কুরাকাওয়ের যুবতী বলা হয়।'

আমি বললাম, 'কুরাকাও-এর বাস্তবিক মহিলাদের এতে কি বেশি বিদ্রূপ করা হয়ে যায় না?' হাঁপানি রোগী লোকটা গলা ফাটিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। এমনি সময়ে তার গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বনেট খুলে প্লাগ ঠিক করে সে আবার স্টার্ট দিল গাড়িটা।

আমাদের একটা সাদা ছোট বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লোকটা বাড়ির চাকরকে ওলন্দাজ ভাষায় কী যেন বলল। পরিচ্ছন্ন পোশাকের নিগ্রো লোকটা শুধু ইয়া মাস্টার, ইয়া মাস্টার করল।

এরপর লোকটা চলে গেল। যাবার আগে আমাদের বলল, 'একে বলে গেলাম আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন তোমাদের দেখাশোনা করে। আমি ফিরে এসে

www.BanglaBook.org

তোমাদের কিছু খেতে দেব। বাইরে গিয়েও বসতে পারো।'

বুড়ো চলে গেলে নিগ্রো ওলন্দাজ, ইংরেজি, ফরাসী ও স্প্যানিশ শব্দ মিলিয়ে বলল, ডা. নাল ওর বস। পুলিশে খবর দিতে গেছে। সে আমাদের দেখে খুব ভয় পেয়েছে। ওর ধারণা আমরা পলাতক চোর। লোকটা আমাদের কফি করে দিল। ঘণ্টা খানেক বাদে একটা বিরাট ভ্যান সঙ্গে করে ফিরে এল ডা. নাল।

সবাই নামল। সবচেয়ে ছোট পাদ্রীর মত দেখতে একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, 'আমি কুরাকাও-এর পুলিশ সুপার। আমি তোমাদের গ্রেফতার করছি। এই দ্বীপে নেমে তোমরা কি কোন কিছু চুরি করেছ? করে থাকলে কে?'

'মঁসিয়ে, আমরা পলাতক আসামী। ত্রিনিদাদ থেকে এসেছি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আপনাদের এখানকার শিলায় লেগে আমাদের নৌকাটা বিধ্বস্ত হয়েছে। আমিই এই দলের নেতা। এখানে সামান্য কোন অপরাধও আমরা করিনি।'

সুপার ডা. নালের সঙ্গে ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলল। তখন বাই-সাইকেলে করে একটা লোক এসে ডা. নালের মতই উচ্চকণ্ঠে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'মঁসিয়ে নাল, আপনি এই ভদ্রলোককে কেন বলেছেন যে আমরা চুরি করেছি?'

'কারণ এই লোকটা বলেছে, ক্যাকটাস ঝোপের আড়াল থেকে সে দেখেছে তোমরা ওই বাড়ির ভেতরে গিয়ে ফিরে এসেছ। সে আমার কর্মচারী। গাধা দেখাশোনা করে।'

'বাড়ির ভেতরে গিয়েছি। তার অর্থ কি আমরা চোর? মঁসিয়ে, আমরা শুধু খানিকটা পানি খেয়েছি। তার জন্য আমাদের চোর বলবেন?'

'তা হলে ফ্লোরিনের ব্যাগ?'

'হ্যাঁ, ব্যাগটিও আমি খুলেছিলাম। কারণ আমরা মুদ্রা দেখে আন্দাজ করতে চেয়েছিলাম কোন্ দেশে এসেছি। তারপর ব্যাগটা আবার যেখানকারটা সেখানে রেখে দিয়েছি।'

তারপর পুলিশ ও ডা. নালের মধ্যে কানাকানি হলো। পুলিশ সুপার বাই-সাইকেলে আসা লোকটাকে গাড়িতে করে নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, 'লোকটা বলেছিল, তোমরা টাকার ব্যাগটা মেরে দিয়েছ। সে মিথ্যা বলেছিল। আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এটা আমার ভুল নয়।'

আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। পথঘাট সুন্দর ঝকঝকে। বেশির ভাগ লোক সাইকেলে। ওলন্দাজ ধরনের সব ঘরবাড়ি। বড় একটা বাড়িতে থানা। আমাদের ভিতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। চল্লিশ বছর বয়সের এক মোটাসোটা ভদ্রলোক বসা। সুপার বললেন, 'ইনি কুরাকাও পুলিশ প্রধান। এই লোক সদ্য আটক ছয়জনের দলনেতা।'

'বিধ্বস্ত নৌকার লোক হিসেবে তোমরা কুরাকাওতে অতিথি। কী নাম?'

'হেনরি।'

পুলিশ প্রধান বললেন, 'মুদ্রার থলি নিয়ে যে বিরক্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গবর্নর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা তোমার পক্ষ হয়ে বলব।'

ডা. নালও ক্ষমা চেয়ে বললেন, তিনি তাঁর প্রভাব খাটাবেন। থানাতে আমাদের একটা বড় ঘর দেওয়া হলো বিশ্রাম নেবার জন্য।

ত্রিনিদাদের ডলার দিয়ে কিছু সিগারেট, তামাক, পেপার ও ম্যাচ কিনে দেবার জন্য একজন পুলিশকে অনুরোধ করলাম। সে কী বলল বুঝলাম না। কিন্তু ডলার নিল না।

এ সময় একটা ছোটখাটো লোক ঘরে ঢুকল। কয়েদীদের মত পোশাক। বুকে একটা নম্বর। বলল, 'টাকা, সিগারেট।'

'না, টোবাকো, ম্যাচ ও পেপার।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সে টোবাকো এবং চকোলেট ও কোকোর ধূমায়িত বাটি নিয়ে এল। আমরা পেট পুরে ওই চকোলেট বা কোকো পান করলাম।

বিকেলে আমাকে ফের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলা হলো, গবর্নর থানার প্রাঙ্গণে আমাদের ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। তবে আমার বন্ধুরা কেউ যেন পালাবার চেষ্টা না করে। তার পরিণতি ভাল হবে না। 'যেহেতু তুমি নেতা, তুমি সকালে-বিকেলে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে শহরে যেতে পারবে। তোমাদের কাছে টাকা আছে?'

'আছে : ফরাসী ও ইংলিশ।'

'তুমি বাইরে গেলে তোমার সঙ্গে সাদা পোশাকে একজন পুলিশ যাবে।'

'আমাদের কী করা হবে?'

'আমরা তোমাদের একে একে ট্যাংকারে করে পাঠিয়ে দিতে চাই, বললেন পুলিশ সুপার। 'জানো হয়তো, কুরাকাওতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তেল শোধনাগার রয়েছে। আমরা ভেনিজুয়েলার তেলও শোধন করি। ট্যাংকারে করে গেলে, যে কোন দেশে যেতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। আমার মনে হয় এটাই হবে তোমাদের জন্যে ভাল ব্যবস্থা।'

'কোন কোন দেশে? পানামা, কোস্টারিকা, গুয়েতেমালা, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো না যুক্তরাষ্ট্র কিংবা এমন কোন দেশে যেখানে ব্রিটিশ আইন রয়েছে?'

'অসম্ভব। ইউরোপও অসম্ভব। আমাদের ওপর আস্থা রাখো। তোমাদের নতুন জীবন শুরু করতে আমরা সাধ্যমত করব।'

'ধন্যবাদ, চীফ!'

আমি অন্যদের কাছে এই আলোচনার হুবহু বর্ণনা দিলাম। ক্লসিও বলল, 'এ সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ, প্যাপিলন?'

'আমার ভয় হচ্ছে, হতে পারে এসব একটু তোষামোদ, যাতে আমরা না পালাই।'

ক্লসিও বলল, 'আমারও আশংকা তাই, তোমার ধারণাটাই হয়তো সত্যি।'

মেটুন এটা বিশ্বাস করল। ইঙ্গিঅলা খুশি হয়ে বলল, 'আর নৌকা ও দুঃসাহসী অভিযানে যেতে পারব না, এটুকু বলতে পারি। আমরা ট্যাংকারে চেপে স্বচ্ছন্দে কোথাও চলে যাব। তারপর ডুব দেব।' লেব্লোন্ডও একই কথা বলল।

'মাতুরেট, তোমার কী মত?'

www.BanglaBook.org

'আমি এদের কথা একদম বিশ্বাস করি না।'

আমি বাইরে খুব কমই গেলাম, এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। কিছুই হলো না। এই হাজতবাসে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তে শুরু করলাম।

একদিন দেখি তিনজন পাদ্রী পুলিশ নিয়ে ঘরে ঘরে যাচ্ছে। আমরা ভাবলাম, আমাদের ঘরেও আসবে। উঠোন থেকে ফিরে আমরা যার যার ঘরে বিছানায় বসে থাকলাম। সত্যি তারা এল। সঙ্গে ডা. নাল, পুলিশ-প্রধান ও সাদা পোশাকের এক ভদ্রলোক। নৌবাহিনীর অফিসার বলে মনে হলো।

পুলিশ-প্রধান ফরাসী ভাষায় বললেন যে, আমরাই ফরাসী এবং আমাদের ব্যবহার চমৎকার।

বিশপ বললেন, 'বৎসরা, আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই, বসেই আলাপ হোক।' তারপর সবাই টেবিলের পাশে বেঞ্চে বসে পড়লেন। কাথলিক যাজক বললেন, তিনি রক্তের দিক থেকে ফরাসী। নাম ইরেনে ডি ব্রায়ান। তিনিই কুরাকাও শহরের বিশপ। 'তোমাদের এখন অবস্থা কী?'

'আমরা একে একে ট্যাংকারে করে যাবার অপেক্ষায় আছি।'

'তোমাদের কতজন এ পর্যন্ত পালিয়েছে?'

'একজনও না।'

'হুম, চীফ, আপনি কিছু বলবেন? দয়া করে ফরাসীতে বলুন।'

'মঁসিয়ে গবর্নর সত্যি চেয়েছিলেন এদের এভাবে সাহায্য করতে। কিন্তু কোন পাসপোর্ট নেই বলে ট্যাংকারের ক্যাপ্টেনরা এদের নিতে রাজি হচ্ছে না।'

'সেক্ষেত্রে গবর্নর কি আমাদের জন্যে একটা করে পাসপোর্ট দিতে পারেন?'

'বলতে পারি না। তিনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোন কথা বলেননি।'

'পাদ্রী আমাদের বললেন, পরশু তোমাদের জন্যে আমি ভোজ দেব। তোমরা কি আমার সঙ্গে স্বীকারোক্তি করার জন্যে আসবে? ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, এদের কি তিনটায় গির্জায় পাঠাতে পারবেন চীফ?'

'জ্বি।'

'আমি চাই, ওরা কোন ট্যাক্সি বা কারে করে আসুক।'

ডা. নাল বললেন, 'আমি পৌঁছে দেব।'

'বৎসরা, ধন্যবাদ। আমি তোমাদের কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। শুধু বলতে পারি, আমি তোমাদের কাজে লাগার চেষ্টা করব।'

ডা. নাল বিশপের আংটিতে চুমু খেলো, আমরাও একে একে সবাই ঠোঁট ছোঁয়ালাম। তাঁকে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলাম আমরা।

পরদিন আমরা বিশপের কাছে স্বীকারোক্তি করতে গেলাম। আমি ছিলাম শেষে।

'বৎস, এসো, আমরা কঠিনতম পাপ দিয়ে শুরু করি।'

'ফাদার, আমি তো এখন পর্যন্ত দীক্ষিত হইনি। তবে ফ্রান্সের কারাগারে আমাকে একজন পাদ্রী বলেছিলেন যে, দীক্ষিত হোক বা না হোক, প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান।'

'সে ঠিকই বলেছে। ঠিক আছে, স্বীকারোক্তির দরকার নেই। বলো, সব কথা।'

www.BanglaBook.org

আমি তাকে আমার সমস্ত জীবনের কথা বললাম। বাধা না দিয়ে তিনি শুনলেন সব। আমার হাত ধরে থাকলেন। তাঁর চোখে উপচে পড়া স্নেহ। বাট বছর বয়সের এই যাজক আমাকে যেন তাঁর পরিশুদ্ধ সৌন্দর্য দিয়ে জয় করে নিলেন। আমার হাত ধরে থেকে ধীরে, খুবই শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর সন্তানদের মধ্যে মানবিক দোষ দিয়ে দেন। যাকে তুলে নেন, তাকে আরও মহৎ করে ফেরত পাঠাবার জন্যেই নেন। দেখো তোমার যদি সাজা না হত, তা হলে এই মহাসত্যের মোকাবিলা তুমি করতে না কিছুতেই।...ভাল লোক হবার জন্য দরকার দয়া, উদারতা আর ইচ্ছাশক্তি। তোমার মত লোকের প্রতিশোধ স্পৃহা সাজে না। তোমাকে মানুষের রক্ষাকর্তা হতে হবে। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে তো তুমি বেঁচে থাকছ না। ঈশ্বর বলেছেন: 'নিজেকে সাহায্য করো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করছেন। এবং দেখো, অন্যদের মুক্ত স্বাধীন করার ব্যাপারেও ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করেছেন। ভেব না যে, তুমি যে কাজ করছ, তাই সবচেয়ে খারাপ। তোমার চেয়েও ঘৃণ্যতর, খারাপ কাজ করেও অনেকে দিব্যি আছে। কিন্তু মানবিক বিচারের সীমাবদ্ধতার জন্যে তারা সবাই তোমার মত দণ্ডিত নয়।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, ফাদার। আপনি আমার অনেক কল্যাণ করলেন। আমার অন্তরে আমি সারাজীবন এই কল্যাণ ধারণ করব। কখনও ভুলব না।' আমি তাঁর হাতে চুমো করলাম।

'তুমি আবার যাত্রা শুরু করবে। বৎস, যত বিপদই আসুক মোকাবিলা কোরো। যাবার আগে তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে চাই। কী বলো?'

'ফাদার, তবে, এক সেকেণ্ড শুনুন। আমার পিতা আমাকে দীক্ষিত করেননি। তিনি খুব ভালবাসতেন আমাকে। মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই আমাকে মায়ের স্নেহে মানুষ করেছেন। আজ যদি আপনার কাছে দীক্ষিত হই, তা হলে তাঁর সঙ্গে কি কিছুটা বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না? আমি মুক্ত হয়ে তাঁর মতামত নিয়ে যা হোক কিছু করতে চাই।'

'বুঝলাম। বৎস, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকবেন। আশীর্বাদ করি।'

বেরিয়ে দেখি ডা. নাল। বললাম, 'এখন আমাদের জন্যে কী করবেন ভাবছেন?'

'আমি গবর্নরকে বলব, আগামীতে আটক চোরাচালানী নৌকা কেনার জন্যে তিনি যেন আমাকে সুযোগ দেন। তুমি যাবে আমার সঙ্গে, ভাল একটা নৌকা দেখে নেবে। তারপর খাবার বা অন্যান্য জিনিসের জন্যে কোন চিন্তা নেই।'

বিশপের স্তোত্র বাক্য পাঠের পর প্রতিদিনই বিকেলে আমাদের কাছে দর্শনার্থী আসতে থাকল। আমাদের সম্পর্কে জানতে চায়। তারা হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসে, আর প্রায় অলক্ষ্যে আমাদের বিছানায় বা টেবিলে রেখে যায়। একদিন দুপুর দুটোর দিকে এলেন দরিদ্র সেবা সদনের দুই মহিলা ধর্মযাজিকা সিস্টার। তাঁদের সঙ্গে মাদার সুপিরিয়র। তাঁদের ঝুড়িতে রয়েছে নিজের হাতে তৈরি চমৎকার সুস্বাদু সব খাবার। মাদার সুপিরিয়রের বয়স চল্লিশের কম। চমৎকার সুন্দরী মহিলা। তাঁর চুল দেখা যাচ্ছিল না। সাদা কাপড়ে ঢাকা।

www.BanglaBook.org

চমৎকার চোখ, ভুরু! আমাদের ফের সমুদ্রে ফেরত না পাঠিয়ে অন্য কিছু করা যায় কিনা, তার জন্য তিনি লেখালেখি করছেন। তাদের সঙ্গে মনোরম সময় কাটল আমার জীবন কাহিনী, ব্রেটনের কাহিনী, হোকোর কাহিনী, পিঁপড়ের কাহিনী বলেছি।

সব কিছু দেখে আমার মনে হলো, কী অন্ধকারেই না অতীতের দিনগুলো কাটিয়েছি। এখন আমি অভিজ্ঞ। আমার অতীত জীবন অবাস্তব হয়ে থাকছে ক্রমে।

পঁচিশ ফুট লম্বা, গভীর তলা, খুব লম্বা মাস্তুল এবং বিশাল পালঅলা একটা নৌকা পছন্দ করলাম আমি। চোরাচালানের জন্য এ ধরনের নৌকা খুবই উপযুক্ত। এর গায়ে অবশ্য কাস্টমের সিল পড়ল। নৌকাটা নিলামে উঠলে এক ভদ্রলোক ডাকল ছয় হাজার ফ্লোরিন। প্রায় এক হাজার ডলার। ডা. নাল তাকে কী বলল, জানি না। নৌকাটা আমরা ছয় হাজার এক ফ্লোরিন দিয়ে কিনলাম।

পাঁচ দিনের মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে গেলাম। খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভরা হলো নৌকায়। প্রত্যেকের জন্য পাওয়া গেল একটি করে সুটকেস, তার ভিতরে নতুন জামা-কাপড়, জুতো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এগুলো ওয়াটারপ্রুফ তারপুলিন দিয়ে মুড়িয়ে নৌকার নীচের দিকে রাখা হলো।

বারো

রিওহাচার কারাগার

খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম। ডাক্তার ও নালরা আমাদের বিদায় জানালেন। নোঙর তুললাম অনায়াসে এবং বাতাসের টানে তাড়াতাড়িই বন্দর পেরিয়ে চলে গেলাম। পাল খাটাতে গিয়ে দেখলাম নৌকাটা চলে ভাল, কিন্তু তলাটা স্থির থাকে না, বড্ড বেশি দোলে। আমি সোজা পশ্চিমে হাল ধরলাম।

স্থির করলাম, ত্রিনিদাদ থেকে যে তিনজন যাত্রী নিয়ে এসেছি। তাদের গোপনে কলম্বিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। ওরা এই সমুদ্র অভিযানে খাপ খাওয়াতে পারছে না। ওরা বলল, 'তোমার ওপর আমাদের আস্থা ঠিকই আছে, কিন্তু বাতাসের ওপর নেই। কয়েদখানায় কাগজে দেখেছিলাম আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে সমুদ্রে ঝড় বা হারিকেন হতে পারে।'

সুতরাং ফায়সালা হলো, ওদের আমরা জনবসতিহীন বিরান গোয়াজিরা উপদ্বীপে নামিয়ে দেব। তারপর ওরা নিজেদের রাস্তা দেখে নেবে। আমরা চলে যাব সোজা ব্রিটিশ হন্ডুরাসে।

চমৎকার আবহাওয়া। তার উপর আধখানা চাঁদ, জোছনা। সোজা কলম্বিয়ার উপকূলের দিকে ধরলাম নৌকা। উপকূলের কাছাকাছি গিয়ে নোঙর ফেললাম। কিন্তু পানি খুবই গভীর। নোঙর যখন আটকাল, তখন আমরা শিলাপাহাড়ের পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে গেছি। রক্ষা যে নৌকাটা ভিড়ল। আমরা করমর্দন করলাম। ওরা নিজেদের সুটকেস মাথায় নিয়ে দাঁড়াল। আমরা ওদের দেখলাম, বেদনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সজেই যেন বিদায় দিলাম। ভালই তো ছিল। কখনও কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। ওরা নৌকা ছেড়ে যাওয়ার পর তাই দুঃখই হলো। ওরা তীরে উঠতেই বাতাস সম্পূর্ণ পড়ে গেল। ওহ্! এখন কী হবে? এরা কেমন জানি না, গ্রামের কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে? এই বন্দরে থানাও আছে! কোন বিপদ না হলে হয়। আমার মনে হলো, আমরা যেখানে ওদের নামাতে চেয়েছিলাম, তারচেয়ে যেন একটু বেশি ভিতরে চলে এসেছি।

ওরা সাদা রুমাল উড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। ঈশ্বর, একটু হাওয়া! শুধু কলম্বিয়া উপকূল পেরিয়ে যাবার মত একটু হাওয়া দাও। এই দেশ সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না। এরা পলাতক আসামীদের যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত পাঠায় কিনা, জানি না।

বিকেল তিনটার দিকে হাওয়া দিল। আমরা সোজা উপকূল পেরিয়ে যাবার জন্য নৌকা ছাড়লাম। কয়েক ঘণ্টা চলার পর লোকভর্তি একটা লঞ্চ সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে থামার নির্দেশ দিল। নির্দেশ উপেক্ষা করে আমরা এগিয়ে চললাম। কিন্তু মোটর লঞ্চটা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের ধরে ফেলল। দুটো রাইফেল আমাদের দিকে তাক করা। আত্মসমর্পণে বাধ্য হলাম।

আটককারীদের চেহারা একই রকম। সম্ভবত পুলিশ। ক্যাপ্টেন ছাড়া বাকি সবার পোশাক অসম্ভব নোংরা, খালি পা। বোঝা যায়, এক সময় সাদা ছিল জামাগুলো, কখনও ধোয়া পড়েনি। তবে পোশাক নোংরা থাকলেও তাদের অস্ত্রগুলো আধুনিক। কোমরে ঝোলানো কার্তুজ বেল্ট, ঝকঝকে রাইফেল, লম্বা ছোরা। ক্যাপ্টেন লোকটা মনে হলো শঙ্কর। খুনীর মত চেহারা। কোমরে ভারি রিভলভার, সুন্দর গুলি রাখার বেল্ট। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝলাম না, কিন্তু তাদের চাহনি বা কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো বন্ধুসুলভ না, কেমন যেন রাগরাগ ভাব।

আমরা বন্দর থেকে গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে উঠলাম সোজা রিও হাচার জেলখানায়। পাশে দুজন এবং বন্দুক উঁচিয়ে পেছনে আরও কয়েকজন পুলিশ আমাদের এস্কর্ট করে নিয়ে এল।

গ্রামের ভিতরে নিচু দেয়ালের কারাগার। তার মধ্যে প্রায় কুড়িজন কয়েদী, নোংরা পোশাক-পরিচ্ছদ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। এলোমেলো ভাবে বসা বা দাঁড়ানো। আমাদের দিকে বিরূপ চোখে তাকাল। পুলিশরা বলল, 'ভামোস, ভামোস,' আমরা এর মানে বুঝলাম, 'তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো।' ক্লুসিওর পা যদিও এখন একটু ভাল হয়েছে তবু তার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আমাদের পেছনে পড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে এসে গেল। তার হাতে আমাদের কম্পাস আর [illegible]। সে সমানে আমাদের চকোলেট আর বিস্কুট খেয়ে যাচ্ছে। আমাদের একটা মোটা ঘরে আটক করা হলো। জানলায় ভারি শিক। ঘরের ভিতরে কয়েকটা কাঠের তক্তা ঝোলানো। তার উপর বালিশ। মনে হলো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। এগুলো বিছানা। পুলিশ চলে গেলে জানালার শিকের পাশ দিয়ে দেখা দিল একজন কয়েদী। ডাকল, 'ফ্রেঞ্চ মেন, ফ্রেঞ্চ মেন।'

'কী ব্যাপার।'

www.BanglaBook.org

'ফ্রেঞ্চ মেন, নো গুড, নো গুড।'

'নো গুড, মানে?'

'পুলিশ।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ, নো গুড। ভাল না।'

এই বলে ওই লোক চলে গেল। রাতে ঘরে খুব কম পাওয়ারের বালব জ্বলে উঠল। কিছুই প্রায় দেখা যায় না। ঘরভর্তি মশা, কানের কাছে গুনগুন, নাকের ভিতরেও ঢুকে পড়ে দু'একটা।

ক্লসিও বলল, 'আমরা খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। নইলে হয়তো এরকম হত না।'

'তোমার বকবকানি বন্ধ করো। চুপ। এখন কাউকে কোন দোষ দেয়ার সময় নয়। পরস্পরকে সাহস দেয়া দরকার, প্রেরণা দেয়া দরকার। এবার আমার মনে হচ্ছে, সবচেয়ে কঠিন পাল্লায় পড়েছি।'

'দুঃখিত, প্যাপি। দোষ কারোরই নয়।'

ওহ্ এখানেই যদি ইতি টানতে হয় তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে? কী কঠিন সংগ্রাম করে, কত কষ্ট করে এত দূর এসে পৌঁছেছি!

ওরা আমাদের সার্চ করেনি। চার্জারটা আমার পকেটে ছিল, ভিতরে নিয়ে নিলাম। ক্লসিও-ও তাই করল, রাত্রে খাবার দিল চিনি আর এক দলা ভাত। তারপর বলল, 'বুয়েনাস নচেস।'

ম্যাচুরেট বলল, 'এর মানে নিশ্চয়ই হবে গুড নাইট।'

পরের দিন সকাল সাতটায় ওরা উঠোনে কাঠের পেয়ালায় করে আমাদের ভাল কফি খেতে দিল। আটটার দিকে ক্যাপ্টেন এলে তাকে বললাম, নৌকায় গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসতে চাই।

সে সম্ভবত কিছুই বুঝল না। আমি যতই তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, ততই তার চোখে নিষ্ঠুরভাব ফুটে উঠল। তার কোমরের বাঁ দিকে ঝোলানো একটা বোতল। সে বোতলটা খুলে লম্বা এক ঢোক খেয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। এই তার প্রথম ভদ্র ব্যবহার। আমি বোতল থেকে ছোট্ট একঢোক মুখে দিলাম। ভাগ্য ভাল, খুব কমই নিয়েছিলাম। একেবারে আগুন। মেথিলেটেড স্পিরিট। আমি সঙ্গে সঙ্গে কাশতে শুরু করলাম। লোকটা হো হো করে হেসে উঠল।

সকাল দশটায় ছয়-সাতজন ভদ্রলোক এল। সাদা শার্ট, টাই বাঁধা। তারা কারাগারের প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছলে আমাদেরও সেখানে পাঠানো হলো। দেখলাম তারা একটা প্ল্যাটফর্মের উপর গোল হয়ে বসে আছে। তাদের পেছনে দেয়ালে খুব ঝলমলে একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তার ছবি—কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলফোনসো লোপেজ।

এদের একজন ক্লসিওকে বসতে বলে তার সাথে ফরাসীতে কথা বলল। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। এই দলের মাঝখানে বসা ঈগলের মত তীক্ষ্ণ নাকের উপর আধখানা চশমা পরা পাতলা লোকটা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

দোভাষী প্রশ্নের তরজমা না করেই নিচু গলায় আমাকে বলল, 'যিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমাদের জিজ্ঞেসাবাদ করছেন, তিনি রিওহাচা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট। অন্যরা সম্মানিত নাগরিক, ম্যাজিস্ট্রেটের বন্ধু। আমি হাইতীয়, এই এলাকার বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বে আছি। দোভাষীর কাজও করি। এখানে অনেকেই কিছু কিছু ফরাসী বোঝে, কিন্তু বলে না। আমার ধারণা ম্যাজিস্ট্রেটও ফরাসী জানে।'

আমার সঙ্গে ওর এই টুকরো কথায় ম্যাজিস্ট্রেট বিরক্ত হলেন। এবং স্প্যানিশ ভাষায় প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। হাইতীয় উভয় পক্ষের বক্তব্য তরজমা শুরু করল।

'তোমরা ফরাসী?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে আসছ?'

'কুরাকাও।'

'তার আগে?'

'ত্রিনিদাদ।'

'তারও আগে?'

'মার্টিনিক।'

'তোমরা মিথ্যা বলছ। সপ্তাহখানেক আগে কুরাকাও-এ আমাদের কনসালকে সাবধান করা হয়েছে যে ফ্রান্সের অপরাধী বসতি থেকে ছয় জন পলাতক আসামী রিও হাচায় উঠবার চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ, আমরা অপরাধী বসতি থেকে পালিয়েছি।'

'তা হলে তোমরা কায়েনের কয়েদী?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রান্সের মত মহান দেশ যখন তোমাদের এরকম কঠিন শাস্তি দিয়েছে, তা থেকে মনে হয় তোমরা ভয়ঙ্কর ধরনের লোক।'

'হতে পারে।'

'চুরি, না খুন?'

'নরহত্যা।'

'ওই, খুনই। তোমাদের আর তিনজন কোথায়?'

'তারা কুরাকাওতে রয়ে গেছে।'

'কের মিথ্যা বলছ? তোমরা এখান থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ক্যাস্টিলেটে ওদের নামিয়ে দিয়েছ। ওরাও গ্রেফতার হয়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে এখানে।'

চুপ করে থাকলাম।

'নৌকাটা কি চুরি করেছ?'

'না। কুরাকাও-এর বিশপ এটা আমাদের উপহার দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে। তোমাদের বিরুদ্ধে গভর্নর কী ব্যবস্থা নেবেন তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই কারাগারেই থাকবে। কলম্বিয়ার ভূখণ্ডে তিনজন সঙ্গীকে নামানোর দায়ে আমি তোমাকে, মানে এই নৌকার ক্যাপ্টেনকে তিনমাস এবং অন্য দু'জনকে একমাস করে কারাদণ্ড দিলাম। কঠোর শাস্তি পেতে না চাইলে ভাল হয়ে থেকো। তোমার কিছু বলবার আছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, আমি শুধু নৌকার মালপত্র নিয়ে আসতে চাই।'

'প্রত্যেকের জন্যে একটা ট্রাউজার, একটা শার্ট, একটা জ্যাকেট আর একজোড়া জুতো ছাড়া সবই শুল্ক বিভাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। এটাই আইন।'

বিচারকরা বেরিয়ে যাবার সময় স্থানীয় কয়েদীরা 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে চিৎকার করল। কিন্তু কোন দিকে কান না দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আপন গাম্ভীর্য নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা একটার দিকে গাড়িতে করে সাত/আটজন সশস্ত্র লোক আমাদের তিন বন্ধুকে নিয়ে এল। আমাদের সেলেই তাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। মাথা নিচু করে ঢুকল ওরা।

ব্রেটন বলল, 'এই ভুলের জন্যে আমরাই দায়ী, প্যাপিলন। ইচ্ছে করলে আমাদের খুনও করতে পারো। টু শব্দও করব না। আমরা মানুষ না, প্যাপি। আমরা এখানে পালাতে চেয়েছি সমুদ্র যাত্রার ভয়ে। কিন্তু এখন দেখছি এই জঘন্য কলম্বিয়ানদের হাতে পড়ার চেয়ে সমুদ্র যাত্রা ছিল ঢের ভাল। বাতাস ছিল না বলেই কি তোমরা ধরা পড়েছ?'

'হ্যাঁ, ব্রেটন। তবে কাউকে খুন করার ইচ্ছে আমার নেই। সকলের ভুলেই এই অবস্থা হয়েছে। আমাদের সবার উচিত ছিল, তোমাদেরকে এখানে নামতে বাধা দেয়া। তা হলে ধরা পড়তাম না।'

'প্যাপি, তুমি মহান।'

বললাম, 'আমি কাউকে দোষারোপ করছি না, ব্যস।' আমি ওদের আশ্বস্ত করলাম, 'জেল খাটার পর সম্ভবত গবর্নর আমাদের চলে যেতে দেবে।'

একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, এখানকার আধাসভ্য কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নেবার কোন ক্ষমতাই নেই। সুতরাং ভাগ্য অনিশ্চিত। তবে ওদের ভূখণ্ডে আমরা কোন অপরাধ করিনি, সেই যা ভরসা।

এক সপ্তাহ পর্যন্ত কোন খবর নেই। শুধু একবার শুনলাম যে, আমাদের এখান থেকে সোয়াশো মাইল দূরে সান্তা মার্টা কারাগারে পাঠানো হবে। সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া। পুলিশদের কঠিন মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। গতকাল তো আমাকে প্রায় গুলিই করে দিয়েছিল। গোসলখানা থেকে আমার সাবান একজন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ছিনিয়ে এনেছিলাম, এই অপরাধ। ব্রেটন আর ম্যাচুরেট প্রতিদিন ঝাড়ু দেয় বলে ঘরটা এখন অনেকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে। একজন কলম্বীয় কয়েদী আমাকে একটা পুরনো খবরের কাগজ দিল। তাতে আমাদের ছবি ছাপা হয়েছে। ছবি ও খবর এমনভাবে ছাপা হয়েছে যে, আমাদের মত ভয়ঙ্কর লোকদের হাত থেকে উপকূলীয় টহল বাহিনী কলম্বিয়ার অধিবাসীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এখানে বসে আমি দু'একটা স্প্যানিশ শব্দ শিখতে শুরু করলাম। পলায়ন, ফিউগার্স; কয়েদী, প্রেসো; খুন, মাটার; শিকল, ক্যাডেনা; হাতকড়া, এসপোজাস; মানুষ, হোমবার; মেয়েমানুষ, মুজের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেরো

রিওহাচা থেকে পলায়ন

কারাগারের উঠানে আমি একটা লোকের সঙ্গে আলাপ জমালাম। লোকটার হাতে সব সময় হাতকড়া দেওয়া থাকে। আমি ওর খাওয়া সিগার খাই। লম্বা, পাতলা সাংঘাতিক কড়া সিগার। যেমনই হোক, সিগার তো!

ভেনিজুয়েলা ও আরুবা দ্বীপের মধ্যে চোরাচালান করাই তার পেশা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে কয়েকজন উপকূল রক্ষীকে খুন করেছে। এখনও বিচার শুরু হয়নি। সে খুবই চুপচাপ। খুবই নার্ভাস দেখলাম কয়েকদিন। শেষে লক্ষ করলাম এক ধরনের পাতার রস চিবিয়ে খাওয়া তার নেশা। ওই পাতা না পেলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে। পাতাগুলো সে বাইরে থেকে কিনিয়ে আনায়। একদিন আমাকে দিল আধখানা পাতা চিবাতে। পাতা চিবিয়ে আমার জিহ্বা, তালু ও ঠোঁটের অনুভূতি লোপ পেয়ে গেল। এগুলো কোকোর পাতা। লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ। লোমশ হাত। বুকের লোম ভেড়ার মত ঘন। পেশীবহুল শরীর। পায়ের পাতাও খুব পুরু। অনেক সময় দেখেছি, কাঁচের টুকরো দিয়ে খোঁচাচ্ছে। নাম অ্যান্টোনিও।

ওকে বললাম, এর পর হাইতীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি তার কাছে একটা ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ অভিধান চাইব।

আকারে ইঙ্গিতে টুকরো-টুকরো কথায় সে আমাকে বোঝাল যে, সেও পালাতে চায়। কিন্তু বাধা হচ্ছে হাতকড়া। হাতকড়াগুলো আমেরিকান। চাবি ঢুকানোর জন্য একটা ছিদ্র। আমি জানি এ ধরনের তালার চাবিগুলো হয় লম্বা দণ্ডের মত, মাথার দিকটা চ্যাপ্টা। একটা তারের মাথা চ্যাপ্টা করে ব্রেটন একটা চাবির মত করে দিল। কয়েকবার চেষ্টা করতে আমার নতুন বন্ধুর হাতকড়া খুলে গেল। ওর ঘরের জানালায় ঘন মজবুত লোহার শিক। আমাদের জানালার শিক পাতলা এবং সেগুলো হাত দিয়েই বাঁকানো সম্ভব।

অ্যান্টনিওর জানালার একটা শিক কাটতে পারলে ওর পক্ষে বেরিয়ে এসে আমাকে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেভাবে পরিকল্পনা করলাম। ওকে বললাম, বাইরে থেকে হ্যাক্সো ব্লেড কিনে আনাতে পারবে কিনা। বলল, পারবে।

'কত লাগবে?'

'একশো পেসো।'

'ডলারে?'

'দশ।'

আমি দশ ডলার দিলাম। ও দুটো হ্যাক্সো ব্লেড জোগাড় করল। প্রতিদিন খাবার শেষে ওর হ্যান্ডকাফের তালা খুলে দিই। কাজ শেষ হয়ে গেলে, টিপ তালার মত চাপ দিলেই আবার হাতকড়া লেগে যায়।

ঠিক হলো। অ্যান্টোনিও রাতে হ্যাক্সো ব্লেড দিয়ে জানালার শিক কেটে তৈরি

www.BanglaBook.org

রাখবে। তারপর সুবিধামত এক রাতে আমরা পালাব।

একদিন ও বলল, 'জানালার শিক কাটা শেষ। এরপর প্রথম যেদিন বৃষ্টি হবে সেদিনই পালাব।'

এই এলাকায় হরহামেশাই বৃষ্টি হয়। এক রাতে বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। মুষল ধারায় প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। বন্ধুরা আমার পালানোর পরিকল্পনা জানে। কিন্তু কেউই সঙ্গে যেতে রাজি হলো না। ওরা বলল, আমি যে পথে পালাতে চাই, তাতে খুব ঘোরা হবে। আমি কলম্বিয়া উপদ্বীপের শেষ মাথায় ভেনিজুয়েলা সীমান্ত দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। নকশা অনুসারে ওই এলাকার নাম গোয়াজিরা। বিতর্কিত এলাকা। কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলা উভয়েরই এলাকাটাকে নিজের বলে দাবি রয়েছে। অ্যান্টোনিও বলল, ওই জায়গাটায় রেড ইন্ডিয়ানদের বসতি। কোন দেশেরই পুলিশ নেই ওখানে। কেবল দু'চারজন চোরাচালানী এই পথে যাতায়াত করে। জায়গাটা ভয়ঙ্কর। কারণ গোয়াজিরার রেড ইন্ডিয়ানরা ওই এলাকায় কোন সভ্য লোককে বরদাস্ত করে না। ওই এলাকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোর লোকেরা আরও ভয়ঙ্কর। উপকূলের রেড ইন্ডিয়ানরা ভদ্র লোকদের মাধ্যমে ক্যাসটিলেট ও ছোট গ্রাম লা ভেলার সঙ্গে ব্যবসা করে। অ্যান্টোনিও সেখানে যেতে চায় না। কারণ সেখানে এক সংঘর্ষে সে এবং চার বন্ধু মিলে কয়েকজন রেড ইন্ডিয়ানকে খুন করেছিল। তবে অ্যান্টোনিও আমাকে গোয়াজিরার খুব কাছাকাছি পৌঁছে দেবে বলে ওয়াদা করল।

ঠিক করলাম, অ্যান্টোনিওর সঙ্গে আমি একাই পালাব। কিন্তু এই পরিকল্পনা পাকা করতে যে কী কষ্ট হয়েছে, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। কারণ অ্যান্টোনিও যেসব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলো বেশিরভাগই অভিধানের বাইরে।

যা হোক, নির্ধারিত বৃষ্টির রাতে আমি এসে দাঁড়ালাম জানালার কাছে। একটা পরিত্যক্ত খাটিয়ার কাঠের পায়া দিয়ে ঠেলে দু'দিন আগেই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, শিক বাঁকানো যায়।

পায়াটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। জানালায় অ্যান্টোনিওর মুখ ভেসে উঠল, 'লিস্টো?' অর্থাৎ 'তৈরি?' আমি, ম্যাচুরেট আর ব্রেটন কাঠের পায়া দিয়ে জানালার শিকে জোরে চাপ দিলাম। এতে শিকই শুধু বেঁকে গেল না, গোটা জানালাটাই নীচ থেকে আলগা হয়ে গেল। ওরা আমাকে ঠেলে তুলে দিল। আমি নীচে নামার আগে ওরা আমার পাছায় জোরসে চাপড় দিয়ে বিদায় জানাল। প্রবল বৃষ্টি আর বজ্রপাত। টিনের চালে প্রচণ্ড শব্দ। এর মধ্যে অ্যান্টোনিও আমার হাত ধরে দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলল। দেয়ালটা ছয় ফুট মাত্র উঁচু। একটা বাচ্চা ছেলেও হেসে খেলে টপকাতে পারবে। কিন্তু দেয়ালের উপরে বিছানো কাঁচে হাত কেটে গেল আমার। যাক।

অ্যান্টোনিও লাফিয়ে লাফিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। বৃষ্টির জন্য দশ ফুট সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে গ্রামের ভিতর দিয়ে এবং পরে উপকূল ও জঙ্গলের মাঝখানের একটা রাস্তা দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ও। ভোর রাতের দিকে আমরা হঠাৎ আলো দেখতে পেলাম। আমাকে একেবারে জঙ্গলের গভীরে টেনে নিয়ে গেল ও। অনেকক্ষণ পর আমরা বেরিয়ে এলাম। দিনের আলো না

www.BanglaBook.org

ফোটা পর্যন্ত কেবল হাঁটতেই থাকলাম। রওনা হবার সময় ও আমাকে একটা কোকোর পাতা দিয়েছিল। পাতাটা ওর মত করে চিবাতে থাকলাম। ক্লান্ত হলাম না। সম্ভবত পাতার গুণেই। দিনের আলো ফুটলেও আমরা রাস্তা দিয়েই হাঁটতে থাকলাম। মাঝেমধ্যে থেমে ও ভেজা পথের উপর কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল, তারপর আবার চলতে থাকলাম।

অ্যান্টোনিও এমনভাবে হাঁটছে, যাকে হাঁটাও বলা যায় না, দৌড়ানোও বলা যায় না। বাতাসের ভিতরে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমান মাপে এমনভাবে লাফ দিয়ে দিয়ে চলছে, গতি দাঁড়াচ্ছে হাঁটার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু দৌড়ানোর চেয়ে ক্লান্তি অনেক কম। হঠাৎ সে যেন কীসের শব্দ শুনতে পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঝোপের ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। ঝোপের ভিতর থেকে দেখতে পেলাম গড়াতে গড়াতে রাস্তার উপর এসে হাজির হলো একটা ট্রাক্টর-টানা রোলার। রোলারটা রাস্তা সমান করতে করতে চলে গেল।

সকাল সাড়ে দশটা। বৃষ্টি থেমে যেতেই মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়ে এল। সড়ক ছেড়ে মাইলখানেক ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে আমরা আবার ঝোপের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঘন জঙ্গলের ভিতরে চুপ মেরে পড়ে থাকলাম দু'জন। আমার মনে হচ্ছিল ভয়ের কিছু নেই। তবু অ্যান্টোনিও আমাকে সিগারেটও ধরাতে বা ফিসফাস শব্দ পর্যন্ত করতে দিল না। সে সর্বক্ষণ কোকোর পাতার রস খাচ্ছে। আমিও খাচ্ছি। অবশ্য ওর চেয়ে কম মাত্রায়। ওর ব্যাগে কুড়িটিরও বেশি পাতা রয়েছে। আমাকে দেখাল। অ্যান্টোনিওর হাসিমুখ দেখলাম আমি। সব জায়গায় মশা। আমরা একটা সিগারেট থেকে নিকোটিন নিঙড়ে বের করে হাতে ও মুখে মাখলাম। এরপর কিছুটা শান্তি।

সন্ধ্যে সাতটায় রাত নামল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে চাঁদের আলো খুবই প্রখর। অ্যান্টোনিও আমার ঘড়িতে ন'টার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'লুভিয়া' (বৃষ্টি) বুঝলাম ন'টা থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। সত্যি সত্যি নয়টায় বৃষ্টি নামল। আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। একটা কার, একটা লরি আর একটা গরুর গাড়ি এড়িয়ে যাবার জন্য আমরা ঝোপের ভিতরে লুকালাম তিনবার। সকাল আটটায় বৃষ্টি থামল। এর মধ্যে শুধু কোকোর পাতা চিবিয়েই চাঙ্গা আছি। তবে দিনের আলো ফুটলে যথানিয়মে রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে মাইলখানেক হেঁটে আমরা লুকিয়ে পড়লাম ঝোপের ভিতরে। আবার রাতে যাত্রা। কোকোর পাতার একটাই অসুবিধা, ঘুম কেড়ে নিল সম্পূর্ণ। এই ক'দিনে একটু ঝিমুনি পর্যন্ত আসেনি।

ঠিক ন'টায় কেন বৃষ্টি নামে পরে জেনেছি, এটাই এই এলাকার আবহাওয়ার নিয়ম। চাঁদের শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম চলে।

সে রাতে হাঁটতে হাঁটতে দূরে শব্দ শুনলাম, আর আলো দেখলাম। অ্যান্টোনিও বলল, ক্যাস্টিলেট, তারপর আমাকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। ঘন্টা দুই হাঁটলাম ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়েই। কাঁটাঘেরা কঠিন পথ। তারপর আবার বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হাঁটলাম সকাল পর্যন্ত।

রিওহাচা জেল থেকে পালিয়েছি তিন দিন হলো। আমার কাপড় শুকাচ্ছিল

www.BanglaBook.org

রোদে। এই তিন দিনে শুধু প্রথম দিন খেয়েছি কয়েক টুকরো আখ। অ্যান্টোনিও ক্ষতিকর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলেছে সাধ্যমত। দিনের বেলা ঘন্টাখানেক চলার পর সে মাটিতে কান পেতে বলল এখান থেকে রাস্তা চলে গেছে উপকূলের দিকে।

জঙ্গল থেকে সে একটা ডাল ভেঙ্গে নিল। আমরা ভেজা বালির উপর দিয়ে হেঁটে চললাম। বালির উপর দিয়ে দু'ফুট চওড়া একটা সমান দাগের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলল ও। শুকনো বালির দিকে চলে গেছে দাগটা। আমরা এই দাগ ধরে এগিয়ে চললাম। শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখলাম দাগটা একটা বৃত্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। অ্যান্টোনিও হাতের ডালটা বালিতে পুঁতে টেনে বের করে আনল। দেখলাম ডালের মাথায় ডিমের কুসুমের মত কী যেন লেগে রয়েছে। আমরা হাত দিয়ে বালি সরিয়ে দেখলাম সত্যিই ডিম। তিন চারশো। এগুলো কাছিমের ডিম। এসব ডিমে শক্ত খোসা নেই, শুধু চামড়ার মত পাতলা আবরণ। অ্যান্টোনিও তার শার্ট ভর্তি করে ডিম নিল। প্রায় একশোর মত। আমরা উপকূল ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম আবার। তারপর ডিম খেতে শুরু করলাম। অ্যান্টোনিও তার নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ডিমের চামড়া সরিয়ে সাদা অংশ ফেলে কুসুম বের করে আনছে। একটা নিজে খাচ্ছে আর একটা দিচ্ছে আমাকে। সব সময় একটা তার জন্য, একটা আমার জন্য। পেট ভরে গেলে আমরা জ্যাকেট দিয়ে বালিশ বানিয়ে তার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। অ্যান্টোনিও বলল, 'আগামীকাল থেকে দুটো দিন তোমাকে একলা যেতে হবে। রাস্তায় পুলিশের আর কোন ভয় নেই।'

সেদিন রাত দশটায় আমরা পৌঁছলাম সীমান্তের শেষ ফাঁড়িতে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটা ছোট্ট ঘরে আলো জ্বলছে। অ্যান্টোনিও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলো আর কুকুর এড়িয়ে চলে এল। নিরুদ্বেগে হাঁটলাম সারা রাত। এই রাস্তাটা ছোট, ছ'ফুট চওড়া। কিন্তু বোঝা গেল নিয়মিত লোক যাতায়াত করে। এ ছাড়া ঘোড়া ও গাধার পায়ের ছাপও দেখা যাচ্ছে।

দুপুরে ঘড়ি ঠিক করে নিলাম সূর্য দেখে। অ্যান্টোনিও একটা গাছের শিকড়ের উপর বসে আমাকেও বসতে বলল। বসলাম। সে তার কোকো পাতার ব্যাগ বের করল। আর মাত্র সাতটা পাতা আছে। চারটে দিল আমাকে। তিনটা রাখল নিজে। আমি জঙ্গলের ভিতরে গেলাম। ফিরে এসে দেড়শো ত্রিনিদাদ ডলার ও শ'আট ফ্লোরিন দিলাম ওকে। ও বুঝতেও পারল না, এত কড়কড়ে নোট আমি কোথায় পেলাম। আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নোটগুলো রেখে ও কী যেন ভাবল। তারপর মাত্র ত্রিশ ফ্লোরিন রেখে বাকি টাকা আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। আমি জোর করলাম। কিন্তু ও শুনল না। ভেবেছিলাম, এখান থেকেই বিদায় নেব আমরা। কিন্তু কী ভেবে ও আমার সঙ্গে আরও একদিনের পথ যাবার সিদ্ধান্ত নিল। আমরা আরও কিছু ডিমের কুসুম খেয়ে সিগার টেনে রওনা হলাম।

তিন ঘন্টা চলার পর আমরা একটা সোজা লম্বা পথের দেখা পেলাম। এখানে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। ঘোড়সওয়ার লোকটার মাথায় একটা বিশাল খড়ের টুপি। লম্বা বুট, ট্রাউজারের বদলে এক টুকরো চামড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়ানো, সবুজ শার্ট আর রঙ-চটা সৈনিকদের মত জ্যাকেট পরা। সবুজ। তার হাতে দেখলাম একটা চমৎকার রাইফেল। কোমরে ঝোলানো একটা বড় ভারি রিভলভার।

অ্যান্টোনিও দূর থেকেই চিনতে পারল লোকটাকে। তামাটে রঙের লোকটার বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বছর। আমাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল, বলল, 'আরে! অ্যান্টোনিও না?'

ওরা পরস্পরের কাঁধে কড়া চাপড় মারল। পরে এরকম চাপড় মারা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

'এ কে?'

'একসঙ্গে পালিয়েছি। ফরাসী!'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ইন্ডিয়ান জেলেদের এলাকার কাছাকাছি। এ ছেলেটা ইন্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে ভেনিজুয়েলা যেতে চায়। সেখান থেকে কুরাকাও বা অরুবায় ফিরে যাবে।'

লোকটি বলল, 'গোয়াজিরার ইন্ডিয়ানরা লোক ভাল না। তুমি নিরস্ত্র। এটা রাখো।' সে আমাকে চামড়ার খাপে ভরা পশুর শিং-এর বাঁটঅলা একটা ছোরা বাড়িয়ে দিল। পথের ধারে বসে জুতো খুলে দেখলাম পা রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

লোকটা ও অ্যান্টোনিও দ্রুত কথা বলছে। মনে হলো, আমার গোয়াজিরার ভিতর দিয়ে যাবার পরিকল্পনা ওরা পছন্দ করেনি। অ্যান্টোনিও বোঝাল, আমাকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। আমি জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। ঘোড়সওয়ার লোকটা ঘোড়ায় উঠে বসল। অ্যান্টোনিও আমার সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হলো অ্যান্টোনিওর বন্ধুর পেছনে। আর তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা ধুলো উড়িয়ে ছুট লাগাল। আমরা সারাদিন সারারাত ছুটে চললাম। কখনও কখনও ঘোড়া থামিয়ে সে আমাকে খানিকটা খানিকটা মদ খাওয়াল। প্রতিবারই আমি সামান্য মাত্রায় পান করলাম। ভোর হয়ে গেলে সে লাগাম টেনে ধরল।

সূর্য উঠল। সে আমাকে পাথরের মত শক্ত এক টুকরো পনির, দুটো বিস্কুট আর কোকোর ছয়টা পাতা উপহার দিল। এগুলো রাখার জন্য দিল একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ। শেষে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে চাপড় মেরে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

***

www.BanglaBook.org

প্যাপিলন-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

ইন্ডিয়ান এলাকায়

হাঁটলাম দুপুর একটা পর্যন্ত। রাস্তায় আর জঙ্গল নেই। দিগন্তরেখার কাছে দেখলাম একটা গাছ, দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। ঝরঝরে রোদে ঝিকমিক করছে সমুদ্র। জুতো জোড়া বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে খালি পায়েই হাঁটছি। ভাবলাম, একটু গড়িয়ে নিই। কিন্তু তখনই দেখলাম দূরে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে পাঁচ-ছয়টা গাছ, কিংবা টিলা। কদ্দূর হবে? আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। প্রায় ছ'মাইল। কোকোর একটা পাতার আধখানার বেশি অংশ চিবিয়ে নিয়ে ফের জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

এক ঘন্টা হাঁটার পর স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওগুলো গাছ বা টিলা নয়; খড় বা হালকা বাদামী পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর। কুঁড়েগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। লোকজনও দেখলাম। তারাও দেখতে পেল আমাকে। একদল লোক হাত নেড়ে সমুদ্রের দিকে কাদের যেন ডাকল, স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তারপরই দেখলাম চারটি নৌকায় করে সমুদ্রের দিক থেকে দশজন লোক এসে নামল তীরে। নারী-পুরুষ সবাই ন্যাংটো। কেবল তাদের যৌনাঙ্গ এক টুকরো কাপড় বা ওরকম কিছু দিয়ে ঢাকা। সবাই কুঁড়েগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি আমার দিকে। আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগোতে থাকলাম। হাতে তীর-ধনুক নিয়ে দাঁড়াল তিনজন। ওদের চেহারা দেখে মনোভাব কিছুই বোঝা গেল না। না শত্রুতা, না মিত্রতা। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে এল আমার দিকে। পায়ের নীচের দিকে কামড়ে ট্রাউজারের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। কুকুরটা আবার যখন আমার দিকে তেড়ে আসছিল, তখন কোত্থেকে একটা তীর এসে লাগল ওর শরীরে। আর্তনাদ করতে করতে ওটা একটা ঘরের দিকে পালিয়ে গেল। বেশ জোরেই কামড়িয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লোকগুলোর আরও কাছাকাছি চলে এলাম। দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছি। কেউ কোন কথা বলল না, নড়ল না পর্যন্ত। বাচ্চারা মায়েদের পেছনে। তাদের তামা রঙের নগ্ন চমৎকার পেশীবহুল শরীর। মেয়েদের রয়েছে উঁচু, খাড়া, মজবুত বাড়ানো স্তন, বড় সাইজের কালো বোঁটা। কেবল একজন মহিলার স্তন দেখলাম ভারি, ঝুলে পড়া।

একজন লোকের চোখে দেখলাম মহানুভব দৃষ্টি। তাকে নেতা বলে মনে হলো। সোজা তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তার হাতে তীর-ধনুক কিছুই ছিল না। সে আমার সমানই উঁচু। ঘন কালো চুল কপালের উপর ভুরু পর্যন্ত সযত্নে কাটা। কান ঢাকা। ঘাড়ের উপর ও কানের নীচ দিয়ে ছাঁটা। ধূসর চোখ, বুকে বা হাতে-পায়ে লোম নেই। দৃঢ় ও পেশীবহুল উরু সুগঠিত, তামাটে পা। জুতা নেই। তার

www.BanglaBook.org

থেকে তিন গজ দূরে আছি। থামলাম। দু'পা সামনে এগিয়ে এসে সে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকাল। দু'মিনিট ধরে ভাবলেশহীন চোখে মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমাকে। শেষে সামান্য হেসে আমার কাঁধ স্পর্শ করল। পরে সবাই এসে স্পর্শ করল আমাকে।

একজন যুবতী এগিয়ে এসে হাত ধরে আমাকে নিয়ে গেল একটি কুঁড়ের বারান্দায়। আমার ট্রাউজারটা ঠেলে তুলে দিল উপরে। আমাদের ঘিরে বসল সবাই। একজন একটা সিগার ধরিয়ে দিল আমাকে। টানতে শুরু করলাম। আমার সিগার টানার ধরন দেখে ওরা সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। কারণ, দেখলাম, এখানে নারী-পুরুষ সবাই সিগার ধরিয়ে আগুনের দিকটা মুখে পুরে টানছে।

ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম ওখানে পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রার আদ্ধেকটার মত মাংস উঠে গেছে। যুবতী পায়ের ওই জায়গাটা থেকে খুঁটে খুঁটে সব লোম তুলে সমুদ্রের পানি দিয়ে ধুয়ে দিল। একটা বাচ্চা মেয়ে গিয়ে নিয়ে এল পানিটা। যুবতী আবার টিপে টিপে রক্তও বের করে নিল ক্ষত থেকে। সে লোহার একটি শলাকা নিয়ে কুকুরের দাঁতের প্রতিটি ক্ষতই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও একটু করে বড় করে নিল। সবাই দেখছিল বলে আমি আহ্ উহ্ করা থেকে বিরত থাকলাম সাধ্যমত। আরও একটা মেয়ে এই কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমাকে সেবা করছিল যে মেয়েটি সে প্রায় জোর করেই সরিয়ে দিল তাকে। সবাই হেসে উঠল। বুঝলাম, যে মেয়েটি আমার পরিচর্যা করছে, সে আমাকে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করছে। এজন্যই অন্যদের হাসাহাসি।

সে হাঁটুর অনেকখানি উপর থেকে আমার ট্রাউজারটা কেটে বাদ দিল। কে একজন তাকে এনে দিল সামুদ্রিক আগাছা। একটা পাথরের উপর পিষে ক্ষতের উপর লাগিয়ে আমারই ট্রাউজারের টুকরো দিয়ে বেঁধে দিল। নিজের কাজে সে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে বোঝা গেল। মেয়েটি ইঙ্গিতে আমাকে উঠতে বলল।

জ্যাকেট খুলে উঠে দাঁড়ালাম। জ্যাকেট খোলার সময় যুবতী আমার পিঠে আঁকা প্রজাপতির উল্কি দেখে ফেলল। আরও ভালভাবে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ল সে। আরও উল্কি দেখার জন্য নিজ হাতে আমার শার্ট খুলে নিল। নারী-পুরুষ সবাই আমার বুকের উপর আঁকা উল্কির দিকেই মনোযোগ দিল বেশি। আমার বুকের ডানদিকে পানিশমেন্ট ব্যাটেলিয়নের একজন সৈন্য। বাঁদিকে একজন মহিলার মুখ। পেটের উপর একটা বাঘের মাথা। শিরদাঁড়ার উপর বড় আকারের ক্রুশবিদ্ধ নাবিকের উল্কি একটা। পিঠের ডানপাশে নীচের দিকে শিকারিসহ কয়েকজন বাঘ শিকারী, পামগাছের সারি, হাতি, বাঘ। মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে পুরুষেরা সামনে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে উল্কিগুলো দেখল। নেতা গোছের লোকটা কথা বললে অন্যরা সবাই মাথা নেড়ে মত দিল। পুরুষেরাও এখন আর আমাকে অপছন্দ করছে না। মেয়েরা অবশ্য আগে থেকেই মজে গিয়েছিল।

আমরা সবচেয়ে বড় কুঁড়েটার ভিতরে ঢুকলাম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একদম পেছনদিকে। ইটের মত টুকরো টুকরো শুকনো মাটির চাঙ দিয়ে তৈরি এই ঘরটা। গোল। আটটা দরজা। ভিতরের দিকে এক কোণায় ছাদ থেকে ঝোলানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাঁটি পশমের তৈরি বিছানা। ঘরের মাঝখানে বাদামী রঙের পালিশ করা একটা বড় গোলাকার পাথর। তার চারদিকে বসবার জন্য পাথরের আসন। দেয়ালে টানানো বেশ কয়েকটা দোনলা বন্দুক, একটা সামরিক তরবারি, আর নানা আকারের ধনুক। দেখলাম একটি বিশাল কাছিমের খোল। ওটা এত বড় যে, একজন লোক অনায়াসে এর উপর লম্বালম্বি শুয়ে পড়তে পারে। আর দেখলাম একটা মজবুত শুকনো পাথরের চিমনি। একটা টেবিলের উপর লাউয়ের আধখানা খোসা, এর ভিতরে দু'তিন মুঠি মুক্তো। কাঠের বাটিতে করে আমাকে ফলের রস খেতে দিল। রসটা সামান্য তেতো, তবে চমৎকার। এরপর কলাপাতায় করে খেতে দিল একটা বড় মাছ, পাঁচ পাউন্ড আন্দাজ ওজন হবে। আগুনে সেঁকা। ধীরে ধীরে খেয়ে ফেললাম। খাওয়া শেষ হলে ওই যুবতী আমাকে নিয়ে গেল সমুদ্রে। সমুদ্রের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে আমরা ফিরে এলাম। বসলাম গোল হয়ে। মেয়েটি আমার উরুতে হাত রেখে গা ঘেঁষে বসে রইল। আভাসে ইঙ্গিতে আমরা দু'চার কথা বলার চেষ্টা করলাম।

তারপর আমরা ফিরে গেলাম ঘরে। গোত্রপ্রধান এক টুকরো সাদা পাথর নিয়ে টেবিলের পাশে বসে আঁকতে শুরু করল। আঁকল নগ্ন ইন্ডিয়ান, তাদের গ্রাম, সমুদ্র। ডানদিকে আঁকল জানালাঅলা ঘরবাড়ি ও পোশাক-পরা মানুষের চিত্র। এই লোকদের হাতে লাঠি বা রাইফেল। বাঁদিকে একটা জনপদের ছবি আঁকল। তারা দেখতে রুক্ষ, হাতে রাইফেল, মাথায় হ্যাট। মহিলার কাপড় পরা। বাঁ দিকের গ্রামের দিকে আঁকল একটা রাস্তা। নিজ গ্রামের অবস্থান বোঝাবার জন্য দলপতি ডানদিকে ভেনেজুয়েলা এলাকায় আঁকল একটি সূর্য। তারপর নিজ গ্রামের উপর আর একটা নির্ভুল মানচিত্র। সে যখন বুঝল যে আমি তার মানচিত্র বুঝতে পেরেছি, তখন সে নিজ গ্রামটি ছাড়া অন্য গ্রামগুলোর উপর হিজিবিজি এঁকে দিল। আমার মনে হলো, সে বোঝাতে চায় যে, কেবল তার গ্রামের লোকেরা ছাড়া অন্যরা খারাপ লোক এবং তাদের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

সে একটি ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটা মুছে ফেলল। টেবিল শুকিয়ে গেলে চকটা দিল আমার হাতে। আমাকে ছবি এঁকে বোঝাতে হবে, কোথা থেকে এসেছি। কী আমার পরিচয়। কাজটা কঠিন।

আমি একটা মানুষের ছবি আঁকলাম, হাত বাঁধা। তার পেছনে বন্দুক উঁচিয়ে আছে দু'জন রক্ষী। ছবি এঁকে আমি দেখালাম বন্দী লোকটা দৌড়াচ্ছে, আর তার পেছনে পেছনে ছুটছে দু'জন রক্ষী। একই চিত্র আমি আঁকলাম তিনবার। তৃতীয়বারে দেখালাম যে, রক্ষীরা আমার অনেক পেছনে পড়ে গেছে। শেষ যে ছবিটি আঁকলাম, তাতে দেখালাম যে, বন্দুক উঁচানো রক্ষী দু'জন দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর আমি এই গ্রামের দিকে ছুটে আসছি। নগ্ন নারী-পুরুষ ও কুকুর এঁকে আমি তাদের গ্রাম বোঝালাম। সবার সামনে গোত্রপতি হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

যে ইন্ডিয়ান মেয়েটি সেবাযত্ন করেছিল, রাতে সে তার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে। এই ঘরে ছয়জন মহিলা ও চারজন পুরুষ। সে একটা চমৎকার ডোরাকাটা পশমী খাটিয়া টানাল। খাটিয়াটি বেশ বড়। দু'জন স্বচ্ছন্দে শোয়া যায়। শুয়ে পড়লাম। সে এসে শুলো আমার পাশে। লম্বা পাতলা কিন্তু রুক্ষ আঙুল

www.BanglaBook.org

বুলাল আমার শরীর, কান, চোখ-মুখে। আঙুলগুলো ক্ষত-বিক্ষত, খরখরা। সমুদ্র থেকে মুক্তোঅলা ঝিনুক তুলতে গিয়ে প্রবাল পাথরে লেগে কেটে গেছে। তারপর আমার পালা। আমি ওর মুখে হাত রাখলাম। গালে কপালে। আমার হাত পরীক্ষা করে দেখল ও। হাতটা মসৃণ দেখে খুশিতে টগবগিয়ে উঠল। এখানে ঘন্টাখানেক থাকার পর আমরা উঠে গোত্রপতির বড় কুটিরে গেলাম। ওরা আমাকে দেখতে দিল বারো ও ষোলো বোরের রাইফেল। আর দেখলাম ছয় বাক্স কার্তুজ।

মেয়েটার সঙ্গে আছি। বেশ ভাব হয়ে গেছে আমার সাথে।

মেয়েটা মাঝারি সাইজের। গোত্রপতির মত তারও চোখ ধূসর, কাটা স্লিম শরীর, নিতম্ব ছাপানো চুল। মাথার মাঝখানে সিঁথি। খোঁপা বাঁধা। তার চমৎকার সুদৃঢ় খাড়া স্তনের মুক্তোর মত গড়ন। বোঁটা দু'টো তার শরীরের তামাটে রঙের চেয়ে গাঢ়, এবং বেশ লম্বা। চুমু খেতে গেলে ও আপত্তি করে। ওরা চুমু খেতে জানে না। আমি খুব তাড়াতাড়িই তাকে শিখিয়ে দিলাম সভ্য দুনিয়ায় কীভাবে চুমু খায়। হাঁটাহাঁটির সময় ও চলে আমার পেছনে। পাশাপাশি চলতে চায় না কিছুতেই তাকে পাশাপাশি হাঁটতে রাজি করাতে পারলাম না।

এই পর্যায়ে একদিন ও অন্য মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে একটা পরিত্যক্ত কুটির মেরামত করল। নারকেল পাতা দিয়ে দিল ছাউনি। ভারি লাল মাটির চাঙ দিয়ে মেরামত করল দেয়াল। প্রাচীন ধরনের সব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামই এদের রয়েছে: ছুরি, ড্যাগার, কুঠার, কাস্তে, লোহার অন্যান্য অস্ত্র। আর আছে তামা বা এলুমিনিয়ামের সসপেন, পানি ছিটাবার পাত্র, লোহার কড়াই, শান দেওয়ার পাথর। তন্দুরের চুল্লী এবং ধাতব ও কাঠের বাটি। এদের আছে বিশাল আকারের পশমের তৈরি ডোরাকাটা খাটিয়া। ডোরাগুলো খুবই উজ্জ্বল। রক্তের মত লাল, গাঢ় নীল, ঝিকমিকে কালো, উজ্জ্বল হলুদ।

সদ্য মেরামত করা ঘরে আনা হলো অন্যদের দেওয়া উপহার সামগ্রী, একটা লোহার টুল, চারজন বয়স্ক লোক শোবার উপযোগী একটি ঢাউস খাটিয়া, গ্লাস, টিনের পট, সসপেন, এমনকী একটা গাধার সাজ। আরও টুকিটাকি অনেক কিছু।

পনেরো রাত ধরে একনাগাড়ে আদর সোহাগ করলাম। কিন্তু না, সব কিছুতে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে দিল না। বুঝতে পারলাম, সে নিজে থেকেই আমাকে উত্তেজিত করে, কিন্তু যখন সব কিছু প্রস্তুত, তখন আর রাজি হয় না তার পরনে নেংটি ছাড়া আর কখনও কিছু থাকে না। কোমরে একটা চিকন দড়ি দিয়ে নেংটিটা জড়ানো। এরপর আমরা ওই কুটিরে ন্যূনতম কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ঘরকন্যা শুরু করলাম। এই ঘরে তিনটি দরজা। একটি ঠিক মাঝখানে গোলাকার। অপর দু'টি দরজা মুখোমুখি। তিনটে দরজা দিয়ে একটা ত্রিভুজ কল্পনা করা যায়। নিয়ম অনুসারে উত্তর দিকের দরজা দিয়ে আমাকে, দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ওকে, এবং মাঝখানের দরজা দিয়ে অন্যদের এই ঘরে আসা যাওয়া করতে হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম চলবে না কিছুতেই।

ঘরকন্যা শুরু করার পরই কেবল সে আমাকে দৈহিক মিলনের সুযোগ দিল। বিস্তারিত বলতে চাই না। এরপরই শুরু হলো আমাদের আদিম উল্লসিত আনন্দঘন প্রেমলীলা। আমি নিজের চুল আঁচড়িয়ে ওর চুলও আঁচড়ে দিই। এতে

www.BanglaBook.org

ওর কী যে আনন্দ! ওর চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। অবশ্য ভয়ও পায়, কেউ আমাদের আবার দেখে ফেলে কিনা। পুরুষ কোন মেয়ের চুল আঁচড়িয়ে দেবে, বা পাথর দিয়ে ঘষে হাত মসৃণ করে দেবে, অথবা মুখে তুলে প্রকাশ্যে চুমু খাবে, এটা ওদের নিয়মের বাইরে।

এভাবে একটা কুটিরের ভিতরে আমি আর লালী সংসারযাত্রা শুরু করলাম। ওর নাম লালী। একটা জিনিস লক্ষ করলাম, ও কখনও লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের সসপেন ব্যবহার করে না, গ্লাসে পানি খায় না। সব সময় ব্যবহার করে ঘরে তৈরি মাটির তৈজস-পত্র। সমুদ্রই আমাদের পায়খানা ও গোসলখানা।

মেয়েরা সমুদ্রে গিয়ে ঝিনুক তুলে আনে। সেগুলো ভেঙে বের করা হয় নানা আকারের মুক্তো। মুক্তোগুলো ভাগ বাঁটোয়ারার সময় কখনও কখনও আমি থাকি। গোত্রের সবচেয়ে প্রৌঢ়া মহিলা ওগুলো বেঁটে দেন। মুক্তোগুলো চার ভাগ করা হয়। এক ভাগ পায় গোত্রপ্রধান, এক ভাগ পায় নৌকার মাঝি, আধ ভাগ প্রৌঢ়া এবং বাকি দেড় ভাগ মুক্তো সংগ্রহকারিনীর। মেয়েটা তার পরিবারের সঙ্গে বাস করলে সে তার অংশ নিয়ে দেবে তার চাচার কাছে। সংসারে চাচাই সব। আমি অবশ্য বুঝতে পারি না, চাচাই কেন সব। কোন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও চাচাই নেতা। সে বর-কনের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে কনের নাভীতে তর্জনীর স্পর্শ দিয়ে চলে যায়।

ঝিনুক যেখানে ভাঙা হয়, আমি সেখানে থাকি, ঝিনুক কুড়াতে অবশ্য যাই না। ওরা না বললে আমি কার্যত কিছুই করি না। ঝিনুক তুলতে ওরা তীর থেকে অনেক সময় পাঁচশো গজ ভিতরেও যায়। মাঝে মাঝেই দেখি লালী ফিরেছে সারা শরীরে ক্ষত নিয়ে। প্রবালে ঘষা লেগে ওর উরু কোমর পা কেটে যেত, রক্তও ঝরত কখনও কখনও। ও সামুদ্রিক আগাছা ডলে লাগিয়ে দিত ক্ষতে।

গতকাল একজন ইন্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাদের গ্রাম ও সীমান্ত থেকে এক মাইল ভিতরে কলম্বীয় এলাকায় যাতায়াত করে। আমাদের গ্রামটার নাম লা ভেলা। দুটি গাধার পিঠে চাপিয়ে মালামাল আনে সে। পরে শুধু নেংটি। তার হাতে একটা উইনচেস্টার বন্দুক। স্প্যানিশ জানে না।

গোত্রপতি প্রায়শই বলে তার গায়ে উল্কি এঁকে দিতে। সেজন্য অভিধান দেখে একটা কাগজে ওকে লিখে দিলাম, অসুজাস (সুচ) লাল ও নীল ইন্ডিয়ান কালি, সেলাই সুতা।

এই ব্যবসায়ী ইন্ডিয়ানটা ছোটখাট, রোগা। তার পাঁজর থেকে ডান কাঁধ পর্যন্ত একটা বিশাল ক্ষতচিহ্ন।

গোত্রপতি এই লোকটার সঙ্গে আমাকে কিছুদূর যাবার অনুমতি দিল। সঙ্গে দিল একটা দোনলা বন্দুক ও কার্তুজ, সে মনে করল, অন্যের জিনিস নিয়ে আমি কিছুতেই পালাব না। বন্দুক ও কার্তুজ ফিরিয়ে দিতে আমাকে ফিরে আসতেই হবে। ব্যবসায়ীর গাধায় কোন মাল ছিল না। দু'জনে দুটো গাধায় চড়ে সারা দিন ধরে এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। এই পথ দিয়েই আমি লা ভেলায় এসেছি। সীমান্তের মাইল দুয়েক কাছে গিয়ে আমরা সমুদ্র পেছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম একটা ঝর্ণার ধারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে পাঁচটা ইন্ডিয়ান বাড়ি। বাড়ির সবাই আমাকে দেখতে বেরিয়ে এল। তারা অবিরাম কথা বলল। কথা আর থামে না। শেষে একজন লোক এল। তার গায়ের রঙটা সাদা। আর সবকিছু ইন্ডিয়ানদের মত। পরনে খাকি ট্রাউজার। বুঝতে পারলাম, আমার গ্রামের লোকেরা এই এলাকা পর্যন্তই এসেছে, এর বাইরে আর কোথায়ও যায়নি। শ্বেতাঙ্গ ইন্ডিয়ান আমাকে বলল, 'বুয়েনাস দিয়াস (শুভ দিন), টু ও রেস এল ম্যাটাডোর কুই সে ফুলে কন এন্টনিও (এন্টনিওর সঙ্গে যে পালিয়েছিল তুমি কি সেই খুনী)? এন্টনিও আমার রক্তের ভাই।'

দু'জন লোক তাদের বাহু একসঙ্গে বাঁধে। তারপর ওই দুই বাহুর উপর দিয়ে পরস্পর ছুরি চালিয়ে দেয়। এভাবে রক্তের মিশেল ঘটিয়ে দু'জন হয়ে যায় রক্তের ভাই।

লোকটা বলল, 'তোমার কী চাই?'

'সুচ, লাল-নীল ইন্ডিয়ান কালি। ব্যস, আর কিছু না।'

'এখন থেকে চাঁদের পরবর্তী সপ্তাহে পাবে।'

ও স্প্যানিশ বলে আমার চেয়ে সুন্দর। সম্ভবত সভ্য জগতের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ভাল। সে লালীর জন্য একটি কলম্বীয় রৌপ্য মুদ্রার নেকলেস উপহার দিল।

বলল, 'আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' আমার আসাটা নিশ্চিত করার জন্য সে আমাকে দিল একটা ধনুক।

অর্ধেক রাস্তা ফিরে গিয়ে লালীর দেখা পেলাম, এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে তার বারো-তেরো বছরের বোন। লালীর বয়স ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। ও ছুটে এসে আমাকে নখরাঘাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে লাগল। একদম ক্ষেপে গেছে। আমি মুখ সরিয়ে নিলাম, ও আমার বুকে আঘাত করতে লাগল। শেষে আমার ঘাড়ে বসিয়ে দিল ওই মারাত্মক কামড়। আমি সমস্ত শক্তি দিয়েও ওকে ঠেকাতে পারছি না। এরপর হঠাৎ পুরোপুরি শান্ত হয়ে পড়ল লালী। আমি বোনটাকে গাধায় চড়িয়ে লালীর কোমর জড়িয়ে ধরে পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকলাম। বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে গেল। অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। লালী আমাকে গোসল করিয়ে দিল আর ওর বোনের কোমরে জড়ানো কাপড় ছাড়িয়ে আমার সামনেই ঘষে ঘষে গোসল করাল। তারপর নিজে।

ঘরে এসে আমি চুলোয় পানি গরম দিয়েছি। তখন লালী ওর বোনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ও ওর বোনকে আমার দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে ঠেলে দিল হঠাৎ দেখলাম, মেয়েটির নেংটিটা পর্যন্ত নেই পরনে। লালীর নেকলেসটা পরেছে সে আমি নেকলেসটা খুলে লালীর হাতে দিয়ে মেয়েটাকে শুইয়ে দিলাম বিছানায় লালী এসে শুলো আমার পাশে। লালী ওর বোনকে নিয়ে এরকম কাণ্ড কেন করল, পরে বুঝলাম। ওর ধারণা হয়েছে যে, আমি ওর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছি তাই চেষ্টা করছে ওর বোনকে দিয়ে যদি আমাকে ধরে রাখতে পারে।

সকালে দেখলাম লালী সুখী সুখী মুড নিয়ে উঠেছে ঘুম থেকে। হাঁস খুশি ওর বোন নেই বিছানায়। লালী বুঝতে পেরেছে যে, ওর প্রতি আমার আকর্ষণ পুরোমাত্রায় বহাল আছে।

www.BanglaBook.org

তখন এগারোটা। দেখলাম, যে লোকটা লালীর ডিঙি বেয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রে, সে এসে বসে আছে ঘরের বাইরে। হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। বোঝাতে চাইল যে, সে জানত লালী ঘুমিয়ে আছে। লোকটা গবুক্র, পেশীবহুল শরীর। আমার শরীরের উল্কি দেখে এর আগেও বেশ কয়েক দিন বুঝিয়েছে যে, ওকে উল্কি এঁকে দিতে হবে। আজও বলল আকারে ইঙ্গিতে। আমি রাজি হলাম। দিনটা ঠাণ্ডা বলে লালী সারা শরীরে তেল মেখে বেরিয়ে এল : হাস্যোজ্জ্বল, উচ্ছ্বসিত।

তখনই দেখলাম, একটা দশ বারো পাউণ্ডের সবুজ গিরগিটি শিকার করে দু'জন মহিলার সঙ্গে ফিরছে গোত্রপতি। তার হাতে তীর-ধনুক। আমাকে খাবার দাওয়াত করল। লালী তার সঙ্গে কী যেন কথা বলল। সে ছুঁয়ে দিল আমার কাঁধ। এর অর্থ, চাইলে আমি সমুদ্রে যেতে পারি লালীর সঙ্গে। তিনজনেই চলে এলাম সমুদ্রের ধারে। ছোট্ট পাতলা নৌকা, লালী ও তার সঙ্গী কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নামাল। মাঝি উঠল আগে। লালী নৌকাটা ধরে রাখল শক্ত করে, যাতে ঢেউয়ের দাপটে কিনারায় না চলে আসে। আমি উঠে মাঝখানে বসলাম। লালী বুক পানি পর্যন্ত নৌকাটা ঠেলে এনে লাফিয়ে উঠল উপরে। লোকটা খুব দ্রুত হাতে চালাল ভারি বৈঠা। আমরা প্রায় পাঁচশো গজ ভিতরে গিয়ে নৌকা নোঙর করলাম। নোঙর মানে পাউণ্ড ত্রিশেক ওজনের একটা লোহার টুকরো। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলতে থাকল নৌকাটা।

ছুরি হাতে তিন ঘন্টা ধরে লালী পানির নীচে ডুব দিয়ে দিয়ে থলেতে করে ঝিনুক তুলে আনল। সমুদ্রের তলদেশ ঠিক দেখা যায় না, কিন্তু ধারণা করতে পারলাম যে, ওই এলাকায় পানির গভীরতা পঞ্চাশ ষাট ফুট হবে। আমরা তিনবার জায়গা বদলালাম। লালী ওই তিন ঘণ্টায় শুধু নৌকার পাশটা ধরে খানিকটা জিরিয়ে নিল, কিন্তু নৌকায় উঠল না একবারও। নোঙর তুললে ঢেউয়ের তোড়ে আমরা ফিরে এলাম তীরে। যে বুড়ী ঝিনুক খোলে, সে অপেক্ষা করছে দেখলাম। শুকনো বালিতে এনে ঝিনুকগুলো ঢাললাম আমরা।

লালী বুড়ীকে ঝিনুকগুলো খুলতে না দিয়ে নিজেই খুলতে শুরু করল ওর হাতের ছুরি দিয়ে। কমপক্ষে ত্রিশটা ঝিনুক খুলে সে পেল মাত্র একটা মুক্তো। আমি কমপক্ষে দু'ডজন ঝিনুকের কাঁচা মাংস খেতে বাধ্য হলাম। এগুলো খুবই ঠাণ্ডা। তাতে মনে হলো সমুদ্রের নীচে ওখানটায় পানিও খুব ঠাণ্ডা। লালী একটা বড় ঝিনুক খুলে বের করল একটা মাঝারি সাইজের মুক্তো। এটা নাড়াতেই নীল বর্ণের ছটা ছড়িয়ে গেল ওর গাটা থেকে। লালী মুক্তোটা এনে প্রথমে পুরল নিজের মুখে, একমুহূর্তে মুখের ভিতরে রেখে বের করে এনে দিল আমার মুখে। আমাকে ইঙ্গিতে মুক্তোটা খেয়ে ফেলতে বলল চিবিয়ে। আপত্তি করায় এমনভাবে অনুরোধ করল যে, খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে। সে আরও চার-পাঁচটা ঝিনুক খুলে আমাকে বলল খেয়ে ফেলতে। যাতে মুক্তোর কণাটুকুও আমার পেটে চলে যায়। খেলাম। আমাকে বালিতে চিৎ করে শুইয়ে বাচ্চা মেয়ের মত দেখল আমার দাঁতের ফাঁকে মুক্তোর কণা লেগে আছে কিনা। বুড়ী ও মাঝি কাজ করতে থাকল, চলে এলাম আমরা।

একমাস হয়ে গেছে, এখানে আছি। প্রতিদিন একটা কাগজে দিন-তারিখ

www.BanglaBook.org

লিখে রাখি। এর মধ্যেই সুচ ও লাল নীল আর পিঙ্গল রঙ পেয়ে গেছি। গোত্রপতির বাড়িতে আমি খুর পেলাম তিনটা। শেভ করার জন্য এই খুরগুলো ওরা কখনও ব্যবহার করেনি। কারণ দাড়িই নেই ওদের। একটা খুর আমার কাজে লাগল। এটা দিয়ে ওরা চুল সমান করে।

গোত্রপতির ক্যাটোর বাহুতে উল্কি আঁকলাম। ও আমাকে বোঝাল যে, তার বুকের উপর বড় বড় দাঁতঅলা বাঘের মাথা না এঁকে যেন আমি অন্য কারও শরীরে উল্কি না আঁকি।

এর মধ্যে লালী আমার শরীরের সব লোম তুলে ফেলে সেখানে সামুদ্রিক আগাছা ঘষে দিয়েছে। আমি লক্ষ করলাম পরে ওই লোমগুলো গজাচ্ছে খুবই দুর্বল হয়ে।

এই ইন্ডিয়ান উপজাতির নাম গোয়াজিরা। সমুদ্রের উপকূল এবং পর্বতের তলদেশে সমতল ভূমিতে এদের বাস। পর্বতে বাস করে ভিন্ন উপজাতি। তাদের নাম মোটিলোনস। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় পরে।

ওদের মধ্যে গোয়াজিয়াদেরই সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ আছে খানিকটা বিনিময় বাণিজ্যের মাধ্যমে। এরা শ্বেতাঙ্গ ইন্ডিয়ানকে মুক্তো আর বিশালকায় কচ্ছপ দেয়। বিনিময়ে নেয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। যে-সব কচ্ছপ এরা ধরে সেগুলোর ওজন সাড়ে তিনশো পাউন্ড পর্যন্ত। কিন্তু ওরিনোকো বা ম্যারোনীতে যে কাছিম পাওয়া যায় সেগুলোর ওজন হয় প্রায় নয়শো পাউন্ড পর্যন্ত। পিঠের খোল হয় ছয় ফুটের মত লম্বা, তিন ফুটের মত প্রশস্ত। এগুলোকে একবার চিৎ করে দিলে আর সোজা হতে পারে না। আমি দেখেছি, কোনরকম দানাপানি ছাড়াই তিন সপ্তাহে চিৎ হয়ে থেকেও এগুলো জ্যান্ত থাকে। সবুজ গিরগিটি খেতে খুব মজা। এগুলোর সাদা মাংস ও রৌদ্রে সিদ্ধ ডিম খেতে খুব উপাদেয়, কিন্তু চেহারাটা তত সুন্দর নয়।

ঝিনুক তুলে মুক্তোর যে ভাগ পায় লালী, তা সব সময়ই এনে দেয় আমার হাতে। না গুণেই আমি একটা কাঠের বাটিতে রেখে দিই ওগুলো। বড়, মাঝারি, ছোট, সব ধরনের মুক্তোই থাকে ওর ভাগে। একটা শূন্য ম্যাচ বাক্সে আমি দুটো পিঙ্গল, তিনটে কালো ও সাতটা চমৎকার ধূসর রঙের মুক্তো তুলে রেখেছি। এ ছাড়া আমার আছে বড় বরবটির বিচির মত একটা মুক্তো। এতে তিনটে রঙ ফোটে আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে।

এই উপজাতির আসলে কিছু চাইবার নেই। এদের অনেক জিনিস আছে, সেগুলো ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু গোটা উপজাতির মধ্যে নেই অতি প্রয়োজনীয় একখানা আয়না। আমি একটা নিকেল করা ধাতব পাত কুড়িয়ে পেলাম। সেটাকেই বানালাম আয়না। শেভ করা বা নিজের চেহারা দেখার জন্য ওটাকে দিব্যি কাজে লাগাতে থাকলাম।

এসেছি দু'মাস হয়ে গেছে। গোত্রের সবাই মেনেও নিয়েছে আমাকে। আমি এমন একটা নীতি নিলাম, যাতে গোত্রপতির প্রতিপত্তি কোনমতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। এখান থেকে মাইল দুই দূরে থাকে এক বুড়ো ইন্ডিয়ান। সে-ই গোত্রের কবিরাজ। সে কয়েকটা সাপ, দুটো ছাগল ও ডজনখানেক ভেড়া নিয়ে থাকে একটা তাঁবুর নীচে। কবিরাজের আছে কিছু মুরগীও। গ্রামের অন্যরা কোন মুরগী পালে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হত। প্রত্যেকদিন কেউ না কেউ এই কবিরাজের জন্য খাবার নিয়ে যায়। ঘরে তৈরি পিঠা বা সামুদ্রিক খাবার। এর বদলে অবশ্য মাঝেমধ্যে তারা নিয়ে আসে দু'একটা ডিম। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সে আমার জন্য পাঠাত তিনটা ডিম আর একটা চমৎকার পালিশ করা কাঠের ছুরি। লালী মাঝপথে গিয়ে একটা বিরাট ক্যাকটাসের ছায়ায় অপেক্ষা করত। আমি যেতাম তার কাছে।

তার তাঁবুটি গরুর চামড়া সেলাই করে তৈরি, চামড়ার পশমী দিকটা ভিতরের দিকে। প্রায় বিশ বর্গফুট জায়গা জুড়ে তাঁবু। তবে যেদিক থেকে বাতাস আসে, সেদিকে ডালপালা দিয়ে একটু আড়াল করা। চারদিক খোলা। মাঝখানে কয়েকটা পাথর ফেলে একটা চুল্লীর মত করেছে। সবসময় আগুন জ্বালানো থাকে। গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি। প্রায় তিনফুট উঁচু একটা মাচায় তার বিছানা।

একদিন গেলাম আমি। দেখলাম দুটো সাপ। একটা প্রায় দশ ফুট লম্বা, বাহুর মত মোটা। আর একটা প্রায় তিন ফুট লম্বা, কপালের উপর 'ভি' চিহ্ন। আমি অবশ্য বুঝতে পারলাম না যে, একই তাঁবুর নীচে কী করে সাপ, ছাগল, ভেড়া ও মুরগীসহ সে বসবাস করছে। বুড়ো ইন্ডিয়ান আমাকে চারদিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। তারপর আমার ছেঁড়া ট্রাউজারটা খুলে ফেলল। লালী হাঁটুর কাছ থেকে কেটে বাদ দিয়েছিল ওটি। চুলোর উপর কাঁচা সবুজ পাতা ছুঁড়ে দিয়ে গাঢ় ধোঁয়া তৈরি করল কবিরাজ। পুদিনার গন্ধ পেলাম। ধোঁয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কাশলাম কম। প্রায় দশ মিনিট বসে থাকলাম এই ধোঁয়ায়। ও আমার ট্রাউজারটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পুড়ে গেল ওটা। আমাকে দিল দুটো নেংটি। একটা ভেড়ার চামড়ার, আর একটা সাপের চামড়ার। ছাগল, ভেড়া ও সাপের চামড়ার তৈরি একটা চকরা-বকরা ব্রেসলেট বেঁধে দিল আমার বাহুতে, এটা চার পাঁচ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ছোট বড় করার জন্য বেল্টের মত ব্যবস্থা আছে।

কবিরাজের বাঁ পায়ে দেখলাম একটা ক্ষত। মাছি ভন ভন করছে। মাছি খুব বিরক্ত করলে সে ওটার উপর ছাইয়ের চামড়া লাগিয়ে দিচ্ছিল। আমাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়া শেষ করে কবিরাজ আমাকে একটা কাঠের ছোট ছুরি দিল। আমি যদি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তা হলে এই ছোট ছুরিটা পাঠাতে হবে ওর কাছে। রাজি হলে সে পাঠাবে বড়টা।

ইন্ডিয়ানদের মত করেই পরলাম একটা নেংটি। কিন্তু পাছা উদোম থাকায় বাতাসে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। তবে মেনে নিলাম এই ভেবে যে সবই পালানোর অংশ। রাস্তায় এসে দেখলাম লালী দাঁড়িয়ে আছে। সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। মুক্তোর মত ঝিকঝিকে হাসি। খুশিতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ঘ্রাণ নিল আমার শরীরের। ভাল করে দেখল আমার নেংটি আর ব্রেসলেট। স্বীকার করতেই হবে, ইন্ডিয়ানদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

এই উপজাতীয় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকলাম। হয়তো এদের ছাড়তে চাইছি না মনে মনে। লালী খুব চোখে চোখে রাখে। সে-ও চায় আমাকে এই জীবনে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তুলতে। আমি জলে নৌকা বাইতে পারি। লালী চাইত, তার মাঝি হিসাবে আমি যাই সমুদ্রে। আমি যাই না। কারণ লালীই হলো

www.BanglaBook.org

গ্রামের সবচেয়ে দক্ষ ডুবুরী। সেই তুলে আনে সবার চেয়ে বড় বড় ঝিনুক। ও মাঝি গোত্রপতির ভাই। আমি লালীর সঙ্গে গেলে মুক্তোর ভাগটা পাবে না বেচারা। এতে অসন্তুষ্ট হতে পারে সে। আমি তা চাই না। ফলে কোন বিপদ আপদ ছাড়া আমি সহজে লালীর সঙ্গে ঝিনুক তুলতে যাই না।

লালীর যখন মনে হত আমি তার প্রতি আকর্ষণ হারাচ্ছি, তখন সে ছোট বোনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। আমার দিকে ঠেলে দিত বোনটাকে। লালীর বোন জোরাইমার ছোট ছোট স্তন, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। কিন্তু আমি কখনও তার সঙ্গে কিছু করি না। অনেক সময় জোরাইমাও মন ভার করে চলে যায়। একদিন লালী নগ্ন জোরাইমা আর আমাকে গায়ে গায়ে আটকে দিয়ে পালিয়ে গেল।

লালীর ঝিনুক তোলার সঙ্গী একবার মারাত্মক আঘাত পেল হাঁটুতে। তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হলো কবিরাজের কাছে। ক্ষতের উপর মাটির প্লাস্টার এঁটে তাকে নিয়ে আসা হলো। ফলে অনিবার্যভাবেই আমাকে যেতে হলো লালীর সঙ্গে। লালী তো খুব খুশি। আমরা গেলাম সমুদ্রের আরও ভিতরে। কয়েকটি হাঙর ছুটে গেল আমাদের ডিঙির পাশ দিয়ে। পরোয়াও করল না লালী। সমুদ্রের অন্ধকার তলে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে আনল। সকাল ১০টা নাগাদ লালী নৌকা প্রায় ভরে ফেলল ঝিনুক দিয়ে।

তীরে ফিরে এসে দেখলাম বুড়ী ও লালীর নৌকার মাঝি বসে আছে তীরে। লালী ওদের বোঝাবার চেষ্টা করল যে আমার সহযোগিতার ফলেই এই রকম ভাল ও বড় বড় ঝিনুক তার পক্ষে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে।

বুড়ী ঝিনুক খুলে পেল তেরোটা মুক্তো। সাধারণত ঝিনুক রেখে বাড়িতে চলে আসে লালী। ওরা লালীর ভাগ পৌঁছে দেয় বাড়িতেই। কিন্তু আজ সে শেষ ঝিনুকটি খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আমাকে কমপক্ষে তিন ডজন ঝিনুকের মাংস খেয়ে ফেলতে হলো। লালী খেল পাঁচ-ছয়টা। আজকের মুক্তোগুলো সব প্রায় সমান আকারের। এক একটা বড় আকারের বাদামের মত। ভাগে লালী পেল পাঁচটা, আমি তিনটা। আমি আমার অংশটা লালীর আহত নৌকা-সঙ্গীকে দিলাম। সে নিতে চাইল না প্রথমে। আমি জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলাম মুক্তোগুলো। ওর স্ত্রী ও কন্যা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এই দৃশ্য দেখে ওরা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর চলে এল আমাদের কাছে। আমি ওকে ওর কুঁড়ে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম কাঁধে করে।

পরবর্তী পনেরো দিন ধরে আমি এভাবে তার হাতে মুক্তো ধরিয়ে দিয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে থাকলাম। গতকাল মাত্র একটা মুক্তো রাখলাম আমার ভাগ থেকে। বাড়িতে এসে আমি এই মুক্তোটা খাওয়ালাম লালীকে। লালী যে কী খুশি। খুশির চোটে সারা বিকেল ধরে ও গান গাইল গুনগুন করে।

আমি মাঝে মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ইন্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ওর নাম জোরিল্লো। স্প্যানিশ ভাষায় এর অর্থ ক্ষুদ্রকায় খেঁকশিয়াল। একদিন সে আমাকে বলল, আমি কেন গোত্রপতির বুকে বাঘের উল্কি এঁকে দিচ্ছি না, গোত্রপতি তা চাইছে। বললাম, আমি ভাল আঁকতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, যাই পারি এঁকে দেব। অভিধান দেখে ওকে এনে দিতে বললাম আমার

www.BanglaBook.org

বুকের সমান বড় আয়না, কিছু স্বচ্ছ কাগজ, একটা ভাল তুলি ও কালি এবং কিছু কার্বন পেপার। বললাম, কার্বন পেপার পাওয়া না গেলে খুব নরম মোটা সীসের পেন্সিল এনে দিতে হবে। আর চাইলাম আমার মাপ অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ও তিনটে খাকি শার্ট। পোশাকগুলো তার কাছে এনে রাখতে বললাম। জোরিল্লো জানাল যে, পুলিশ ওকে অ্যান্টোনিও ও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সে পুলিশকে বলেছে যে, আমি পর্বত পার হয়ে ভেনিজুয়েলার দিকে চলে গেছি। আর সাপের কামড়ে মারা গেছে অ্যান্টোনিও। জোরিল্লো জানে যে, সান্তা মার্তায় আরও কয়েকজন ফরাসী আটক রয়েছে।

গোত্রপতির বাড়ির মত জোরিল্লোর বাড়িতেও নানা ধরনের জিনিসপত্রের স্তূপাকার। ইন্ডিয়ানদের পছন্দ মত নানা রঙের নানা আকারের মাটির পাত্র। চমৎকার করে সাজানো। সাপ বা গিরগিটির চামড়া শুকিয়ে আমাদের গোত্রের ইন্ডিয়ানরাই এ ধরনের নানান সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করে। তবে একই গোত্র হলেও এগুলো যারা বানিয়েছে, তারা থাকে অনেক ভিতরে। সেখানে যেতে প্রায় পঁচিশ দিন সময় লাগে। ও আমাকে কুড়িটা কোকোর পাতা দিল। আমি তাকে কিছু স্প্যানিশ পত্র পত্রিকাও এনে দিতে বললাম। অভিধান দেখে গত কয়েক মাসে আমি বেশ কিছুটা স্প্যানিশ শিখে নিয়েছি। ও অ্যান্টোনিওর কোন খবর জানে না। শুধু বলতে পারল যে, উপকূলরক্ষী ও চোরাচালানীদের সঙ্গে আর একটি সংঘর্ষে পাঁচজন উপকূলরক্ষী ও একজন চোরাচালানী নিহত হয়েছে। ইন্ডিয়ানদের কারও বাড়িতে আমি অ্যালকোহল দেখিনি। সাজানো ফলের রস খেয়েছি। দেখলাম ওর ঘরে আছে এক বোতল অ্যানিস। চাইলাম। বলল, খেয়ে যেতে পারি ইচ্ছে করলে, নিয়ে যেতে পারব না। ওর বিজ্ঞতার প্রশংসা করতে হয়।

জোরিল্লোর ধার দেওয়া একটা গাধায় করে রওনা হলাম গ্রামের দিকে। গাধা চলল সারা রাত ধরে। ভোরে গিয়ে পৌঁছলাম গ্রামের কাছে। দেখলাম, বোনকে সঙ্গে নিয়ে মাইল দুয়েক সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে লালী। জোরিল্লোর কাছ থেকে শুধু এনেছি একটা বড় ব্যাগে নানা রঙের অনেক মিষ্টি। পাতলা কাগজে মোড়ানো। আর এনেছি ষাট প্যাকেট সিগারেট। লালী আমার হাত বগলদাবা করে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমাকে সভ্য নাগরিকদের মত চুমু খেলো ঠোঁটে, বারবার। আসার পথে গোত্রপতিকে দিয়ে এলাম কিছু মিষ্টি আর সিগারেট। লালী ডান দিকে আমার উরু জড়িয়ে বসল। বাঁ দিকে বসল জোরাইমা, একইভাবে। আমরা ঘরের সামনে বসে রইলাম। অন্যান্য মহিলা ও বাচ্চারা এসে খেলো মিষ্টি। গোত্রপতি জোরাইমাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বোঝাতে চাইল যে, লালীর মত জোরাইমাও আমার মেয়েমানুষ হতে চায়। লালী নিজের স্তন মুঠিতে ধরে জোরাইমার ছোট স্তন দেখিয়ে বোঝাল যে, জোরাইমার স্তন ছোট বলে আমি ওকে পছন্দ করি না। আমি অসহায়ের মত কাঁধ ঝাঁকালাম। হো হো করে হেসে উঠল সকলে। কয়েকটা সিগারেট টেনে আমি লালীর হাত ধরে চলে এলাম, সবাইকে বিদায় জানিয়ে। আমাদের পেছনে ব্যথিতভাবে এল জোরাইমা। বাড়িতে এসে একটা বড় মাছ পুড়িয়ে খেলাম আমরা।

www.BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আমি আয়না, ট্রেসিং পেপার, কার্বন আর না চাইতেই এক কৌটা আঠা, কয়েকটা ভুষা পেন্সিল আর কালি পেয়ে গেলাম।

কয়েক ঘন্টা ধরে আমি আয়নার উপর আমার বুকের প্রতিফলন থেকে এঁকে ফেললাম বাঘের মাথা। লালী আর জোরাইমা আগ্রহের সঙ্গে এই আঁকা দেখল। প্রথমে কালি ছড়িয়ে বাচ্ছিল আয়নায়। কালির সঙ্গে আঠা মিশিয়ে নিয়ে আঁকলাম ছবি। প্রায় অবিকল আমার বুকেরটার মত।

লালী চলে গেল গোত্রপতিকে খুঁজে আনতে। জোরাইমা আমার হাত তুলে নিয়ে রাখল ওর স্তনের উপর। খুবই ব্যথিত দেখাল ওকে। আমাকে ঘরের মাঝখানে টেনে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখল শক্ত করে, অনেকক্ষণ ধরে লুটোপুটি করলাম মেঝের উপর। ওকে ছেড়ে চলে গেলাম সমুদ্রে গোসল করতে। জোরাইমাও এল আমার সঙ্গে। একসঙ্গে নামলাম সমুদ্রে। আমার হাত-পা কচলে কচলে গোসল করিয়ে দিল জোরাইমা। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, যেখানে আমরা শুয়েছিলাম, সেখানে বসে আছে লালী। ও বুঝল, কী ঘটেছে। লালী গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেলো। বোনকেও আদর করল। তারপর বেরিয়ে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ঘরের বাইরে দেয়ালে আরও একটা দরজা কাটা হচ্ছে। জোরাইমা ঢুকবে ওই দরজা দিয়ে।

গোত্রপতি জাটো তিনজন ভারতীয় ও তার ভাইকে নিয়ে এসে হাজির। তার ভাইয়ের পা প্রায় সেরেই গেছে। জাটো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব এবং আয়নার উপর আঁকা বাঘের মুখ দেখে বিস্মিত। আমি আয়নাটা টেবিলে রেখে তার উপর ট্রেসিং পেপার ফেলে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিলাম বাঘের মুখ। লালীকে টেবিলে শুইয়ে ওর পেট সামান্য ভিজিয়ে নিলাম। তার উপর রাখলাম কার্বন পেপার। কার্বন পেপারের উপর ট্রেসিং পেপার রেখে আমি পেন্সিলে কয়েকটা আঁচড় কেটে দেখলাম লালীর পেটের উপর বাঘের মুখের অংশ বিশেষ। ওরা তো খুব খুশি। গোত্রপতি বুঝতে পারল যে, তার জন্যই আমি এতটা কষ্ট স্বীকার করেছি।

যেসব মানুষের মধ্যে সভ্যতার ভণ্ডামি নেই, তারা দুঃখবেদনা আনন্দ-উল্লাসে তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করে। তাদের লুকাবার কিছু থাকে না। বুঝতে পারলাম এই কাজে ওরা কত খুশি হয়েছে।

জাটোর বুকে হালকা করে সাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে তার উপর ট্রেসিং পেপারে আঁকা ছবির ছাপ দিয়ে দিলাম। শেষে ক্ষুর দিয়ে ঘষে ঘষে বাঘের মাথার কাঠামোর বাইরের মাটি ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলাম প্রয়োজনীয় রঙ। ক্ষুরে একটু আধটু কাটলও। কিন্তু জাটোর বুকে ছবিটা ফুটল চমৎকার। বাঘের পিঙ্গল জিভ, সাদা দাঁত, কালো চোখ খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠল ওর বুকে। আমারটার চেয়েও দেখতে সুন্দর হলো ওর উল্কিটা। এতে সে এতই খুশি হলো যে, জেলিয়োকে দিয়ে প্রত্যেক বাড়ির জন্য একটা করে ও নিজের জন্য দুটো আয়না কিনিয়ে আনল।

এভাবেই বয়ে যেতে থাকল দিন, সপ্তাহ, মাস। চার মাস হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আমার স্বাস্থ্যও হয়েছে চমৎকার। গায়ে জোরও পাচ্ছি বেশ। খালি পায়ে সবুজ গিরগিটি শিকার করতে যাই দূর দূরান্তে। ক্লান্তও হই না সহজে। কবিরাজের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর আমি জোরিয়োকে এনে দিতে বলেছিলাম, আয়োডিন, পারোক্সাইড, কটনউল, ব্যান্ডেজ, কুইনিন ট্যাবলেট ও স্টোভারসল। হাসপাতালে আমি দেখেছিলাম, একজন কয়েদীর বড় ঘায়ের চিকিৎসার জন্য শাতাল স্টোভারসল গুঁড়ো করে লাগিয়ে দিচ্ছে।

কবিরাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি পাঠিয়ে দিলাম ছোট চাকু। পেয়ে গেলাম ওর ওখানে। সে তার ঘায়ের আধুনিক চিকিৎসা করতে রাজি হয় না। শেষে রাজি করালাম অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে। আস্তে আস্তে তার ঘা ছোট হয়ে আসতে থাকল। একদিন সে খবর পাঠাল আমাকে। গিয়ে দেখলাম, তার ঘা সেরে গেছে পুরোপুরি। কেউ জানল না, আমিই সারিয়ে তুলেছি তার ঘা।

আমার দুই স্ত্রীর কেউ না কেউ সব সময় আমাকে সঙ্গ দেয়। লালী যদি সমুদ্রে যায়, জোরাইমা থাকে আমার পাশে। জোরাইমা যদি যায়, থাকে লালী।

জাটোর এক ছেলে। তার স্ত্রীর আবার বাচ্চা হবে। ব্যথা শুরু হলে ওর স্ত্রী চলে গেল সমুদ্রের ধারে, একটা বড় পাথরের আড়ালে। জাটোর শাশুড়ী এক ব্যাগ ভুট্টার পিঠা, পানি আর ঘরে তৈরি চিনি নিয়ে গেল তার সঙ্গে। বিকেল চারটার দিকে বাচ্চা হলো। সন্ধ্যায় দেখলাম বাচ্চাটি শূন্যে দুলিয়ে নিয়ে ফিরে আসছে ওরা। জাটোর স্ত্রীর হাতে বাচ্চা। জাটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল। জাটোর স্ত্রী এগিয়ে এল কয়েক গজ। থামল। জাটো হাত বাড়িয়ে আবার চিৎকার করে উঠল। কী বলল, বুঝতে পারলাম না। স্ত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে আবার এগিয়ে আসে কয়েক গজ। থামে আবার। এভাবে পাঁচ-ছয়বার। জাটো দাঁড়িয়ে আছে তার দরজায়। স্ত্রী এসে গেছে পাঁচ-ছয় পা দূরে। ইতিমধ্যে তার দু'পাশে এসে সমবেত হয়েছে নারী পুরুষেরা। এবার বাচ্চাটাকে উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল। ঘরের পৈঠা থেকে নেমে জাটো ধরল বাচ্চাটাকে। তারপর, নিয়মানুযায়ী ডান হাত বাঁ হাত করল বাচ্চাটাকে। শেষে সবাই ঢুকল ঘরের ভিতরে। মা সবার পেছনে। বরণ করে নেওয়া হলো নবজাতককে। আমরা খেলাম, ফুর্তি করলাম। পান করলাম এক ধরনের গাঁজানো ফলের রস।

এক সপ্তাহ ধরে জাটোর ঘরের সামনে পানি ছিটাল সবাই। পরের দিন দেখলাম, ওরা একটা বিরাট তাঁবু টানাল বাড়ির সামনে। গরুর চামড়ার তাঁবু। বড় বড় পাত্রে করে আনা হলো প্রিয় পানীয়। ত্রিশটিরও বেশি বড় আকারের পা-বাঁধা জ্যান্ত গিরগিটি, দুটি ভেড়া, কচ্ছপ, এবং প্রায় হাজার দুয়েক কাচ্ছপের ডিম। এই দিয়ে হলো বিরাট ভোজ।

একদিন সকালে প্রায় পনেরো জন ইন্ডিয়ান এল ঘোড়ায় চড়ে। গলায় নেকলেস, মাথায় ঢাউস খড়ের টুপি, পরনে নেংটি, গায়ে ভেড়ার চামড়ার হাতাকাটা জ্যাকেট। খালি পা। গায়ের জ্যাকেটটা ছাড়া গোটা শরীর উদোম। সবার কোমরে বড় ছোরা, দু'জনের হাতে দোনলা বন্দুক। ঘোড়াগুলো ছোট, কিন্তু তেজী। ধূসর রঙ। অনেক দূর থেকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে তারা তাদের আগমন ঘোষণা করল। এই দলের নেতা দেখতে প্রায় অবিকল জাটো ও তার ভাইয়ের মত। একটু বেশি বয়স্ক, এই যা। প্রত্যেকেই পরস্পরের কাঁধ স্পর্শ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। তারপর আগন্তুক দলের নেতা ঘরের ভিতরে গেল একা। জাটোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেকে তুলে নিয়ে বাইরে এল। পেছনে জাটো। বাচ্চাটাকে সে পুব দিকে মুখ করে শূন্যে দুলিয়ে আনল। তারপর রেখে এল ঘরের ভিতরে। অন্যান্য অশ্বারোহী ঘোড়ার জিন খুলে বিশ্রাম করতে গেল। দুপুরের দিকে চারটা ঘোড়ায় টানা একটা গাড়িতে করে এল মেয়েরা। গাড়ির চালক শ্বেতাঙ্গ ইন্ডিয়ান জোরিল্লো। কমপক্ষে বিশজন ইন্ডিয়ান যুবতী। সঙ্গে সাত আটটি বাচ্চা, সবাই ছেলে।

জোরিল্লো আসার আগেই আমাকে সকল আগন্তুকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো। লোকগুলোর চেহারা প্রায় অভিন্ন। জাটো আমাকে দেখাল প্রত্যেকের বাহুর নীচে একটি করে কালো তিল। জাটোর শরীরে আমার আঁকা উল্কির প্রশংসা করল সবাই, বিশেষ করে বাঘের মাথাটির। লালীও আগত মেয়েদের মত নেকলেস পরে মিলল তাদের সঙ্গে। মেয়েদের মধ্যে একজনকে দেখলাম, সবার চেয়ে লম্বা। চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারা। পাগল-করা চাহনি; টানা ভুরু। মাথার মাঝখানে সিঁথি। কানের দু'পাশ দিয়ে নামানো ঘন কালো চুল; দৃঢ় প্রস্ফুটিত স্তন, থির থির করে কাঁপছে।

এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল লালী। মেয়েটিকে নিয়ে গেল আমাদের ঘরে। ওরা আমাদের ঘরের খুঁটিনাটি জিনিস পত্রে ওদের রঙ দিয়ে নানা আলপনা এঁকে দিল। লম্বা মেয়েটা লালী ও জোরাইমার শরীরে আঁকল চমৎকার দুটো চিত্র। ওদের তুলিগুলোর মাথায় নরম পশমের গোছা। আমার তুলি নিয়ে আমি লালীর শরীরে আঁকলাম একটি গাছ। লালীর নাভী থেকে গাছটা উঠিয়ে দিলাম উপরের দিকে। দুটো শাখা গিয়ে উঠল দুই স্তনের গোড়ায়। হলুদ রঙ দিয়ে রাঙালাম লালীর দুটি স্তন। মনে হলো একটা গাছে দুটি অর্ধোস্ফুট ফুল। অন্য মেয়েরাও বলল, ওদের শরীরেও এঁকে দিতে হবে ফুল। উচিত হবে কিনা, জানি না। জিজ্ঞেস করলাম জোরিল্লোকে। ও বলল, মেয়েরা চাইলে আঁকতে পারি; অসুবিধা নেই। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আমি আগন্তুক মেয়েদের স্তনে আঁকলাম ফুল, শরীরে বৃক্ষ। ইতিমধ্যে খাবার তৈরি হয়ে গেল।

আমি তাঁবুর নীচে বসলাম, জাটো ও তার বাবার পাশে। জাটোর বাবাকে আমি প্রথমে তার ভাই ভেবেছিলাম। ছেলেরা বসল একপাশে, মেয়েরা অন্য পাশে। কেউ কেউ পরিবেশন করল। এক ধরনের নৃত্যের মধ্য দিয়ে গভীর রাতে শেষ হলো খাবারের পালা। ভেড়ার চামড়ার ঢোল পিটিয়ে বাদ্য বাজানো হলো, বাঁশীর মত একটি যন্ত্র একঘেয়েভাবে বাজিয়ে গেল একজন ইন্ডিয়ান। অনেক নারী-পুরুষ মাতাল হলেও অপ্রীতিকর কিছু ঘটল না।

কবিরাজও এসেছিল তার গাধায় চড়ে। সবাই আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল কবিরাজের বিরাট ক্ষতটা শুকাল কী করে। কবিরাজের ওই ঘা-টা সবার কাছেই পরিচিত ছিল। কবিরাজ মৃদু হাসল, জবাব দিল না প্রশ্নের। জোরিল্লো আর আমি শুধু জানি আসল ঘটনা।

জোরিল্লো বলল, আগন্তুক দলনেতা জাটোর বাবা। নাম জাস্টো। যার অর্থ হচ্ছে যথার্থ। গোয়াজিরা এলাকার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যেকার বিভেদ মীমাংসার দায়িত্ব জাস্টোর। এক গোত্রের লোক যদি অন্য কোন গোত্রের লোককে হত্যা করে, তবে সবাই বসে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যুদ্ধ করবে, না আপোষে মীমাংসা

www.BanglaBook.org

করবে। আপোষের সিদ্ধান্ত হলে হত্যাকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কখনও কখনও দু'শো গরুও জরিমানা দিতে হয়।

জোরিল্লোর মাধ্যমে জাস্টো আমাকে তার গ্রামে যাবার প্রস্তাব করল লালী ও জোরাইমাকে নিয়ে। তার গ্রামে প্রায় একশো কুটির। আমাকে সে দেবে একটা ঘর, দেবে আসবাব। কিছু নেওয়ার দরকার নেই - শুধু উল্কি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গেলেই চলবে। তারও বুকে এঁকে দিতে হবে একটি বাঘের মাথা। জাস্টো তার বাঁ হাতের চামড়ার ব্যান্ড উপহার দিল আমাকে। জোরিল্লো ব্যাখ্যা করে বোঝাল এটা বন্ধুত্বের স্মারক। এর অর্থ যা চাই, পাব আমি। সে বলল, আমার একটা ঘোড়া লাগবে কিনা। বললাম, 'লাগবে, কিন্তু এখানে তো ঘাস নেই, খাওয়াব কী?' সে বলল, এখান থেকে অর্ধেক দিনের পথ গেলেই লম্বা লম্বা চমৎকার ঘাস পাওয়া যাবে। লালী বা জোরাইমা গিয়ে কেটে আনতে পারবে, অসুবিধা কী। রাজি হলাম আমি। জাস্টো বলল, দু'একদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে একটা ঘোড়া।

সুযোগ পেয়ে আমি জোরিল্লোকে বললাম যে, আমি তাকে খুবই বিশ্বাস করি এবং আমার ভেনিজুয়েলা বা কলম্বিয়ায় চলে যাবার ব্যাপারে সে আমাকে সাহায্য করবে কিনা। সে জানাল, সীমান্তে উভয় পাশের বিশ মাইল পর্যন্ত এলাকা খুবই ভয়ঙ্কর। তার মতে, কলম্বিয়ার চেয়ে ভেনিজুয়েলা এলাকা বেশি ভয়ঙ্কর। সে কলম্বিয়ার দিকে যাবারই পরামর্শ দিল। তবে চলনসই ভাষা শেখার জন্য আমার দরকার আরও একটা অভিধান। জোরিল্লো আমাকে একটা সঠিক মানচিত্র ও কয়েকটা স্প্যানিশ বই এনে দিতে রাজি হলো এবং ভরসা দিল, প্রয়োজনে সে আমার মুক্তোও বিক্রি করে দিতে পারবে। ও-ই জানাল যে, আমি যদি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেই তা হলে গোত্রপতি থেকে শুরু করে অধস্তন কেউই বাধা দেবে না বা আপত্তি করবে না। কারণ ওরা মনে করে নিজের লোকদের কাছে চলে যাবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু সমস্যা হবে লালী ও জোরাইমাকে নিয়ে। লালী হয়তো রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। আর, জোরিল্লো বলল, জোরাইমা অন্তঃসত্ত্বা। আমি নিজে লক্ষ করিনি বলে লজ্জাই পেলাম।

ভোজ শেষ হলে সবাই চলে গেল যার যার এলাকায়। তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হলো। তারপর সবকিছু চলল আগের মত। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমার জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দিল জাস্টো। চমৎকার ধূসর রঙের ঘোড়া, লেজ প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। চিকচিকে কেশর বাঁকিয়ে চলে। ঘোড়া আসায় জোরাইমা আর লালী অসন্তুষ্ট হলো। কবিরাজ আমাকে ডেকে নিয়ে বলল যে, চলে যাবার চেষ্টা করলে পরিণতি মারাত্মকও হতে পারে। ওরা, বিশেষ করে লালী আমাকে গুলিও করে বসতে পারে। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, আবার ফিরে আসার কথা বলে চলে যেতে পারি কি না। সে বলল, 'না, তুমি যে চলে যেতে চাও, এরকম কোন লক্ষণই দেখানো চলবে না।' কবিরাজ একই সাথে জোরিল্লোকেও ডেকে এনেছিল। তার মাধ্যমেই কথা হলো। জোরিল্লো বলল, 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকতে হবে কোন রকম প্রস্তুতিও নেয়া চলবে না।' আমি ও জোরিল্লো দু'জন দু'পথ দিয়ে ফিরে গেলাম, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, জোরিল্লো ও আমি একই

www.BanglaBook.org

সময় কবিরাজের কাছে এসেছিলাম।

ছয়মাস পার হয়ে গেছে। চলে যাবার জন্য অধীর হয়ে পড়েছি আমি। একদিন বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখলাম, লালী ও জোরাইমা মানচিত্রটা পরীক্ষা করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মানচিত্রের তীর চিহ্ন দেখে ওরা খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওরা বুঝল, মানচিত্রটা একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু এবং আমাদের জীবন মরণের সঙ্গে যুক্ত।

জোরাইমাকে সত্যি সত্যি গর্ভবতীর মত লাগছে। এতে লালী খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল এবং দিনরাতের যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে আমাকে যৌন সংসর্গে প্ররোচিত করতে লাগল। জোরাইমাও যৌন সংসর্গ চাইত। তবে সৌভাগ্য, শুধু রাতের বেলা।

লালী ও জোরাইমাকে নিয়ে আমি জাস্টোর ওখানে গেলাম। ছয় দিনে তার বুকে এঁকে দিলাম চমৎকার একটা বাঘের মুখ। জাস্টো এতই খুশি হলো যে, দিনের মধ্যে সে কয়েকবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করল।

এরমধ্যে ওখানেই একদিন এল জোরিল্লো। আমার সঙ্গে কথা বলে সে আমার চলে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে জাস্টোর সঙ্গে আলোচনা করল। আমি বদলাতে চাইলাম ঘোড়াটা। কারণ এই ঘোড়া নিয়ে আমার পক্ষে কলম্বিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কলম্বিয়ায় এ ধরনের ঘোড়া পাওয়া যায় না। জাস্টোর ঘোড়াগুলোর মধ্যে আমি কলম্বিয়ান তিনটি ঘোড়া দেখেছিলাম।

জোরিল্লো জাস্টোর কাছে প্রস্তাব করতেই সে রাজি হয়ে গেল। ঘোড়াটি আনতে পাঠাল সঙ্গে সঙ্গে। আমি পছন্দ করলাম শান্ত ধরনের একটা ঘোড়া। আর দিল বাদামী রঙের চামড়ার লাগাম। আর আমার সামনেই জোরিল্লোকে স্বর্ণমুদ্রায় গুণে গুণে দিল ঊনত্রিশশো পেসো। চলে যাবার সময় আমাকে দেবার জন্য। সে তার রাইফেলটাও দিতে চাইল আমাকে। রাজি হলাম না। কারণ সশস্ত্র অবস্থায় কলম্বিয়ায় ঢোকা ঠিক হবে না আমার। জাস্টো তখন আমাকে চামড়ার ব্যাগে করে উলে মুড়িয়ে দিল আঙুলের সমান লম্বা দুটো তীর। জোরিল্লো বলল, খুবই তীব্র দুষ্প্রাপ্য বিষ মাখা আছে তীরের মাথায়।

জোরিল্লো এর আগে কোনদিন বিষমাখা তীর দেখেওনি বা নিজের কাছে রাখেওনি। কিন্তু জাস্টো আমার চলে যাবার আগ পর্যন্ত এগুলোও জোরিল্লোর কাছে রাখতে দিল। জাস্টোর এই মহানুভবতায় আমি যে কতটা মুগ্ধ হলাম তা প্রকাশ করার ভাষা জানা নেই আমার। জোরিল্লোর মাধ্যমে সে বলল আমাকে যে, আমার সম্পর্কে সে সামান্যই জেনেছে। তার ধারণা আমার অতীত খুবই সমৃদ্ধ। ধনী লোক আমি। কারণ, তার মতে আমি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আরও বলল, এই প্রথম একজন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে তার দেখা হলো। আগে সে জানত, শ্বেতাঙ্গরা শত্রু। ওই ধারণা তার বদলে গেছে। ভবিষ্যতে সে আমার মত শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সে বলল, 'চলে যাবার আগে আর একবার ভেবে দেখো, যেখানে তুমি যেতে চাও, সেখানে তোমার শত্রুই বেশি। আমাদের এখানে তোমার কিছু নাই ঠিকই। কিন্তু আমরা সবাই মিত্র, তোমার বন্ধু।'

জাস্টো এবং জোরিল্লো লালী ও জোরাইমাকে দেখবে, জানাল। বলল,

www.BanglaBook.org

'জোরাইমার যদি ছেলে হয় সে সম্মানের আসনই পাবে গোত্রে। আমি চাই না যে তুমি চলে যাও। থাকো। ভোজের অনুষ্ঠানে তুমি যে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিলে তাকেও পাবে তুমি। ও এখনও কুমারী। তোমাকেও খুব পছন্দ করে। আমার সঙ্গেও থাকতে পারো এখানে। বড় একটা ঘর পাবে। আর গাভী ও ষাঁড় পাবে, যত চাও।

এই চমৎকার উদারহৃদয় লোকটাকে ছেড়ে আমি চলে গেলাম নিজ গ্রামে। সারা রাস্তায় লালী একটা কথাও বলল না। একটা ঘোড়ায় আমি ও লালী। জোরাইমা এল আর একটা ঘোড়ায় অন্য এক ইন্ডিয়ানের পেছনে বসে। জোরিল্লো চলে গেল অন্য একটা রাস্তা ধরে তার গ্রামে। জাস্টো আমাকে চামড়ার একটা জ্যাকেট দিয়েছে, ওটা পরিয়ে দিলাম লালীকে। কোন কথা বলল না সে। আপত্তিও করল না। ঘোড়াটা মাঝে মধ্যে বেশ লাফিয়ে চলছিল। তবু লালী আমার কোমর জড়িয়ে ধরল না। গ্রামে গিয়ে আমি জাটোর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। লালী ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখল। জাটোর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলে ফিরে গেলাম।

দুঃখ পেলে ইন্ডিয়ানরা বড় বেশি চুপ মেরে যায়। তাদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে বেদনার ছাপ। চোখ ঝুলে যায়। শরীরে শক্তি পায় না যেন। হা হুতাশ করে। কিন্তু কাঁদে না কখনও। ফিরে এসে দেখলাম লালী আর জোরাইমা চুপ করে বসে আছে। শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার মাথার আঘাত লেগে পেটে ব্যথা পেল জোরাইমা। আমি শুলাম নীচে গিয়ে। একটু পরেই দেখি জোরাইমা উঠে এসেছে কাছে। লালী বসে আছে খাটিয়ায় চুপচাপ।

আটটার দিকে উঠে গেলাম সমুদ্রের তীরে। শুকনো বালির উপর বসলাম আমরা। আমি ধীরে ধীরে জোরাইমার স্তন ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। ও চুপ। আমি লালীকেও বালির উপর শুইয়ে তার মুখে চুমু খেলাম। মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। লালীর ঝিনুক তোলার সঙ্গী এসেছিল, লালীর চেহারা দেখে চলে গেল। আমারও মন ভারি ভারি হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে চুমু খেয়ে আদর করে আমার ভালবাসা বোঝানো ছাড়া আর কী করতে পারি। ওরা কেউ একটা কথাও বলল না। আমি চলে যাবার পর ওদের অবস্থা কী হবে, চিন্তা করে সত্যিই ভেঙে পড়লাম একেবারে। লালী যে আমার ঘনিষ্ঠ সংসর্গের জন্য এতটা উতলা হয়ে পড়েছিল, তার কারণ কী? সম্ভবত একটাই, আমার কাছ থেকে একটা সন্তান।

আমি লক্ষ করলাম, লালী ঈর্ষা করছে জোরাইমাকে। একটা চালার নীচে বালির উপর শুয়ে আমি জোরাইমার স্তনে পেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। তখন এল লালী ওখানে। জোরাইমা লালীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ কী হলো, লালী ও জোরাইমা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। আমার জন্য খাবার তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু ওরা খায় না। তিনদিন না খাওয়া। কিছু দিশেমিশে না পেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে রওনা হলাম কবিরাজের কাছে। গত পাঁচ মাসেরও বেশি সময়ে এই প্রথমবার আমি তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে যাচ্ছি। একটা মারাত্মক ভুলই হচ্ছিল। তার বাড়ি থেকে দু'শো গজ দূরে থাকতেই সে আমাকে দেখে

www.BanglaBook.org

ফেলল। এবং ইঙ্গিতে কথা-বলল। তাকে বোঝালাম যে লালী ও জোরাইমা তিনদিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। সে ওদের খাবার পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানোর জন্য এক ধরনের বাদাম দিল। ওরা এই পানিটা খেলো শুধু: আর কিছু খেলো না। চারদিন পুরোপুরি অনশনের পর আজ গোঁয়ারগোবিন্দের মত একটা কাজ করে বসল লালী। নৌকা ছাড়াই সে সমুদ্রের দুইশো গজের ভিতরে গিয়ে কমপক্ষে ত্রিশটি ঝিনুক তুলে আনল আমাকে খাওয়াতে। তাদের এই বোবা যন্ত্রণা আমাকে এতই বিপন্ন করে তুলেছে যে, খাবার কোন ইচ্ছাই হলো না আমার!

আজ ছ'দিন ওরা না-খাওয়া। লালীর জ্বর জ্বর ভাব। এই দু'দিনেও কেবল কয়েক টুকরো লেবু চুষে খেয়েছে। আর কিছু না। জোরাইমা দুপুরে একবেলা খেতে শুরু করল! আমি জানি না, কী করতে হবে। বিছানায় শুলে আর একটা খাটিয়া ভাঁজ করে লালীর পিঠের নীচে দিলাম। জোরাইমার উঁচু পেটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ, জানি না কেন, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললাম আমি। হতে পারে আমার নিজেরই জন্য, হতে পারে ওদের জন্য, ঈশ্বর জানেন। ঝরঝর করে আমার গাল বেয়ে পড়তে লাগল অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা। জোরাইমা এটা লক্ষ্য করে সশব্দে বিলাপ করতে শুরু করল। লালী উঁকি দিয়ে দেখল আমার কান্না। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমাকে চুমু খেতে ও আদর করতে শুরু করল। দু'বোনে কথা কাটাকাটি করল কিছুক্ষণ। তারপর দু'জনই বেরিয়ে গেল। শুনলাম ঘোড়া বের করে আনছে ওরা। জোরাইমা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে বসল সামনে। ওর বসার জন্য একটি পশমী খাটিয়া ভাঁজ করে দিল লালী। আমি মাঝখানে বসলাম। পেছনে লালী। কাউকে কিছু না বলেই রওনা হলাম।

আমি ভেবেছিলাম কবিরাজের ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু লালী লাগাম ধরল জোরিল্লোর বাড়ির দিকে। আমি বাঁ হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে জোরাইমাকে আদর করলাম। লালী সারাক্ষণ আমার কোমর ধরে থাকল।

আমরা জোরিল্লোর বাড়িতে পৌঁছলাম। জোরিল্লো তখনই এল কলম্বিয়া থেকে। ওর মাধ্যমে লালী বলল, আমার কান্না দেখে ও খুবই ব্যথিত হয়েছে। কারণ তার ধারণা ছিল যে একটি পুরুষকে ধরে রাখার যথেষ্ট ক্ষমতা তার আছে। ওর দৃষ্টিতে আমি মিছেই একটা মানুষ। এ অবস্থায় বেঁচে থাকা নিরর্থক হয়ে গেছে তার জন্য। জোরাইমাও বলল একই কথা। সে এই ভেবে আরও ভয় পেল যে, তার সন্তানও হয়তো হবে পিতার মত, বোবা স্ত্রীদের দুঃখ বেদনা কিছুই বুঝতে পারবে না।

বললাম, 'লালী, তোমার বাবার যদি অসুখ হয়, তুমি কী করবে?'

'আমি তার কাছে যাব, তার সেবা করব।'

'তোমার সঙ্গে যে লোকটা পশুর মত ব্যবহার করেছে, তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে সুযোগ পেলে তার বিরুদ্ধে তুমি কী ব্যবস্থা নেবে?'

'তাকে খুঁজে বের করব যে ভাবেই পারি। তারপর সাত হাত মাটির নীচে পুঁতে ফেলব, যাতে আর কোনদিন উঠে আসতে না পারে।'

'ধরো তুমি একজন পুরুষ। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে প্রিয় দু'জন স্ত্রী, তবে কাজটা শেষ হবার পর তুমি কী করবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ফিরে আসব ঘোড়ায় চড়ে?'

'নিশ্চিন্ত থাকো, আমিও তাই করব।'

'তখন আমি যদি বুড়ো কুঁচিছত হয়ে যাই দেখতে?'

'তোমার বুড়ো হয়ে যাবার অনেক আগেই ফিরে আসব আমি।'

'তা হলে যেতে পারো তুমি যখন খুশি। তবে রাতের অন্ধকারে চোরের মত নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে যাবে সবার সামনে দিয়ে। শ্বেতাঙ্গদের মত পোশাক পরে। যেভাবে এখানে এসেছিলে। যাবেও তেমনিভাবে। আর জাটোকে বলবে, আমাদের দেখাশোনার জন্য একজন পুরুষ মোতায়েন করতে হবে তাকে। তাকে আরও বলবে, তোমার ঘর তোমারই থাকবে। জোরাইমার যদি ছেলে হয় তবে সে ছাড়া আর কারও হবে না তোমার ঘর। তোমার বিদায়ের দিন জোরিল্লোকে আসতে হবে, যাতে তার মাধ্যমে তোমার সব কথা সকলকে বুঝিয়ে বলতে পারো।

জোরিল্লোর বাড়িতেই থাকলাম আমরা তিনজন। প্রকৃতির দুই কন্যার সঙ্গে সারা রাত ধরে গুজুর গুজুর করলাম। রাতটা আনন্দে উষ্ণতায় ভরে গেল। পরদিন ফিরলাম ধীরে ধীরে। লালী আরও সপ্তাহখানেক দেরি করতে বলল, কারণ গতমাসে তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছে। ও সত্যি সত্যি মা হতে চলেছে কিনা, সেটা আমাকে নিশ্চিত করতে চায়। কথা হলো, আমার বিদায়ের দিন জোরিল্লো পোশাক নিয়ে আসবে। আমি সভ্য পোশাক পরেই বেরোব।

চলে আসার আগে গেলাম কবিরাজের ওখানে। দুঃখ হলো, এত দিনেও আমি গোয়াজিরাদের এক ডজনের বেশি শব্দ শিখতে পারিনি। লালী ও জোরাইমা বলল, ওরা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। আরও বেশি করে মুক্তো সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখবে, ফিরে এলে দেবে আমাকে। আমারও কত কথা বলতে ইচ্ছে করল! পারলাম না।

ঘরে গিয়ে মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখার সময় আমার আবার জাস্টোর কথা মনে পড়ল। ও বলেছিল, 'এখানে সবাই তোমাকে ভালবাসে, তা হলে চলে যাচ্ছ কেন? সভ্য জগতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে দুর্ভাগ্য ডেকে আনছ না তো?'

দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। যাবার আগের দিন এল জোরিল্লো। তার সহায়তায় গ্রামের সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। ওরা সবাই একই রকম জবাব দিল। পরদিন সারাদিন ধরে লালী আর জোরাইমার সঙ্গে কাটালাম। ওরা ওদের শরীরের সমস্ত উষ্ণতা আর স্পন্দন দিয়ে আমাকে আনন্দিত করল।

যাবার দিন জোরিল্লোর মাধ্যমে বিদায় চাইলাম জাটোর কাছে।

'কেন তুমি এখানকার বন্ধুদের ছেড়ে যাবে?' জাটো বলল।

'কারণ যারা আমাকে তাড়িয়ে ফিরছে, তাদের শাস্তি দিতে চাই। এখানে তোমার আশ্রয়ে আমি সত্যি সুখী। আমি খাদ্য পেয়েছি, আশ্রয় পেয়েছি, স্ত্রীদের ভালবাসায় আমার বুক ভরে উঠেছে। কিন্তু আমি শত্রুদের মোকাবিলা করতে চাই। আমি আমার বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই, আমাকে তার প্রয়োজন। আমার হৃদয় রয়ে গেল স্ত্রীদের মধ্যে। আমার কুঁড়ে ওদের বাচ্চাদেরই হবে। আমি চাই উর্শালি গোত্রের একজন পুরুষ সদস্য আমার অবর্তমানে ওদের দেখাশোনা

www.BanglaBook.org

করুক। আমি তোমাদের সবাইকে গভীরভাবে ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসব। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় আমার, তা হলেও আমার আত্মা ফিরে আসবে তোমাদের মধ্যে।'

ঘরের ভিতরে গেলাম আমি, সঙ্গে লালী ও জোরাইমা। একটা খাকি ট্রাউজারের উপর পরলাম শার্ট, মোজা, বুট।

বেরিয়ে এসে আমার এই অভয় আশ্রম গোয়াজিরা গ্রামের দিকে তাকালাম চোখ মেলে। এখানে মানব সভ্যতার সকল পাপ থেকে আমি ছিলাম দূরে, মুক্ত। এখানে আমি পেয়েছি প্রেম, শান্তি আর আত্মার মহত্ব। বিদায় গোয়াজিরা, কলম্বিয়া ভেনিজুয়েলার আদিম ইন্ডিয়ানরা, বিদায়। তোমাদের এই বন্য জীবন-যাপন আমার ভবিষ্যতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে থাকল।

লালী, জোরাইমা, বিদায়। তোমরা অতুলনীয়া, নারী, প্রকৃতির কন্যা তোমরা। বিদায়!

লালী ও জোরাইমার কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে রওনা হলাম, তখন ওরা একটা লিনেনের থলেতে করে ঘরের সবগুলো মুক্তো তুলে দিল আমার হাতে। আমি ফিরে আসব। আসবই। তবে কখন, কীভাবে জানি না। কিন্তু আসবই। কথা দিলাম।

সন্ধ্যার দিকে আমি আর জোরিল্লো রওনা হলাম কলম্বিয়ার উদ্দেশে। আমার মাথায় একটি খড়ের টুপি। ঘোড়ার রাশ ধরে হেঁটে চলছি। গোত্রের প্রত্যেকটা লোক এগিয়ে এল বাইরে, প্রত্যেকে বাঁ হাতে মুখ ঢেকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, এর অর্থ তারা আমার বিদায়ে এতই কষ্ট পেয়েছে যে, সে-দৃশ্য চোখে দেখতে চায় না। আর ডান হাত উঠিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে, তারা চায় আবার আমি ফিরে আসি।

লালী ও জোরাইমা প্রায় একশো গজ এল আমাদের সঙ্গে। তারপর দু'জনেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। ভাবলাম চুমু খাবে। কিন্তু না, একদৌড়ে ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। একবারও তাকাল না পেছন ফিরে।

দুই

সভ্যতায় প্রত্যাবর্তন
সান্তামার্তা কারাগার

আমরা নিরাপদে লা ভেলার সীমান্ত ফাঁড়ি পার হয়ে চলে এলাম। কিন্তু এখান থেকে ৭৫ মাইল দূরের রিওহাচা (যেখানকার কারাগার থেকে পালিয়েছি) গ্রাম পর্যন্ত সীমান্ত জুড়ে গোটা এলাকাটাই বিপজ্জনক। আন্তোনিওর সঙ্গে যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সে-পথ ধরেই জোরিল্লোর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেলাম।

জোরিল্লোর পাশে বসে আমি একজন কলম্বীয় নাগরিকের সঙ্গে আমার কথা বলার দক্ষতা যাচাই করলাম একটা সরাইখানায়। মোটামুটি চলনসই। কিন্তু তোতলালাম খানিকটা। ইয়ে ইয়ে করলাম, উচ্চারণে কিছুটা গোলমাল হলো। তবু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলতে পারলাম, এই যা।

আমরা সান্তামার্তার দিকে রওনা হলাম। অর্ধেক পথ গিয়ে জোরিল্লো ফিরে গেল। ঘোড়াটা দিয়ে দিলাম ওকে। কারণ ঘোড়া থাকলে থাকতে হয় একটা ঠিকানা। সেই ঠিকানায় অমুককে চিনি কিনা, সেখানকার মেয়র কে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন হতে পারে। সুতরাং লরী বা বাসে সান্তামার্তা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জোরিল্লো আমাকে ভাণ্ডিতে দিয়েছে এক হাজার পেসো। সান্তামার্তা অভিমুখী একটি গরু-ছাগলের লরীতে চেপে বসলাম। এখান থেকে সান্তামার্তাও পঁচাত্তর মাইল।

প্রতি পাঁচ ছ'মাইল অন্তর অন্তর একটি করে শুঁড়িখানায় থেমে লরীর ড্রাইভার মদ খেলো। পয়সাটা অবশ্য দিতে হচ্ছিল আমাকেই। প্রতিবারই সে পাঁচ ছয় গ্লাস করে আগুনের মত স্পিরিট পান করল। আমি খেলাম এক আধ গেলাস। এভাবে স্পিরিট পান করল। আমি খেলাম এক আধ গেলাস। এভাবে মাইল ত্রিশেক যাওয়ার পর পুরো মাতাল হয়ে গেল ড্রাইভার। ফলে পথ ভুল করে ঢুকে পড়ল একটা কাদাঅলা রাস্তায়। লরীর চাকা বসে গেল কাদায়। সে আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলল। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না কী করা উচিত। সান্তামার্তা এখনও পঁচিশ মাইল দূরে। চলে যাব, নাকি থাকব ওর সঙ্গে। ওর সঙ্গে থাকার একটাই সুবিধা, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না আমাকে। তা ছাড়া যেতেও পারব কম সময়ে।

থাকবারই সিদ্ধান্ত নিলাম। সুতরাং ঘুমিয়ে পড়লাম সকাল সাতটায়। আমাদের লরীর সামনে এসে আটকে গেল একটা দু' ঘোড়ায় টানা গাড়ি। পথ করতে পারছিল না। ড্রাইভার ভেবে ঘোড়ার গাড়ির চালক ডেকে তুলল আমাকে। ডাকাডাকিতে জেগে উঠল আসল ড্রাইভার। ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে দু'জন নান ও তিনটা শিশু। দুই ড্রাইভার তর্কাতর্কি করে ঠিক করল, পাশের জঙ্গল কেটে ঘোড়ার গাড়িটাকে যাবার জন্য পথ করে দেওয়া হবে। ওরা রাস্তার পাশের আখ ও অন্যান্য সব গাছপালা কেটে ফেললে আমি সেগুলো কাদার উপর বিছিয়ে দিলাম, যাতে ঘোড়ার গাড়ির চাকা কাদায় বসে না যায়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। যাবার সময় একজন নান ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাব আমি।

বললাম, 'সান্তামার্তা'।

'কিন্তু তোমরা তো ঠিক পথে যাচ্ছ না। সান্তামার্তায় যেতে হলে আমরা যে পথে যাচ্ছি, সেদিকে যেতে হবে। তুমি আমাদের সঙ্গেও যেতে পারো। আমরা যেখানে যাব, সেখান থেকে সান্তামার্তা মাত্র পাঁচ মাইল।'

আমার পক্ষে 'না' করা সম্ভব ছিল না। হয়তো বলা উচিত ছিল যে ড্রাইভারকে লরীটি তুলতে সাহায্য করার জন্য আমার থাকা উচিত। কিন্তু বললাম না। ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলাম।

নান দু'জন বসেছে গাড়ির চালকের পাশে। আমি পেছনে তিনটে বাচ্চার সঙ্গে বসলাম। মাইল তিনেক খারাপ রাস্তা পেরিয়ে আমরা পড়লাম বড় রাস্তায়। গাড়ি চলল দ্রুত। দুপুরের দিকে আমরা সরাইখানায় থামলাম, খাবার জন্য। বাচ্চা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনটে ও ড্রাইভার বসল এক টেবিলে. আমি আর নান দু'জন অন্যটায়। নানদের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। ধবধবে গায়ের রঙ : একজন স্প্যানিশ, অন্যজন আইরিশ।

আইরিশ মেয়েটি খুবই ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখানকার নও? মানে...'

'হ্যাঁ, আমি বারাংকুইলার।'

'না। তুমি কলম্বীয় নও। তোমার চুল খুবই সুন্দর। আর তোমার গায়ের রঙ তামাটে হয়েছে রৌদ্রে পুড়ে। ওটা তোমার আসল রঙ না। তুমি আসলে কোত্থেকে আসছ?'

'রিওহাচা।'

'ওখানে কী করো?'

'ইলেকট্রিশিয়ান।'

'ও। ওখানে ইলেকট্রিক কোম্পানীতে আমার এক বন্ধু কাজ করে। স্পেনীয় নাম পেরেজ। চেনো তাকে?'

'চিনি।'

'খুশি হলাম।'

খাওয়া শেষে হাতমুখ ধুয়ে আইরিশ নান একা ফিরে এসে ফরাসীতে বলল, 'আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব না। কিন্তু আমার সঙ্গিনী বলছে, ও তোমার ছবি দেখেছে খবরের কাগজে। তুমি রিওহাচা কারাগারের পলাতক আসামী। সত্যি?'

ভেবে দেখলাম, অস্বীকার করার পরিণতি খারাপ হবে। 'বললাম, 'হ্যাঁ, সিস্টার। আশা করি তোমরা দয়া করবে, আমাকে ফেলে যাবে না। ওরা যেরকম বলেছে, আসলে সে-রকম খারাপ লোক আমি নই। আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাঁকে সম্মান করি।'

স্প্যানিশ নান এলে আইরিশ তাকে বলল, 'হ্যাঁ। স্প্যানিশ তার যেন কী জবাব দিল, বুঝলাম না। তারপর ওরা দু'জন আবার ল্যাভেটরির দিকে চলে গেল। বসে থাকলাম। কারণ ওরা যদি বিশ্বাস না রাখে, তা'হলে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। এখান থেকে বেরোলেই ধরা পড়ে যাব।'

ওরা ফিরে এল হাসিমুখেই। আইরিশ আমার নাম জিজ্ঞেস করল।

বললাম, 'এনরিক।'

'ঠিক আছে, এনরিক। চলো আমাদের সঙ্গে, আমাদের আশ্রম পর্যন্ত। সান্তামার্তা থেকে পাঁচ মাইল দূরে আশ্রম। পথে শুয়ে থাকবে। একটা কথাও বলবে না। আমাদের সঙ্গে গেলে সবাই ভাববে তুমি গাড়িরই একজন সহকারী ব্যস। ভয়ের কোন কারণ নেই।'

সবার খাবারের দাম শোধ করল সিস্টাররাই। আমি একটা লাইটার ও বারো প্যাকেট সিগারেট কিনলাম। রওনা হলাম ফের। সারা রাস্তায় নানরা আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। এ জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম ওদের কাছে।

বিকেলের দিকে দেখলাম একটা বিশাল সরাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাস। গায়ে লেখা 'রিওহাচা—সান্তামার্তা।' আমি নানকে বললাম, এই বাসে

www.BanglaBook.org

চড়ে চলে যেতে চাই।

'সেটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ সান্তামার্তা যাবার আগে কমপক্ষে দু'টো পুলিশ পোস্টে বাস থামিয়ে তোমার সেডুলা (পরিচয়পত্র) পরীক্ষা করবে। এই ঘোড়ার গাড়িতে সে ভয় নেই।'

এদের পেয়ে মনে মনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম।

সন্ধ্যার দিকে পৌঁছলাম একটা পুলিশ পোস্টে। সান্তামার্তা থেকে একটা বাস যাচ্ছে রিওহাচা। দেখলাম, সবার পরিচয়পত্র পরীক্ষা করছে পুলিশ। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করে আছি। খড়ের টুপিতে মুখ ঢাকা। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে আট বছরের একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে।

নানরা পুলিশের কুশল জিজ্ঞেস করল।

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

রাত দশটার দিকে পেলাম আর একটা পুলিশ পোস্ট। উজ্জ্বল আলো। দুই সারিতে দাঁড়ানো সব গাড়ি। পুলিশ প্রতিটা গাড়ির বুট খুলে দেখছে। দেখলাম একজন মহিলা তার হাতব্যাগে কী যেন খুঁজছে। সম্ভবত পরিচয়পত্র। পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাকে। কিছু করারও নেই সম্ভবত কারও। আমরাও গাড়ির লাইন ধরে এগিয়ে চললাম। আমাদের সামনে একটা বাস, ভিতরে ও ছাদে যাত্রী বোঝাই। যানটার পেছনে জালের মত একটা খাঁচায় মালপত্র। চারজন পুলিশ একজন একজন করে চেক করছে। 'সেডুলা, সেডুলা।' এই এক রব।

কিন্তু জোরিল্লো আমাকে এ সম্পর্কে কখনোই কিছু বলেনি। তা হলে একটা জাল কার্ড জোগাড় করার চেষ্টা করতে পারতাম যে-কোন মূল্যে।

'এবার আমাদের পালা।' স্প্যানিশ নান বলল, 'এখানে সবাই ভাল?'

'খুব ভাল, সিস্টার। এত রাত করে ফেলেছ যে!'

'একটা জরুরী কাজ আছে। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও আমাদের।'

'ঈশ্বর সহায়। তোমরা যাও।'

'তোমাদের ধন্যবাদ, বাছারা। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।'

পুলিশ বলল, 'আমিন।'

নানরা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বোঝা গেল।

মধ্যরাতে গিয়ে পৌঁছলাম আশ্রমে। উঁচু দেয়াল, বিশাল দরজা। ড্রাইভার ঘোড়া বাঁধতে গেল। বাচ্চা তিনটি চলে গেল ভিতরে। গেটে শুনলাম, দু'জন নানের ও গেটের পাহারায় নিযুক্ত সিস্টারের সঙ্গে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আইরিশ নান এসে বলল, আশ্রমে আমার থাকবার জন্য আশ্রমের কর্ত্রী মাদার সুপিরিয়রের অনুমতি দরকার। কিন্তু সে এখন তাকে জাগাতে পারবে না।

এখানেই একটা ভুল করে ফেললাম। যার পরিণতিতে আবার সাত বছর জেলখানার ভাত খেতে হলো আমাকে। এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সান্তামার্তা। তখুনি সান্তামার্তা চলে গেলেই সম্ভবত বেঁচে যেতাম।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মাদার সুপিরিয়রকে জেগে ওঠানো হলো। সে আমাকে তেতলার একটা ঘরে থাকবার অনুমতি দিল। জানালা দিয়ে শহরের আলো দেখতে পেলাম, বাতিঘর দেখতে পেলাম। একটা বড় জাহাজ যাচ্ছে, দেখতে পেলাম।

www.BanglaBook.org

রাতে স্বপ্ন দেখলাম, নারী তার পেট চিরে টুকরো টুকরো করে বের করে আনছে আমাদের সন্তান। ক্রোধে, ক্ষোভে।

ভোরে তাড়াতাড়ি নাস্তা আর গোসল সেরে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির গোড়ায় একটা ঠাণ্ডা হাসি দিয়ে আইরিশ নান জিজ্ঞেস করল।

'সুপ্রভাত, হেনরি, ভাল ঘুম হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সিস্টার।'

'মাদার সুপিরিয়রের কাছে যেতে হবে তোমাকে। চলো ওর অফিসে।'

গেলাম। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন মহিলা, ভীতিকর মুখ, নির্দয় চোখ বলল, 'সেনর, সাবে উস্টেড হাবলার এসপানোল (স্প্যানিশ বলতে পারো)?'

'কিছু কিছু।'

'ভাল। সিস্টার দোভাষীর কাজ করবে। তুমি কি ফরাসী?'

'হ্যাঁ, মাদার।'

'তুমি রিওহাচা কারাগার থেকে পালিয়েছ?'

'হ্যাঁ, মাদার।'

'কদ্দিন আগে?'

'প্রায় সাত মাস।'

'এ ক'মাস তুমি কী করেছ?'

'ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ছিলাম?'

'কী? ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে? হতেই পারে না। ওরা কাউকে ওদের এলাকায় যেতে দেয় না। এমনকী মিশনারীদের কেউ ওদের ওখানে যেতে পারেনি। আমি বিশ্বাস করি না। ঠিক করে বলো, কোথায় ছিলে?'

'ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, মাদার। আমি প্রমাণ দিতে পারি।'

'কীভাবে?'

'আমি আমার জ্যাকেটের পেছনে আটকানো মুক্তোর ব্যাগটা ওর হাতে বের করে দিয়ে বললাম, 'এগুলো ওরা সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করে।'

সে মুক্তোর থলি খুলে হাতে ঢালল। কয়েকটা পড়েও গেল গড়িয়ে। বলল, 'কতগুলো মুক্তো আছে এখানে?'

'বলতে পারি না। পাঁচ ছয়শো হবে হয়তো।'

'বিশ্বাস করি না আমি। হতে পারে, এগুলো চুরি করেছ কোথাও থেকে?'

'মাদার, তুমি খুঁজে দেখো, কারও মুক্তো চুরি হয়েছে কিনা। আমার কাছে কিছু টাকাও আছে। খোঁজাখুঁজির খরচও আমি দিতে পারি। আর যতদিন তুমি অনুমতি না দাও, কথা দিচ্ছি, ততদিন এখানে থাকব। সিঁড়ি দিয়ে এক ধাপ নীচেও নামব না।'

মনে হলো, সে বিশ্বাস করছে না।

বললাম, 'ঠিক আছে, আমার সর্বস্ব ওই মুক্তোগুলো তোমার কাছেই থাক ততদিন। আমি মনে করব, ভাল লোকের কাছেই রইল এগুলো।'

'ঠিক আছে। তুমি ভেতর থেকে দরজা কখনও বন্ধ করতে পারবে না। সকালে আমার মেয়েরা যখন গির্জায় থাকে, তখন তুমি বাগানেও আসতে পারবে।'

www.BanglaBook.org

খাবে কর্মচারীদের সঙ্গে।'

এই জেরা শেষে উপরে উঠতে যাচ্ছিলাম আইরিশ নান এসে আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেল। খাবার সময় সে দাঁড়িয়ে রইল সামনে উদ্বিগ্ন। বললাম, 'ধন্যবাদ, সিস্টার, আমার জন্য অনেক করেছ।'

'বন্ধু হেনরি, আমি আরও অনেক কিছু করতে চাই তোমার জন্য। কিন্তু পারছি না।' এই বলে সে হঠাৎ করে চলে গেল খাবার ঘর ছেড়ে।

রুমে বসে থাকি, একা। সমুদ্র দেখি, নগর দেখি। বিপদে যে পড়েছি সেটা বুঝতে পারলাম। ঠিক করলাম আগামী রাতেই পালাব। থাক মুদ্রাগুলো মাদার সুপিরিয়রের কাছে, যা খুশি করুক সে ওগুলো দিয়ে। নিজে নিক বা আশ্রমে দিয়ে দিক। মহিলাকে আমার একদম বিশ্বাস হচ্ছিল না। যাই হোক পালানোই ঠিক করলাম। বিকেলে নীচে গিয়ে দেখলাম, দেয়াল ডিঙিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

প্রায় একটার দিকে খাবার টেবিলে বসে দু'একটা গ্রাস কেবল মুখে দিয়েছি কি দেইনি, ঠিক তখনই দরজা খুলে সাদা পোশাকে রাইফেল তাক করে ঢুকল চারজন পুলিশ এবং রিভলভার হাতে একজন অফিসার।

অফিসারটা রিভলভার তাক করে বলল, 'নড়লেই গুলি করব।' ওরা আমাকে হ্যান্ডকাফ পরাল। ওদের দেখে আইরিশ নান এক চিৎকার দিয়ে ফিট হয়ে গেল। তাকে ধরে নিয়ে গেল দু'জন সিস্টার।

ওরা আমাকে নিয়ে গেল উপরে, আমার রুমে। তল্লাশী চালিয়ে পেল আমার তিন হাজার ছয়শো পেসোর স্বর্ণমুদ্রা। আর বিষমাখা দুটো তীর। তীর দু'টোকে সম্ভবত পেন্সিল ভেবে সরিয়ে রাখল। আর আমার ভাগ্য ভাল, কনস্টেবলরা অফিসারকে এড়িয়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো পকেটস্থ করল না।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলারের অফিসে। সারা রাস্তা ভাবলাম, কোন কিছুতেই কাতর হব না। চেষ্টা করলাম যাতে দেখতে ইঁদুরের মত না লাগে আমাকে। যেন মানুষের মত লাগে।

একজন অফিসারের সামনে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার হাত দু'পায়ের মাঝখানে রেখে বসতে বলার আগেই বসে পড়লাম।

'স্প্যানিশ বলতে পারো?'

'না।'

'একজন দোভাষী নিয়ে আসা হলো বন্দর দিয়ে। সে সম্ভবত জুতোর কারখানায় কাজ করে। ফের প্রশ্ন শুরু হলো।

'যে ফরাসী এক বছর আগে রিওহাচা কারাগার থেকে পালিয়েছে, তুমি কি সেই লোক?'

'না।'

'তুমি মিথ্যে বলছ।'

'না মিথ্যা বলছি না। এক বছর আগে যে পালিয়েছে, সে আমি নই।'

'সে আমার হাতকড়া খুলে দিয়ে আমার শার্ট খুলে ফেলার নির্দেশ দিল। তারপর একটা কাগজ দেখে উল্কিগুলো মিলাল, বলল, 'সবই ঠিক আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমারও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল নেই। তুমিই সে ব্যক্তি।'

'সে আমি নই। কারণ আমি এক বছর আগে পালাইনি, পালিয়েছি সাত মাস আগে।'

'ওই হলো। একই কথা।'

'তোমার জন্য একই কথা হতে পারে। আমার জন্য নয়।'

'খুনী মাত্রেই ভয়ঙ্কর তা সে হোক ফরাসী, বা কলম্বীয়। কোন পার্থক্য নেই। আমি এই কারাগারের ডেপুটি জেলার মাত্র : তোমাকে কী করা হবে সেটা সরকার জানে। আপাতত আমি তোমাকে তোমার সঙ্গীদের কাছেই রেখে দিচ্ছি।'

'সঙ্গী মানে?'

'যাদের তুমি কলম্বিয়া নামিয়ে দিয়েছিলে।'

আমাকে কয়েদখানার ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। আমার ফেলে-যাওয়া পাঁচ বন্ধুকে পেলাম আবার। ক্লসিও গলা জড়িয়ে ধরল, ওর পা ভাল হয়ে গেছে। ম্যাচুরেট কাঁদল বাচ্চাদের মত। অন্য তিনজনও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। এদের পেয়ে শক্তি ফিরে পেলাম। টুকটাক প্রশ্ন করে জেনে নিলাম, এখানকার কর্তৃপক্ষ কী রকম ব্যবহার করে, পালানোর সম্ভাবনা কতটুকু। হাত বেঁধে রাখে কিনা সব সময়, সারাক্ষণ নজর রাখে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা তিন মাস আগে সান্তামার্তায় এসেছে। এদের শিগগিরই পাঠানো হবে বারানকুইলায়। সেখানে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে সবাইকে।

দিনের বেলা পাহারার তেমন কড়াকড়ি নেই। রাতে শুধু ওদের জন্যই মোতায়েন করা হয় তিনজন ওয়ার্ডার। সকালে দু'ঘণ্টা ও বিকেলে তিন ঘণ্টা বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়।

'কলম্বীয় কয়েদীরা কী রকম?'

'কেউ কেউ আছে সাংঘাতিক ধরনের। চোরেরাও খুনীদের মত ভয়ঙ্কর।'

বিকেলে উঠানে ক্লসিওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। গেলাম অফিসে। দেখলাম জেলের গবর্নর ও ডেপুটি গবর্নর বসে আছে।

সেখানে সম্মানিতের চেয়ারে যে লোকটা বসে আছে, তার গায়ের রঙ ইন্ডিয়ানদের থেকেও কালো, চুল কোঁকড়ানো, বয়স পঞ্চাশের উপর। সম্ভবত নিগ্রো। ধূর্ত চোখ। ক্রুদ্ধ মুখ। পুরু ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ। গলায় টাই নেই। দোভাষীর কাজ করার জন্য জুতোর দোকানের সেই লোকটাও হাজির। সে শুরু করল।

'ফ্রেঞ্চম্যান, সাত মাস আত্মগোপন করে থাকার পর তোমাকে ফের ধরা হয়েছে। এত দিন ছিলে কোথায়?'

'গোয়াজিরাদের সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করলে কঠিন শাস্তি পাবে।'

'সত্য বলছি।'

'এ পর্যন্ত কেউই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বসবাস করতে পারেনি। শুধু এ বছরই ওরা কমপক্ষে পঁচিশ জন উপকূলরক্ষীকে হত্যা করেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জিনা। উপকূলরক্ষীদের হত্যা করেছে চোরাচালানীরা।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'আমি ওখানে সাত মাস ছিলাম। গোয়াজিরারা নিজেদের এলাকার বাইরে কখনও যায় না।'

'ঠিক আছে। হতে পারে তুমি ছিলে ওদের সঙ্গে। কিন্তু এই ছত্রিশশো পেসোর স্বর্ণমুদ্রা কোত্থেকে চুরি করেছ।'

'ওগুলো আমার। গোত্রপতি জাস্টো আমাকে দিয়েছে।'

'আচ্ছা, চীফ, স্বর্ণমুদ্রা চুরি-ডাকাতির কোন অভিযোগ আছে?'

'জ্বি না, এ রকম কোন চুরি-ডাকাতির রিপোর্ট নেই, স্যার। তবে আমরা আরও তদন্ত করে দেখব।'

নিগ্রো বলল, 'ফ্রেঞ্চম্যান, রিওহাচা কারাগার থেকে পালিয়ে এবং অ্যান্টোনিওর মত একজন সাংঘাতিক অপরাধীকে পালাতে সাহায্য করে তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ। অ্যান্টোনিওকে অবশ্য উপকূলরক্ষীদের হত্যার অপরাধে গুলি করে মারা হবে। আর যাবজ্জীবন খাটবার জন্য তোমাকে তুলে দেওয়া হবে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে। তুমি এক ভয়ঙ্কর খুনী। সুতরাং তোমাকে অন্য ফরাসীদের সঙ্গে না রেখে ব্ল্যাক হোলে (অন্ধকূপে) রাখার ব্যবস্থা করছি। বারানকুইলা যাবার আগ পর্যন্ত তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। যদি দেখা যায় যে, তুমি ডাকাতি করে আনোনি, স্বর্ণমুদ্রাগুলো তা হলে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে।'

আমাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো সিঁড়ি দিয়ে। প্রায় পঁচিশ ধাপ নেমে পেলাম সামান্য আলোকিত বারান্দা। এর দু'পাশে সাজানো খাঁচা। একটা খাঁচা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ভিতরে। বারান্দার দরজা বন্ধ করে দেবার পর সেলগুলোর এঁটেল মাটি থেকে এক ধরনের ঘ্রাণ উঠে এল। চারদিকে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাল। কোন কোন খাঁচায় দু'জন তিনজন কয়েদীও আছে। একটা খাঁচা থেকে আর একটাকে আলাদা করা হয়েছে লোহার শিক দিয়ে। ব্যস।

আমি ঘোষণা করলাম যে, 'রিওহাচা কারাগার থেকে পালানোর দায়ে আমাকে এই অন্ধকূপে পাঠানো হয়েছে।' একজন বলল, 'শোনো ফ্রেঞ্চম্যান, সেলটা সম্পর্কে কিছু বলি তোমাকে। সেলের পিছন দিকে আছে একটা তাক, শোয়ার জন্যে, ডানদিকে আছে একটা পানির টিন। পানির অপচয় কোরো না। কারণ দিনে একবারই পাবে। এক কোণে আছে পায়খানার বালতি। তোমার জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে ফেলো ওটা। এত গরমে জ্যাকেটটা তোমার লাগবে না।'

আমি শিকের কাছে গিয়ে চেহারা দেখতে চেষ্টা করলাম ওদের। মাত্র দু'জনকে দেখতে পেলাম। বারান্দায় পা বের করে বসে আছে। ওদের একজন হালকা রঙের নিগ্রো। সুন্দর চেহারা। বলল, 'জোয়ার ভাটার সময় পানি ঢোকে সেলের ভেতরে। ভয় পেয়ো না, কোমর পানির বেশি হয় না। জোয়ারের পানির সঙ্গে আসবে বড় বড় ইঁদুর। বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়ো, ধরার চেষ্টা কোরো না, কামড়ে দেবে।'

ও বলল, দু'মাস ধরে আছে এখানে। অনেকে তিন মাসও আছে। তবে তিন

www.BanglaBook.org

মাসের বেশি রাখলে ধরে নিতে হবে, তাকে এখানে ফেলে রেখেই মারতে চায়।

ও বলল, 'তোমার যাবজ্জীবন হলো কেন? তুমি কি অনেক লোক খুন করেছ?'

'না, একজন।'

'তার জন্যই যাবজ্জীবন? আমাদের দেশে যাবজ্জীবন নেই। হয় বিশ বছর নয়তো মৃত্যুদণ্ড।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার অপরাধ কী?'

'আমি একটা লোককে তার স্ত্রীসহ হত্যা করেছি।'

'কেন?'

'ওরা আমার পাঁচ বছরের ছোট ভাইকে খুন করে। আমার ভাই ওদের ছেলেটাকে প্রায় প্রতিদিনই ঢিল মারত। বেশ ক'বার ওদের ছেলেটার মাথায়ও লেগে যায় ঢিল। এতেই একদিন ওরা আমার ভাইকে মেরে গোবরের ঢিবিতে পুঁতে রাখে। তিনদিন পাই না আমরা ভাইকে। তারপর একদিন পেলাম একপাটি জুতো। এগিয়ে গিয়ে গোবরের ঢিবির কাছে পেলাম রক্তমাখা মোজা। তারপর লাশ। আমি প্রথমে ছেলেটার বাবার ঠ্যাং ভেঙে দিই। মরবার আগে লোকটা স্বীকার করেছিল, ওরাই খুন করেছে আমার ভাইকে। তবে গুলি করে হত্যার আগে সবাইকে প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছিলাম।'

'ভালই করেছ। তোমার ক'বছর হয়েছে?'

'বিশ বছরের নির্বাসন।'

'কিন্তু এই অন্ধকূপে এলে কীভাবে?'

'ওই পরিবারের একটা লোক ওখানে পুলিশের চাকরি করত। ওকে মারার জন্যে পাঠিয়েছে ডেথ সেলে। তবে ওই হারামিকেও বদলি করে দিয়েছে কোথায়ও। আমি এখন পুরো শান্ত। আর কোন ক্ষোভ নেই।'

প্যাসেজের দরজা খুলে ঢুকল একজন ওয়ার্ডার। তার পেছনে দুটো বাঁশে ঝোলানো কাঠের একটা বড় পাত্র নিয়ে ঢুকল দু'জন কয়েদী। তাদের পেছনে রাইফেল হাতে দু'টো পুলিশ। ওরা পায়খানা পরিষ্কার করতে এসেছে।

আমার বালতি ঢালার সময় কয়েদীদের একজন টুক করে একটা প্যাকেট ফেলে দিল সেলে। আমি পা দিয়ে ঠেলে প্যাকেটটা অন্ধকারে পাঠিয়ে দিলাম। ওরা চলে গেলে দেখলাম দু'প্যাকেট সিগারেট, আর একটি চিরকুট। আমি সিগারেট বিলালাম সেল থেকে সেলে। শুনলাম আমরা উনিশজন আছি। সবাই সিগারেট টানলাম মজা করে। অনেকবার চেষ্টা করে পড়লাম চিরকুটটা, 'প্যাপিলন, নিজেকে চাঙ্গা রাখো, মন তাজা রাখো। আর আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখো। কাল তোমাকে চিঠি লেখার কাগজ পাঠাব। মরণ পর্যন্ত আমরা তোমার সঙ্গে আছি।' চিঠিটা পেয়ে সত্যিই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। আমি একা নই, ওরা আছে আমার সঙ্গে।

সিগারেট টানছে সবাই, কারও মুখে কোন কথা নেই। আমি লানদের কথা, ঘোড়ার গাড়ির চালকের কথা, মাদার সুপিরিয়রের কথা চিন্তা করলাম। কে করল বিশ্বাসঘাতকতা? লান? মাদার সুপিরিয়র, নাকি ঘোড়ার গাড়ির চালক?

যেই করুক না কেন, সে আমার পনেরোশো মাইলের এই অভিযানকে চরম

www.BanglaBook.org

এক সংকটে ঠেলে দিয়েছে। এই অন্ধকূপে শেষ হয়ে যাব? আর একবার মুখ তুলে তাকাও, ঈশ্বর। গোয়াজিরাদের ছেড়ে চলে এসেছি বলে কি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, ঈশ্বর? আমাকে তো সবই দিয়েছিলে, একজন মানুষ যা চায় তার সব। আমি পায়ে ঠেলেছি।

আমি আবার আটক হয়েছি শুনলে খুব খুশি হবে জুরির বারোজন হারামির বাচ্চা, ধুমসো-মুখো পোলেইন, পুলিশ আর বাদী পক্ষের উকিল।

আর আমার পরিবার? তারা যখন শুনেছিল যে, আমি পালিয়েছি তখন নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিল। আবার আমার আটক হবার কথা শুনলে নিশ্চয়ই কষ্ট পাবে।

আমার গোত্র ত্যাগ করে আসা হয়তো ঠিক হয়নি। আমার গোত্র তো বলাই যায়, কারণ ওরা আমাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। হয়তো ভুলই করেছি, সেজন্যই এই ভোগান্তি। এটা আমার পাওনাই হয়েছে সম্ভবত। কিন্তু শুধু মাত্র দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের বংশ বৃদ্ধির জন্যই তো আমি জন্মাইনি। হে খোদা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো যে, আমি সাধারণ একটা সভ্য সমাজে বসবাস করতে চাই। আমি তো প্রমাণও করেছি যে, কারও কোন রকম অনিষ্ট না করেও আমি আর দশজন সাধারণ মানুষের মত বসবাস করতে পারি। বসবাসের জন্য কোন একটা সভ্য সমাজই আমার গন্তব্য।

সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম পানি উঠে এসেছে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। চিৎকার করে বললাম, 'ব্ল্যাক, পানি কতক্ষণ পর্যন্ত সেলের ভেতর থাকে?'

ও জবাব দিল, 'স্রোতের ওপর নির্ভর করে। একঘণ্টা, বড়জোর দু'ঘণ্টা।'

পানি বাড়তে থাকল। দু'একজন কয়েদীকে দেখলাম, শিক বেয়ে সেলের উপরের দিকে উঠে গেছে। আমিও উঠে গেলাম একটা শিক বেয়ে। ভেসে গেল একপাটি জুতো, ভেসে আসতে থাকল ঢাউস ঢাউস সব ইঁদুর, বিড়ালের মত বড় বড় বিছে আর কাঁকড়া। ভয়ঙ্কর সব জীব। প্রায় এক ঘণ্টা পর পানি নেমে গেল। মেঝেতে আধা-ইঞ্চি পুরু পলির স্তর। কৃষ্ণাঙ্গ আমাকে চার ইঞ্চি লম্বা একটা কাঠের টুকরো দিল কাদা সরিয়ে ফেলার জন্য। সেলটা পরিষ্কার করতেও সময় লাগল প্রায় আধা ঘণ্টা।

তবে এই চাঁদ আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জোয়ারের তোড়েই পেরোতে পেরেছিলাম ম্যারোনী, জোয়ারের উপর ভরসা করেই কুরাকাও থেকে রওনা দিয়েছিলাম, জোয়ারের টান ছিল না বলে, আর বাতাস পাইনি বলে ধরা পড়ে গেলাম রিওহাচায়। সুতরাং আসুক পানি জোয়ারের।

কিন্তু সত্যিই ভয়ঙ্কর এই ব্ল্যাক হোল, অন্ধকূপ। আমি চাই না আমার কোন শত্রুরও এই সাজা হোক।

শোবার আগে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে খেলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম পাশের সেলের কৃষ্ণাঙ্গকে। ও সেই সিগারেটটা একটান একটান করে খেতে দিল সবাইকে। অপরাধ জগতের এই এক সমাজ! এই জগতে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার এই একটা মনোভাব আছে সবখানে।

এই অন্ধকূপটা কনসিয়ারজেরী নয়। এখানে স্বাধীন চিন্তার জন্য কিংবা স্বপ্ন দেখার জন্য চোখের উপর ভেজা রুমাল দিয়ে রাখার দরকার পড়ল না। একবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবলাম, আশ্রমে আমার অবস্থানের খবর যে দিয়েছিল, এখান থেকে বেরিয়ে তাকে দেখে নেব। আবার নিজেকেই বললাম, 'প্যাপিলন, ফ্রান্সে তোমার শত্রুদের শাস্তি দেবার জন্যেই কি তুমি জেল থেকে পালিয়েছ? জীবনের প্রক্রিয়ার ভিতরেই সাজা পেয়ে যাবে ওই ইনফর্মার! যদি কোনদিন ফিরেই আসো, তবে এসো লালী আর জোরাইমার শান্তির জন্যে। আনন্দের জন্যে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে এসো না।' ভাবলাম, মুক্তি আর স্বাধীনতার পথে আমার এই অভিযাত্রা চলবেই, তা যেখানেই থাকি না কেন!

যে কলম্বীয় আমাকে সিগারেট পৌঁছে দিচ্ছিল নিয়মিত, সেও ডেথ সেলের ঝুঁকি নিচ্ছিল। কয়েদী কয়েদী ভাই ভাই। সত্যি আন্তরিকতা থেকে একজন কয়েদী আর একজনের জন্য কিছু একটা করতে চায়। এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই রাত। আবার চিঠি পেলাম, 'প্যাপিলন, সাবাস, জানলাম ভাল আছ। খবর পাঠিয়ো, আমরাও আছি ভালই। একজন নান এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে, ফরাসী বলতে পারে। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, ওরা সুযোগ দেয়নি। চলে গেছে, আবার আসবে। তোমার বন্ধুদের ভালবাসা নিও।'

চিঠি লেখা সহজ ছিল না। তার মধ্যেই লিখলাম, সব কিছুর জন্যই তোমাদের ধন্যবাদ। আমি ঠিক আছি। ফরাসী কনসালকে লিখে পাঠাও। সবসময় একই লোককে দিয়ে চিঠি দেবে, যাতে ধরা পড়লে মাত্র একজনই সাজা পায়। তীরের মাথায় হাত দিও না। জেল পালানো জিন্দাবাদ।

তিন

সান্তামার্তা থেকে পলায়ন

আটাশ দিন পরে বেলজিয়ান কনসাল ক্লসেনের হস্তক্ষেপে আমাকে ওই মৃত্যুগুহা থেকে বের করে আনা হলো। ব্ল্যাক হোলে আমার পাশের সেলের কৃষ্ণাঙ্গ কয়েদীর নাম পালাকায়েস। ওর মার মাধ্যমে ও বেলজিয়ান কনসালকে খবর পাঠায় যে ডেথ সেলে একজন বেলজিয়ান কয়েদী রয়েছে। তার কয়েক দিন পরই বেলজিয়ান কয়েদীটাকে ডেথ সেল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই পর্যায়ে একদিন আমাকে ডেকে নেওয়া হলো গবর্নরের অফিসে। গবর্নর বলল, 'তুমি ফরাসী। কিন্তু বেলজিয়ান কনসালের কাছে আবেদন করেছ কেন?'

দেখলাম পাশেই একটা আর্মচেয়ারে হাঁটুর উপর ব্রিফকেস রেখে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশ, সাদা পোশাক, গোলাকার উজ্জ্বল পিঙ্গল মুখ। ঘটনাটা বুঝতে সময় লাগল না আমার। বললাম, 'আমি একটা ফরাসী কারাগার থেকে পালিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমি বেলজিয়ান।'

'আগে কেন বলোনি?'

'কারণ এটা বলা না বলায় কোন ফায়দা ছিল না তোমার কাছে। আর পালানো ছাড়া আমি তো তোমাদের মুখে কোন অপরাধ করিনি। পালানো তো একজন কয়েদীর জন্যে খুবই স্বাভাবিক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে আমি তোমাকে ফের তোমার বন্ধুদের সঙ্গে রাখছি। কিন্তু সেনর কনসাল, ও যদি ফের পালাবার চেষ্টা করে তা হলে ফের ওকে ব্ল্যাক হোলে যেতে হবে। নাপিতের দোকানে নিয়ে দাড়ি কামিয়ে ওকে ওর বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দাও।'

ফরাসীতে বললাম, 'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে লা কনসাল। আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকার করায় তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

দরবেশের মত চেহারার কনসাল বলল, 'ওপরে ঈশ্বর আছেন। নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হয়েছে খুব। ওই নির্মম লোকটার মন ভাল থাকতে থাকতে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আবার আসব তোমাকে দেখতে। বিদায়।'

নাপিত ছিল না। ওরা সরাসরি আমাকে নিয়ে গেল বন্ধুদের কাছে। আমাকে নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। কারণ ওরা বারবার বলল, 'তুমি সত্যি প্যাপিলন? সত্যি? ওই শুয়োরের বাচ্চারা কী করেছে, যে তোমার এই হাল? কথা বলো, চোখের এই দশা হলো কী করে?'

অনভ্যাসে আমার চোখ এতটা আলো সহ্য করতে পারছিল না। ওরা বলল, আমার সারা শরীরে পচা গন্ধ হয়ে গেছে।

সেলের ভিতরে কাপড়-চোপড় খুলে ফেললাম। সারা শরীরে ছারপোকার কামড়ের মত দাগ হয়ে গেছে। বিছার কামড়ে হয়েছে এরকম। ক্লসিও একজন ওয়ার্ডারকে ডেকে এনে বলল, 'নাপিত না থাক পানিও কী নাই কারাগারে?'

আমি ন্যাংটো হয়েই বাইরে গেলাম। কালো এক টুকরো সাবান দিয়ে ঘষে গোসল করলাম। এত ময়লা জমেছিল যে কয়েকবার সাবান লাগাতে হলো। ক্লসিও দিল পরিষ্কার পোশাক। ম্যাচুরেট সাহায্য করল কাপড় পরতে। এই সময় নাপিত এল। মাথা মুড়ে দিতে চাইল আমার। বললাম, 'চুল ছেঁটে দাও ভদ্রলোকের মত করে। পয়সা পাবে।'

'কত দেবে?'

'এক পেসো।'

ক্লসিও বলল, 'ভাল করে কেটো। আমি দেব আরও দুই পেসো।'

গোসল করে, চুল দাড়ি কেটে পরিষ্কার কাপড় পরে যেন পৃথিবীতে ফিরে এলাম। ওরা ডেথ সেল সম্পর্কে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকল। ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিন ঘণ্টায় দশ কাপ কফি খেলাম। জেলের ভিতরেই আছে একজন কফি বিক্রেতা। পালাকায়েস ও তার মার প্রচেষ্টায়ই আমি বেরোতে পেরেছি ব্ল্যাক হোল থেকে। ও গোপনে এসে বলল সব, করমর্দন করলাম।

বন্ধুদের সেলটাকে মনে হলো স্বর্গ। ক্লসিও নিজের টাকায় একটা খাটিয়া কিনেছে। কিন্তু খাটাতে জানে না। আমি খাটিয়াটা টানিয়ে দিলাম। ও তো অবাক। খাওয়া দাওয়া করলাম, তাস খেললাম। নিজেদের মধ্যে, প্রহরীদের সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বললাম। আর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে সান্তামার্তা পর্যন্ত আমার দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করলাম। এই গল্পের কি শেষ আছে! দেখলাম বিষাক্ত দুটো তীর ও কোকোর দুটো পাতা আছে ঠিকই। একটা শুকিয়ে গেছে। আর একটা এখনও সবুজ। সবুজটা নিয়ে চিবালাম। ওদের বললাম, এই পাতা

www.BanglaBook.org

থেকেই কোকেন তৈরি হয়। বিশ্বাসই করল না। বললাম, চিবিয়ে দেখো। মুখ জ্বলবে। এখানে বিক্রি হয় কিনা, ওরা জানতে চাইল।

ক্লুসিওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নোট ভাঙাচ্ছ কী করে?'

'কিছু ভাঙিয়ে এনেছিলাম রিওহাচা থেকে। এখানেও প্রকাশ্যে ভাঙানো যায়।'

গবর্নরের কাছে আমার যে ছত্রিশশো পেসোর স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে সেগুলো উদ্ধার করা ও ভাঙানোর বুদ্ধি বের করতে হবে।

বেলজিয়ান কনসালের সঙ্গে আবার দেখা হলে তাকে বললাম আমার স্বর্ণমুদ্রার কথা আর নান ও মুক্তোর কথা। সে প্রটেস্ট্যান্ট। সুতরাং নান বা পাদ্রী সম্পর্কে কিছু বোঝে না। এক টুকরো কাগজে সে লিখে নিল যে, আমি জন্মেছি ব্রাসেলসে, বেলজিয়ান পিতামাতার ঘরে। এখনই স্বর্ণমুদ্রার প্রসঙ্গ তুলতে সে নিষেধ করল। বলল, 'বারানকুইলা যাবার আগের দিন আমার সামনে কথাটা তুলো।'

'ঠিক আছে।'

'এই অবস্থায় কিছুই চেয়ো না। হতে পারে রেগে গিয়ে ও তোমাকে ফের পাঠিয়ে দেবে ব্ল্যাক হোলে অথবা মেরেই ফেলবে কোন ছুতোয়। স্বর্ণমুদ্রাগুলো তোমার জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। তবে তুমি যেগুলোকে তিনশো পেসো মুদ্রা ভেবেছ, ওগুলো আসলে সাড়ে পাঁচশো পেসোর মুদ্রা। ওই শয়তানটাকে এখনই খারাপ কিছু একটা করে বসার সুযোগ দিয়ো না। মুক্তোর ব্যাপারটাও ভেবে দেখব। দেখি কী করা যায়।'

নিগ্রোটাকে একদিন ডেকে বললাম, 'পালাবে নাকি?'

ও ভয়ে সাদা হয়ে গেল, 'চুপ, চুপ, এখানে এ ধরনের চিন্তাও মাথায় এনো না। পালাবার স্বাদ তো তুমি ইতিমধ্যেই পেয়েছ! এখানে ওই চিন্তা সাংঘাতিক বিপজ্জনক : বারানকুইলা বা অন্য কোথাও গিয়ে চিন্তা করো। আর শোনো, গোটা কলম্বিয়ায় এরকম ব্ল্যাক হোল আর দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং ফের ওই অন্ধকূপে যাবার ঝুঁকি নেবে কেন?'

'কিন্তু এখানে দেয়াল বেশ নিচু। সহজেই টপকে যাওয়া যাবে।'

'ওহ্, না। আমাকে হিসেবে ধোরো না, ভাই। আমি কোন সাহায্য তো করতে পারবই না, তা ছাড়া এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আর কোন কথাও বলতে পারব না। ফ্রেঞ্চম্যান, তোমার মাথার ঠিক নেই।' সে ভয়ে সিঁটিয়ে চলে গেল।

আমি সকাল বিকাল দেখতে থাকলাম জেলের ভিতরে কর্মরত কয়েদীদের। অনেকের বেশ খুনী-খুনী চেহারাও আছে। কিন্তু ব্ল্যাক হোলের ভয়ে সিঁটিয়ে আছে ওরা। একেবারে আতুর বনে গেছে যেন। চার পাঁচ দিন আগে অন্ধকূপ থেকে আসা আর এক ভয়ঙ্কর খুনীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, পালাবে কিনা আমার সঙ্গে। সেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে জবাব দিল, 'এবং ফেল করলে ফের অন্ধকূপে যাব কিনা তোমার সঙ্গে, এই তো? না, ধন্যবাদ। আমি তার চেয়ে বরং আমার মাকে খুন করব, সেও ভাল।' এর পরে কথাবার্তায় আর কারও সঙ্গে পালাবার বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করলাম।

এক বিকেলে কারাগারের গবর্নর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আছ কেমন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভাল, তবে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফেরত পেলে আরও ভাল থাকতাম।'

'কেন?'

'তা হলে একজন উকিল নিয়োগ করতে পারতাম।'

'আসো আমার সঙ্গে।'

তার অফিসে নিয়ে গেল আমাকে। আমরাই দু'জন। আর কেউ ছিল না সেখানে। আমাকে একটা সিগার দিয়ে ধরিয়েও দিল। বাব্বা! এতটা আশা করিনি। বলল, 'আমি যদি ধীরে ধীরে স্প্যানিশ বলি, তা হলে বুঝে জবাব দিতে পারবে তো?'

'পারব।'

'বেশ। তোমার ছাব্বিশটা স্বর্ণমুদ্রা কি বিক্রি করতে চাও?'

'না, আমার ছত্রিশটা মুদ্রা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হলো। এই টাকা দিয়ে তুমি উকিল নিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু আমরা দু'জনই কেবল জানি যে, এই মুদ্রা তোমার।'

'না, যে পুলিশরা আমাকে আটক করতে গিয়েছিল ওরাও জানে। আর জানে ডেপুটি গবর্নর এবং আমার কনসাল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছো। বেশি লোকে জানা ভাল। তা হলে আমরা বিষয়টা নিয়ে খোলাখুলিই আলোচনা করতে পারব। শোনো, ভদ্রলোক। আমি তোমার জন্য একটা কাজ কিন্তু করেছি। পুলিশরা যখন বলেছিল যে, কোন জায়গা থেকে স্বর্ণমুদ্রা চুরি গেছে কিনা, ওরা তদন্ত করে দেখবে। আমি বলেছি, দরকার নেই।'

'তদন্ত করলেও পারতে।'

'তোমার দিক থেকে দেখলে না করিয়ে ভাল হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, গবর্নর।'

'তুমি চাইলে আমি তোমার হয়ে এগুলো বিক্রি করে দিতে পারি।'

'কত করে?'

'তুমি যে দাম বলেছিলে! তিনশো করে। এই কাজের জন্যে মুদ্রা প্রতি তুমি আমাকে দেবে একশো পেসো। কী বলো?'

'না। তুমি বরং আমাকে দশটা দশটা করে মুদ্রা দিয়ে দাও। মুদ্রা প্রতি আমি তোমাকে দুইশো পেসো দেব। হলো তো?'

'ফ্রেঞ্চম্যান, খুব চালাক তুমি। হেঁ, হেঁ। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন গরীব কর্মচারী অফিসার। কিন্তু তুমি সত্যি বুদ্ধিমান। সত্যি।'

'ঠিক আছে, মেট। কী করবে তা হলে?'

'আমি একজন ক্রেতা নিয়ে আসব কাল, এখানে, আমার অফিসে। ও যা দাম দেয়। তার অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার। ব্যস। তা না হলে মুদ্রাগুলো দিয়ে তোমাকে বারানকুইলায় পাঠিয়ে দেব। কিংবা তদন্তের জন্য এখানেও রেখে দিতে পারি।'

'না। তার চেয়ে একটা কাজ করো। মুদ্রাগুলোর দাম সাড়ে তিনশো পেসোর ওপরে যা হয়, তুমি পাবে।'

'ঠিক আছে। এই কথাই রইল, কিন্তু অত টাকা রাখবে কোথায় তুমি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'টাকা লেনদেনের সময় তুমি বেলজিয়ান কনসালকে উপস্থিত রাখবে এখানে। আমি আমার উকিলের জন্য ওর কাছে টাকাটা দেব।'

'না। আমি কোন সাক্ষী রাখতে চাই না।'

'ভয় পেয়ো না। কোন বিপদ হবে না। আমি তোমাকে লিখে দেব যে, তুমি আমাকে ৩৬টি স্বর্ণমুদ্রাই ফিরিয়ে দিয়েছ। যদি রাজি হও তা হলে আরও একটা লেনদেন হতে পারে আমাদের মধ্যে।'

'সেটা কী?'

'আমাকে বিশ্বাস করো। প্রথম চুক্তির মতই। কিন্তু এক্ষেত্রে বখরা হবে অর্ধেক অর্ধেক।'

'সেটা কী? বলো।'

'কালকের দিনটা যাক। আমি আমার টাকাটা নিরাপদে কনসালের কাছে দিয়ে নেই। তারপর কথা হবে।'

আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করলাম। ইতিমধ্যে আমার বন্ধুদের সেলে পুরে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুখী সুখী মুখে ঢুকলাম। সবাই জেঁকে ধরল, 'ব্যাপার কী?'

আমি প্রত্যেকটি কথা বললাম ওদের। তারপর একযোগে হো হো করে হেসে উঠল গরাদের ভিতরেই।

সারা রাত চিন্তা করলাম। প্রথম লেনদেনটা ভালভাবে হয়ে গেলে আমি গবর্নরকে মুক্তোর কথা বলব। নিশ্চয়ই রাজি হয়ে যাবে সানন্দে। তারপর তৃতীয় কথাটা। ওকে বলব, স্বর্ণমুদ্রা আর মুক্তো থেকে আমি যা পেয়েছি সব দেব তোমাকে, একটা নৌকার ব্যবস্থা করে দাও পালানোর জন্য। নৌকাটাও কিনতে পারব আমার চার্জারের টাকা দিয়ে। ও কি রাজি হবে? না হলেও ডেথ সেলে অন্তত দিতে পারবে না। পালালে এখান থেকে পালানোই ভাল। কারণ বারানকুইলা বড় শহর। বেশি লোকজন। বড় জেলখানা, কড়া পাহারা। তারচেয়ে এখান থেকে পালিয়ে সমুদ্র দিয়ে হলেও চলে যেতে পারি পালী বা জোরাইমার কাছে। সেখান থেকে ভেনেজুয়েলানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাড়ি দিতে পারি মুক্তির সন্ধানে, কোন সভ্য সমাজে।

পরদিন সকাল নয়টায় ডাক পড়ল আমার। গিয়ে দেখলাম গবর্নরের ঘরে একজন লোক বসা। বয়স প্রায় ষাট, ধূসর সুট, টাই, টাইয়ের উপর ধূসর ও হালকা নীল দুটো মুক্তো বসানো। লোকটার রুচি আছে বলতে হয়।

সে ফরাসীতে বলল, 'সুপ্রভাত, মঁসিয়ে।'

'তুমি ফরাসী জানো?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে, আমি লেবাননী। তোমার স্বর্ণমুদ্রাগুলো কিনতে এসেছি : প্রতিটা পাঁচশো পেসো পাবে।'

'না। সাড়ে ছয়শো দেবে।'

'তোমাকে ভুল খবর দেয়া হয়েছে, মঁসিয়ে। বাজারে সর্বোচ্চ দর সাড়ে পাঁচশো।'

'ঠিক আছে তুমি যখন অতগুলো মুদ্রা একসঙ্গে নিচ্ছ, তা হলে ছয়শো করেই দিয়ো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। সাড়ে পাঁচশো নাও।'

আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য আমি পাঁচশো আশিতেই রাজি হয়ে গেলাম।

লোকটা টাকা দিয়ে বারোটার সময় মুদ্রাগুলো নিয়ে যাবে ঠিক হলো। গবর্নর বলল, 'এখানে আমি কত করে পাব?'

'মুদ্রা প্রতি আড়াইশো। তুমি তো মুদ্রাপ্রতি একশো পেসো চেয়েছিলে। আমি আড়াই গুণ দিচ্ছি।'

গবর্নর স্মিত হেসে বলল, 'আর একটা বিষয় কী?'

বললাম, 'বারোটার পরে কনসালকে এখানে নিয়ে আসো। তার কাছে আমার টাকটা বুঝিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়টা আলোচনা করব।'

'সত্যি কি আরও কোন বিষয় আছে?'

'বিশ্বাস রাখো।'

'বেশ। ওজালা (এটা সত্য হোক)।'

দুপুর দুটোয় এল কনসাল ও লেবাননী বণিক। বণিক আমাকে দিল বিশ হাজার আটশো আশি পেসো। আমি কনসালের হাতে বারো হাজার ছয়শো পেসো তুলে দিয়ে বাকি আট হাজার দুশো আশি পেসো দিলাম গবর্নরকে। আমি একটা রিসিটে সই করে দিলাম যে গবর্নর আমার ৩৬টা স্বর্ণমুদ্রা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কনসাল ও বণিক চলে গেলে আমি ও গবর্নর আবার একা হলাম। ওকে বললাম মাদার সুপিরিয়রের কথা।

'কতগুলো হবে মুক্তো?'

'পাঁচশো থেকে ছয়শো।'

'ওই মাদার সুপিরিয়র একটা ডাকাত। তার উচিত ছিল ওগুলো তোমার কাছে পৌঁছে দেয়া বা পুলিশের হাতে তুলে দেয়া। আমি বলব, কাজটা সে ঠিক করেনি। ধরব তাকে।'

'না। আমি তোমাকে ফরাসীতে একটি চিঠি লিখে দেব তার কাছে। চিঠির উল্লেখ করার আগে তুমি তাকে দিয়ে আইরিশ নানকে ডাকিয়ে আনাবে।'

'বুঝেছি। আইরিশ নান ফরাসী তর্জমা করে বলে দেবে তোমার চিঠির মর্ম, এই তো, বেশ আমি যাব।'

আমি গবর্নরের টেবিলে বসে তার অফিশিয়াল প্যাডে একটা চিঠি লিখলাম।

'মাদাম, আশ্রমের মাদার সুপিরিয়র

C/O, দয়াময়ী আইরিশ নান

ঈশ্বর যখন আমাকে তোমার আশ্রমে নিয়ে যায়, তখন ভেবেছিলাম, খ্রিস্টান ধর্মের বিধান মোতাবেক আমার মত আত্মগোপনকারী ব্যক্তি তোমার সাহায্য পাবে। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আর সেই বিশ্বাসের নিদর্শন হিসাবে আমি একথলে মুক্তোও অবলীলায় তুলে দিয়েছিলাম তোমার হাতে। আশা করেছিলাম, তুমি বিশ্বাস করবে যে ঈশ্বরের ঘরের ছাদ ডিঙিয়ে আমি পালাব না। আমি মনে করি এই অপরাধের জন্য একজন নীচাত্মা দায়ী। তবে আশ্রমের অন্তত একজন নান সেই নীচাত্মা নয় বলে বিশ্বাস করি। সেই নীচাত্মা লোকটাকে ক্ষমা করেছি, বলতে পারি না। কারণ তা হবে মিথ্যা ভাষণ। অপর দিকে আমি ঈশ্বরের কাছে

www.BanglaBook.org

প্রার্থনা করি যে, তিনি বা তার কোন দরবেশ যেন এই ধরনের একটি সাংঘাতিক অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিকে (নর বা নারী) নির্মমভাবে সাজা দেন। মাদার সুপিরিয়র, আমি চাই এই বিশ্বস্ত গবর্নর সিজারিও'র কাছে তুমি আমার মুক্তোগুলো দিয়ে দেবে। আমি নিশ্চিত, গবর্নর ওগুলো ঠিক ঠিক মত পৌঁছে দেবেন আমার কাছে।

তোমার ইত্যাদি।

সাভামার্জা থেকে আশ্রমের দূরত্ব পাঁচ মাইল। গবর্নরের গাড়ি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল। গবর্নর ডেকে পাঠাল আমাকে। মুক্তোগুলো আমার হাতে দিয়ে বলল, 'গুণে দেখো খোয়া গেছে কিনা।'

গুণলাম। মুক্তোগুলো ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য নয়, কতগুলো আছে জানার জন্য। দেখলাম, পাঁচশো বাহাত্তরটি আছে।

'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'নো ফল্টা (খোয়া গেছে)?'

'না। এবার বলো তো, কীভাবে আনলে?'

'গিয়ে দেখি উঠানেই আছে মাদাম সুপিরিয়র। আমার দু'পাশে দু'জন পুলিশ। বললাম, মাদাম, তোমার সামনে আমি আইরিশ নানের সঙ্গে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে চাই। আশা করি তুমি বুঝতে পারছ?'

'তারপর?'

কাঁপা কাঁপা গলায় নান মাদার সুপিরিয়রকে চিঠিটি তর্জমা করে শোনাল। মাদার সুপিরিয়র মাথা ঝুঁকিয়ে ড্রয়ার খুলে বের করল থলিটা। বলল, 'নাও। কেউ খোলেনি। ওই লোকটার বিরুদ্ধে যে এত বড় অপরাধ করেছে, ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন। তাকে বলো, আমরা তার জন্য প্রার্থনা করি।'

হাসল গবর্নর।

বললাম, 'কখন বিক্রি করিয়ে দেবে এগুলো?'

'মাশনা (আগামীকাল)। তুমি ওই মুক্তোগুলো কোত্থেকে পেয়েছ জানতে চাইব না। কারণ আমি জানি, তুমি একটা ভয়ঙ্কর খুনী, কিন্তু তুমি এক কথার মানুষ এবং কথা রাখো। এই নাও, তোমার জন্য শূকরের একটা রান আর মদ এবং ফরাসী রুটি। আজকের এই স্মরণীয় দিনটা আনন্দে কাটিও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে।'

'শুভরাত্রি।'

দুই লিটারের একটা শিয়াড়ির বোতল, প্রায় সাত পাউন্ড ওজনের একটা রান আর রুটি নিয়ে ফিরে এলাম আমি। একটা ভোজের উৎসব। সবাই ফূর্তি করে খেলাম।

ওরা জানতে চাইল, আইনজীবী আমাদের সত্যি সত্যি সাহায্য করবে কিনা। ওসব কথা আমি পাত্তাই দিলাম না।

পরদিন ওই লেবাননী এল ফের। বলল, মুক্তো বাছাই করাও একটা সমস্যা। প্রথমে সাইজ অনুযায়ী ভাগ করতে হবে, তারপর রঙ, তারপর গঠন, এরপর গোল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না ঢোকো। লেবাননী বলল, সে আর একজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসবে। যাই হোক চারদিন পর কিনল সে মুক্তোগুলো। আমাকে দিল ৩০ হাজার পেসো। আমি শেষ মুহূর্তে একটা পিঙ্গল ও দুটো কালো মুক্তো তুলে নিলাম বেলজিয়ান কনসালের স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য। লেবাননী খাঁটি ব্যবসায়ীর মতই বলল ওই দুটো মুক্তোর দাম পাঁচ হাজার পেসো। তা সত্ত্বেও রেখে দিলাম ওগুলো।

বেলজিয়ান কনসাল মুক্তোগুলো নিতে খুবই আপত্তি করল। কিন্তু আমার ভাগের পনেরো হাজার পেসো রাখল সে। ফলে আমি এখন ২৭ হাজার পেসোর মালিক।

এবারে তৃতীয় বিষয়।

কিন্তু কীভাবে পাড়ব কথাটা। কলম্বিয়ায় একজন দক্ষ শ্রমিকের দৈনিক আয় আট থেকে দশ পেসো। সে হিসাবে ২৭ হাজার পেসো প্রচুর অর্থ, সন্দেহ নেই। লোহা গরম হলেই হাতুড়ি মারতে হবে আমাকে। গবর্নর এরই মধ্যে ২৩ হাজার পেসো পেয়ে গেছে। এর সঙ্গে আমার ২৭ হাজার যোগ করলে তার হতে পারে পঞ্চাশ হাজার পেসো।

'গবর্নর, উন্নত জীবন-যাপনের জন্য তুমি কি ব্যবসা করতে পারো? সে রকম একটা ব্যবসার জন্য কত পুঁজি লাগে?'

'পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে ষাট হাজার পেসোর মত নগদ।'

'এতে তোমার কত আয় হবে? এখন যা বেতন পাও তার তিন চার গুণ হবে?'

'আরও বেশি। পাঁচ ছয় গুণ বেশি আয় হতে পারে।'

'তা হলে ব্যবসা করছ না কেন?'

'আমার কাছে যা আছে, ব্যবসা করার জন্যে তার দ্বিগুণ পুঁজি দরকার।'

'শোনো, গবর্নর, আমার সঙ্গে তৃতীয় একটি লেনদেনে আসতে পারো।'

'ফাজলামো কোরো না।'

'না। আমি সত্যি সিরিয়াস। তুমি কি আমার সাতাশ হাজার পেসো নেবে? এগুলো তোমারই। যখন খুশি নিয়ে নিতে পারো।'

'কী বলতে চাও?'

'থাক। আজ যাই। অন্য কোনদিন বলব।'

'শোনো, ফ্রেঞ্চম্যান, জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। হতে পারে, আগে বিশ্বাস করার মত ছিলাম না আমি। কিন্তু এখন আমি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছি। একটা বাড়ি কিনতে পারি। আমার ছেলেমেয়েদের বেতন দিয়ে ভাল স্কুলে পড়াতে পারি। এটা হয়েছে তোমার জন্যেই। এখন তোমার বন্ধু আমি। তোমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে চাই না, আর তুমি খুন হও তাও চাই না। এখানে আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারি না, অনেক সৌভাগ্যের বিনিময়েও না। তুমি সফল হও বা না হও তোমাকে পালাতেও সাহায্য করতে পারি না আমি।'

'যদি প্রমাণ করতে পারি যে এটা সত্য নয়?'

'বলো, কীভাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গবর্নর, তোমার একজন জেলে বন্ধু আছে।'

'আছে।'

'সে কি আমাকে সমুদ্রে পৌঁছে দিতে পারবে না? তার নৌকাটাও বিক্রি করে দেবে আমার কাছে?'

'বলতে পারি না।'

'তার নৌকার দাম কত হতে পারে? আন্দাজ?'

'দু'হাজার পেসো?'

'ধরো আমি তাকে দেব সাত হাজার, তোমাকে বিশ হাজার। এতে হবে?'

'ফ্রেঞ্চম্যান, আমাকে দশ হাজার দিলেই চলবে। বাকিটা রাখো তোমার পথের সঞ্চয় হিসেবে।'

'ব্যস, তাই হবে। ঠিক করো সব।'

'তুমি একা যাবে?'

'না। তিনজন। একসঙ্গে।'

'আমার জেলে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে দেখি।'

এই একটা চরিত্র! বিস্মিত হলাম আমি। লোকটা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল আমার প্রতি। একটা ভিলেনের মত খুনী চেহারা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর গহনে লুকিয়ে আছে সত্যি চমৎকার কিছু গুণ।

উঠানে আমি ক্লসিও ও ম্যাচুরেটের সঙ্গে আলাপ করলাম সন্ধ্যায়। ওরা আমার সঙ্গে যে-কোন জায়গায় যেতে রাজি। আমার উপর ওদের এই গভীর আস্থায় শক্তি পেলাম। আমি ওদের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি। আমাকে এ যাত্রায় সাবধান হতে হবে খুব। অন্যদেরও বলতে হবে।

ততক্ষণে 'কফি' বন্ধ হয়ে যাবার সময় হয়েছে। ছয় পাত্র কফি আনালাম। বললাম, 'বন্ধুগণ, তোমাদের বলা দরকার, আমি সম্ভবত আবার পালাবার একটা সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাত্র তিনজন পালাতে পারব এবার। আমি ক্লসিও ও ম্যাচুরেটকে সঙ্গে নিতে চাই, কারণ নির্বাসন এলাকা থেকে ওদের সঙ্গে নিয়েই পালিয়েছিলাম আমি। তোমাদের কিছু বলার থাকলে বলো। শুনব।'

ব্রেটন বলল, 'না। কিছু বলার নেই। তুমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। তা ছাড়া এখানে নামার সিদ্ধান্ত না নিলে কলম্বিয়ার এই কয়েদখানায় আমাদের পড়ে থাকতে হত না। তবু আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, প্যাপিলন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সফল হও। কারণ ব্যর্থ হলে মৃত্যু অবধারিত।'

ম্যাচুরেট ও ক্লসিও একসঙ্গে বলল, 'জানি।'

সেদিনই গবর্নর কথা বলল আমার সঙ্গে বিকেলে। তার বন্ধু রাজি। জানতে চাইল নৌকায় কী কী নিতে চাই আমরা।

বললাম, 'দশ গ্যালন খাবার পানির পিপা, ভুট্টার রুটি পঞ্চাশ পাউন্ড, আর তেল দশ পাউন্ড। ব্যস।'

গবর্নর চিৎকার করে উঠল, 'কারাজো! এই নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবে তুমি!'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি সাহসী। সত্যিই সাহসী।' সে বলল, 'সত্যি বলছি, তোমাকে এই সাহায্যটা করছি, প্রথমত, আমার সন্তানদের জন্যে। দ্বিতীয়ত, তোমার সাহসিকতার জন্যে। এটা তোমার প্রাপ্য।'

ধন্যবাদ জানালাম ওকে।

গবর্নর বলল, 'কীভাবে আয়োজন করবে?'

'যেভাবেই করি, তোমাকে জড়াব না। ডেপুটি গবর্নর রাতে ডিউটিতে থাকার সময় পালাব আমি।'

'কীভাবে?'

'তুমি নৈশ প্রহরী কমিয়ে আনবে একজনে। তারপর গেটের উল্টো দিকে বসাবে একটা সেন্ট্রিবক্স। প্রথম যেদিন বৃষ্টি হবে, সেদিন সেন্ট্রি নিশ্চয়ই বক্সে ঢুকবে। আর সেই ফাঁকে পেছনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা। দেয়ালের আলো নিবিয়ে দেবার জন্য কোনভাবে একটা শর্ট সার্কিটের ব্যবস্থা করবে তুমি নিজে। এই একটা ব্যাপারেই শুধু ঝুঁকি নিতে হবে তোমার। তারের ওপর ঢিল দিয়েও তুমি শর্ট সার্কিট করতে পারো। তোমার জেলে বন্ধু পাল খাটিয়ে নৌকাটি নোঙর করে রাখবে। আর রাখবে তিনটে বড় বৈঠা। যাতে আমাদের যাত্রা শুরু করতে এক মিনিটও নষ্ট না হয়।'

গবর্নর বলল, 'তবে নৌকাটায় একটা ছোট্ট মোটরও আছে।'

'আহ্ তা হলে তো সোনায় সোহাগা। সে ইঞ্জিনটা চালিয়ে রাখবে। ভাবখানা হবে, ইঞ্জিন গরম করতে দিয়ে সে কফি খাচ্ছে। আমাদের দেখলেই উঠে দাঁড়াবে সে। তার পরনে থাকবে কালো অয়েলস্কিন। যাতে সহজেই চিনতে পারি।'

'টাকার কী হবে?'

'তোমার বিশ হাজার পেসো দেব দু'ভাগে। জেলের টাকা দেব অগ্রিম। তোমাকেও দশ হাজার আগাম দেব। বাকি দশ হাজার রেখে যাব আমার বোন ফরাসী মেয়েটের কাছে। তোমাকে জানাব, কার কাছে রেখে গেলাম।'

'তার মানে আমাকে বিশ্বাস করছ না। এটা খারাপ।'

'তোমাকে অবিশ্বাস করছি বলে নয়। হতে পারে যে শর্ট সার্কিট করতে পারলে না তুমি। তা হলে টাকা দেব না। কারণ শর্ট সার্কিট না হলে কোনমতেই বেরোনো যাবে না।'

'ঠিক আছে। তাই হবে।'

সব ঠিকঠাক। গবর্নরের মাধ্যমে জেলের সাত হাজার পেসো দিয়ে দিলাম। গত পাঁচ দিন ধরে একজনের বেশি পাহারাদার নেই। সদর দরজার ওপাশে বসানো হয়েছে সেন্ট্রি বক্স। এখন শুধু বৃষ্টির অপেক্ষা। গবর্নরের দেওয়া হ্যাক-স ব্লেড দিয়ে শিক কেটে প্রস্তুত রাখা হলো সব। শব্দ এড়ানোর জন্য আনা হয়েছে একটা টিয়া। ও সারাক্ষণ শুধু ফরাসীতে বলছে, 'শিট, শিট।' আমরা প্রতি রাত্রে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম চাতক পাখির মত। বৃষ্টি আসে না। বৃষ্টি শুরু হবার একঘণ্টা পর শর্ট সার্কিট করবে গবর্নর। কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। বছরের এই সময় বৃষ্টি না হওয়াটা অবিশ্বাস্য। ষোলো দিন ধরে সবকিছু তৈরি। ষোলো রাত ধরে বৃষ্টির অপেক্ষা। আমাদের অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন। এক রোববার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালে আমাকে ডাকার জন্য গবর্নর নিজেই চলে এল জেলের ভিতরে। নিয়ে গেল তার অফিসে। ফিরিয়ে দিল ওর দশ হাজার পেসো আর জেলেদের থেকে তিন হাজার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী?'

'বন্ধু, আজরাতই শেষ। আগামীকাল ভোর ছয়টায় তোমাদের বারানকুইলায় পাঠানো হচ্ছে। জেলের টাকার তিন হাজার তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কারণ বাকিটা খরচ হয়ে গেছে। আল্লাহ যদি আজ বৃষ্টি দেন, তা হলে তোমরা জেলেদের পাবে, অপেক্ষা করছে। নৌকায় উঠে তোমরা টাকাটা দিয়ে দিয়ো ওদের হাতে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। জানি আশঙ্কার কিছু নেই।'

কিন্তু শেষ রাতটাতেও বৃষ্টি এল না।

চার

বারানকুইলা থেকে পলায়ন

সকাল ছয়টায় একদল রক্ষী দিয়ে হাতকড়া পরিয়ে সেনাবাহিনীর লরীতে করে আমাদের রওনা করিয়ে দেওয়া হলো বারানকুইলার উদ্দেশ্যে। সোয়াশো মাইল পথ আমরা গেলাম সাড়ে তিন ঘণ্টায়। দশটার মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কারাগারের ভিতরে। বারানকুইলার এই কারাগারের নাম 'এইটি (আশি)'। অত চেষ্টার পরও পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আসতে হলো বারানকুইলায়। বিশাল শহর। আটলান্টিকে কলম্বিয়ার প্রধান বন্দর এটা।

কারাগারও বিরাট। চারশো কয়েদীর থাকবার ব্যবস্থা। একশো ওয়ার্ডার। দুটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের উচ্চতা পঁচিশ ফুটেরও উপরে।

গবর্নর গ্রেগরিওসহ কারাগারের শীর্ষ স্থানীয় লোকদের উপস্থিতিতে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো কারা কর্তৃপক্ষের হাতে। কারাগারের ভিতরে চারটা গোলাকার উঠান, এক এক দিকে দুটো করে। মাঝখানে লম্বালম্বি খাবার ঘর। এটা ভিজিটিং রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ওরা আমাদের রাখল 'খুবই মারাত্মক' ইয়ার্ডে। আমাদের তল্লাশী করে ওরা পেল তেইশ হাজার পেসো আর দুটো ছোট তীর। ভাবলাম গবর্নরকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য যে, তীরগুলো বিষাক্ত। তা হলে হয়তো ভদ্র নাগরিক ভাববে ওরা আমাদের। এতক্ষণে সেই বলল, 'এই ফরাসীরা এতই ভয়ঙ্কর যে, সঙ্গে বিষাক্ত তীর পর্যন্ত রাখছে। খেয়াল রাখবে।'

আমাদের জন্য বারানকুইলা একটা সাংঘাতিক স্থান। এখানে এসেই আমরা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছি। কারণ এখান থেকেই আমাদের তুলে দেওয়া হবে ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে। বারানকুইলা থেকে পালাতেই হবে আমাদের, যে কোন মূল্যে, সবকিছু বাজি রেখে।

উঠানের মাঝখানে একটা সেলে রাখা হলো আমাদের। সেল বলার চেয়ে খাঁচা বলা ভাল। ঘন লোহার শিকের উপর কংক্রিটের ছাদ। এই, ব্যস। এক কোণায় একটা গোসলখানা। আরও প্রায় শ'খানেক কয়েদী। তাদের ঘরগুলো বিশ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে চল্লিশ গজ লম্বা। চারদিকে দেয়াল : আমাদের রাখা হলো মাঝখানে শিকের খাঁচায়। যাতে সবাই, বিশেষ করে ওয়ার্ডাররা আমাদের দিন রাত চব্বিশঘণ্টা দেখতে পায়; তবে ভোর ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আমরা উঠানে যেতে পারি, হাঁটাহাঁটি করতে পারি, কথা বলতে পারি।

দু'দিন পর আমাদের ছয়জনকে নিয়ে যাওয়া হলো খাবার ঘর-কাম ভিজিটিং রুমে (চ্যাপেল)। গিয়ে দেখলাম, সেখানে আছে গবর্নর। কয়েকজন পুলিশ ও সাত আট জন সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার।

'তোমরা ফরাসী অপরাধী বসতি গিয়ানা থেকে পালিয়েছ?'

'আমরা কখনও অস্বীকার করিনি।'

'কী অপরাধে তোমাদের ওই সাজা দেয়া হয়েছে?'

'তাতে কিছু আসে-যায় না। যাতে আসে যায়, তা হলো কলম্বিয়ার মাটিতে আমরা কোন অপরাধ করিনি। সেক্ষেত্রে তোমাদের দেশ আমাদের জীবন পুনর্গঠনের অধিকারই যে শুধু অস্বীকার করছে, তাই নয়, বরং ফরাসী সরকারের পক্ষে মানুষ-শিকারী জেনডার্মির ভূমিকা পালন করছে।'

'কলম্বিয়া মনে করে যে, এখানে তোমাদের আশ্রয় দেয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু আমি এবং আমার অপর দু'জন কমরেড কিছুতেই কলম্বিয়া ছাড়ছি না আমাদের গহীন সমুদ্র থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা এখানে নামবারও চেষ্টা করিনি, বরং চলে যাবার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছি।'

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ?'

'তোমরা ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করছ। তাদের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছ। তার ওপর তোমরা আমাদের নৌকা, আমাদের সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছ। ওগুলো আমাদের দিয়েছিল কুরাকাও দ্বীপের ক্যাথলিকরা। তা ছাড়া তোমরা আমাদের অন্য কোন দেশে চলে যেতে দাওনি। আমরা চলে গেলে তোমাদের কারও এক পয়সাও ক্ষতি হত না। অন্য কোন দেশ হয়তো আমাদের আশ্রয় দেবার ঝুঁকি নিত। কাজটা ঠিক করোনি তোমরা।'

'তুমি কলম্বীয়দের ওপর খুব রেগে গেছ?'

'না, কলম্বীয়দের ওপর নয়। তাদের পুলিশ ও আইনের ওপর।'

'তার অর্থ?'

'তোমরা ভুল শুধরে নিতে পারো। সমুদ্রপথে আমাদের অন্য কোন দেশে চলে যেতে দাও।'

'আমরা অনুমতি লাভের চেষ্টা করব তোমাদের জন্য।'

ফিরে এসে ম্যাচুরেট বলল, 'এযাত্রা আর ছেলেখেলা নয়। শালারা একটা সাংঘাতিক অবস্থায় ফেলেছে। এখান থেকে বেরনো সত্যিই কঠিন।'

বললাম, 'শোনো, ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের শক্তি বাড়বে আমি জানি। তবে তোমরা যে-যা ভাল বোঝো করতে পারো। আমার কথা যদি বলো, বলতে পারি, আমি পালাবই। আমাকে পালাতেই হবে।'

বৃহস্পতিবার আমাকে ভিজিটিং রুমে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখলাম প্রায় পয়তাল্লিশ বছরের একজন সুবেশ ভদ্রলোক। ভাল করে দেখলাম তাকে।

www.BanglaBook.org

অনেকটা লুইস ডেগার মত।

'তুমি প্যাপিলন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জোসেফ। লুইস ডেগার ভাই। কাগজে খবর দেখে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'ধন্যবাদ।'

'তুমি কি গিয়ানায় আমার ভাইকে দেখেছ?'

আমি তাকে লুইস ডেগার সকল কথা বললাম, হাসপাতাল থেকে চলে যাবার আগ পর্যন্ত। জোসেফ জানাল লুইস ডেগা এখন আইলেস ডু স্যালুটে। এখানে বৃহস্পতিবার ও রোববার দেখা করা যায়। সে বলল, বারানকুইলায় প্রায় এক ডজন ফরাসী আছে। তারা সবাই নারী ব্যবসায়ী। ফ্রান্সের মেয়েদের এখানে নিয়ে এসেছে ভাগ্য বদলাতে। একটা আলাদা বেশ্যা পাড়াই আছে। সেখানে কমপক্ষে আঠারো জন নিপুণ ফরাসিনী দক্ষতার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ফরাসী কায়দায় দেহ ব্যবসা করছে। একই ধরনের নর-নারী এসেছে কায়রো, লেবানন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, বুয়েন্স আয়ার্স, কারাকাস, সায়গন আর ব্রাজেভিলে থেকে।

তবে আমাদের এখানে চলে আসায় বারানকুইলার ফরাসী নারী ব্যবসায়ীরা ঘাবড়ে গেছে কিছুটা। কারণ আমাদের সঙ্গে ওদের যোগসূত্র খোঁজার জন্য পুলিশ যে-কোন সময় হানা দিতে পারে ওখানে। আমাদের সঙ্গে দেখা করছে জানলে পুলিশ হয়তো ওখানে গিয়ে বলবে, দেখাও কাগজ, থাকার পারমিট, পরিচয়পত্র।

কিন্তু জোসেফ বলল, ও পারবে আসতে। আর আমার জন্য করবে, আমি যা চাই। বৃহস্পতিবার আর রোববারগুলোতে দেখা করতে আসবে আমার সঙ্গে। ও আরও বলল, ফ্রান্স আমাদের নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।

সেলে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের জানালাম, 'মিথ্যা মায়ায় ভোগার আর দরকার নেই, আমাদের গিয়ানায় ফেরত পাঠানো ঠিক হয়ে গেছে। সেখান থেকে একটা বিশেষ জাহাজ আসছে আমাদের নিতে। বারানকুইলার নারী ব্যবসায়ীরা চিন্তিত। কারণ ওরা ভাবছে, আমরা যদি পালাই কেউ, তা হলে ওদের ব্যবসা মারাত্মক সঙ্কটে পড়বে।

ওরা কেউ বিশ্বাসই করল না, হেসে উঠল হো হো করে। ক্লসিও তো রঙ্গ করে বলল, 'ওহে, মঁসিয়ে, মেয়ের দালাল, আমি কি পালানোর জন্য আপনার অনুমতি পেতে পারি?'

'হাসির কথা নয়। তবে জোসেফ ছাড়া অন্য কেউ আমাদের দেখতে এলে বলব, আর আসার দরকার নেই। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

এই আলোচনার সময় আমাদের পাশে প্রায় একশো কলম্বীয় কয়েদী এসে দাঁড়াল। ওদের কেউ দক্ষ চোর, বিখ্যাত জোচ্চোর, সত্যি সত্যি বিশ্বস্ত কেউ কেউ, কেউ মাদক দ্রব্যের চোরাচালানী এবং কেউ কেউ পুরোপুরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খুনী। মধ্য আমেরিকার অনেক ধনী লোক এদের ভাড়া করে নিয়ে যায় খুন করাবার জন্য।

এখানে আফ্রিকান, সেনেগালী আর ভারতীয় ছাড়াও আছে বিশুদ্ধ সাদা

www.BanglaBook.org

চামড়ার কয়েদী। যোগাযোগ করলাম। পালাতে আগ্রহী এরকম মারাত্মক ধরনের কয়েকজন বাছা বাছা কয়েদী চাই আমি। পেয়েও গেলাম অনেককে। কেউ লম্বা মেয়াদ খাটার ভয়ে কাতর, বা ইতিমধ্যেই ঘানি টেনেছে কয়েক বছর। কেউ কেউ শয়নে-স্বপনে চিন্তা করছে, পালানো যাবে কীভাবে।

আয়তাকার জেলখানার চারকোনার দেয়ালের উপর চারটি সেন্ট্রিপোস্ট। রাতে তীব্র আলো জ্বালানো থাকে। চারজন সেন্ট্রি বন্দুক হাতে দেয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে টহল দেয়। নীচে খাবার ঘরের দরজার সামনে থাকে একজন। এর হাতে কোন অস্ত্র নেই। এখানকার খাবারও ভাল। অনেক কয়েদী আবার কফি, ফলের রস, কমলা, আনারস প্রভৃতি খাবার জন্য তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করে। বাইরে থেকে জিনিসপত্র আনা খুব কঠিন নয় এখানে। কফি বা ফলের রসের দোকানদার যখন তখন হামলার সম্মুখীন হয়। তার মাথা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে পিঠে চাকু ধরে অনেক সময় ছিনিয়ে নেওয়া হয় মালপত্র। অনেক সময় ঘাড়ে খায় দু'এক ঘা। আর দোকানদার যদি চিনতে পারে কয়েদীকে, তা হলে মারপিট লাগে। এবং এই মারপিটে সব সময় চাকুই থাকে প্রধান অস্ত্র।

দু'জন কলম্বীয় চোর আমার কাছে একটা বুদ্ধি নিয়ে এল। মনোযোগ দিয়ে শুনলাম ওদের কথা। ওরা বলল, শহরে বেশ কিছু পুলিশ আছে, যারা নিজেরাই চোর। ডিউটির সময় এরা সহযোগী চোরদের সাহায্য করে।

ওরা ওই পুলিশদের সকলকে চেনে, বলল। ওদের কারও যদি ডিউটি পড়ে জেলের সামনে তা হলে তাকে দিয়ে একটা রিভলভার নিয়ে আসবে ওরা জেলের ভিতরে। চ্যাপেলের মুখে ঘুসি মেরে কুপোকাত করে দেবে পাহারাদার পুলিশকে। দৌড়ে বেরিয়ে যাবে গার্ডরুম পর্যন্ত। ওখানে চার থেকে ছয় জন থাকে। আমাদের দেখে তাজ্জব বনে যেতেই রিভলভারের মুখে ওদের কাবু করে দৌড়ে নেমে যেতে হবে রাস্তায়। তারপর জনতার প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যাব আমরা। ব্যস।

পরিকল্পনাটা পছন্দ হলো না আমার। কারণ রিভলভারটা যদি খুবই ছোট হয়, তা দিয়ে কারারক্ষীদের ভয় দেখানো কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আমি খুন খারাবিতে রাজি হলাম না।

এদিকে আমাদের নেবার জন্য জাহাজ আসার দিনও ঘনিয়ে আসছে। পালানো সম্ভব নয় ধরে নিয়ে সবাই গিয়ানায় ফিরে যাবার পর কী হবে, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করল। রাগ হলো আমার। বললাম, 'আমি নপুংসক নই যে, সবটা ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দেব! তোমরা কি সবাই বিচি কেটে ফেলে দিয়েছ? বলো, ফেলে দিয়েছ নাকি বলো? আমি পালানোর কথা ভাবছি সকলের জন্যই, আমার একার জন্য না। কিন্তু ছয় জনের পালানো সোজা কথা নয়। আমার একার কথা যদি বলো, তা হলে এটা কোন কাজই নয়। আমি যদি দেখি পালাতে পারছি না, তা হলে একজন কলম্বীয় রক্ষীকে খুন করব। তা হলে ওরা আমাকে যেতে দেবে না। বিচারের জন্য রেখে দেবে এখানে। সময় পাব। তারপর পালিয়ে যাব। আমার একার জন্য পালানোটা তেমন কিছু না।

কলম্বীয়রা আর একটা পরিকল্পনা আঁটল। রোববার দিন চ্যাপেলে কয়েদী ও

www.BanglaBook.org

বহিরাগতদের ভিড় হয়। একসঙ্গে স্তোত্র শোনে। এরপর যেসব কয়েদীর দর্শনার্থী আছে, তারা থেকে যায় চ্যাপেলে, অন্য কয়েদীরা ভিতরে এসে পড়ে। কলম্বীয়রা ওখান থেকে পালাবার বুদ্ধি বের করার জন্য রোববার জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বলল। আমাকে নেতৃত্ব নিতে বলল ওরা। কিন্তু এখানে কাউকে চিনি না বলে ওই সম্মান গ্রহণ করতে পারলাম না।

আমরা চারজন যাব ঠিক হলো। ব্রেটন ও ইস্ত্রিলোক (স্ত্রীকে গরম ইস্ত্রি দিয়ে দলে খুন করেছিল ও) পালাতে রাজি হলো না। রোববার আমরা চারজন চ্যাপেলে ধর্মীয় শ্লোক শুনতে গেলাম। চ্যাপেলটা আয়তাকার। বাদকদের আসন ঘরের একদম শেষ প্রান্তে। দুটি ইয়ার্ড থেকেই ঢোকার দরজা। প্রধান দরজা খুললেই গার্ডদের ঘর। শিক দেওয়া। তার ওপারে বেশকিছু ওয়ার্ডার। তাদের পেরিয়ে সামনে গেলে রাস্তায় বেরোবার প্রধান দরজা। চ্যাপেলে লোক গাদাগাদি হয়ে গেলে ওয়ার্ডাররা লোহার কবাট খুলে দিল। শ্লোক পাঠের সময় ওরা লাইন করে দাঁড়াল স্থির হয়ে। এক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের সঙ্গেই ঢুকে পড়বে দু'জন মহিলা। তারা দু'উরুর মাঝখানে লুকিয়ে ভিতরে নিয়ে আসবে দুটো ভারি রিভলভার ৩৮ বা ৪৫ বোরের। দলনেতার হাতে একজন মহিলা একটা রিভলভার তুলে দিয়ে চলে যাবে। বাদক ছেলেটা বাদ্যের ঘন্টায় দ্বিতীয়বার বাড়ি দিলেই একসঙ্গে হামলা চালাতে হবে আমাদের। গবর্নরের গলায় একটা বড় ছুরি ধরে আমাকে বলতে হবে, 'ওদের বলো আমাদের চলে যাবার সুযোগ দিতে। নইলে খুন করে ফেলব তোমাকে।'

যাজকের গলা চেপে ধরবে আর একজন। চ্যাপেলের শিক দেওয়া দরজার সামনে দাঁড়ানো ওয়ার্ডারদের দিকে রিভলভার তাক করে ধরবে দু'জন। বন্দুক ফেলে দিতে অস্বীকার করলে অবাধ্য প্রথম ওয়ার্ডারকে খুন করে ফেলা হবে। সব ঠিকঠাক মত চললে ওয়ার্ডাররা ফেলে দেবে বন্দুক। সেগুলো তুলে নিয়ে ওদের ঢুকিয়ে দিতে হবে চ্যাপেলের ভিতরে। আমরা লোহার ও কাঠের দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে আসব। গার্ডরুম থাকবে খালি। জেলখানার পঞ্চাশ গজ দূরে অপেক্ষা করবে একটা লরী, লরীর পেছনে থাকবে একটা ছোট মই, সহজে ওঠার জন্য। যে শেষে উঠবে, মইটি সেই তুলে নেবে। কলম্বীয় ফার্নান্দো যেভাবে বলেছিল, চ্যাপেলে সকল ব্যাপার ঘটল সেভাবেই। রাজি হয়ে গেলাম।

জোসেফ ডেগাকে বলেছিলাম, রোববারে যেন সে দেখা করতে না আসে। কেন আসতে হবে না, সে জানত। জোসেফ আমাদের জন্য একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা রাখবে। লরী থেকে নেমে ওতে চড়ে পালিয়ে যাব আমরা।

সারা সপ্তাহ দারুণ উত্তেজনায় কাটালাম। আর এক মুহূর্তও তর সইছিল না আমার। ফার্নান্দো ভিন্ন পথে আগেই জেলের ভিতরে নিয়ে এল একটা রিভলভার: ভারি .৪৫ বোরের রিভলভার। কলম্বিয়ার সিভিল গার্ডরা ব্যবহার করে এগুলো; অস্ত্র হিসাবে ভাল। কার্যকর। বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এল জোসেফের রমণীদের একজন। সত্যিই মিষ্টি মেয়ে। বলল, 'ট্যাক্সির রঙ হবে হলুদ, খেয়াল রেখো।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

মেয়েটা আমার দু'গালে চুমু খেলো, 'মঙ্গল হোক।'

www.BanglaBook.org

যাজক ডাকলেন, 'ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য তোমরা সবাই চ্যাপেলে চলে আসো।'

ক্লসিও তো মহাখুশি। ম্যাচুরেটও ধরে রাখতে পারছিল না নিজেকে। তৃতীয় লোকটা এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছছাড়া হচ্ছিল না। শান্তভাবেই আমরা গেলাম চ্যাপেলে। গবর্নর ডন গ্রেগোরিওকে দেখলাম ওখানে। মুটকী এক মহিলার পাশে বসা। আমি দাঁড়ালাম দেয়াল ঘেঁষে। ক্লসিও আমার ডানে, অন্য দু'জন বাঁয়ে। পোশাক পরেছি এমন, যাতে জনতার ভিড়ে ঢুকে গেলে আমাদের কয়েদী বলে চেনা না যায়। আমি ছুরিটা রেখেছি ডান বাহুর উপর জামার ভিতরে, খোলা। একটা মোটা শক্ত রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। ফুল হাতা শার্টের বোতাম লাগিয়ে নিয়েছি। যাতে কিছু বোঝা না যায়। সব তৈরি। বাদক ছেলেরা ঘণ্টা পিটাতে শুরু করবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। সবাই যেই মাথা নোয়াবে ঈশ্বরের উদ্দেশে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ব্যস, রেডি।

প্রথম ঘণ্টা বাজাল, দ্বিতীয়, তৃতীয়···ব্যস। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার লম্বা ছুরি চেপে ধরলাম ডন গ্রেগোরিওর লম্বা কোঁচকানো গলার উপর। যাজক আর্ত চিৎকার করে বলল, 'দয়া করে আমাকে খুন কোরো না।' ওদের কাউকে দেখছিলাম না। কিন্তু শুনলাম তিনজন চিৎকার করে ওয়ার্ডারদের বন্দুক ফেলে দিতে বলছে। সব চলছে ঠিকঠাক মত। আমি ডন গ্রেগোরিওর সুন্দর সুটের কলার ধরে টেনে তুলে বসালাম। 'আমার সঙ্গে আসো। ভয় নেই, আমি কোন ক্ষতি করব না তোমার।'

যাজকের গলায় একটা খুর চেপে ধরে ফার্নান্দো এল আমার সামনে। বলল, 'ফ্রেঞ্চম্যান, চলো যাই, চলো বেরিয়ে যাই।'

বিজয়ের আনন্দে আমি আমার লোকদের ঠেলে নিয়ে চললাম বাইরের দিকে। হঠাৎ দেখলাম দুটো রাইফেল হাত ছিটকে পড়ে গেল। তারপরই উপুড় হয়ে পড়ে গেল ফার্নান্দো, তারপর আর একজন। আমি আরও একগজ এগিয়ে যেতেই দেখলাম ওয়ার্ডাররা ঘিরে ফেলেছে আমাদের। সৌভাগ্য যে এই সময়ে ওয়ার্ডার ও আমাদের মাঝখানে পড়ে গেল কয়েকজন মহিলা। ওরা গুলি করতে পারল না। শুনলাম রাইফেলের দুটো গুলির শব্দ, তারপর রিভলভারের একটা। আমাদের দলের তৃতীয় সশস্ত্র ব্যক্তির রিভলভারের গুলি। মরবার আগে সে এক রাউন্ড গুলি চালাল, তাতে কোন কাজ হলো না, একটা বাচ্চা মেয়ে আহত হলো মাত্র। হয়তো মারাই যাবে। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখে ডন গ্রেগোরিও বলল, 'ছুরিটা দাও আমাকে।' দিয়ে দিলাম। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে গোটা দৃশ্য সম্পূর্ণ উল্টে গেল।

সপ্তাহখানেক পরে জানলাম অন্য ওয়ার্ডের একজন কয়েদীর জন্য বিদ্রোহ ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওই কয়েদী উল্টো দিক থেকে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখছিল। ঘটনার সময় সে পাঁচিলের উপরকার প্রহরীদের ডেকে বিদ্রোহের কথা জানায়। ওরা লাফিয়ে নীচে নেমে এসে প্রধান দরজার মুখে বন্দুকধারী দু'জন কয়েদীকে গুলি করে হত্যা করে। পরে হত্যা করে তৃতীয়জনকে।

চারজন ফরাসীসহ ষোলোজন কয়েদীর জন্য বরাদ্দ হলো অন্ধকূপ। পানি আর রুটি।

www.BanglaBook.org

জোসেফ ডেগা ডন গ্রেগোরিওর সঙ্গে দেখা করলে সে আমাকে ডেকে পাঠাল এবং তার কোন ক্ষতি করিনি বলে আমাকে ফের বন্ধুদের সঙ্গে সেলে নিয়ে এল। জোসেফকে ধন্যবাদ। দশ দিনের মধ্যে কলম্বীয়রা ও আমরা সবাই আবার ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। আমরা সবাই ফার্নান্দো ও তার দুই বন্ধুর মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করলাম। জোসেফ দেখা করতে এসে বলল, ফরাসী নারী ব্যবসায়ীরা আমাদের জন্য পাঁচ হাজার পেসো চাঁদা দিয়েছে, জোসেফ ওই টাকাটা দিয়েছে ডন গ্রেগোরিওকে। ওদের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমাদের।

এখন কী করব? কী করতে হবে? ফরাসী গিয়ানার জাহাজের জন্য অপেক্ষা করব সব চেষ্টা বাদ দিয়ে? সে তো অসম্ভব। কিছু একটা তো করতে হবে।

দিনের বেলায় গোসলখানা থেকে বা রৌদ্রে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে আমি দেয়ালের টহলদার সেন্ট্রিদের উপর নজর রাখি। রাতে ওরা প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর সেন্ট্রিবক্স থেকে বেরিয়ে এসে পালাক্রমে জোরে জোরে হাঁক দেয়, 'সেন্ট্রিরা, নজর রাখো।' এভাবে ওদের কমান্ডার খেয়াল রাখে, কোন প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ল কিনা। সাড়া না পেলে অন্য প্রহরী ডেকে জাগিয়ে তোলে তাকে।

আমি ধরে নিয়েছিলাম, এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন না কোন ফাঁক খুঁজে পাবই। দেয়ালের চারকোনায় চারটে টিনের ছাদঅলা বক্স। প্রত্যেক বক্স থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে একটা করে টিনের মগ। সেন্ট্রি কফি খেতে চাইলে কাফেটেরিয়ার লোকদের ডেকে টিনটা নীচে নামিয়ে দেয়। কফির দোকানদার দু'তিন কাপ কফি ঢেলে দেয় মগে। সেন্ট্রিরা খায়। আমি দেখলাম, সব থেকে ডান দিকের বক্সের মাথার উপর একটা টাওয়ারের মত আছে। শক্ত আংটায় দড়ি বেঁধে যদি ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তা হলে ওই টাওয়ারে আটকে যাবে সেটা। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি দেয়াল টপকে নেমে যেতে পারব রাস্তায়। সমস্যা হচ্ছে সেন্ট্রিটা। ওকে এড়াব কী করে?

একদিন দেখলাম ও ঝিমুনি এড়াতে বাইরে বেরিয়ে এসে পায়চারি করছে। ঈশ্বর, এই তো চাই। ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য আমার চাই একটা লম্বা দড়ি। একটা নিরাপদ আংটা। দু'দিনের মধ্যে আমাদের লিনেনের খাকি শার্টগুলো দিয়ে বানিয়ে ফেললাম চমৎকার দড়ি। শেড থেকে লোহার পাতলা রড দিয়ে বানিয়ে নিলাম আংটা। জোসেফ ডেগা এনে দিল কড়া এক শিশি ঘুমের ওষুধ। ওই সেন্ট্রির মগে আমিই কফি দিতে শুরু করলাম দোকান থেকে নিয়ে। আর আনিয়ে নিলাম এক বোতল অ্যানিস।

সেন্ট্রিকে বললাম একদিন, 'ফরাসী কফি খাবে?'

'সেটা কী রকম?'

'কফির সঙ্গে অ্যানিস দেয়া।'

আমি ওদের কফির কাপে একটু একটু অ্যানিস মিশিয়ে দিলাম। ওরা মজা পেয়ে গেল। খুব খুশি।

এখন কফির মগ নামিয়ে দিয়েই বলে, 'ফরাসী কফি।'

আমার বন্ধুদের ধারণা হলো, এই প্রক্রিয়ায় দু'জন পালানো অসম্ভব। কিন্তু আরবী 'আলী' নামের একজন কলম্বীয় বলল, ও উঠবে আমার পরে দড়ি বেয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজি হয়ে গেলাম।

শনিবার দুপুরে সেন্ট্রি বদলের সময়। প্রচণ্ড গরম। গরমে ঘুম পেয়ে যায় সেন্ট্রিদের। ঠিক সেন্ট্রি বদলের সময়েই ডিঙাতে হবে দেয়াল। তৈরি হয়ে গেলাম।

শনিবার বদলির কয়েক মিনিট আগে ডাকলাম, 'কী খবর?'

'কী?'

'কফি খাবে?'

'হ্যাঁ, ফরাসী কফি। ওটাই ভাল।'

'এক মিনিট।'

আমি কাফেটেরিয়ায় গিয়ে বললাম, 'দুটো কফি।' ইতিমধ্যে অবশ্য মগটার মধ্যে ঢেলে দিয়েছি শিশির সবটা ঘুমের ওষুধ। ওষুধটার স্বাদও অ্যানিসের মতই। মগটা নিয়ে ওর ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম অ্যানিসের বোতল নিয়ে। বললাম, 'কড়া করে দেব নাকি?'

'দাও।'

সে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলল মগের সবটুকু কফি।

পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়। শালা তো ঘুমাচ্ছে না। বরং বসে না থেকে রাইফেল ধরে হাঁটছে এদিক ওদিক। একটায় সেন্ট্রি বদল হয়। একটা যে বেজে এল।

আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওকে। শালাকে একটুও ঘুম ঘুম মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, বসে পড়েছে সে বক্সের সামনে। দু'পায়ের মাঝখানে রেখেছে রাইফেল। মাথা নুয়ে পড়েছে। আমার বন্ধুরা ও দু'তিনজন কলম্বীয় ব্যাপারটা দেখল।

আমি কলম্বীয়কে বললাম, 'দড়ি আনো।'

সে যখন আংটাটা ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছে, তখনই উঠে দাঁড়াল আবার সেন্ট্রিটা? হাত থেকে খসে পড়ে গেল রাইফেল। লাফিয়ে পড়ল আমী। যীশুর সাহায্য চাইলাম আমি। 'ঈশ্বর, আর মাত্র একবার সাহায্য করো আমাকে। দয়া করে ত্যাগ কোরো না।' কিন্তু খ্রিস্টানদের ঈশ্বর শুনল না আমার প্রার্থনা।

ক্লুসিও কাছে এসে বলল, 'অবিশ্বাস্য। ওই শালা হারামি যে ঘুমাবে না, এটা অবিশ্বাস্য।'

সেন্ট্রি বদল হবার আর মাত্র আঠারো মিনিট বাকি। ও নেমে এসে রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। কলম্বীয় দড়ি ছুঁড়ে দিল উপরে। আটকাল না। আবার দিল। আটকাল আংটাটা। সে একটু টেনে দেখল আংটাটা শক্ত করে লেগেছে কিনা। লেগেছে। আমি যেই দেয়ালে পা রেখে উঠতে যাচ্ছি, ক্লুসিও আমার পাছায় ঠেলা দিতে গিয়ে বলল। 'থামো, একজন নতুন গার্ড দেখা যাচ্ছে।'

ও দেখে ফেলার আগেই পার হয়ে যাবার মত সময় আমার হাতে ছিল না। ইতিমধ্যে প্রায় পনেরো বিশজন কয়েদী এসে আমাকে আড়াল করে ফেলল। নতুন সেন্ট্রি দেখে ফেলল আংটাটা। ইতিমধ্যে অর্ধচেতন সেন্ট্রি উঠে গিয়ে পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। তার ধারণা পালিয়েছে কেউ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালের উপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠে গেল প্রায় বিশজন পুলিশ। ঘেরাও হয়ে গেল গোটা এলাকা। ওদের মধ্যে দেখলাম ডন গ্রেগোরিওকে। আংটাটা পরীক্ষা করছে।

নাম ডাকা হলো। আছে সবাই। সব্বাই। কেউ পালায়নি। সকলকে যার যার সেলে তালা দিয়ে দেওয়া হলো। আবারও নাম ডাকা হলো সেলে সেলে গিয়ে। নাহ্, পালায়নি কেউ।

কলম্বীয় লোকটা কষ্ট পেল আমার মতই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করল ও। বলল, আমেরিকার সব কিছু খারাপ। ওই ঘুমের ওষুধও আমেরিকা থেকে আমদানী করা। বাজে জঘন্য।'

ওই সেন্ট্রি তিন দিন ও চার রাত ঘুমানোর পর জেগে উঠেছে। নিশ্চয়ই আমার কথা বলেছে গবর্নরকে। ডন গ্রেগোরিও ডেকে পাঠাল আমাকে। মুখোমুখি হলাম আমরা। গার্ডদের কমান্ডার তার তরবারি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল আমাকে। একপাশে সরে গিয়ে দিলাম একটা গালি। ও আবার তুলল তরবারি। আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল গবর্নর। ওর আঘাতটা লাগল গভর্নরের কাঁধে। পড়ে গেল গবর্নর। ভেঙে গেল তার কাঁধের হাড়। চিৎকার করে উঠল গবর্নর।

কমান্ডার গবর্নরকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। গবর্নর সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। গবর্নরকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। কমান্ডার, দু'জন পুলিশ ও সেন্ট্রিরা একদিকে। অপর দিকে বেসামরিক কর্মচারীরা। ধস্তাধস্তি। সবাই কমবেশি জখম হলো। আমি ছাড়া। এটা গবর্নর ও তার কর্মচারীদের মধ্যকার সংঘাত। আমার কী! গবর্নরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওয়ার্ডে।

পরদিন গবর্নর ডেকে পাঠাল আবার। তার কাঁধে প্লাস্টার। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ লিখে দিতে বলল সে। যেভাবে যেভাবে বলল, সেভাবেই দিলাম, খুশি মনেই। কারণ, এই ডামাডোলে সবাই বলতে গেলে ভুলেই গেল আমার ঘুমের ওষুধের কথা।

কয়েকদিন পর জোসেফ ডেগা বলল, ও বাইরে থেকে একটা ব্যবস্থা করতে পারে পালাবার। আমি বললাম, রাতে দেয়ালের চারদিকে এত আলো থাকে যে পালানো অসম্ভব। জোসেফ একজন ইলেকট্রিশিয়ান খুঁজে বের করল। ইলেকট্রিশিয়ান কোন একটা উপায়ে জেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। রাস্তার পাশের দু'জন ও চ্যাপেলের দরজার একজন পুলিশকে কিনতে হবে আমার। এই প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়ে আমি ডন গ্রেগোরিওর কাছে তেরো হাজার পেসো চাইলাম। বললাম, জোসেফের মাধ্যমে আমার পরিবারের জন্য পাঠাব। জোর করে তাকে দিলাম দু'হাজার পেসো, তার স্ত্রীর জন্য একটা উপহার কিনতে। যে লোকটা গার্ডদের ডিউটি ঠিক করে তাকে কিনলাম তিন হাজারে। কিন্তু সে অন্য গার্ডদের সঙ্গে লেন-দরবারে যেতে রাজি হলো না। সেটাও করতে হবে আমাকে। রাস্তার গার্ডদের কিনে তাদের নাম দিতে হবে লোকটার কাছে। সে আমার পছন্দমত সময়ে সুবিধামত জায়গায় ডিউটিতে দেবে ওদের।

এক মাসের মধ্যে প্রায় সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেললাম। হ্যাক-স ব্লেড আনালাম তিনখানা, আমাদের সেলের শিক কাটার জন্য। আংটা-কলম্বীয়ও রাজি হলো পালাতে। তাকেও দিলাম করাত। আমাদের আর এক বন্ধু পাগলের ভান

www.BanglaBook.org

করেছিল কিছুদিন ধরে। আমরা যখন শিক কাটি, ও তখন একটা ডাণ্ডা দিয়ে জোরে জোরে শিক পিটায় আর যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে। মাত্র দু'জন ফরাসী যেতে পারবে। ম্যাচুরেট ও ক্রুসিওর মধ্যে লটারি হলো, কে যাবে। জিতল ক্রুসিও। আংটো-কলম্বীয় জানত যে মাত্র দু'জন ফরাসী যেতে পারবে। তৃতীয় লোক দেখলেই গুলি করবে সেন্ট্রি। তা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিতে রাজি হলো ও।

এল চাঁদের কৃষ্ণপক্ষ। সার্জেন্ট ও দু'জন গার্ডকে তাদের পাওনা দিলাম ধরিয়ে। যেটুকু বাকি রাখলাম, তা ওরা আনবে জোসেফ ডেগার বাড়ি থেকে।

আলো নিভে গেল। কালো ট্রাউজার-শার্ট পরে বেরোলাম আমরা। আংটো-কলম্বীয় পরল এক টুকরো নেংটি, কালো। লোহার শিক বাঁকিয়ে উঠে পড়লাম সেলের ছাদে। সেখান থেকে ছুঁড়ে দিলাম আংটা বাইরে। আটকে গেল। আংটার সঙ্গে তিনগজ রশি। তিন মিনিটের মধ্যে উঠে গেলাম দেয়ালের উপরে। দেয়ালের উপরে বুকে ভর করে এগোচ্ছি। হঠাৎ কার হাতের স্পর্শ লাগল। ক্রুসিও। টান দিতেই আর্ত চিৎকার করে উঠল সে। কী যেন ফেড়ে গেল শব্দ করে। ওর শার্ট। একটু ঢিল দিয়ে আবার টান দিলাম। কিন্তু তখনও ছাড়িয়ে নিতে পারেনি ও। ছাদের একটা তামার তার আটকে গেছে। শেষ পর্যন্ত টেনে তুললাম ওকে দেয়ালের উপরে।

হঠাৎ অন্য সেন্ট্রিরা গুলি চালাল। গুলির শব্দ পেয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম নীচে, ভুল জায়গায়। সঠিক জায়গা থেকে লাফ দিলে মাত্র পনেরো ফুট নীচে পেতাম মাটি। কিন্তু ত্রিশ ফুট নীচে পাকা রাস্তার উপর আছড়ে পড়লাম আমরা। ক্রুসিও'র ডান পা ভেঙে গেল আবার। আর আমি নড়তেই পারলাম না, দুটো পা-ই ভেঙে গেছে। আংটো-কলম্বীয় নীকাপ ছিটকে বেরিয়ে গেল। রাইফেলের শব্দ পেয়ে রাস্তায় ছুটে এল অন্য গার্ডরা। আমরা ঘেরাও হয়ে গেলাম। একটা উজ্জ্বল টর্চের আলো আমাদের উপর, অনেকগুলো রাইফেল তাক করা। ক্ষোভে রোষে আমি কেঁদেই ফেললাম। গার্ডরা বিশ্বাসই করল না যে আমি হাঁটতে পারব না। আমি হাঁটুতে ভর করে কারাগারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম বেয়োনেটের নির্দেশে। ক্রুসিও ও কলম্বীয় এক পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলল। রাইফেলের বাঁটের আঘাতে আমার মাথা থেকে দরদর করে গড়িয়ে পড়তে থাকল রক্ত।

ডিউটিতে এসে নিজের অফিস রুমেই ঘুমাচ্ছিল ডন গ্রেগোরিও। গুলির শব্দে জেগে উঠল। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। কারণ তার হস্তক্ষেপের ফলেই আমরা গার্ডদের রাইফেল আর বেয়োনেট থেকে প্রাণে বাঁচলাম। তিন হাজার পেসো ঘুষ দিয়েছি যে সার্জেন্টকে, সেই আমাদের মারল সবচেয়ে বেশি। ডন গ্রেগোরিও বাঁচিয়ে দিল আমাদের ওই অবস্থা থেকে। গ্রেগোরিও বলল, 'এদের আর মারলে তোমাদের কোর্ট মার্শালে পাঠাব আমি।' ব্যস। যাদুর মত কাজ হলো।

ক্রুসিও'র পা প্লাস্টার করা হলো পরদিন। কলম্বীয়রও হাঁটুও ঠিকঠাক করে বাঁধা হলো। আমার পা ফুলে গেল। ডাক্তার হালকা গরম লবণ পানি দিয়ে পা ধুইয়ে জোঁক লাগিয়ে দিল দিনে তিনবার করে। জোঁকগুলো রক্ত শুষে শুষে গড়িয়ে পড়ল। ওগুলোকে আবার চাঙ্গা করার জন্য ভিনেগারের পানিতে ছাড়া হলো। আমার মাথায় দিতে হলো দু'টো সেলাই।

www.BanglaBook.org

একজন সাংবাদিক আমার সম্পর্কে লিখল, আমি চার্চে বিদ্রোহের নায়ক ছিলাম, আমি একজন সেন্ট্রিকে বিষ দিয়েছিলাম। আমি এবারও বাইরের সহায়তায় পালানোর চেষ্টা করেছি। শেষে সে লিখেছে, আশা করা যায় যে ফ্রান্স তার এক নম্বরের এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে অবিলম্বে আমাদের মুক্তি দেবে।'

জোসেফ স্ত্রী অ্যানিকে নিয়ে দেখা করতে এল। ওদিকে সার্জেন্ট ও অন্য দু'জন গার্ড আলাদাভাবে তাদের বাকি পাওনার তাগাদা দিচ্ছে। অ্যানি বলল, 'কী করব?' বললাম দিয়ে দিতে। কারণ ওরা কথা রেখেছিল। আমাদের ব্যর্থতার জন্য ওরা তো দায়ী নয়।

একটা হুইল চেয়ারে পা উঁচুতে রেখে শুয়ে আছি। দু'সপ্তাহ। এরপর পায়ের ফোলা কমল কিছুটা। এক্স-রে করে দেখা গেল গোড়ালির দুটো হাড়ই ভেঙে গেছে।

বারোই অক্টোবরের কাগজে ছাপা হলো আমাদের নেবার জন্য ফরাসী জাহাজ মানা আসছে। এ মাসের শেষ দিকেই বারানকুইলায় পৌঁছবে। যদি কিছু করতে হয় তার জন্য আর মাত্র ৮ দিন সময় আছে। কিন্তু এই ভাঙা পা নিয়ে কী করব?

জোসেফ এসে খবর দিল বারিওশিনোর পতিতালয়ের সকল ফরাসী নারী-পুরুষ আমার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন। তারা আমার পলায়নের জন্য কিছু একটা করতে চায়। খবরটা শুনে খুব ভাল লাগল।

এদিকে আমার অবস্থা কাহিল। হাসপাতালে যেতে পারলে যদি কোন ব্যবস্থা হয়। যাবার চেষ্টায় দালাদার পিকরিক এসিড খেয়ে ফেললাম। এতে শরীর হলুদ হয়। ওইদিনই জণ্ডিসের লক্ষণ দেখা দিল। পরেরদিন প্রায় হলুদ হয়ে গেলাম। ১৪ই অক্টোবর গবর্নর ডন গ্রেগোরিও এল আমাকে দেখতে। সোজা বললাম, 'আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। আর নাও এই প্যাকেটে দশ হাজার পেসো আছে তোমার জন্য।'

'ফ্রেঞ্চম্যান, চেষ্টা করব। তোমার দশ হাজার পেসোর জন্যে নয়। মুক্তির জন্য তোমার অবিরাম ব্যর্থ চেষ্টায় সত্যিই আমি কষ্ট পাচ্ছি। তবে মনে হয় হাসপাতাল তোমাকে রাখতে চাইবে না। কাগজে যা ছাপা হয়েছে তাতে ভড়কে গেছে সবাই।

একঘণ্টা পর ডাক্তার এসে আমাকে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। ওরা আমার শরীর ও প্রস্রাব পরীক্ষা করে দু'ঘণ্টা পর একই স্ট্রেচারে করে কারাগারে ফেরত পাঠিয়ে দিল। স্ট্রেচার থেকে নামাল না পর্যন্ত।

আজ ১৯ তারিখ। বৃহস্পতিবার। জোসেফের স্ত্রী অ্যানি একজন কর্সিকানের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এল। ওরা সিগারেট, কেক ও মিষ্টি দিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে কথা বলে অনেকখানি সুস্থ বোধ করতে থাকলাম। এই 'এইটি' কারাগারে থাকাকালে এখানকার অপরাধ জগতের লোকেরা আমাকে যে কতভাবে কতটা সহযোগিতা করেছে সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। বলতে পারব না, কী পরিমাণ ঋণী আমি জোসেফ ডেগার কাছে।

অ্যানি বলল, 'মুক্তির জন্যে মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবই তুমি করেছ। তোমার ভাগ্যই বিরূপ। এখন তুমি শুধু বাকি রেখেছ এই কারাগারটা উড়িয়ে দিতে।'

www.BanglaBook.org

বললাম, 'উড়িয়েই দেব আমি এই কারাগার। কেন নয়? ওরা বানাক স্বাস্থ্যসম্মত নতুন আর একটা কারাগার।' অ্যানিকে বললাম জোসেফ যেন রোববার আসে।

২২শে অক্টোবর, রোববার জোসেফ এল। বললাম, 'যেখান থেকে পারো বৃহস্পতিবার আমাকে এনে দেবে একটা ডিনামাইট, একটা ডিটোনেটর আর একটা ফিউজ। দেয়াল খোদাই করার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করব আমি।'

'কী করবে?'

'প্রকাশ্য দিবালোকে উড়িয়ে দেব কারাগারের পাঁচিল। সেলে মেডোস্থিনের পেছনে মোতায়েন রাখবে একটা ট্যাক্সি। ওটাকে যেন ছেকড়া গাড়ির মত মনে হয়। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। আমাদের পালানোর পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তা হলে ও পাবে পাঁচ হাজার পেসো, না হলে প্রতিদিনের জন্যে পাবে পাঁচ পেসো করে। একজন সমর্থ কলম্বীয়ের পিঠে চেপে বেরোব আমি। একটা ট্যাক্সি মোতায়েন রাখবে। বাকিটা দেখবে কলম্বীয়। গাড়ির যদি ব্যবস্থা করতে পারো তা হলে ডিনামাইট পাঠাবে। নইলে এই শেষ। আর কোন আশা নেই।'

'আমার ওপর আস্থা রেখো।' বলে জোসেফ চলে গেল।

বিকাল পাঁচটায় একা প্রার্থনা করব বলে চলে গেলাম চ্যাপেলে। গিয়ে দেখা করতে চাইলাম ডন গ্রেগোরিওর সঙ্গে। সে এল।

বলল, 'আর এক সপ্তাহ পরেই তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?'

'সেজন্যেই ডেকে আনালাম তোমাকে। তোমার কাছে আমার যে পনেরো হাজার পেসো রয়েছে, আমি এক বন্ধুর মাধ্যমে ওই টাকা আমার পরিবারের কাছে পাঠাতে চাই। দয়া করে তুমি ওখান থেকে তিন হাজার নাও। আমি অন্তর থেকে দিচ্ছি। কারণ আমাকে রক্ষার জন্য তুমি অনেক কিছু করেছ। আজকেই যদি টাকা দাও তা হলে খুবই উপকার হয়।'

'বেশ।'

ফিরে এসে ও আমাকে ১২ হাজার পেসো দিল।

সেলে ফিরে আগেরবার যে কলম্বীয় পালিয়েছিল আমার সঙ্গে ওকে ডাকলাম এক কোণে। বললাম। ও রাজি হয়ে গেল। আমাকে পিঠে করে ২০-৩০ গজ দূরে ট্যাক্সি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে কিনা জানতে চাইলাম। পারবে। আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, জোসেফ পারবে ব্যবস্থা করতে। ম্যাচুরেট বা ক্লসিও আমার চেয়ার ঠেলত। যে সার্জেন্টকে এর আগেরবার তিন হাজার পেসো দিয়েছিলাম, গোসলখানার কাছে গিয়ে ম্যাচুরেটকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠালাম। সে এল।

'সার্জেন্ট লোপেজ। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কী চাও?'

'দু'হাজার পেসোর বিনিময়ে আমি তোমার কাছে চাই একটা মজবুত গ্রি-স্পীড ড্রিল ও ইঁট খোদাই করার ছয়টা যন্ত্র। দুটো কোয়ার্টার ইঞ্চি, দুটো আধ ইঞ্চি ও দুটো পৌনে এক ইঞ্চি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওগুলো কেনার টাকা নেই আমার কাছে।'

'এই নাও পাঁচশো পেসো।'

'কাল মঙ্গলবার গার্ড বদলির সময় তুমি ওগুলো দেবে। দু'হাজার পেসো রেডি পাবে তখন।'

পেয়ে গেলাম সব ঠিকঠাক মত। দড়াবাজ কলম্বীয় পাবলো গুছিয়ে রাখল অন্যসব প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। জোসেফ এল না। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সাক্ষাতের সময় প্রায় শেষ। তখন ডাক পড়ল আমার। দেখলাম, একজন বৃদ্ধ কোঁচকানো মুখ ফরাসী। জোসেফের পত্রবাহক। বলল, 'তুমি যা চেয়েছিলে পাউরুটির ভেতরে আছে সেটা।'

আমি তাকে চারদিনের জন্য দু'হাজার পেসো দিলাম ট্যাক্সির ভাড়া।

'ড্রাইভার পেরুভিয়ান। সাংঘাতিক লোক। কোন চিন্তা কোরো না। বিদায়।'

'বিদায়।'

বড় একটা কাগজের ব্যাগে ম্যাচ, সিগারেট, তেল, সস প্রভৃতি জিনিসের মাঝখানে রুটিটা। গেটে চেক করার সময় আমি গার্ডদের সিগারেট ম্যাচ ও দুটো সস দিলাম।

তবু ওরা বলল, 'এক কামড় রুটি দাও না।'

'না। আমাকে শেষে কিনতে হবে। এই নাও পাঁচ পেসো। এ দিয়ে তোমাদের ছয় জনের রুটি হয়ে যাবে। হবে না?'

এরপর খুব তাড়াতাড়ি হুইল চেয়ার চালিয়ে চলে এলাম। প্রায় ঘেমে যাবার জোগাড়। কী বোকামিই না করেছিলাম ওদের সস দিয়ে।

পাবলোকে এনে দিলাম সব। বললাম, 'টাওয়ারের নীচে বসে ড্রিল ও ইঁটখোদার যন্ত্র দিয়ে তোমাকে গর্ত করতে হবে ডিনামাইট সেট করার জন্য। সেন্ট্রি দেখবে না তোমাকে।

'কিন্তু আওয়াজ শুনবে।'

'না। একটা ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। দেয়ালের ওপাশে একজন লোক লাগিয়ে দিতে হবে। টিন পিটিয়ে সমান করবে সারাদিন ধরে। দু'জন হলে ভাল হয়। পাঁচশো পেসো দেব। তুমি ব্যবস্থা করো।'

পাবলো সে-ব্যবস্থাও করল। তবে বেশির ভাগ সময় আমাদের অন্য একজন ফরাসীর সঙ্গে প্রকাশ্য জায়গায় কথা বলতে পরামর্শ দিল। যাতে সেন্ট্রির দৃষ্টি আমার উপরই থাকে। ওকে দেখে না ফেলে।

ব্যস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেয়ালে গর্ত হয়ে গেল। ডিনামাইট বসানো হলো গর্তে, সঙ্গে একটা ডিটোনেটর ও নয় ইঞ্চি ফিউজ। গর্তের বাকিটা ভরাট করে দেওয়া হলো কাদা দিয়ে। আমরা এসে দাঁড়ালাম দূরে। সবকিছু ঠিকঠাক মত হলে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের মাঝখানে একটা গর্ত হবে। সেন্ট্রিবক্স সহ দেয়ালটা ধসে যাবারই কথা। পাবলোর পিঠে চেপে আমি চলে যাব ট্যাক্সিতে। আমাদের অনুসরণ করবে ক্লসিও ও ম্যাচুরেট। পরে যাবে অন্যরা।

ফিউজে আগুন দেবার মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে পাশের কলম্বীয়দের ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই দেয়ালে একটা বড় ফোকর তৈরি হবে। তোমরা যদি পালাতে চাও। পালাতে পারো। রেডি হও।'

ফিউজে আগুন দেওয়া হলো। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গোটা অঞ্চল। সেন্ট্রিসুদ্ধ সেন্ট্রিবক্সটা আলগোছে শুয়ে পড়ল নীচে। কিন্তু একী! দেয়ালে একটা ফাটলের সৃষ্টি হলো শুধু। ওই ফাটল দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা গেল স্পষ্ট। পালানো গেল না। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সত্যি পরাজিত হলাম আমি। বুঝলাম, গিয়ানায় ফেরত যাওয়াই আমার ললাট লিখন।

এরপর ঘটল এক তুলকালাম কাণ্ড। পঞ্চাশজনেরও বেশি পুলিশ ছুটে এল। ডন গ্রেগোরিও বুঝতে পারল কে দায়ী এর জন্য। সে চিৎকার করে বলল, 'বুয়েনো ফ্রান্সিস। আমার বিশ্বাস, এই শেষ।'

কমান্ডার ছুটে এসেছিল আমার দিকে। কিন্তু হুইল চেয়ারে শোয়া একটা লোককে আর মারে কীভাবে! বললাম, কাজটা আমিই করেছি। সুতরাং এ নিয়ে আর তেমন কিছু ঘটল না। দেয়ালটা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এর দুপাশে পুলিশ মোতায়েন রাখা হলো। ভাগ্য ভাল, টাওয়ারের সেন্ট্রিটা একটুও আহত হয়নি।

পাঁচ

গিয়ানায় প্রত্যাবর্তন

তিন দিন পর ৩০শে অক্টোবর সকাল এগারোটায় সাদা পোশাক পরা বারোজন ফরাসী ওয়ার্ডার এল আমাদের নিতে। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্থানীয় ফরাসী কনসাল আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের গ্রহণ করলেন। আমাদের সঙ্গে ক্রুদের ভদ্র ব্যবহার দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেজাজ নেই, একটা কড়া কথা নেই। আমাদের আগে যে তিনজন অপরাধী গিয়ানায় এসেছিল, তারা ক্রু দলের কারও কারও সঙ্গে পুরনো বন্ধুর মত হাসি-ঠাট্টাও করল। ক্রুদের নেতা মেজর বরেল আমার অবস্থা দেখে বলল, 'জাহাজে গিয়ে তোমার যত্ন নেয়া হবে। আমাদের সঙ্গে একজন ভাল মেডিক্যাল আর্দালী রয়েছে।'

আমাদের দু'জন করে একসাথে পায়ে শেকল বেঁধে তোলা হলো জাহাজে। সে এক অস্বস্তি। তার উপর প্রচণ্ড গরম। জাহাজটা কয়লা নেবার জন্য থামল ত্রিনিদাদে। একজন ইংরেজ অফিসার আমাদের শেকল খুলে দিতে বলল বারবার, কারণ জাহাজে কাউকে শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। ভাবলাম, ত্রিনিদাদে যদি কোন অপরাধ করি তা হলে বিচারের জন্য আমাকে রেখে দিতে পারে এখানে। সেই আশায় আর একজন ইংরেজ অফিসারকে প্রায় অকারণেই থাপ্পড় মারলাম একটা। সে বলল, 'আমি তোমাকে আটকও করব না বা তীরেও নিয়ে যাব না এই অপরাধের জন্য। গিয়ানায় ফিরে গিয়ে আরও কঠোর শাস্তি পাবে তুমি।'

না, হলো না। ফিরতেই হচ্ছে গিয়ানায়। গত এগারো মাস ধরে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত এই বেদনাদায়ক পরিণতি হলো আমার। তা সত্ত্বেও যাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোক না কেন, গিয়ানায় ফিরে গত এগারো মাসের অবিস্মরণীয় স্মৃতি আমাকে হয়তো শক্তি দেবে।

জাহাজ ছেড়ে দিল। ত্রিনিদাদের যে বন্দর থেকে কয়লা নেওয়া হলো, তার কয়েক মাইল দূরেই থাকে সেই হৃদয়বান বোয়েন পরিবার। জাহাজ এল কুরাকাও-এর কাছ দিয়েই। সেই মহানুভব বিশপের কথা মনে পড়ল, ইরেনে দ্য ব্রুয়ান। জাহাজ গেল গোয়াজিরা এলাকার কাছ দিয়েই। সেখানে আমি পেয়েছিলাম প্রকৃতির কন্যাদের, তাদের দ্বিধাহীন নিরঙ্কুশ ভালবাসা।

মনে পড়ল, পিজিন দ্বীপের মহান কুষ্ঠরোগীদেরও।

মনে পড়ল বেলজিয়ান কনসালকে। স্বেচ্ছায় সাহায্য করেছিলেন আমাকে। আর জোসেফ ডেগা। আমার বন্ধুও নয়, কিন্তু আমাদের সাহায্য করার জন্য কী সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছে সে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেও আমার এই জেল পালানো একটা বিরাট বিজয়। অন্তত এই পালানোয় অনেক হৃদয়বান মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। প্রাণটা ভরে গেছে। না, আমি যা যা করেছি, তার জন্য দুঃখ নেই কোন।

জাহাজ এসে গেল ম্যারোনীর ঘোলা পানিতে। আমরা 'মানা'র ডেকে। সকাল নয়টায়ই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। সেই খাঁড়িতে ঢুকল মানা। বন্ধুরা একটা কথাও বলল না কেউ। ফিরে আসায় খুশি হলো ওয়ার্ডাররা।

ছয়

১৬ই নভেম্বর ১৯৩৪

জাহাজঘাটে প্রচণ্ড ভিড় হলো। সম্ভবত আমাদের দেখার জন্যই। রোববার। তা ছাড়া এরকম দৃশ্য সচরাচর তো দেখতে পায় না ওরা। শুনলাম, কেউ কেউ বলছে, 'আহত জন প্যাপিলন। ওই যে ক্লসিও। পেছনের জন ম্যাচুরেট---পরের জন ইত্যাদি ইত্যাদি।'

কারাগারের ভিতরে কুঁড়েগুলোর সামনে দলে দলে ভাগ হয়ে পাঁচ ছয়শো কয়েদী দাঁড়াল। প্রত্যেক দলের সঙ্গে ওয়ার্ডার। আমি প্রথম চিনতে পারলাম ফ্রাঁসোয়া সিয়েরাকে। আমার দিকে তাকিয়ে সবার সামনেই কাঁদছিল সে হাসপাতালের জানালায় দাঁড়িয়ে। সত্যি কষ্ট পেয়েছে সিয়েরা। প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়ালাম আমরা। মেগাফোন হাতে নিয়ে গবর্নর বলল, 'ট্র্যান্সপোর্টিরা, তোমরা দেখছ, এখান থেকে পালানো সত্যি কতটা অর্থহীন। যে দেশেই যাও না কেন, তোমাদের আটক করে তারা ফ্রান্সেই ফেরত পাঠাবে। কেউ চায় না তোমাদের। সুতরাং এখানে ভালভাবে থাকা ও ভাল আচরণ করাই মঙ্গলজনক। এই পালানোর জন্য এদের লাভই বা কী হলো? কড়া শাস্তি পাবে এরা। থাকতে হবে আইল সেইন্ট-জোসেফের নিঃসঙ্গ কাটিকে আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে যেতে হবে এই দ্বীপপুঞ্জে। পালিয়ে যোবলগে এই শাস্তি হলো। আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমরা। ওয়ার্ডার এদের পানিশমেন্ট ব্লকে নিয়ে যাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের নিয়ে আসা হলো কড়া নিরাপত্তা এলাকার বিশেষ সেলে। সেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পায়ের চিকিৎসার জন্য বললাম। পা এখনও খুব ফোলা ও ভারী, লালচে হয়ে আছে। ক্লসিও বলল ওর প্লাস্টারে কষ্ট হচ্ছে। চাইছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। তখনই এল ফ্রাসোয়া সিয়েরা। সঙ্গে ওয়ার্ডার।

'কেমন আছ, প্যাপি।'

'খারাপ। হাসপাতালে যেতে চাই।'

'চেষ্টা করব। ওখানে থাকার সময় তুমি যা করেছ, তাতে মনে হচ্ছে, এ যাত্রা তোমাকে হাসপাতালে ঢোকানো প্রায় অসম্ভব। ক্লসিও'রও একই অবস্থা।' সিয়েরা আমার পা মালিশ করে মলম লাগিয়ে দিল। ওয়ার্ডার আছে বলে কিছু বলতে পারল না সিয়েরা। কিন্তু তার চোখে-মুখে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠল, তাতে সত্যি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

পরের দিন এসে সিয়েরা বলল, 'হাসপাতালে নেয়া যাচ্ছে না তোমাকে। একটা বড় রুমে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি চেষ্টা করে। বড় একটা রুমে গেলে অনেকের মধ্যে ভাল থাকবে তুমি।'

সত্যি, নিঃসঙ্গতা আগের চেয়েও অসহ্য মনে হচ্ছে। চোখ বন্ধ করতে পারি না। মাথার ভিতর মুক্তির আকুলতা খেলে যায়। পোলেইন পুলিশ আর সরকারী কৌসুলির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্যারিস পুলিশের সদর দফতরে কীভাবে বোমা ফাটানো যায় তার পরিকল্পনা করি। প্রাডেলের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। ওই শালার জিভ আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

কিন্তু সবার আগে দরকার আমার পা ঠিক হওয়া। যত শিগ্‌গির সম্ভব আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। হাঁটতে হবে। আমার বিচার হবে তিনমাস পরে। এর মধ্যে উঠে দাঁড়াতে হবে। সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, ব্রিটিশ হন্ডুরাসের দিকে যাত্রা!

এখানে আসার তিনদিন পরে সিয়েরার চেষ্টায় আমাকে আনা হলো একটা বিরাট রুমে। প্রায় চল্লিশজন কয়েদী। অপেক্ষা করছে কোর্ট মার্শালের জন্য। এদের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, গলাকাটা, গলাকাটার চেষ্টা, খুন, পালানোর চেষ্টা, পালিয়ে ধরা পড়ে ফেরত আসা এবং এমনকী নরমাংস খাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। রুমের দু'দিকে কাঠের চৌকি পাতা, উভয় দিকে বিশ জন করে কয়েদী। প্রত্যেকের পা লোহার শিকল দিয়ে প্রায় পনেরো ফুট লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে বাঁধা। সকাল ছয়টায় ডাণ্ডা থেকে শিকল খুলে দেওয়া হয়. আমরা কথা বলতে পারি, খেলতে পারি, হাঁটা চলাও করতে পারি। আবার সন্ধ্যায় আটকে দেওয়া হয় শিকল। দিনের বেলায় বেশ খাতির প্রত্যেকেই আসে, কথা বলে আমার সঙ্গে। কীভাবে পালালাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি। লালী ও জোরাইমাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি শুনে ওরা বলে পাগল নাকি হয়ে গেছি আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানান প্রশ্ন করে ওরা। কেন ফিরে এসেছি, বিদ্যুৎ বাতি দেখার জন্য? নাকি ট্রাম, লিফট, সিনেমা, গরম পানিতে গোসল, নুডিস্ট ক্লাবে যাওয়া এই সবের জন্য? অথবা চাকরি নিয়ে বাসের গুঁতা, কারের নীচে চাপা পড়া এইসবের জন্য? যাই হোক ফিরে যখন এসেছ, আমরা সাহায্য করব তোমাদের, সর্বশক্তি দিয়ে।

তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে। এর মধ্যে রুমের মাঝখানের রড ধরে একটু একটু হাঁটতে শুরু করেছি। গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সময় দেখলাম সেই তিনজন রক্ষীকে। ওদের মেরে পালিয়েছিলাম আমরা। আমরা ফিরে আসায় ওরা খুব খুশি। আবার ডিউটি পাবে, ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে। কারণ আমরা পালানোর পর ওদের কঠোর শাস্তি হয়েছে। ইউরোপে ছয় মাসের ছুটি বাতিল করা হয়েছে, এক বছরের উপনিবেশ ভাতা স্থগিত। সুতরাং ওদের ব্যবহার খারাপ।

আরবটা অবশ্য ভাল ব্যবহারই করল। ম্যাচুরেটের সঙ্গে ফস্টিনটির ঘটনাটা বাদ দিয়ে যা যা ঘটেছিল, রঙ না চড়িয়ে তাই বলেছিল ও। তদন্তকারী অফিসার আমাদের খুব চাপ দিল, কে নৌকা দিয়েছে জানার জন্য। আমরা বললাম যে, ভেলা বানিয়ে চলে গেছি নিজেরাই। কেউ নৌকা দেয়নি আমাদের। অফিসার বিশ্বাস করেনি এই কাহিনী।

অফিসার বলল, ওয়ার্ডারদের মারার জন্য সে আমার আর ক্লসিওর জন্য পাঁচ বছর এবং ম্যাচুরেটের যাতে তিন বছরের ফাটক হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে। 'আর তোমার নাম তো প্যাপিলন। হ্যাঁ, তোমার পাখনা কেটে দেব আমি, যাতে ভবিষ্যতে আর সহজে উড়াল দিতে না পারো।' তার কথায় ভয় তো পেলামই কিছুটা। তখন মনে হলো কেন যে চার্জারের ভিতরে বিষাক্ত তীরের মাথা দুটো রাখিনি! তা হলে বিচারের আগে শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারতাম।

প্রতিদিনই একটু একটু করে ভাল হয়ে উঠছি। হাঁটছি আরও ভালভাবে। দৈনিক সকাল বিকাল আসছে ফ্রাঁসোয়া সিয়েরা। মালিশ করে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে পায়ে। ওর মত একজন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

এদিকে সবচেয়ে দীর্ঘ পলায়নের কারণে সবাই আমাদের চিনল ভাল করে। পছন্দও করল। ভালও বাসল। সুতরাং এখানে থেকে চার্জারের জন্য খুন হয়ে যাবার আশঙ্কা রইল না।

অনেকেই এসে আমার পায়ে তেল মালিশ করে দেয়। পায়ের মাংস টিপে দেয়, আমাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য।

সাত

আরব আর রাক্ষুসে পিঁপড়ে

রুমের এক কোণায় বসে থাকে দু'জন কয়েদী। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে না। ওরা দু'জন খুব নিচু গলায় কথা বলে। ওদের একজনকে সিয়েরার দেওয়া একটা আমেরিকান সিগারেট অফার করলাম একদিন। ও ধন্যবাদ দিয়ে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফ্রাঁসোয়া সিয়েরা তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার।'

'হতে পারে একদিন ওর মাধ্যমেই আমাদের শেষ সম্বল তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'কী সেটা?'

'ওরা যদি সত্যি সত্যি আমাদের ফাঁসিতে ঝোলায়, আমাদের চার্জার দিয়ে যাব তোমাকে সিয়েরার মাধ্যমে। যাতে ওই টাকা দিয়ে আবার পালাতে পারো তুমি।'

'মৃত্যুদণ্ড হবেই তোমাদের?'

'প্রায় অবধারিত।'

'তা হলে এখানে রেখেছে কেন?'

'আত্মহত্যা করতে পারি, এই ভয়ে।'

'তা ঠিক। কী করেছিলে?'

'একটা আরবকে মাংসখেকো পিঁপড়ার দঙ্গলের ভেতরে ফেলে দিয়েছিলাম। ওরা প্রমাণও পেয়ে গেছে।'

আমি সিগারেট দিলাম ওদের। আমার উল্টোদিকে বসে কাহিনীটা বলল ওদের একজন।

'মরণ ক্যাম্প "কিলোমিটার ফর্টি টু" সেইন্ট লরেন্ট থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে। ওখানকার কয়েদীদের এক ঘনমিটার কাঠ কাটতেই হয় প্রতিদিন। বাধ্যতামূলকভাবে। বিকেলে কাঠ বুঝিয়ে দিতে হয় ওয়ার্ডারদের কাছে। আরব রক্ষীরা পাশেই থাকে। পরিমাণমত হলে আরব রক্ষীরা কাঠের উপর কালি মেরে দেয়। কাঠ কাটার সুবিধার জন্য আমরা দু'জনে একত্রে কাজ করতে শুরু করি। মাঝেমধ্যেই আমরা পরিমাণমত কাঠ কাটতে পারছিলাম না। না পারলে কোনো খাবার ছাড়াই বিকেলে পানিশমেন্ট সেলে ঢুকিয়ে দিত এবং পরদিন আবার কোনো খাবার ছাড়াই কাঠ কাটতে পাঠাত। পরের দিন আগের দিনের বকেয়া কাঠও কেটে দিতে হত। আর আমাদের সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছিল কুকুর বেড়ালের মত।

যত দিন যাচ্ছিল, ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম আমরা। তার উপর ওরা আমাদের জন্য মোতায়েন করল একজন আরব গার্ড। ও ওয়ার্ডার ছিল না। ঘোড়ার লিঙ্গের চাবুক হাঁটুর উপর রেখে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে মজা করে। অসহ্য হয়ে উঠলাম। পালাবার সম্বল হিসাবে আমাদের চার্জারে তিন হাজার ফ্রাঁ করে ছিল। তাই দিয়ে একদিন কেনার চেষ্টা করলাম এই আরবকে। ও বলল, যেটুকু কাটা বাকি থাকবে, তা আমরা কাঠের স্তূপ থেকে চুরি করে এনে ভরিয়ে দিতে পারব। তার জন্য ওকে দিতে হবে পঞ্চাশ ফ্রাঁ। এভাবে ও আমাদের প্রায় দু'হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নিল।

এদিকে আমরা ঠিকমত কাঠ কাটতে পারছি দেখে ওকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। তখনও আমরা চুরি করে আমাদের মাত্রা পূরণ করছি। একদিন ও গোপনে আমাদের পেছনে পেছনে গিয়ে ধরে ফেলল। বলল, পাঁচশো ফ্রাঁ না দিলে বলে দেবে চুরির কথা। আমরা রাজি হলাম না।

www.BanglaBook.org

ও গিয়ে ক্রুদের নিয়ে এল। ধরা পড়ে গেলাম আমরা। ওরা আমাদের নেংটা করে পাছার উপর ষাঁড়ের লিঙ্গের চাবুক দিয়ে পিটাল। আর শক্তি ছিল না। এভাবে দু'দিন। পিটুনি আর কাঠ কাটা। শেষ দিন পড়ে গেলাম দু'জনেই। আরব পাছায় একটা বাড়ি দেয়, এক পা এগোই। এভাবে ও আমাদের নিয়ে গেল একটা গাছের কাছে। পিঁপড়ার দঙ্গল সেখানে। ও একটা ডাল কেটে পিঁপড়াসুদ্ধ ডালটা ফেলে দিল আমাদের উপর। প্যাপিলন, ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না সেই যন্ত্রণা। বোলতার কামড় খেয়েছ তো। মনে করো তার পঞ্চাশ গুণ যন্ত্রণা এক একটা কামড়ে। আমরা শুধু দাঁড়াতে পারলাম তাই নয়। পাগলা ঘোড়ার মত লাফালাম। তা সত্ত্বেও আমাদের দশদিন থাকতে হলো ব্ল্যাক হোলে। রুটি আর পানি বরাদ্দ। ওরা আমাদের কোন চিকিৎসাও করল না। পেশাব মাখলাম ক্ষতগুলোয়। আমার বাঁ চোখ অন্ধ হয়ে গেছে পিঁপড়ার কামড়ে। একসঙ্গে অনেকগুলো পিঁপড়া কামড়ে দিয়েছিল। ফিরে এলাম ব্ল্যাক হোল থেকে। অন্য কয়েদীরা আমাদের সাহায্য করতে এল। ওরা কেটে দিত আমাদের অর্ধেকটা কাঠ।

'আরব এখনও ডিউটি করতে আসে। তক্কে তক্কে ছিলাম। একদিন লাগালাম কুড়াল দিয়ে হারামির বাচ্চার মাথায় এক ঘা। তারপর ওকে ন্যাংটা করে টেনে নিয়ে গেলাম পিঁপড়ার বাসার কাছে। হাত-পা শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে ওকে ঝুলিয়ে দিলাম। কুড়াল দিয়ে ওই হারামির শরীরে করে দিলাম কয়েকটা ক্ষত। ঘাস পুরে বন্ধ করে দিলাম হারামজাদার মুখ, যাতে জ্ঞান ফিরলে চিৎকার করতে না পারে। পরে বাসায় খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে দিলাম পিঁপড়ার দঙ্গল। আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার পিঁপড়া কাজে লেগে গেল। মাংসখেকো পিঁপড়া কখনও দেখেছ, প্যাপিলন?'

'না, বড় কালো পিঁপড়া দেখেছি।'

'এগুলো ছোট, কিন্তু রক্তের মত লাল। এরা বিন্দু বিন্দু মাংস কামড়ে তুলে নিল ওর শরীর থেকে। কামড়ের যন্ত্রণায় জ্ঞান ফিরে এল ওর। তারপরও আড়াই দিন জীবিত ছিল। আড়াই দিন পর সকালবেলা মারা গেল সে। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায়ই ওর চোখগুলো খেয়ে ফেলেছিল পিঁপড়ারা। বলতে পারো, আমরা ওকে হত্যা করতে গিয়ে দয়া করিনি। কিন্তু ওর এটা পাওনা ছিল।

'ওর হাড়গোড় পুঁতে ফেলার জন্যে আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে গর্ত করলাম। ইতিমধ্যে ওর খোঁজাখুঁজি চলছে। একজন ক্রু গর্তটা দেখে ফেলল। তারপর কী হচ্ছে দেখার জন্য ও আমাদের পেছনে পেছনে উঠে গেল ওপরে। ওয়াতো নজরও রাখতে শুরু করল।

'একদিন সকালে আমরা যখন ওর হাড়গুলো দড়ি থেকে সরিয়ে নিচ্ছি, পুঁতে রাখব বলে, ঠিক তখন কয়েকজন ওয়ার্ডার ও ক্রু আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ধরা পড়ে গেলাম হাতেনাতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

মানুষখেকোদের পলায়ন

নিশি রাতে হঠাৎ করে নৈঃশব্দ্য ভেঙে থেমে থেমে ইনিয়ে বিনিয়ে কে কে যেন চিৎকার করে কাঁদে, 'কোথায় আমার কাঠের পা? ওরা খেয়ে ফেলেছে রে।' 'ওরে আমার কাঠের পায়ের গরম সুপ রে।' 'ওরে আমার বাবুর্চিরে, ওই ছেলেটার শরীরের শুধু এক টুকরা মাংস আমায় দেরে। মরিচ চাই না। কিছু চাই না রে।' প্রতিদিনই শুনি এই স্বর। আমি আর ক্লসিও তো ভড়কে। এসব কথার অর্থ কী, আর কেনই বা বলছে এসব।

আলখাল্লা ভাড়ায় বিশেষজ্ঞ লা সিগুভাতের ম্যারিউস বলল এর রহস্য। সে-ও এই রহস্য নায়কদের একজন। ওর বাবা তিতিনকে চিনি বলে বিশ্বাস করল আমাকে। আমার পালাবার কাহিনী বর্ণনা করে জানতে চাইলাম ওর কথা।

বলল ও। পালিয়েছিল ওরাও। শেষ রক্ষা হয়নি। আর ওদের পলায়নের নাম হয়েছে, মানুষখেকোদের পলায়ন। ও বলল, 'রাতে যখন কাঠের পায়ের বিলাপ শুনবে, জানবে ওটা গ্রাভিলদের কান্না।'

ও বলল, 'আমরা পালিয়েছিলাম কিলোমিটার কর্টি-টু থেকে, ছয়জন। তাদের মধ্যে ছিল দেদে ওভা গ্রেভিল দু'ভাই। বাড়ি লিয়নসে। প্রথমজনের বয়স ত্রিশ, অন্যজন পঁয়ত্রিশ। মার্সেইলেসের নিপোলিতান আর আমি। সেই পলায়নে, আমাদের সঙ্গে আর ছিল কাঠের পা-অলা ও তার স্ত্রী বলে পরিচিত তেইশ বছরে এক ছোকরা। ম্যারোনী পার হয়ে গেলাম ভালভাবেই। কিন্তু সমুদ্রে যেতে পারলাম না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে স্রোতের ঠেলায় আমরা ওলন্দাজ গিয়ানায় গিয়ে আটকা পড়লাম। নৌকা গেল গুঁড়িয়ে।

'খাবার, কাপড়, সব গেল ভেসে। কেবল পরনের কাপড়-চোপড় রইল গায়ে। আমরা যেখানে গিয়ে উঠলাম, সেটা এক নিভৃত জঙ্গল। কেউ কোনদিন ওখানে গিয়েছে বলে মনে হলো না। এখান থেকে উপকূল কোথায় জানি না। উপড়ে পড়া গাছ, গাছের গুঁড়ি। মরা ডালপালা এইসব দিয়ে এক আদিম পরিবেশ।

সারাদিন হেঁটে পেলাম শুকনো ভূমি। সেখানে গিয়ে তিন দলে ভাগ হয়ে গেলাম আমরা। গ্রাভিলরা এক দলে, এক দলে জিউসেপ আর আমি, অপর দলে কাঠের পাঅলা ও তার বয়ফ্রেন্ড। এক এক দল এক এক দিকে চলে গেলাম। বারো দিন পরে গ্রাভিলরা এবং আমাদের মধ্যে ফের দেখা হলো। যেখান থেকে গিয়েছিলাম প্রায় সেখানেই। দ্বীপটির চারদিকে থিকথিকে গভীর কাদা। কাদায় ডুবে যাবার মত অবস্থা। কোন পথ খুঁজে পেলাম না। আমরা দু'জন আমাদের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক হলো আমরা সমুদ্রের তীরে গিয়ে একটা শার্ট ডালে বেঁধে গাছের খুব উঁচুতে উঠে ওলন্দাজ উপকূল রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব। কথা হলো, কয়েক ঘন্টা জিরিয়ে আমরা দু'দল দু'দিকে খুঁজতে বের হব অন্য দু'জনকে। একদম

www.BanglaBook.org

হলুদ হয়ে গেছি না খেয়ে থাকতে থাকতে। খেলাম শুধু গাছের নরম ডাল আর মূল। তেরো দিন এ ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। শেষে আমরা চলে গেলাম সমুদ্রের দিকে।

কয়েক ঘন্টা পর গ্রান্ডিলরা দেখল আসছে কাঠের পা, একা।

'ছেলেটা কোথায়?'

'পেছনে পড়ে আছে। আর হাঁটতে পারছে না।'

'তুমি একটা বাস্টার্ড, ওকে ফেলে এলে কী করে?'

'এসময় দেদে লক্ষ করল ছেলেটার একপাটি জুতো ওর পায়ে। বলল, 'ওকে খালি পায়ে রেখে চলে এসেছ? কনগ্র্যাচুলেশন! তোমাকে তো আমাদের চেয়ে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই খাবার পেয়েছ? কোথায় পেলে?' ও বলল, 'আমি একটা বড় বানর পেয়েছিলাম, আহত। ওটাই খেয়েছি।'

'দেদে বলল, স্বীকার করতেই হবে, তুমি ভাগ্যবান। কারণ বানরটা আহতও ছিল।' দেদে উদ্যত ছোরা হাতে উঠে দাঁড়াল। কাঠের পায়ের ঝোলাটাও বেশ ফোলা ফোলা। মনে হলো দেদে বুঝে ফেলেছে ঘটনাটা। বলল, 'খোলো তোমার ঝোলা। দেখি কী আছে এর ভেতরে।'

'ও ঝোলাটা খুলল। বেরিয়ে এল এক চাপ মাংস।'

'এটা কী?'

'বানরের একটা টুকরা।'

'ওরে শুয়োরের বাচ্চা! ছেলেটাকে খুন করে খেয়ে ফেলেছিস তুই।'

'না দেদে, না। বিশ্বাস করো, খোদার কসম। ও ক্ষুধা, তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে মারা যায়। মারা যাবার পর আমি ওর শরীর থেকে সামান্য একটু মাংস খেয়েছি। মাফ করো, দোস্ত।'

'কথা শেষ করার আগেই দেদে ওর পেটে চাকুর অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল। ওকে সার্চ করল দেদে। একটা চামড়ার থলেতে পাওয়া গেল লুকানো ম্যাচ। যাবার সময় একটা কাঠিও দেয়নি কাউকে। সুতরাং ওর কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়েই কাঠের পাঅলাকে পুড়িয়ে খেতে শুরু করল গ্রান্ডিলরা।

'এই ভোজের মাঝখানে ওখানে এসে পৌঁছে জিউসেপ। ওকেও ডাকল খেতে। জিউসেপ রাজি হয়নি। সে সমুদ্র তীর থেকে কাঁকড়া আর মাছ ধরে কাঁচাই খেয়েছে। গ্রান্ডিলরা এক পর্যায়ে ওর কাঠের পা-টাও জ্বালিয়ে আগুন বানিয়ে আর সেই আগুনে কাঠের পাঅলার মাংস ঝলসে খেয়ে নিল—ওরা খেলো চামড়া উরু আর পাছার মাংস।

'আমি তখনও সমুদ্রতীরে। গাছে পতাকা উড়িয়ে বসে আছি। জিউসেপ খুঁজতে এল আমাকে। বলল ঘটনা। আমি কিছু ছোট মাছ আর কাঁকড়া ধরেছিলাম। এগুলো গ্রান্ডিয়েলের আগুনে সেঁকে নিতে চলে এলাম। এসে দেখলাম, তখনও বড় বড় বেশ কয়েক টুকরো মাংস পড়ে আছে ছাইয়ের পাশে।

'তিনদিন পর ওলন্দাজ উপকূলীয় রক্ষীরা আমাদের সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনী কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। সবাই জানে ঘটনা। কুকরাও জানে। কিন্তু তদন্তে জিউসেপ অস্বীকার করেছে সব। গ্রান্ডিলরা বলেছে ওদের খুঁজে পায়নি

www.BanglaBook.org

আমরা, হারিয়ে গেছে। নইলে আমি হয়তো নিজকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারতাম। কী বলো, প্যাপিলন?'

'তা ঠিক। কিন্তু অন্যদের দোষারোপ করে তো তুমি পার পাবে না।'

এর এক মাস পরে জিউসেপ খুন হলো। রাতের বেলা ওর হৃৎপিণ্ডে ছোরা মেরে খুন করা হলো ওকে।

ইতিমধ্যে আমার পা ভাল হয়ে উঠেছে। দাঁড়াতে পারি, হাঁটতে পারি ভাল। এই রুমটায় কোন জানালা নেই। বাতাস আসার ব্যবস্থা অবশ্য আছে, সেও অন্যভাবে। তা ছাড়া ওয়ার্ডারদের ডিউটিও কড়া। কোন পথ বের করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো। এবারই বুঝতে পারলাম যে, আইল সেইন্ট জোসেফের 'নিঃসঙ্গ' সেলে ঢুকতেই হবে। সেলগুলো ভয়ঙ্কর, সবাই বলে, নরখাদক। আর গত আশি বছরে এখান থেকে কেউ পালাতে পারেনি। সুতরাং পাঁচ বছর যদি খাটতে হয়, বেরিয়ে আসার পর আমার বয়স হবে তেত্রিশ। তারপর আবার চেষ্টা।

বিচারের দিন ঘনিয়ে এল। আমরা বললাম, ক্লসিও ও আমার পক্ষে কোন ওয়ার্ডারকে ওকালতি করতে হবে না। আমরা নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থন করব। ম্যাচুরেট অবশ্য অন্য সেলেই রয়েছে এ তিনমাস।

নয়

বিচার

সোমবার। শেভ করে, নতুন লাল ডোরাকাটা পোশাক আর জুতো পরে তৈরি হয়ে আছি সকাল থেকে, আদালতের ডাক পড়ার অপেক্ষায়। ক্লসিও'র প্লাস্টার খুলে ফেলা হয়েছে। ও সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে।

বিভিন্ন অপরাধীর বিচার হতে প্রায় পাঁচ দিন লাগল। পিঁপড়া দিয়ে যারা আরব ওয়ার্ডারকে খাইয়েছিল ওদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। আর কোনদিন দেখিনি ওদের। গ্রাভিল ভাইদের হলো চার বছর করে। অন্যান্য খুন-জখমেরও বিচার হয়ে গেল। মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত সাজাই হলো।

ডাক পড়ল আমাদের। 'শ্যারিয়ার, ক্লসিও ও ম্যাচুরেটের মামলা।'

আমরা বিচারকদের থেকে চারগজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাল করে দেখলাম প্রধান বিচারককে। তাঁর বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। টাক মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ঘন ভুরুর নীচে গাঢ় কালো চোখ। সরাসরি আমাদের মুখের দিকে তাকাল। পদমর্যাদা মেজর। খাঁটি সৈনিক। সে আমাদের দেখল কয়েক সেকেন্ড। চোখ নামিয়ে নিলাম।

প্রশাসনের ক্যাপ্টেন আমাদের সম্পর্কে খুব কঠিন কঠিন কথা বলল। এটা পক্ষে গেল আমাদেরই। বলল আমরা পালানোর হাতে আরবটাকে হত্যাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, বারবার আঘাতেও শেষ পর্যন্ত মরেনি আরবটা। সে আরও একটা ভুল করে বসল। বলল, এই অপরাধী-বসতি হবার পর আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইরে ফ্রান্সের যতটা দুর্নাম করেছি, ততটা কেউ করেনি। 'মঁসিয়ে লা প্রেসিডেন্ট, এরা কলম্বিয়ায় পর্যন্ত ফ্রান্সের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে। এরা দেড় হাজার মাইলেরও বেশি দূর পর্যন্ত গেছে পালিয়ে। ত্রিনিদাদ কুরাকাও, কলম্বিয়ায় এরা ফরাসী অপরাধী বসতির নামে জঘন্য কলঙ্ক রটিয়ে এসেছে। আমি শ্যারিয়ার ও ক্লুসিও'র জন্য দুটি শাস্তি দাবি করি। একটি নরহত্যার চেষ্টার জন্য, পাঁচ বছর, এবং পালাবার জন্য, তিন বছর। আর পালাবার অপরাধে ম্যাচুরেটের তিন বছর দণ্ড দাবি করছি। কারণ নরহত্যার চেষ্টায় সে জড়িত ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

প্রেসিডেন্ট বলল, 'আদালতে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের এই দীর্ঘ অভিযাত্রার বিবরণ পেশ করো।'

ম্যারোনী অংশ বাদ দিয়ে আমি ত্রিনিদাদ, কুরাকাও ও কলম্বিয়ার কাহিনী বললাম, আর ত্রিনিদাদের পুলিশ প্রধানের উক্তি দিয়ে বললাম, 'ফরাসী সরকারের এই ধরনের নিষ্ঠুর শাস্তি সমর্থন করি না বলে তোমাদের সাহায্য করছি।' বললাম, কুরাকাও-এর ফাদার ইরেনেভিব্রায়ানের কথাও। আর খুব সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি কথা বললাম, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমার বসবাসের কথা। মেজর চুপ করে শুনল। তারপর ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে আরও কিছু বলতে বলল। বললাম। কলম্বিয়ার কারাগারের কথা, বিশেষ করে ওখানকার মাটির নীচে যে অন্ধকূপ রয়েছে তার কথাও বললাম।

'ধন্যবাদ। তোমার এই বিবরণে আমরা অনেক বিষয় সম্পর্কে জানলাম এবং আদালতে এ ব্যাপারে আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়েছে। এখন ১৫ মিনিটের বিরতি। তোমাদের পক্ষ সমর্থনকারী ওয়ার্ডারকে যে দেখলাম না। কোথায় সে?'

'আমরা কাউকে নেইনি। আমার ও বন্ধুদের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুমতি চাই।'

'আইনে আছে। করতে পারো।'

'ধন্যবাদ।'

পনেরো মিনিট পর আবার বিচার সভা বসল। প্রেসিডেন্ট বলল, 'শ্যারিয়ার, তুমি আত্মপক্ষ সমর্থন ও তোমার বন্ধুদের পক্ষে কথা বলতে পারো। তবে প্রশাসন সম্পর্কে সম্মানের সাথে কথা না বললে তোমাকে থামিয়ে দেয়া হবে। শুরু করো।'

'হত্যার চেষ্টা করেছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, মাননীয় আদালতকে আমি তা উপেক্ষা করার অনুরোধ করি। কারণ এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। গত বছর আমার বয়স ছিল সাতাশ আর ক্লুসিওর ত্রিশ। তার মাত্র কিছুদিন আগেই আমরা ফ্রান্স থেকে এসেছি। আমাদের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। আমাদের পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ও পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি শরীর। আমরা ওয়ার্ডারদের আঘাত করার জন্য খাটিয়ার পায়া ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু তাদের একজনও গুরুতর আহত হয়নি। আমরা সত্যি সত্যি ওদের আহত করতে চাইনি, সেজন্যে মেরেছিলাম খুব সাবধানে। যাতে ওরা কুপোকাৎ হয় ঠিকই, কিন্তু তেমন ব্যথা না পায়। সরকার পক্ষের উকিল বলতে ভুলেই গেছেন, বা ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেছেন যে, খাটিয়ার ওই লোহার পায়াগুলোও কাপড় দিয়ে জড়ানো ছিল, যাতে ওগুলো

www.BanglaBook.org

দিয়ে পিটিয়ে কাউকে মেরে ফেলা না যায়। আদালতের সকল বিচারক সৈনিক। তাঁরা জানেন যে, ওই পায়া দিয়ে বা বেয়োনেটের মত পাতলা জিনিস দিয়েও মাথায় আঘাত করে যে কাউকে হত্যা করা সম্ভব। আমরা তা চাইনি। আমি আদালতে আরও বলতে চাই যে, যে চারজন লোক আহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তাদের কাউকে হাসপাতালেও যেতে হয়নি।

'আমার যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছে। আমার ধারণা হয় যে, যার কম মেয়াদের সাজা হয়েছে, তার পালানোর চেষ্টার চেয়ে আমার চেষ্টা কম অপরাধমূলক। কারণ আর কোনদিন আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব না, এই কষ্টের বোঝা মেনে নেয়া এই বয়সে খুবই কঠিন। আমি আদালতের আনুকূল্য প্রার্থনা করি।'

মেজর তার দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে নিচু গলায় আলোচনা করে টেবিল পিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে বলল সকলকে।

আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

প্রেসিডেন্ট বলল, 'আদালত তোমাদের হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে। তোমরা পালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছ। একজন্য আদালত তোমাদের দু'বছর মেয়াদে নিঃসঙ্গ সেলে আবদ্ধ রাখার শাস্তি দিচ্ছে।'

আমরা সবাই একযোগে চিৎকার করে উঠলাম, 'মেজর, তোমাকে ধন্যবাদ।' আমি গলা চড়িয়ে বললাম, 'আদালতকে ধন্যবাদ।' ক্লুরা তো তাজ্জব। ফিরে এলাম কয়েদীদের মাঝে। ওরাও খুব খুশি। ঈর্ষা নেই কারও। সিয়েরা এসে জড়িয়ে ধরল। খুশিতে ঝিকঝিক করছে ওর দু'চোখ।

দশ

আইলস ডু স্যালুট-এ অবতরণ

পরদিন জাহাজে করে আমাদের নিয়ে আসা হলো আইলস-ডু-স্যালুট-এ। এখন আর কী উপায়! দু'বছর আইল সেইন্ট জোসেফ-এর নিঃসঙ্গ সেলে কাটাতে হবে। অপরাধীরা এই সেলগুলোর নাম দিয়েছে মানুষখেকো। আশা করি, আমি সেলগুলোর এই ডাকনাম মিথ্যা প্রমাণ করতে পারব।

হেরে গেছি এই বেলায়। কিন্তু হৃদয় চাঙ্গা আছে আমার।

কারাগারের ভিতরে এই কারাগারে দু'বছরের নিঃসঙ্গতার দণ্ডে আমি যেন খুশিই হলাম। এই দু'বছরে আর অন্য কোন চিন্তা নয়। আমাকে ভাবতে হবে, আমি স্বাধীন, মুক্ত, স্বাস্থ্যবান। দ্বীপের অন্য কয়েদীরা যেরকম আছে, সেরকম। বেরিয়ে যখন আসব, তখন আমার বয়স হবে ত্রিশ।

জানি, এখান থেকে পালাবার ঘটনা বিরল, আঙুলে গোণা যায়। তবু পালিয়েছে তো কেউ কেউ। আমার পাশে বসা ক্লুসিওকে বললাম, দু'বছরের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই পালাব এখান থেকে।

'তোমাকে ঠেকানো মুশকিল, প্যাপিলন। গত এক বছর ধরে একের পর এক পালানোর পথ বের করছ। ব্যর্থ হলে আবার নতুন পরিকল্পনা করছ। সুতরাং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখান থেকে পালাবার চেষ্টা না করলেই বরং আমি বিস্মিত হব।'

'তবে এখান থেকে বেরোবার একমাত্র পথ হচ্ছে একটা দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়া। কিন্তু যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে দাঙ্গার প্রস্তুতি নেবার মত সময়ও পাব না। আর এখানকার চল্লিশজন কয়েদীর বেশির ভাগই বয়স্ক। তা ছাড়া এমন লোকদের মেরে ফেলতে হবে, যারা কোন ক্ষতিই করেনি আমার।'

'সব জায়গাতেই তো একই অবস্থা।'

'তা হোক। কিন্তু এ যাত্রা পালাব আমি একা। বড়জোর সঙ্গে নেব একজন মাত্র। হাসছ যে ক্লুসিও।'

'হাসছি, হাল তুমি ছাড়ছ না বলে!'

পরদিন বিশাল জাহাজে ট্যানোনে করে রওনা হলাম আমরা ২৬ জন কয়েদী। প্রতি দু'জন কয়েদীকে একটি করে হাতকড়া ও বেড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। ঠিক করলাম, জাহাজে বসে ভাবব না কিছু। হাসিখুশি রাখব নিজেকে। পাশে-বসা এক বিষণ্ন ওয়ার্ডারের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলাম। বললাম, 'আমাদের এরকম ভারি শিকল দিয়ে বাঁধার কোন দরকার ছিল না। সমুদ্রের ঢেউয়ের তোড়ে জাহাজটা যদি তলিয়ে যায়, আমাদের পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। এদিকে জাহাজের যা অবস্থা, আর সমুদ্রের যা চেহারা, তাতে ডোবার আশঙ্কাটা বেশি।'

যা আশা করেছিলাম, হলোও তাই। ওয়ার্ডার বলল, 'তোমরা ডুবলে কি বাঁচলে সেটা আমরা জানি না। আদেশ দেয়া হয়েছে, বেঁধে নিতে হবে। নিয়েছি। আদেশ যারা দেয়, তারাই বুঝবে কী হবে না হবে। আমাদের কী করার আছে?'

'ঠিকই বলেছ, মঁসিয়ে লা সারভেইলা। কারণ, এই ভাসমান কফিনটা যদি ডোবে, তা হলে হাত পায়ে বেড়ি থাক বা না থাক, আমরা সমুদ্রের তলায়ই চলে যাব, সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অনেক দিন ধরে এই জাহাজেই কয়েদী আনা নেয়া করা হচ্ছে। কোন অসুবিধা হয়নি। দেখো এবারও কিছু হবে না।'

'সেজন্যেই তো বলছি। যে-কোন সময় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।'

এ কথায় কাজ হলো। আমি যা চেয়েছিলাম। সকলেই এই বিষয়ে আগ্রহী হয়ে আলোচনা শুরু করল। নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। এবার রক্ষা। আমি কম সংখ্যক লাইফ বোটের দিকে কয়েদী ও ওয়ার্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। জমে উঠল আলোচনা।

কনভয়ের দুই নেতা ছিল আমার কাছাকাছি। একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা যাকে প্যাপিলন বলে, তুমি কি সেই? তোমাকেই কি কলম্বিয়া থেকে নিয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যে অত দূর চলে গিয়েছিলে, সে আর আশ্চর্য কী। তোমার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, সমুদ্র বোঝো তুমি।'

'বেশ বড়াই করে বললাম, ভালই বুঝি।'

ওরা একটু ঠাণ্ডা মেরে গেল। ম্যারোনীর বিপজ্জনক খাঁড়ি পার হবার সময় ক্যাপ্টেন ধরেছিল হুইল। সে নেমে এল। বেঁটে, মোটা এক নিগ্রো। কয়লার মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়ের রঙ। তবে তরতাজা মুখ। বলল, 'এক টুকরো কাঠ ধরে কলম্বিয়া পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিল কে?'

কনভয়ের প্রধান দেখিয়ে দিল আমাদের তিনজনকে।

বেঁটে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন কে ছিল?'

'আমি, মঁসিয়ে।'

'বেশ। একজন জাহাজী হিসেবে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি এখানে একটা যা-তা লোক নও হে বাপু।' সে পকেট থেকে তামাক ও কাগজ বের করে দিল আমাকে, 'সিগারেট খাও। আর আমার জন্য দোয়া করো।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। তবে আমিও তোমাকে অভিনন্দন জানাই। এরকম জীর্ণ একটা জাহাজ সমুদ্রে নামাতেও কম হিম্মতের দরকার হয় না। আর ওরা বলল, তুমি নাকি সপ্তাহে দুবার এই মৃত্যু-খাঁচা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছ? সাব্বাস।'

সে হো হো করে হেসে উঠল, 'ঠিক বলেছ। বহু আগেই এই জাহাজটার শিপব্রেকারদের ডকে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু কোম্পানী এটা ডোবার জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে বীমার টাকাটা বাগানো যায়।'

'তবু ভাগ্য ভাল, তোমার ও ক্রুদের জন্য লাইফবোট রয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভাগ্যের কথা কি নয়?' বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ক্যাপ্টেন।

আমার সঙ্গে যার পা বাঁধা, ওর বাড়ি প্যারিসে। ঘড়েল আসামী। তিতি বলে পরিচিত। ১৯২৭ সালে এসেছে গিয়ানায়। সাত বছর ধরে খাটছে। ধাত-সওয়া হয়ে গেছে। বয়স ৩৮। ওই বলল দ্বীপগুলোর কথা। দ্বীপের মুদ্রা ব্যবস্থার কথা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'দ্বীপগুলোতে টাকার চালাচালি আছে?'

'নিশ্চয়ই, প্যাপিলন! নিশ্চয়ই আছে। প্রায় প্রত্যেকের কাছে আছে চার্জার। হয় নিজেরা নিয়ে আসে। অথবা ওয়ার্ডারদের দিয়ে আনায়। সেক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি বখরা। তুমি দেখছি এখানকার অ-আ-ক-খ-ও জানো না।'

'সত্যি জানি না। শুধু জানি এই দ্বীপগুলো থেকে পালানো কঠিন।'

তিতি চোখ কপালে তুলে বলল, 'পালানো? পালানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাত বছর ধরে আছি। পালানোর ঘটনা ঘটেছে মাত্র দুটো। ফায়দা কিছুই হয়নি। এর মধ্যে তিনজন মরেছে। দু'জনকে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কেউ সফল হয়নি। সে-কারণে এখানে পালাবার চিন্তা কেউ খুব একটা করে না।'

'প্রধান দ্বীপে কেন গেছিলে?'

'আলসার হয়েছে কিনা, এক্স-রে করে দেখার জন্যে।'

'হাসপাতাল থেকে পালাবার চেষ্টা করোনি?'

'করিনি। তুমিই সব বন্ধ করে রেখে গেছ, প্যাপিলন। কড়াকড়ি অনেক বেড়েছে। জানালার কাছে গেলেও ফিরিয়ে আনবে তোমাকে। বলবে, প্যাপিলনের মত পালাবার ইচ্ছে হয়েছে?'

আইলস ডু স্যালুট সম্পর্কে কিছু জানি না। কয়েক ঘণ্টা পর হয়তো জানতে পারব। তবে আমি যা জানি তা হচ্ছে এখান থেকে পালানো খুবই কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। সমুদ্রের পরিষ্কার বাতাস থেকে প্রাণ ভরে শ্বাস নিলাম। বললাম নিজেকে, 'কবে আবার পালাতে পারবি, প্যাপিলন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে দ্বীপগুলোর দিকে। সূর্যের তীব্র আলোতে ঝলমল করছে সমুদ্র। প্রথমেই চোখে পড়বে সরকারী কাজে নিয়োজিত কয়েদীদের দ্বীপ- রয়েল। ছোট ছোট সিঁড়ি দ্বীপের শিলা পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে প্রায় সাতশো ফুট উপরে। তবে শিলাশৃঙ্গের উপরটা আবার মালভূমির মত সমান। গোটা দ্বীপ একটা মেক্সিকান হ্যাটের মত দেখতে। মনে হবে সমুদ্রের উপর বসিয়ে রাখা হয়েছে হ্যাটটা। দ্বীপ জুড়ে ঘন নারকেল গাছের সারি, গাঢ় সবুজ। লাল ছাদের ছোট ছোট বাড়িগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। এর ভিতর কী ঘটছে, না জানলে এসব বাড়িতে জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হবে। মালভূমির উপর একটা বাতিঘর। খারাপ আবহাওয়ার সময় বাতি জ্বালানো হয় ওখানে, যাতে কোন জাহাজ পাথরের ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা না খায়। জাহাজটা আরও কাছে চলে এল। দেখলাম পাঁচটা লম্বা দালান। তিতি বলল, প্রথম দুটি দালানে কড়া নিরাপত্তার ভিতরে থাকে চারশো কয়েদী। এরপর সাজাপ্রাপ্তদের এলাকা। এগুলোর ভিতরে আছে চারদিকে সাদা দেয়াল ঘেরা নিঃসঙ্গ সেল। চতুর্থ দালানটা হাসপাতাল। পঞ্চমটাতে ওয়ার্ডাররা থাকে। এ ছাড়া চারদিকে ছড়ানো লাল ছাদের বাড়িগুলোও ওয়ার্ডারদের জন্য। আরও একটু দূরে রয়েলের চূড়ায় সেইন্ট জোসেফ। ওখানে পামের সারি পাতলা। গাছপালার সংখ্যা কম। উপরে মালভূমিতে বিশাল ভবন, সমুদ্র থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ওটাই অন্ধকূপ, নির্জন সেলের কারাগার। সাধারণ কয়েদীরা থাকে একেবারে সমুদ্রের তীরবর্তী কারাগারে, বিশেষ কয়েদীদের জন্য ব্যবস্থা উঁচুতে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারও দেখা গেল। তার পেছনে আছে সাদা দেয়ালের লাল ছাদঅলা বাড়ি।

জাহাজটা ঢুকল খাঁড়ির ভিতরে। এখন আর ডেভিলস আইল্যান্ড (শয়তানের দ্বীপ) দেখা যাচ্ছে না। তবে এক ঝলক দেখেছি আগে। মনে হলো, পাম সারিতে ঢাকা একটা পাহাড় মাত্র। এতে খুব বেশি দালান-কোঠা নেই। সমুদ্র ঘেঁষে কয়েকটা হলুদ বাড়ি। ছাদগুলো কালো। পরে জানলাম, ওই বাড়িগুলোতে রাজনৈতিক বন্দীদের রাখবার ব্যবস্থা।

দেখলাম বড় বড় ব্লক ফেলে দ্বীপরক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন। নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে বহু কয়েদীকে।

তিনবার ভেঁপু বাজিয়ে নোঙর ফেলল ট্যানন, জেটি থেকে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে। চমৎকারভাবে তৈরি বেশ বড় জেটি। এর সঙ্গে কতকগুলো ভবন। লেখা আছে, পড়লাম, গার্ডরুম, বোট অফিস, স্টোরী, হার্বার মাস্টার'স অফিস। দেখলাম অনেক কয়েদী তাকিয়ে আছে। ডোরাকাটা পোশাক। তিতি বলল, যাদের পয়সা আছে, তাদের এই পোশাক পরার দরকার নেই। দর্জি দিয়ে কাটা কাপড়-চোপড়ও পরতে পারবে তারা।

আমাদের হাতকড়া রেখে পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হলো। কড়া নিরাপত্তার ভিতর দিয়ে হার্বার মাস্টারের ঘরের সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ওখানকার কয়েদীরা ছয়-সাত গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ শুরু করল। সেন্ট মার্টিনে দেখা হয়েছিল এমন দু'জন কয়েদীকে দেখলাম—সেজারী ও একারি। কর্সিকান। সাহসী। এই সময় এল শাপার। ওকে প্যারিসেই চিনতাম।

www.BanglaBook.org

ভুদের কোন পাত্তাই দিল না ও। বলল, 'ঘাবড়িয়ো না, প্যাপিলন। নির্জন সেলে তোমার কিছুর অভাব হবে না। আমাদের ওপর আস্থা রেখো। ক'বছর হয়েছে?'

'দু'বছর।'

'কিছু না। দেখতে দেখতে চলে যাবে। এই দু'বছর খাটার পর যোগ দেবে এসে আমাদের সঙ্গে। ব্যস। দেখবে, মন্দ না এখানকার জীবন।'

'ধন্যবাদ, শাপার। ডেগা কোথায়?'

'ওপরে। এখানে কেরানীর কাজ করে। আশ্চর্য, তোমাকে দেখতে এল না। পরে নিশ্চয়ই আফসোস করবে।'

দেখলাম আসছে গ্যালগানি। ও আমার দিকে এগিয়ে আসতে নিলে রক্ষীরা ফেরাল ওকে। গ্যালগানি বলল, 'আপন ভাইয়ের সঙ্গেও বুক মেলাতে দেবে না তোমরা?' গ্যালগানিও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল, 'আছি তোমার সঙ্গে। আমাকে গুণতিতে ধরতে পারো।'

বললাম, 'কী করছ?'

'আমি ডাকপিয়ন। চিঠিপত্র আমার দায়িত্বে।'

যাবার আগে গ্যালগানিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল আছ?'

'আছি। চলে যাচ্ছে কোনরকম।'

জেলের গবর্নরও এল। নাম ডাকা হলো। সে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের গ্রহণ করল। বলল, 'কেরানী কোথায়?'

'আসছে, স্যার।'

ডেগা এল। পরিষ্কার সাদা পোশাক। বোতাম লাগানো জ্যাকেট। তার সঙ্গে এল একজন ওয়ার্ডার। দু'জনের বগলের নীচেই একটি করে বড় বই। প্রত্যেক কয়েদীকে নতুন নম্বর দেওয়া হলো, 'তুমি কয়েদী অমুক, ট্রান্সপোর্টি নম্বর এক্স, এখন থেকে হবে কনফাইনি (অন্তরীণ) নম্বর জেড' ইত্যাদি।

'কত বছর?'

'অত।'

এরপর এল আমার পালা। বারবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল ডেগা। গবর্নর বলল, 'এই কি প্যাপিলন?'

'জ্বি, স্যার।' বলল ডেগা।

'সেলে নিজের প্রতি যত্ন নিয়ো। দেখো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে দু'বছর।'

এগারো

নির্জন সেলের জীবন

একটা নৌকা তৈরি। নির্জন সেলের বন্দীর সংখ্যা উনিশ। প্রথম নৌকায় যাচ্ছে দশজন। আমার নাম ডাকা হলে ডেগা শান্তভাবে বলল, 'না,' ও লাস্ট ট্রিপে যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডেগা এসে দাঁড়াল আমার পাশে। আমার সঙ্গে যারা কলম্বিয়া থেকে এসেছিল ওরা এখন এই দ্বীপে। ওদের কাছ থেকে ডেগা আমার পালাবার সব কথা শুনেছে। ও দুঃখিত হলো আমার জন্য। বলল, 'আমি এখানকার হিসাবরক্ষক, গবর্নরের সঙ্গে আছি। সেলে নিজের প্রতি খেয়াল রেখো। তোমাকে যথেষ্ট খাবার আর সিগারেট পাঠাব। কোন কিছুর অভাব থাকবে না।'

'সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

নৌকায় উঠলাম। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেইন্ট জোসেফ-এ। দু'জন গবর্নর নিজেদের পরিচয় দিলেন। একজন সাধারণ কারাগারের, অপরজন সলিটারীর। আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা হলো নির্জন সেলগুলোর দিকে। পথে একজনও সাধারণ কয়েদী দেখলাম না। বড় লোহার গেট। গেটের সামনে কারাগারের নাম। গেট পেরিয়ে চারটা উঁচু দেয়াল। এক কোণে প্রশাসনিক ভবন। তার পাশে তিনটি বড় বড় দালান; লেখা এ.বি.সি। আমাদের প্রথমে নিয়ে আসা হলো প্রশাসনিক ভবনে। বড়, ঠাণ্ডা ঘর। আমরা উনিশ জন দুটো লাইনে দাঁড়ালাম। সলিটারীর গবর্নর আমাদের বলল, 'কয়েদীরা, যারা ইতিমধ্যেই শাস্তি পেয়ে এই অপরাধ বসতিতে আছে এবং এখানেও আবার অপরাধ করেছে, তাদের শাস্তির জন্য এই কারাগার, তোমরা জানো। জানি এসব অর্থহীন। কিন্তু আমরা শুধু তোমাদের কিছুটা সংশোধন করতে চাই। এখানে আইন একটাই, মুখ বন্ধ। সম্পূর্ণ নীরবতা। দেয়াল ঠুকে টেলিফোন করার চেষ্টা করলে পরিণতি হবে আরও ভয়ঙ্কর। আরও কঠোর শাস্তি। গুরুতর অসুস্থ না হলে অসুস্থ বলে রিপোর্ট করবে না। যদি দেখা যায় যে, অসুখ তেমন মারাত্মক নয়, তা হলে আর এক দফা শাস্তি পাবে। আর, ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্যস। ওয়ার্ডার, এদের সাবধানে তল্লাশী করো। মঁসিয়ে স্যাতোরি, শ্যারিয়ার, ক্লসিও ও ম্যাচুরেট যেন একই বিল্ডিং-এ না পড়ে। নিজে দেখবেন।'

দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে এনে বন্দী করা হলো এ ব্লকের ২৩৪ নম্বর সেলে। ক্লসিওকে বি ব্লকে এবং ম্যাচুরেটকে নিয়ে যাওয়া হলো সি ব্লকে। চোখে চোখে বিদায় জানালাম আমরা পরস্পরকে। সেলের ভিতরে ঢোকার পর মুহূর্তেই বুঝলাম, জ্যান্ত ফিরে আসতে চাইলে এদের এখানকার নিষ্ঠুর আইন-কানুন মেনে চলতে হবে আমাদের। আমার সঙ্গীদেরও ঢুকতে দেখলাম সেলে। ওরাও আমার সঙ্গে এই দীর্ঘ, দীর্ঘতম অভিযাত্রায় শরীক হয়েছিল। সাহসী কমরেডরা। কোন অভিযোগ করেনি, যা করেছি তার জন্য দুঃখ করেনি কখনও। মুক্তির জন্য পাশাপাশি থেকে এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা বন্ধু হয়ে গেছি পরস্পরের। আবদ্ধ হয়ে গেছি সীমাহীন বন্ধুত্বের নিবিড়তায়।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সেলটার ভিতরে। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আমার মাতৃভূমি ফ্রান্সের মত একটা দেশ, যে দেশ বিশ্বব্যাপী মুক্তির জননী, যে দেশ মানুষের অধিকার আদায় করেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই ফ্রান্সের পক্ষে এমনকী এই গিয়ানাতেও সেইন্ট জোসেফের মত কোন নিষ্ঠুর বর্বর কারাগার রাখা সম্ভব। চিন্তা করো, সারে সারে সাজানো আছে দেড়শো সেল। একটার গায়ে লাগানো আর একটা। কোন দরজা নেই। লোহার বন্ধ দরজার মুখে আছে শুধু

www.BanglaBook.org

একটি ছোট্ট ফোকর। তাও বন্ধ থাকে সবসময়। প্রতিটা সেলে ফোকরের সামনে লেখা: প্রশাসনের হুকুম ছাড়া এই দরজা খোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাঁদিকে শোবার জন্য একটি কাঠের তক্তা। এমনিতে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকে। শোবার সময় পেতে শুতে হয়। তার উপর কাঠেরই বালিশ। বিউলিউ-এর কারাগারের মতই অনেকটা। একটা কম্বল। কোণার দিকে একটা সিমেন্টের ঢিবি, বসবার জন্য। একটা ব্রাশ, একটা সৈন্যদের মগ, একটা কাঠের চামচ, শেকল দিয়ে আটকানো একটা লোহার পাত্র, ল্যাট্রিন হিসাবে ব্যবহারের জন্য। এটা পরিষ্কার করার জন্য ঠেলে বাইরে দেওয়া যায়। সেলটা ২০ ফুট উঁচু, কিন্তু ছাদের ভিতরের দিকে দশ ফুট উপরে আবার বড় বড় লোহার বীম দিয়ে জাল করা। তার উপরে মাঝে মধ্যে এসে দাঁড়ায় সেন্ট্রিরা। সামনে দিয়ে সেন্ট্রিদের কড়া পাহারা। দিনের আলো ঢোকার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকী মধ্য দুপুরেও সেলের ভিতরে দেখতে কষ্ট হয়। কয়েদী ও সেন্ট্রিদের জুতোরও কোন শব্দ হয় না।

হাঁটতে শুরু করলাম সেলের ভিতরে, পুরনো নিয়মে: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, অ্যাবাউট টার্ন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, অ্যাবাউট টার্ন। কোথায় একটা শব্দ হলো খুট করে। হ্যাঁ, আলোই জ্বালানো হলো। সে-আলোর আভা এসে পড়ল সেলের ভিতরে। হাঁটছি, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। হারামি জুরিরা। তোমরা যারা আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছ, শান্তিতে ঘুমোও তোমরা। শান্তিতেই ঘুমোও। কারণ আমি জানি, তোমরা যদি জানতে যে, কী ভয়ঙ্কর সাজার ব্যবস্থা তোমরা করেছ আমার জন্য, তা হলে এর দায়িত্ব তোমরা নিতে চাইতে না। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করতে এই সাজার দায়।

শুনলাম, কী যেন একটা সঙ্কেত বাজানো হচ্ছে। তারপরই শুনলাম কে যেন উচ্চ স্বরে বলছে, 'নতুন কয়েদীরা শোনো:' এই সঙ্কেতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা এখন ইচ্ছে করলে তক্তা নামিয়ে শুয়ে পড়তে পারো। যাক, বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছে করলে নাও শুতে পারি। হাঁটতে থাকলাম। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। সেলের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত, অ্যাবাউট টার্ন। এক-দুই…। হাঁটার ভঙ্গীটাও রপ্ত করেছি চমৎকার। মাথা সামনে একটু ঝুঁকিয়ে, দু'হাত পেছনে নিয়ে সমান মাপের পা ফেলে একই তালে সামনে এগিয়ে যাও পাঁচ পা। অ্যাবাউট টার্ন। আবার পাঁচ পা। ঠিক পেন্ডুলামের দুলুনির মাপের মত পা ফেলে সামনে এগিয়ে যাও পাঁচ পা, সমান মাত্রায়। এভাবে হাঁটতে থাকো।

সত্যি, তামাসা করে এই সেলগুলোর নাম নরখাদক রাখা হয়নি। মাথার উপরে লোহার বীমের উপর দিয়ে ওরা দেখতে পায় সেলের ভিতরে। সুতরাং উপরে তাকালেও নিষেধ। যেন এক খাঁচায় বন্দী চিতা। বন্দুক হাতে নজর রাখছে শিকারী, উপর থেকে। এই নীচে তাকিয়ে হাঁটার অভ্যাস করতেও কয়েক মাস লাগল।

বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। কোন লিপইয়ার না পড়লে দুই বছরে সাতশো ত্রিশ দিন। হাসলাম, লিপইয়ারের কথায়। সাতশো ত্রিশ আর একত্রিশ-এ কি কোন পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে হয়তো নেই। কিন্তু এই সেলের জীবনে পার্থক্য অনেক। এমনকী এই সেলের জীবনে এক ঘণ্টা বেশি কমেও পার্থক্য আছে। হিসাব কি করা যায় এই সাতশো ত্রিশ দিনে কত ঘণ্টা? মাথার ভিতরে

www.BanglaBook.org

এত বড় একটা অঙ্ক কি খেলবে? অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব বললে তো হবে না, প্যাপিলন। একশো একশো করে ভাগ করে করা যায়। যেমন একশো দিনে হলো দুই হাজার চার ঘন্টা। সাতশো দিনে। হ্যাঁ এভাবে হিসাব করে এলে সাতশো ত্রিশ দিনে দাঁড়ায় সতেরো হাজার পাঁচশো কুড়ি ঘন্টা। মঁসিয়ে প্যাপিলন, নিজেকে হত্যার জন্য এই বন্য পশুর খাঁচার ভিতরে তোমার সময় সতেরো হাজার পাঁচশো কুড়ি ঘন্টা। আচ্ছা কত মিনিট হয় এই সময়ে, কত ঘন্টা?

কী জানি খুপ করে পড়ল আমার পেছন দিকে। হয়তো আমার পাশের সেলের কয়েদী অতীব দক্ষতায় মাথার উপরকার লোহার বীমের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল কিছু একটা। দেখতে চেষ্টা করলাম, জিনিসটা কী। আন্দাজ করতে পারলাম শুধু, জিনিসটা লম্বা ও পাতলা। এগিয়ে গেলাম, যেই ধরতে গেছি, জিনিসটা দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল দ্রুত। কিন্তু মসৃণ দেয়াল। উঠতে পারছে না। একবার, দু'বার, তিনবার। পারছে না। চতুর্থবার পা দিয়ে নাড়া দিলাম জিনিসটা। স্লিপারের নীচে পিচ্ছিল লাগল। হঠাৎ দেখি আমার হাঁটু বেয়ে উঠছে। বের করে আনলাম নীচের দিকে ধরে, নয় ইঞ্চি লম্বা ও দু'আঙুল পুরু একটা বিশাল বিছে। ওটাকে তুলে পায়খানার পটে ফেলে দেবার মত অবস্থা আমার ছিল না। লাথি মেরে চালান করে দিলাম বিছানার নীচে। প্রধান ছাদ থেকে পড়ে এগুলো। পরে বহুবার পেয়েছি এই বিছা। এগুলোকে বাধা দিতে নেই। শরীরের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও না। বাধা দিলেই কামড়ায়। কামড়ালে প্রচণ্ড ব্যথা হবে। জ্বর থাকবে কম করে হলেও বারো ঘন্টা।

মন অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিছের ব্যাপারটা বেশ কাজ দিল। বিছে পড়লে কখনও কখনও ব্রাশ দিয়ে বিছেটাকে বারবার মারার চেষ্টা করি। বাধা দেই, খেলা করি।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। হাঁটছি। চারদিকে মৃত্যুর নীরবতা। এখানে কারও নাকও ডাকে না। কেউ হাঁচিও দেয় না। সাঙামাতী কারাগারের অন্ধকূপের চেয়েও ভয়ানক এখানকার অবস্থা। এখানে বহু কয়েদী আত্মহত্যা করেছে এ পর্যন্ত। আত্মহত্যা করা এই দুঃসহ অবস্থায় স্বাভাবিক। যদিও খুব সোজা না আত্মহত্যা, তবে সম্ভব। দড়ি বানাতে হবে শার্ট দিয়ে। ব্রাশটা শার্টের একপাশে বেঁধে সিমেন্টের ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে উপরের বীমের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। সেন্ট্রিটা হাঁটতে হাঁটতে যখন সরে যাবে সেলের পাশ থেকে, তখন দুম করে ঝুলে পড়তে হবে। মিনিট খানেক পর ও যখন ফিরে আসবে, ততক্ষণে কেল্লা ফতে। আর কোন অবস্থাতেই তো সেল খোলার অধিকার নেই ওর। প্রশাসনের আদেশ ছাড়া খোলা যাবে না। সুতরাং আত্মহত্যা করার চেষ্টা সফল হয়ে যাবে।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। বাইরে গুঞ্জন শুনলাম। সেন্ট্রি বদল হচ্ছে। আগের সেন্ট্রিটা ছিল লম্বা এবং চুপচাপ প্রকৃতির। এখন যে এল সে বেঁটে, আর খপখপ করে হাঁটে। সেন্ট্রি বদলের সময় থেকে শুধু আন্দাজ করা যাবে, কখন ক'টা বাজে। সেলের সামনের জাল খোলে দিনে একবার। তা থেকেও সময়ের একটা আন্দাজ করা যায়।

সেলের ভিতরে দীর্ঘ সময় ধরে পেন্ডুলামের নিয়মে হাঁটাটা অভ্যাসে পরিণত

www.BanglaBook.org

হয়ে গেল আমার। হাঁটতে হাঁটতে স্মৃতিচারণ করি। সমুদ্রের বেলাভূমি, জোরাইমা-লালীর সঙ্গে মাছ ধরা, ওদের আদর স্নেহ, আমাকে খাওয়ানোর সেইসব স্মৃতি বারবার উল্টেপাল্টে দেখতে থাকি। গরম সামুদ্রিক হাওয়ায় একবার নেংটিটা খুলে ফেলে সমুদ্রের তীরেই মিলিত হয়েছিলাম জোরাইমার সঙ্গে। তার সুখশব্দ, হিশহাস চিৎকার কানে বেজে ওঠে। লালী হয়তো দেখেছিল ওই দৃশ্য কাছাকাছিই ছিল সে। আমাদের প্রণয়লীলা শেষ হলে লালী আমাকে নিয়ে গেল কুটিরের দিকে। ঠেলে দিল বিছানায়। তারপর মত্ত হয়ে উঠল লালী। এই উত্তাল মিলন শেষ হলে জোরাইমা ঘরে এসে হাসল। আমরা তখনও বিছানায় শোয়া। জোরাইমা প্রথমে আমার নেংটি পরিয়ে দিল সযত্ন হাতে, তারপর লালীরটা।...এইসব স্মৃতিচারণেও কিছুটা সময় পেরিয়ে যায়! এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।

হঠাৎ নিভে গেল দূরের আলো। দিনের আলোর আভাস দেখলাম। একটা হুইসল বেজে উঠল। খটাখট শব্দে শোবার তাকগুলো গুটিয়ে ফেলা হলো। আমার ডানপাশের সেলের কয়েদী কাশল একটু। পানি দিয়ে মুখে ঝাপটা দেবার শব্দ শুনলাম। কীভাবে হাত-মুখ ধুতে হয় এখানে?

আমি শব্দ করে বললাম, 'মঁসিয়ে লা সারজেইলা, এখানে কীভাবে হাত-মুখ ধুতে হয়?'

'কনফাইনী, এটা জানো না বলে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এখানে কর্তব্যরত ওয়ার্ডারের সঙ্গে কথা বলা গুরুতর অপরাধ। পটের ওপর মুখ নামিয়ে জগ থেকে হাতে পানি ঢেলে ঝাপসা দিয়ে মুখ ধুতে হবে। তুমি কি কম্বলের ভাঁজ খোলোনি?'

'না।'

'দেখবে, ওতে একটা মোটা কাপড়ের তোয়ালে আছে।'

বোঝো ঠেলা। কর্তব্যরত ওয়ার্ডারের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। যদি গুরুতর অসুখ হয় কোন, মরে যেতে থাকে কেউ? হৃদরোগ হয়, অ্যাপেন্ডিসাইটিস বা অন্য কোন ব্যথা হয় কারও, তা হলে? তা হলেও হয়তো জবাব আসবে, 'মরে যাচ্ছ, যাও। কিন্তু মুখ বন্ধ রাখো।'

এই সেলগুলো বানাতে নিশ্চয়ই কোন মনস্তত্ত্ববিদ বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। সিভিল সার্জেন আর প্রকৌশলীরা মিলে তৈরি করেছে এই কয়েদখানা। যারা এই ঘরগুলো ডিজাইন করেছে, তারা নিশ্চয়ই মানুষ ছিল না। ছিল জঘন্য প্রকৃতির দানব, কয়েদীদের সম্বন্ধে যাদের ছিল বিকৃত ঘৃণা। স্যাডিস্ট না হলে কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের শাস্তির জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে না।

ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক করে খুলে যেতে থাকল সেলের দরজার ফোকরগুলো। আমি এগিয়ে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। আস্তে আস্তে ফোকর দিয়ে বের করে দিলাম গোটা মাথা। দেখলাম প্রতিটা সেলের কয়েদীই মাথা বের করে দিয়েছে। আমার ডান দিকে দেখলাম এক ব্যাটা। তেলতেলে মুখ আর চোখের চাহনি দেখে মনে হলো হস্তমৈথুন করছিল সেলে দাঁড়িয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁ দিকের লোকটা চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'ক'বছর?'

'দুই।'

'আমার চার। এক বছর গেছে। কী নাম?'

'প্যাপিলন।'

'আমি জর্জেস। জোজোলা অভারগী কোথেকে এসেছ?'

'প্যারিস। তুমি?'

তার সময় ছিল না। কফি আর রুটি এসে গেছে। ওর মত আমিও নিয়ে এলাম আমার মগ। তাতে কফি ঢেলে দেওয়া হলো। আর দিল এক টুকরো রুটি। এত তাড়াতাড়ি দিয়ে চলে গেল যে, রুটির টুকরোটা মেঝেতে পড়ে গেল হাত থেকে। রুটিনের মত খাবার। দীর্ঘকাল মেনুর কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রতি পনেরো দিন অন্তর মাথা বের করে দিতে হয় ফোকর দিয়ে। একজন সাধারণ কয়েদী দাড়ি গোঁফ শেভ করে দেয়।

তিন দিন পার হয়ে গেল। বন্ধুরা কথা দিয়েছিল যে খাবার আর সিগারেট পাঠাবে। এখনও পেলাম না। অবশ্য এর ভিতরে কিছু পাঠানোও প্রায় অসম্ভব। হয়তো পারছে না গুছিয়ে আনতে। ধূমপান খুবই বিপজ্জনক। আবার এই অবস্থায় তা বিলাসিতা। খাবার দরকার সবার আগে। কারণ দুপুর বেলা যে খাবার দেয়, তা খুবই সামান্য। গরম পানির মধ্যে সবুজ এক আধ টুকরো সবজি আর তার সঙ্গে সামান্য একটু সেদ্ধ মাংস, ব্যস। সন্ধ্যার খাবারও তাই, এক হাতা পানির ভিতরে দু'একটা শিমের টুকরো বা শুকনো অন্য কোন সবজি। এই খাবার পায়ের তো দূরের কথা মনের জোর বজায় রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়।

বারান্দাটা ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে, শব্দ পেলাম। মনে হলো আমার সেলের সামনে ঝাড়ছে একটু বেশিক্ষণ ধরে। আর ফোকরের নীচ দিয়ে কী যেন একটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলের ভিতরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম। মনে হলো ঝাড়ুদার বার্তাটি আমি নিলাম কিনা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেলের সামনে।

টেনে আনলাম কাগজটা। টিপে ক্লুদের পায়ের শব্দের জন্য অপেক্ষা করলাম খানিকটা। তারপর টুক্ করে খুলে পড়লাম, 'প্যাপি, কাল থেকে তুমি দৈনিক তোমার পটে পাঁচটা করে সিগারেট ও এক টুকরো নারকেল পাবে। নারকেলটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। সিগারেট খাবে তোমার পট পরিষ্কারের আগে আগে। সকালের কফির পর কখনও সিগারেট খাবে না। দুপুরে সুপের পরে ও সন্ধ্যার খাবারের পর খেতে পারো। এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিলের সীস পাঠালাম। যখন যা প্রয়োজন, লিখে ঝাড়ু দেবার সময় দরজার নীচে দিয়ো ফেলে। দরজায় শব্দ করলে সুই পার যদি জবাব না দেয়, তা হলে চিঠি পাঠিয়ো না। সুস্থ থেকো। ভালবাসা। ইগনেস, লুইস।'

গ্যালগানি ও ডেগা পাঠিয়েছে এই বার্তা। এরকম নিবেদিত অন্তরঙ্গ বন্ধু পেয়েছি বলে মন ভরে উঠল আমার। ভরসা পেলাম। মনে হলো, নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারব এই কবর থেকে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। ব্রাভো টার্ন। কী হৃদয়বান মানুষ এরা! আমার জন্য কতটা ঝুঁকি নিচ্ছে। চাকরিও যেতে পারে, রয়েলের মুক্ত জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারে ওদের। তবু বন্ধুর জন্য করছে ওরা। কী মহান

www.BanglaBook.org

হৃদয় আমার এই বন্ধুদের। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।

নারকেলের টুকরো পেয়ে অনেক সুবিধা হলো। আমাদের যে খাবার দেওয়া হয়, তাতে তেলের নাম গন্ধও নেই। অথচ শরীরের জন্য তেলের প্রয়োজন। নারকেলে আছে তেল আর প্রচুর ভিটামিন। দু'মাস ধরে সিগারেট আর নারকেলের এই বরাদ্দ পেয়েই যাচ্ছি। কোন অসুবিধা হয়নি। সিগারেট খাই অনেকটা রেড ইন্ডিয়ানদের মত করে। প্রথমে ধোঁয়া টেনে নিই একেবারে পেটের ভিতরে তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে ছাড়ি। আর হাত নেড়ে সরিয়ে দিই ধোঁয়া। ব্যস।

গতকাল ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। একজন ওয়ার্ডার এসে দাঁড়াল মাথার উপরকার লোহার বীমের উপর। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল আমার সেলের ভিতরে। ঠিক করতে পারলাম না কী করা উচিত। ওর ফেলে দেওয়া সিগারেটটা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে ফেললাম। ও কি দুঃখিত বা লজ্জিত হলো। নাকি এটা কোন ফাঁদ ছিল, কে জানে!

মাথার ভিতরে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পালানো, মুক্তি ঘুরপাক খায়। দু'মাস হয়ে গেছে। এভাবেই সাধারণ চিন্তা আর অবিরাম হাঁটা এই নিয়ে আছি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কাঠের তক্তা টানিয়ে জিরাতে চাই। বহু স্মৃতি আসে ঘুরে ফিরে। আমার মায়ের সঙ্গে বসি। সতেরো বছর আগে মারা গেছে আমার মা। আমি তার স্কার্ট ধরে টানি। আমার মা চুলে হাত বুলিয়ে দেয়, আমার লম্বা কোঁকড়ানো চুল। পাঁচ বছর বয়স আমার। মা আমার চুল বড় হতে দিত। সহজে কাটত না। তার চমৎকার স্নেহসিক্ত চোখ, তার স্নিগ্ধ অবিস্মরণীয় হাসি। আমাকে বলত, 'রিরি, বাবা, ভাল হও। খুব ভাল হবে। খুব ভাল হলে তোমার মা তোমাকে আরও ভালবাসবে, অনেক বেশি ভালবাসবে। আরও একটু বড় হবে যখন, তখন না, অনেক উঁচু থেকে নদীতে ডাইভ দিতে পারবে। এখন তো পারবে না। এখন যে তুমি ছোট! লক্ষী সোনা। দুঃখ কোরো না। শিগ্গিরই তুমি বড় হয়ে যাবে, হ্যাঁ?'

মার হাত ধরে ঝর্ণার ধারে বেড়াতে গিয়েছি। হাত ধরে ফিরেছি। যেন এখনও আমি আমার মায়ের কাছেই। মিউজিক বাজানোর জন্য টুলের উপর বসে আছে মা। আমি পেছন থেকে আমার ছোট ছোট হাত দিয়ে তার চোখ টিপে ধরে আছি। মা তার চম্পক আঙুলে বাজিয়ে যাচ্ছে মিউজিক।...আমার কল্পনার এই ভ্রমণে কেউ বাধা দিতে পারে না আমাকে।

এভাবে ধীরে, খুবই ধীরে মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস করে কেটে গেল প্রায় একটা বছর। ঠিক এগারো মাস বিশ দিন। এর মধ্যে মাত্র চল্লিশ সেকেন্ড কথা বলেছি। আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ড। কাশি হলো আমার। ভাবলাম, ডাক্তার দেখানো উচিত। খবর পাঠালাম, আমার অসুখ।

ডাক্তার এল। আশ্চর্য হলাম, খুলে গেল দরজার ছিদ্র। 'কী রোগ তোমার? ফুসফুসে কোন অসুবিধা? পিঠটা বাঁকিয়ে কাশি দাও। মাথা বের করো।'

এ এক আজব তামাশা! ডাক্তার রোগী দেখবে, তাও ছিদ্র দিয়ে মাথা বের করিয়ে। কিংবা বুক চিতিয়ে ধরতে হবে ছিদ্রের মুখে, তারপর পরীক্ষা করবে ডাক্তার। এ কী এক ঔপনিবেশিক নিয়ম!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তার বলল, 'হাত বের করে দাও বাইরে।' হাত প্রায় বেরই করে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা আত্মসম্মানবোধ আমাকে বাধা দিল। বললাম, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। বাদ দাও। এ তেমন কিছু না।'

'তোমার ইচ্ছা।' বলে চলে গেল ডাক্তার।

আবার এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। অ্যাবাউট টার্ন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। হাঁটছি তো হাঁটছিই। পা টন টন করে। পায়ের নীচে কী আছে? কী মাড়িয়ে হাঁটছি আমি। শুধুই সিমেন্ট? না অসম্ভব। আমার পায়ের নীচে এই শালা মেরুদণ্ডহীন ডাক্তার, আমার এখানকার বসতি সম্পর্কে যারা কোন খোঁজ খবর নিতে চায় না, আমার পায়ের নীচে সেই ফরাসী জাতি, আমার পায়ের নীচে অপরাধ আদালতের সাংবাদিকরাও, যারা একজন লোকের বিরুদ্ধে পুলিশের দেওয়া খবর ছেপে কয়েক মাস পর সম্পূর্ণ ভুলে যায় সবকিছু। এভাবে পায়ের নীচে মাড়িয়ে যাই কয়েদখানার পাদ্রীকেও, মাড়িয়ে যাই অন্যসব কপট শঠ সংগঠনকেও। আশ্চর্য, এ পর্যন্ত কোন সংগঠন একটি প্রশ্নও করেনি। জানতে চায়নি কেন অপরাধী বসতি এলাকা থেকে শতকরা আশি ভাগ লোক আর কোন দিন মূল ভূমিতে ফিরে আসে না। রাগে ক্ষোভে দুঃখে আমি যেন প্রতি পদক্ষেপে এদের কাউকে না কাউকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছি আমার পায়ের নীচে।

ভাল আছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগলেও সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই আছে আমার। আর দশ দিন পর সলিটারীতে আমার এক বছর পূর্ণ হবে। এ যেন অনেকটা বার্ষিকী পালনের মত। না পাগল হয়ে যাইনি। ঠিক আছি। আর এক বছর পর নিশ্চয়ই নিজের পায়ে হেঁটেই বেরোতে পারব এই সেল থেকে।

বাইরে ফিসফাস শব্দ শুনলাম। আরও একজন গেল। আত্মহত্যা করেছে। গত দশ সপ্তাহে এ নিয়ে আমার আশেপাশের সেলের পাঁচজন আত্মহত্যা করল।

হ্যাঁ, আদেশ পালন করা হলো পুরোপুরি। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে দড়ি কেটে তাকে নামিয়ে আনল ক্রুরা। আমার বাঁ পাশের সেলে ছিল সে।

সেলে আমার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আমার বন্ধুরা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে তামাশা করল একটা। আমার পটে করে পাঠাল নেসলের দুধের একটা টিন। আর পাঠাল একটা চিরকুট। 'মনটা চাঙ্গা রাখো, প্যাপি। আর মাত্র এক বছর। আমরা জানি, তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। আমরা ভাল আছি। ভালবাসা নিও। লুইস, ইগনেস। যদি পারো, এর কাছেই লিখে পাঠাও এক ছত্র।'

এক টুকরো সাদা কাগজে লিখে দিলাম, 'সব কিছুর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। ভালই আছি, থাকব, আশা করি আরও এক বছর, এ জন্যও তোমাদের ধন্যবাদ। ক্লুসিও ও ম্যাচুরেটের খবর কী?'

এরপর? আরও এক বছর এখান থেকে বেরোলে আমাকে হয়তো দেওয়া হবে কোন সরকারী কাজ। কিংবা পাঠানো হবে সেইন্ট জোসেফে। আমি প্রাণ ভরে কথা বলব, ধূমপান করব, আর নতুন করে পালাবার পরিকল্পনা আঁটব। চলছিল সব এরকম। কিন্তু বিশ মাসের মাথায় ঘটে গেল মারাত্মক ঘটনাটা। যে লোকটা আমার পটে নারকেল আর সিগারেট দিত, সে ধরা পড়ে গেল হাতেনাতে। পটের উপর সিগারেট ও নারকেল দিয়ে যেই না সে ঠেলতে যাবে,

www.BanglaBook.org

অমনি ধরা পড়ল ক্রুদের হাতে। তৎক্ষণাৎ ওই কয়েদী ঝাড়ুদারকে কয়েক ঘা মারা হলো জোরসে। ওয়ার্ডার আমার সেলের ছিদ্র খুলে বলল, 'অপেক্ষা করো, মজা টের পাবে।'

'যাও, শালা চুতিয়ার দল, পরোয়া করি না,' চিৎকার করে বললাম। শুনতে পেলাম মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে ওই কয়েদীকে।

এই ঘটনাটা ঘটল সকাল সাতটায়। রাত এগারোটার দিকে ডেপুটি-গবর্নরের নেতৃত্বে একদল ওয়ার্ডার এল আমার সেলে। বিশ মাসে সেলের যে দরজাটা একবারও খোলা হয়নি, সেটা খোলা হলো। আমি আমার মগটা হাতে ধরে সেলের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কেউ আঘাত করার চেষ্টা করলে মারব শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। যা থাকে কপালে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না।

'কনসাইনী, বেরিয়ে এসো।'

'আমাকে পিটানোর জন্য যদি বের করা হয়, তা হলে মনে রেখো, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করব। সব দিক থেকে আক্রমণের শিকার হবার জন্য আমি বের হব না। আমি ঠিক জায়গায় আছি। কেউ আমার গায়ে হাত দিতে এলে প্রথম জনকে খুন করে ফেলব আমি।'

'তোমাকে মারা হবে না, শ্যারিয়ার।'

'কে বলছে এটা।'

'আমি। ডেপুটি গবর্নর।'

'তোমাকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'এতটা উজবুক হয়ো না। তাতে কোন লাভ নেই। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে কেউ মারবে না।'

আমি আমার মগটা হাতেই রাখলাম। গবর্নর বলল, 'তুমি ওটা নিয়েও আসতে পারো। কিন্তু ওর দরকার হবে না।'

'ঠিক আছে।'

বেরিয়ে এলাম। ডেপুটি গবর্নর ও ছয় জন ওয়ার্ডার আমাকে ঘিরে। বারান্দার ডান দিক দিয়ে রওনা হলাম। উঠানে পৌঁছা মাত্রই ঝাঁই করে ধাক্কা লাগল মাথার ভিতরে আর চোখ গেল বন্ধ হয়ে। যেন আলোর চাকু বসে গেছে চোখের মধ্যে। পিটপিট করতে করতে এগিয়ে গেলাম। ঘরের মধ্যে বারো জন ওয়ার্ডার। মেঝেতে পড়ে আছে একটা লোক। রক্তাক্ত। গোঙাচ্ছে। দেয়ালে একটা ঘড়ি। এগারোটা বাজে। ধারণা হলো গত চার ঘন্টা ধরে লোকটাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। গবর্নর একটা বড় টেবিলে বসা। তার পাশে ডেপুটি গবর্নর আসন নিল।

'কত দিন ধরে এই খাবার আর সিগারেট পাচ্ছ তুমি?'

'ও তো তোমাদের বলেছেই।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।'

'আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। গতকাল কী ঘটেছে বলতে পারি না।'

'ঠাট্টা করার চেষ্টা করছ?'

'না। আমি কিছুই জানি না। মাথায় একটা ঘা খাবার পর আমার আর কিছু মনে নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গবর্নর আমার জবাবে তাজ্জব বনে গেল। বলল, 'রয়েলে জিজ্ঞেস করে দেখো, এরকম কোন রেকর্ড আছে কিনা।' অন্যরা যখন টেলিফোনে রয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেল, গবর্নর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম যে শ্যারিয়ার, সেটা মনে আছে তো?'

'ও, হ্যাঁ।' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য যন্ত্রের মত বলে গেলাম, 'আমার নাম শ্যারিয়ার, আমি ১৯০৬ সালে আরডাশ-এ জন্মগ্রহণ করেছি। প্যারিসের আদালতে আমাকে যাবজ্জীবন দণ্ড দেয়া হয়েছে।'

তার চোখ তো ছানাবড়া। বুঝলাম, ওষুধে কাজ হয়েছে।

'আজ সকালে কি কফি ও রুটি খেয়েছ?'

'খেয়েছি।'

'গতরাতে কি সবজি ছিল তোমার সুপে।'

'জানি না।'

'তোমার স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে?'

'না সব নয়। এই যেমন, মনে আছে যে তুমি আমাকে এখানে বুঝে নিয়েছিলে। তবে, বলতে পারি না।'

'তুমি জানো না, কতদিন সেলে থাকতে হবে তোমাকে?'

'কেন, সারা জীবন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। আমি তো তাই জানি।'

'না, না, সলিটারীতে।'

'ওরা আমাকে সলিটারীতে পাঠিয়েছে? কেন? কী জন্য?'

'কী বলছ আবোল-তাবোল? কিছু মনে নেই? পালাবার অপরাধে তোমাকে দু'বছরের জন্য সলিটারীতে পাঠানো হয়েছে। তোমার মনে নেই বলছ? হা ঈশ্বর! বলে কী?'

তারপর শেষ করে দিলাম তাকে একেবারে! বললাম, 'কী বলছ? আমি পালিয়েছি? চলো আমার সঙ্গে, আমার সেলে। দেখতে পাবে পালিয়েছি কি পালাইনি।'

ঠিক এই সময় একজন স্ক্রু বলল, 'রয়েল লাইনে আছে, স্যার।'

টেলিফোন ধরল গবর্নর, 'কিছু নেই? কী যা-তা বলছ, সে বলছে তার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। মাথায় একটা আঘাতের পর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আচ্ছা ধন্যবাদ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা হয়, তোমাকে জানাব…।' ফোন রেখে গবর্নর আমাকে বলল, 'দেখি তোমার মাথা। হ্যাঁ, তাই তো লম্বা একটা কাটা দাগ। তুমি কীভাবে মনে করছ যে, এই আঘাতটার পরই তোমার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে? আহা-হা। শুধু এই কথাটার জবাব দাও।'

'আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। আমার কেবল আঘাতটার কথাই মনে আছে। আর মনে আছে আমার নাম শ্যারিয়ার। আরও দু'চারটা কথা মনে করতে পারি।'

'এসব খবর পাচ্ছ কীভাবে?'

'জানি না। বলতে পারি না। আমাকে যা খাবার আজই পেয়েছি, নাকি এর আগেও হাজার বার পেয়েছি, বলতে পারব না। এ ব্যাপারে যা খুশি করতে পারো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, অতিরিক্ত খাবার খেয়ে তুমি ভালই ওজন বাড়িয়েছ। এখন থেকে নির্জন সেলে আর যতদিন থাকবে তুমি, ততদিন তোমার জন্যে রাতের খাবার বন্ধ।'

সেলে ফিরে গেলাম আবার। দ্বিতীয়বার ঝাড়ু দেবার সময় পেলাম আর একটা চিরকুট। কিন্তু পড়তে পারলাম না। কারণ লেখাটা আগেরগুলোর মত চিকচিকে ছিল না। রাতের বেলা শোবার তক্তার ভিতরে লুকিয়ে রাখা শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে সেই আলোতে পড়লাম, 'ঝাড়ুদার কিছুই ফাঁস করেনি। ও ফ্রান্সে তোমাকে চিনত। নিজের থেকেই বলেছে, মাত্র দু'বার তোমাকে খাবার দিয়েছে। রয়েলে আমাদের কারও কোন অসুবিধা হবে না। সাহস রেখো।'

সুতরাং আমার নারকেল, সিগারেট আর বন্ধুদের চিরকুট বন্ধ হয়ে গেল। তারপর রাতের খাবার বন্ধ। ক্ষুধা যাতে না লাগে, সেই চেষ্টা করতে থাকলাম। শুধু নিজের চিন্তা নয়। ওই ঝাড়ুদার হারামিকে কুত্তার বাচ্চারা পিটিয়েছে। শালারা! নতুন কোন শাস্তি নাও হতে পারে।

তারপর পুরনো বৃত্ত। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। অ্যাবাউট টার্ন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। কিন্তু এই হাঁটার কৌশল মনে হয় বদলাতে হবে। কারণ যে পরিমাণ খাবার পাব, তাতে এত শক্তি ক্ষয় পোষাবে না। বরং এখন উচিত যতক্ষণ সম্ভব শুয়ে থাকা। সোজা, টান টান হয়ে। যত কম নড়াচড়া করব, তত কম ক্যালোরি পুড়বে। আর চার মাস। একশো বিশ দিন থাকতে হবে এই অবস্থায়। রক্তশূন্যতায় পুরোপুরি আক্রান্ত হতে কমপক্ষে আরও দু'মাস লাগবে। সুতরাং শেষ দু'মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুয়ে থাকার অভ্যাস করতে লাগলাম। ঠিক করলাম এখন থেকে দিনে মাত্র চার ঘণ্টা হাঁটব। শুয়ে থাকব কমপক্ষে বারো ঘণ্টা।

এভাবে দশ দিন গেল। সব সময় ক্ষুধা থাকে। নারকেল আর সিগারেটের জন্য কষ্ট পাই। শুয়ে থাকি। গতকাল প্যারিসে ব্যাত মোর্ত-এ গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে খেয়ে এলাম শ্যামপেন। এ রকম এলোমেলো চিন্তা, স্বপ্ন। কল্পনার মুক্ত জীবনে থাকতে শুরু করলাম বেশি করে।

আর মাত্র এক মাস বাকি। বুঝতে পারছি, নারকেল কীভাবে আমার স্বাস্থ্য টিকিয়ে রেখেছিল বিশ মাস ধরে। সকালে কফির পর বরাদ্দ রুটির অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা রেখে দেই। সেটাকে তিন চার টুকরো করে সন্ধ্যায় ও রাতে খাই। এতেই বা কী লাভ? নিজেকেই প্রশ্ন করি, 'তুমি কি খুব ভড়কে গেছ প্যাপিলন? না, বোকামি কোরো না। এই নরখাদক সেলটাকে হারিয়ে দিতে হবে তোমাকে। ভয় পেয়ো না।' কী হবে? আরও ত্রিশ দিন অর্থাৎ সাতশো বিশ ঘণ্টা পর ওরা আসবে। দরজা খুলে বলবে, 'কনসাইনী, শ্যারিয়ার। বেরিয়ে এসো। তোমার দু'বছরের মেয়াদ শেষ।' জবাবে কী কী বলব? বলব কী 'হ্যাঁ শেষ মেয়াদ'? অসম্ভব। আমার তো স্মৃতিভ্রম। বলতে হবে, 'কী, আমাকে ক্ষমা করা হলো? আমি ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি? আমার যাবজ্জীবন শেষ হয়ে গেছে?' গভর্নরকে বোঝাতে হবে যে, আমার জন্য যে অনশনের ব্যবস্থা করেছিল সে, তা অযৌক্তিক, অন্যায়।

আর বিশ দিন বাকি। সত্যি দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি। কয়েকদিন সুপের বাটিতে পেলাম শুধু গরম পানি। মাংসের টুকরোর বদলে পেতে থাকলাম একটা হাড্ডির টুকরো। উঠে দাঁড়িয়ে খাবার নেওয়াও আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

দরজায় একটা খচখচ শুনলাম। ডেগা ও গ্যালগানির চিঠি। 'এক লাইন খবর পাঠাও। তোমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চিন্তায় আছি। আর মাত্র উনিশ দিন বাকি। মনে বল রেখো। লুইস, ইগনেস।'

লিখলাম, 'টিকে আছি। খুব দুর্বল। ধন্যবাদ। প্যাপি।'

নারকেল নেই, সিগারেট নেই, খাবার নেই। কিন্তু এই এক টুকরো চিঠি হলো সবার চেয়ে বড় টনিক। হঠাৎ যেন শক্তি পেলাম। মৃত্যু আর পাগল হয়ে যাবার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি জয়ের প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এখন রাতের বারো ঘণ্টা শুয়ে থাকি। চার ঘণ্টা হাঁটি আর আট ঘণ্টা সিমেন্টের ঢিবির উপর বসে কাটাই। কষ্টে দু'একবার উঠবসও করি।

আরও দশ দিন বাকি। আমি ত্রিনিদাদের চমৎকার জীবনের কথা মনে করি। কল্পনায় নৌকায় চড়ে ঘুরে আসি ত্রিনিদাদ। হঠাৎ পাশের সেল থেকে চিৎকার শুনলাম, 'ওই কুত্তির বাচ্চারা, নেমে আয়। নেমে আয় ওপর থেকে। আমার দিকে চেয়ে আছিস গত তিন বছর ধরে। ক্লান্তি নেই, লজ্জা নেই। শরম নেই তোদের?'

'চোপ, খবরদার। দাঁত ভেঙে ফেলব, শুয়োর কোথাকার!'

'থাম, শুয়োরের বাচ্চা। যা খুশি কর। আমিও শালা হারামি কম নই। ছত্রিশ মাস ধরে চুপ করে আছি। মুতি শালা তোদের চোখে। আর নয়। আর নয়।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে গেল।

কয়েদী চিৎকার করছে, যা খুশি কর তোরা। বাঁধ যেভাবে খুশি। মুতি তোদের চোখে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দে। কিন্তু আমি বলতেই থাকব, তোদের মা ছিল এক নোংরা নেড়ি শুকরী। তোরা তার জঘন্য গা ঘিন-ঘিন করা সন্তান।'

মারের শব্দ পেলাম। গোঙানির শব্দ। আমার সেলের সামনে দিয়েই টেনে নিয়ে গেল ওকে।

এই নির্যাতনে কেমন যেন বল পেলাম আমি।

আজ সলিটারীতে আমার শেষ রাত। ২৩৪ নম্বর সেলে এর মধ্যেই সতেরো হাজার পাঁচশো আট ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে একবারই খোলা হয়েছিল আমার দরজা। প্রতিদিন চারবার করে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা হয়েছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে। ব্যস। শুয়ে পড়লাম। কাল সূর্যের আলো দেখব। সমুদ্রের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারব। কাল মুক্তি পাব। মুক্তি? হেসে উঠলাম আমি। মুক্তি মানে? কাল তো আবার-যাবজ্জীবন খাটা শুরু হবে। কাল যখন খাঁচা খুলবে, তখন কী অবস্থায় দেখব ক্লসিও ও ম্যাচুরেটকে?'

সকাল ছয়টায় কফি আর রুটি দিল। প্রায় বলেই ফেলেছিলাম, 'আজ তো আমার বেরোবার কথা।' কিন্তু চট করে মনে হলো, আমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। এসব কথা মনে রাখলে তো চলবে না। থেমে গেলাম। খেয়ে ফেললাম রুটির গোটা টুকরো।

আজ ১৯৩৬ সালের ২৬ শে জুন। আর চার মাস পরেই আমার বয়স হবে ত্রিশ।

সকাল আটটায় দরজা খোলা হলো। ডেপুটি গভর্নর ও দু'জন ওয়ার্ডারকে দেখলাম।

'শ্যারিয়ার, তোমার সাজার মেয়াদ শেষ। আজ ১৯৩৬ সালের ২৬ শে জুন।

www.BanglaBook.org

এসো আমাদের সঙ্গে।'

বেরিয়ে এলাম। উঠানের উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে গেল চোখ। চোখের সামনে জোনাকি পোকার মত আলোর ঝলকি।

প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে দেখলাম ক্লসিও আর ম্যাচুরেটকে। ম্যাচুরেটের হাড্ডির উপর চামড়া লেগে আছে শুধু। গাল বসে গেছে সম্পূর্ণ ভিতরে। গর্তে ঢোকা চোখ। আর ক্লসিও একটা স্ট্রেচারে শোয়া। সম্পূর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেখেই বোঝা গেল মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে ওর। আমাকেও কি এরকমই দেখাচ্ছে? বললাম, 'বন্ধুরা, কেমন আছ তোমরা?'

কেউ কোন জবাব দিল না।

ফের বললাম, 'ভাল আছ?'

ম্যাচুরেট বলল, 'হ্যাঁ।'

আমি ক্লসিওর গালে চুমু খেলাম। উজ্জ্বল চোখ মেলে হাসল ক্লসিও। বলল, 'বিদায়, প্যাপিলন।'

'না, না, এভাবে বোলো না।'

'আমার শেষ, প্যাপি।'

গবর্নর এল। বলল, 'ক্লসিও আর ম্যাচুরেট, তোমরা ভাল ব্যবহার করেছ। তোমাদের ফাইলে আমি "কনডাক্ট গুড" লিখে দিয়েছি। আর শ্যারিয়ার। গুরুতর অপরাধ করেছ তুমি। তোমার ফাইলে "কনডাক্ট ব্যাড" লিখে দিচ্ছি। এটাই তোমার পাওনা।'

'মাফ করবেন, আমি কী অপরাধ করেছি, গবর্নর?'

'তুমি সত্যি নারকেল আর সিগারেটের কথা মনে করতে পারছ না?'

'না। সত্যি বলছি, না।'

'ঠিক আছে। গত চার মাসে তুমি কী খেয়েছ?'

'খাবারের কথা বলছ? সেলে থাকার পর থেকে যা খেয়ে আসছি, তাই।'

'ঠিক আছে : গতকাল কী খেয়েছ?'

'অন্য দিনের মতই। এরা যা দিয়েছে। হয়তো বরবটি বা ফ্রাইড রাইস, বা অন্য কোন সবজি।'

'রাতের খাবার খেয়েছ?'

'আমার তো মনে হয়। তুমি কি মনে করো, খাবার ফেলে দিয়েছি আমি?'

'ঠিক আছে। মঁসিয়ে এক্স, আর একটা ডিসচার্জ টিকেট আনুন। একেও "কনডাক্ট গুড" লিখে দিচ্ছি।'

নির্জন সেলগুলোর মহাদরজা খুলে দেওয়া হলো। ওয়ার্ডাররা আমাদের ঘেরাও করে নামিয়ে নিয়ে এল নীচে ক্যাম্পের দিকে। সামনে সমুদ্র, উজ্জ্বল আলো ঝিলমিল করছে। অপর দিকে লাল ছাদের ঘরবাড়ি, সবুজ গাছ। ওয়ার্ডারদের বললাম, কয়েক মিনিট বসতে চাই। ওরা রাজি হলো। আমরা দু'জন ক্লসিও'র দু'পাশে বসলাম। পরস্পরের হাত ধরলাম। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। দু'জন ওয়ার্ডার ক্লসিওকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দু'পাশ থেকে আমাদের এই মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর হাত ধরে আছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বারো

রয়েলের জীবন

ইয়ার্ডে নেমে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব কয়েদীরা অসীম আন্তরিকতায় ঘিরে ধরল আমাদের। আবার দেখা হলো পিয়েরে লা ফাও, জাঁ সার্ত্র, কলন্দিনি ও শিসিলিয়ার সঙ্গে। ওরা আমাকে আর ম্যাচুরেটকে দিল কমপক্ষে বারো প্যাকেট সিগারেট ও তামাক আর সেরা চকোলেট। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দিতে চাইল আমাদের। ওয়ার্ডাররা বলল, আমাদের আগে যেতে হবে হাসপাতালে। আর্দালী ক্লুসিওকে ইনজেকশন দিল এবং ট্যাবলেট খেতে দিল। পাতলা একটা নিগ্রো বলল, 'আর্দালী, আমার ভিটামিনগুলো ওকে দাও। আমার চেয়ে ওরই ভিটামিনের দরকার বেশি।'

পিয়েরে লা বোরদেলা বলল, 'টাকাকড়ি কিছু লাগবে নাকি? তা হলে হ্যাট মেলে ধরতে পারি।'

বললাম, 'না, কিছু আছে আমার কাছে। তা ছাড়া রয়েলে-তো যাচ্ছি না আমি।'

'হ্যাঁ, কেরানী তো বলল, তোমরা তিনজনই রয়েলে যাচ্ছ। এখন তো যাচ্ছ হাসপাতালে।'

এই আর্দালী কর্সিকান। পার্বত্য এলাকার হৃষ্টপুষ্ট লোক।

হাসপাতালে থাকলাম দু'ঘন্টা। খেলাম ভাল। রওনা হলাম রয়েলের দিকে। ক্লুসিও প্রায় সব সময়ই চোখ বন্ধ করে রাখল। কপালে হাত রাখলে চোখ খুলল সে। আমাকে বলল, 'দোস্ত, প্যাপি। যাকে বলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমরা তাই, না?'

বললাম, 'তার চেয়েও বেশি। আমরা পরস্পরের ভাই।'

উপকূলের দিকে নেমে গেলাম আমরা। ক্লুসিও'র স্ট্রেচার মাঝখানে। আমি আর ম্যাচুরেট দু'পাশে। ক্যাম্পের গেটে কয়েদীরা আমাদের বিদায় জানাল। পিয়েরে লা ফাও আমার আর ম্যাচুরেটের গলায় ঝুলিয়ে দিল একটা করে থলে। এর মধ্যে আছে টোবাকো, সিগারেট, চকোলেট ও নেসলের এক টিন করে দুধ।

মেডিক্যাল আর্দালী কার্নান্দেক ও ওয়ার্ডার আমাদের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত এল। কার্নান্দেক আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে কাগজ দিল। রয়েলে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে লাগবে। বুঝতে পারলাম কয়েদী আর্দালী এন্সারি ও কার্নান্দেক ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা না করেই আমাদের হাসপাতালে পাঠাচ্ছে।

আমরা নৌকায় করে রওনা হলাম। নৌকা চালকদের একজন মার্সেইলেসের স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী। পূর্বপরিচিত শ্যাপার। বলল, 'কী প্যাপি, তুমি কি নিয়মিত নারকেল পাচ্ছিলে?'

'না, শেষ চার মাস পাইনি।'

'জানি। একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তবে ওই ব্যাটা চমৎকার কাজ করেছে।'

'তার কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত?'

'মারা গেছে।'

প্যাপিলন-২

www.BanglaBook.org

'মানে? কী হয়েছিল?'

'একজন আর্দালীর কাছে শুনেছি শাখির চোটে ওর লিভার ফেটে গিয়েছিল।'

আমরা নামলাম রয়েলে গিয়ে। তিনটি দ্বীপের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। বেকারীর ঘড়িতে তিনটা বাজে। প্রচণ্ড গরম। কাঁধে কালো চামড়ার বেল্ট পরা দু'জন সমর্থ কয়েদী স্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে এল। ওদের পেছনে পেছনে আমি আর ম্যাচুরেট। আমাদের পেছনে কাগজ-পত্র হাতে ওয়ার্ডার। খোয়া বিছানো প্রশস্ত রাস্তা। হাঁটতে কষ্ট হলো আমাদের। স্ট্রেচার বাহকরা মাঝে মধ্যে অবশ্য দাঁড়াল জিরানোর জন্য। স্ট্রেচারের মাথার কাছে বসে আমি হাত রাখলাম ক্লসিও'র কপালে কয়েকবার। ও প্রতিবারই শুধু বলল, 'তুমি ভাল, প্যাপি।'

ম্যাচুরেট ওর হাত ধরল। ক্লসিও বলল, 'বালক, তুমি?' ক্লসিও আমাদের পাশে পেয়ে আনন্দিত হয়েছে, বোঝা যায়।

শেষবার থামার আগে একদল ক্লান্ত লোককে কাজ করতে যেতে দেখলাম। আমি যে কনভয়ে গিয়ানায় আসি, এদের বেশির ভাগই সেই কনভয়ের লোক। পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা সবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলল।

আমরা মালভূমির মত জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম, একটা সাদা ভবনের সামনে দ্বীপের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করছে।

না দাঁড়িয়েই কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেজর বারোত ওরফে কোকো সেক বলল, 'সলিটারী তা হলে খুব বেশি সাংঘাতিক কিছু নয়, কী বলো? স্ট্রেচারে কে?'

'ক্লসিও।'

সে ক্লসিওকে দেখে বলল, 'এদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সুস্থ হয়ে উঠলে আমাকে জানিও। ক্যাম্পে পাঠানোর আগে ওদের আর একবার দেখতে চাই আমি।'

হাসপাতালে ওরা আমাদের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় শুতে দিল। বালিশ আছে। বড় রুম। চমৎকার আলো। পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে। প্রথম দেখলাম শ্যাতালকে। সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনীর কড়া নিরাপত্তা ওয়ার্ডের আর্দালী ছিল সে। সে ক্লসিওকে দেখে তক্ষুণি একজন ডাক্তার ডাকতে গেল। বিকাল পাঁচটার দিকে ডাক্তার এল। ভাল করে পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সে। বলল, 'খুব দেরি হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।'

এই ডাক্তারই সেলে আমাকে দেখতে গিয়েছিল। বলল, তার কোন দোষ নেই। কোন রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য সেলের দরজা খোলার নিয়ম নেই।

আইল ডু স্যালুটের জীবন ভিন্ন রকমের। এখানকার কয়েদীরা নানা কারণে ভয়ঙ্কর ধরনের। প্রথমত এরা সবাই পর্যাপ্ত খাবার পায়। তা ছাড়া মদ, সিগারেট, কফি, চকোলেট, চিনি, মাংস, মাছ, টাটকা শাক-সবজি, নারকেল, বাগদা চিংড়ি সব কিছুতেই আছে কোন না কোন র‍্যাকেট, ফন্দি-ফিকির। সুতরাং সবার স্বাস্থ্য চমৎকার। তা ছাড়া আবহাওয়াও খুবই স্বাস্থ্যসম্মত। এখানকার র‍্যাকেটের সঙ্গে কয়েদী ও ওয়ার্ডার সবাই যুক্ত। ওয়ার্ডারদের স্ত্রীরা অল্পবয়স্ক যুবক কয়েদীদের ফুট-ফরমাশ খাটাতে নেয়, অনেক সময় তাদের মধ্যে দেহ-মনের আদান-প্রদানও ঘটে যায়। এদের বলা হয় কাজের ছেলে। কেউ বাগান করে, কেউ রান্নাঘরে কাজ

www.BanglaBook.org

করে। এই সব কাজের ছেলেরাই ট্রান্সপোর্টি আর ওয়ার্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় র‍্যাকেটের। অন্য কয়েদীরাও অপছন্দ করে না কাজের ছেলেদের। কারণ ওদের জন্যই র‍্যাকেট সম্ভব হয়। তবে অনেকেই এই কাজে রাজি হয় না। যারা সত্যি সত্যি অপরাধ জগতের লোক, ওরা ফুট-ফরমাশ খাটাতে অপমানজনক মনে করে। ওরা বরং ধোপা, ঝাড়ুদার, রাখাল, হাসপাতালের আর্দালী, মাঝি–এই ধরনের কাজ বেশি সম্মানজনক বলে মনে করে। এটা একটা ছোট্ট শহরের মত। সকাল সাতটা থেকে দুপুর, আবার দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এখানে কয়েদীরা কাজ করে। সবাইকে চেনে সবাই, সবার সম্পর্কে সবাই জানে।

রোববারটা আমাদের সঙ্গে কাটানোর জন্য হাসপাতালে চলে এল ডেগা আর গ্যালগানি। আমরা মজা করে মাছ, মাছের সুপ, গোল আলু, পনির, কফি আর হোয়াইট ওয়াইন খেলাম। শ্যাতালের ঘরে শ্যাতাল, আমি, ডেগা, ম্যাচুরেট, গ্যালগানি আর গ্রাঁদেত একসঙ্গে বসে চালালাম এই ভোজ। ওরা সবাই ধরল আমাকে, পালাবার কাহিনী শোনাতে হবে। বললাম সব। ডেগা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও পালাবার চেষ্টা করবে না আর। আশা করছে ওর সাজা পাঁচ বছর মওকুফ করে দেবে ফরাসী সরকার। তার তিন বছর ও ফ্রান্সে খেটেছে, তিন বছর নির্বাসনে। আর চার বছর কাটাবে এখানে। গ্যালগানির মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে কর্সিকান সিনেটর

এবার আমার পালা। জিজ্ঞেস করলাম এখান থেকে পালাবার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা কোনটা। ডেগা আর গ্যালগানি বলল, ওরা এ সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। শ্যাতাল বলল, একটা বাগান থেকে পালাবার উপযোগী ভেলা তৈরি করা যাবে। গ্রাঁদেত বলল, ও একটা পাবলিক ওয়ার্কসের কামার ছিল। সেখানে কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রি সবাই আছে। প্রায় একশো বিশ জন লোক। সংস্থাপন ভবন থেকে ওখানকার কাজ তদারক করা হয়। ডেগা যেহেতু প্রধান হিসাব রক্ষক, সে আমাকে একটা সুবিধাজনক পছন্দ মত জায়গায় কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। গ্রাঁদেত আমাকে ওর জুয়োর টেবিলের অর্ধেক বখরা অফার করল। তাতে আমার চার্জারের টাকা খরচ করার দরকার হবে না। পরে দেখলাম, কাজটা ভাল, যদিও খুব বিপজ্জনক।

বিকাল পাঁচটার দিকে ওরা উঠল। ডেগার হাতে একটা চমৎকার ঘড়ি। ও পোকার খেলার জন্য আমাকে পাঁচশো ফ্রাঁ দিল। গ্রাঁদেত দিল ভাঁজ করে রাখা যায়, এরকম একটা চাকু। বলল, 'বিশ্বস্ত হাতিয়ার এটা। দিনরাত সঙ্গে রাখবে।'

'সার্চ করে যদি?'

'বেশির ভাগ তুই আরব রক্ষী। ওরা বিপজ্জনক লোকের দেহ তল্লাশী করে কখনোই কোন অস্ত্র পায় না। তোমার চাকুতে হাত লাগলেও বের করবে না ওরা।'

রেখে দিলাম চাকুটা।

গ্রাঁদেত বলল, 'ক্যাম্পে আবার দেখা হবে আমাদের।'

গ্যালগানি বলল, ওর গর্বিতেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। গর্বি হচ্ছে এক একটা মেস, যেখানে একজনের সম্পত্তি সকলের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়। ডেগা ক্যাম্পে ঘুমায় না। সে ঘুমায় প্রশাসনিক ভবনে একটা রুমে।

তিন দিন আছি হাসপাতালে। ক্লসিও-র অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড়

www.BanglaBook.org

নিল। রাতের বেলা থাকি ক্লসিওরই কাছে। আজ অবস্থা এতই খারাপ হলো যে ওকে সরিয়ে নেওয়া হলো অন্য একটি রুমে।

রাতে বড় রুমটার ভিতরে পোকার খেলা হচ্ছিল। বসে গেলাম ওদের সঙ্গে। ভোর পর্যন্ত খেলে জিতলাম তেরোশো ফ্রাঁ। শুতে যাচ্ছিলাম কফি খেয়ে। পালো ধরল আমাকে। দু'শো ফ্রাঁ ধার চাই ওর আরও খেলার জন্য। ওকে তিনশো ফ্রাঁই দিয়ে দিলাম। ও তো মহাখুশি। আমার সঙ্গে হাত মিলাল। বলল, 'আমরা বন্ধু হব, প্যাপিলন।'

সকালের দিকেই ক্লসিও মারা গেল। শ্যাতাল ওকে মরফিয়া দিতে এলে ও বলল, 'বাদ দাও। আমি সজ্ঞানে মরতে চাই। ডাকো আমার বন্ধুদের। ওরা এসে বসুক আমার পাশে।' শ্যাতাল আমাদের ওই 'প্রবেশ নিষেধ' রুমে নিয়ে গেল। ও আমার বাহুতে মাথা রেখে মারা গেল। ম্যাচুরেট কান্নায় ভেঙে পড়ল একেবারে। একটা বাইসাইকেল চুরির মিথ্যা অভিযোগে ক্লসিও'র বিশ বছরের নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। মৃত্যুকালে ওর বয়স হয়েছিল বত্রিশ বছর।

'আমাদের পলায়নের একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ক্লসিও। ওরা ক্লসিওর মরদেহ হাঙরের মুখে তুলে দিয়েছে।'

হাঙরের মুখে তুলে দিয়েছে শুনে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। অবশ্য এখানে কয়েদীদের কবর দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। ওয়ার্ডারদের জন্য অবশ্য আছে। কোন কয়েদী মারা গেলে ওরা সন্ধ্যা ছয়টায় সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রে গিয়ে সেইন্ট জোসেফ ও রয়েলের মাঝামাঝি জায়গায় ফেলে দেয়। ওই জায়গাটায় হাঙরদের বসতি।

বন্ধুর মৃত্যুতে হাসপাতাল অসহ্য হয়ে উঠল আমার কাছে। ডেগাকে খবর পাঠালাম যে দু'দিনের মধ্যে হাসপাতাল ছেড়ে যাব আমি। ফিরতি চিঠিতে ডেগা জানাল, 'শ্যাতালকে বলো, ক্যাম্পে তোমার জন্যে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে। ওই সময়ের মধ্যে তুমি পছন্দ মত কাজ জোগাড় করতে পারবে।' ম্যাচুরেট হাসপাতালে থাকবে কয়েকদিন। ও সহকারী আর্দালীর কাজ পেতে পারে হাসপাতালেই।

হাসপাতাল ছাড়ার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মেজর ব্যারোতের কাছে। সে বলল, 'প্যাপিলন ক্যাম্পে যাবার আগে আমি তোমাকে দেখতে চেয়েছি, কারণ এখানে তোমার খুবই মূল্যবান একজন বন্ধু রয়েছে। সে হচ্ছে আমার প্রধান হিসাব রক্ষক, লুই ডেগা। ডেগা বলেছে ফ্রান্স থেকে তোমার নামে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, তা সঠিক নয়, তুমি নির্দোষ; তাই তুমি পালাবার চেষ্টা করবেই। ডেগার সঙ্গে আমি একমত নই। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার মনের বর্তমান অবস্থাটা কী?'

'তার আগে কি আমি জানতে পারি, স্যার, কী আছে আমার ফাইলে?'

সে একটা হলুদ ফাইল আমার দিকে এগিয়ে দিল, 'নিজেই দেখো।'

মোটামুটি যা দেখলাম তা হচ্ছে হেনরি শ্যারিয়ার, ডাকনাম প্যাপিলন, জন্ম ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর। আরদাশ-এ। খোঁজায় নরহত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সব দিক থেকে বিপজ্জনক। কড়া নজর রাখতে হবে। কোন সুবিধাজনক সরকারী দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

www.BanglaBook.org

কায়েন কারাগার: সংশোধনের অযোগ্য অপরাধী। বিদ্রোহ সংগঠনে সক্ষম। কড়া নজর রাখতে হবে।

সেইন্ট-মার্টিন ডি-রে: সুশৃঙ্খল করা সম্ভব, তবে তার সহযোগীদের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দারুণ। যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, পালাবার চেষ্টা করবেই।

সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনী। হাসপাতাল থেকে পালানোর জন্য তিনজন ওয়ার্ডার ও একজন রক্ষীকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। কলম্বিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তদন্ত পর্যায়ে ব্যবহার ভাল করেছে। নির্জন কক্ষে দু'বছর বন্দী রাখার হালকা শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

সেইন্ট জোসেফের নির্জন কয়েদখানা: মুক্তি পর্যন্ত ব্যবহার ভাল।

'মাই ডিয়ার, প্যাপিলন। এই অবস্থায় কী করা যায়? তোমাকে কয়েদী হিসেবে পেয়ে আমরা খুব একটা সুখে নেই। একটা চুক্তিতে আসবে তুমি আমার সঙ্গে?'

'কেন নয়? অবশ্য চুক্তিটা শর্তের ওপর নির্ভর করে।'

'তুমি এমন একটা লোক যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক পালাবার চেষ্টা করবেই, সন্দেহ নেই। এই দ্বীপের গবর্নরগিরির কাজে আমি আছি আর পাঁচ মাস। তুমি কি জানো, এ সব দ্বীপ থেকে কেউ পালালে একজন গবর্নরকে তার জন্যে কতটা মূল্য দিতে হয়? এক বছরের সাধারণ বেতন। ফলে উপনিবেশ বোনাস পাওয়া যায় না একটা পয়সা। ছুটি বন্ধ করে দেয়া হয় ছয় মাসের জন্যে। আর ছুটি কেটে দেয়া হয় তিন মাস। আর তদন্তে যদি দেখা যায়, পলায়নের জন্যে গবর্নরই দায়ী, সেক্ষেত্রেও তার পদাবনতি হয় এক ধাপ। এটাই গুরুতর। তুমি পালাবে এই সন্দেহে তো আর তোমাকে অন্ধকূপে ফেলে রাখতে পারি না। সুতরাং আমি দ্বীপের গবর্নর থাকা অবস্থায় পালাবে না এখান থেকে, এই প্রতিশ্রুতি চাই তোমার কাছে। মাত্র পাঁচটা মাস।'

'গবর্নর, কথা দিচ্ছি, তুমি যতদিন আছ ততদিন পালাব না। তবে আশা করি, এটা ছয় মাসের বেশি হবে না।'

'আমি পাঁচ মাসের আগেই যাচ্ছি। মোটামুটি নিশ্চিত।'

'ঠিক আছে। তুমি ডেগাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি কথা রাখি।'

'না। ডেগার দরকার নেই। আমিই বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু, এর বদলে আমিও কিছু চাই।'

'কী?'

'একটা চাকরি এখনই চাই আমি। আর প্রয়োজন হলে আমার পছন্দ মত কোন দ্বীপে বদলি হতে চাই।'

'ঠিক আছে। রাজি। কিন্তু বিষয়টা শুধু তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে।'

'থাকবে, গবর্নর।'

আমার বরাদ্দ পোশাকের বাইরেও ডেগাকে ডেকে গবর্নর দিল আরও এক সেট নতুন ট্রাউজার। আমার হলো তিনটা জ্যাকেট, একটা খড়ের হ্যাট। আমি ক্রুদের সঙ্গে চললাম মূল ক্যাম্পের দিকে। গোটা মালভূমিটা ঘুরে যেতে হয় ক্যাম্পে। বিশ ফুট উঁচু দেয়াল। অপরাধী বসতি, আইল রয়েল সেকশন। দুটো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গার্ডরুম। চারজন করে ক্রু। একজন সার্জেন্ট। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার। কারও কাছে রাইফেল নেই। পাঁচ ছয় জন আরব রক্ষীকেও দেখলাম।

আমি গেটের কাছে যেতে সব ওয়ার্ডারই বেরিয়ে এল। প্রধান ওয়ার্ডার কর্সিকান। বলল, 'নতুন এল আর একজন। দুর্দান্ত লোক।' রক্ষীরা আমার দেহ তল্লাশী করতে এগিয়ে এসেছিল। থামাল ও। বলল, 'ওর সব কিছু দেখতে চেয়ো না। ভিতরে যাও, প্যাপিলন। আমি নিশ্চিত। স্পেশাল ব্লকে তোমার অনেক বন্ধু অপেক্ষা করছে। আমার নাম মোকরানি। ভাল থেকো এই দ্বীপে।'

'ধন্যবাদ, চীফ।'

আমি ওয়ার্ডারদের সঙ্গে গেলাম এ ব্লকে–মারাত্মক ধরনের কয়েদীদের ব্লক।

বড় খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডার চিৎকার করে ডাকল, 'লিডার।'

একজন বয়স্ক কয়েদী বেরিয়ে আসতেই সে বলল, 'এই যে নতুন একটা।' চলে গেল ওয়ার্ডার।

আমি একটা বিরাট আয়তাকার হলঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। একশো বিশজন থাকে এখানে। বড় বড় লোহার গ্রিল দেওয়া ঘরের বাইরের দিকে। শুধু রাতে বন্ধ থাকে। প্রত্যেকের জন্য একটা করে খাটিয়া, তাক। সেখানে রাখবার ব্যবস্থা টুকিটাকি জিনিসপত্র। দু'সারি খাটিয়ার মাঝখানে দশফুট প্রশস্ত রাস্তা। এখানেও লোকেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসবাস করে। কোন কোন দলের সদস্য সংখ্যা দুই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জনাদশেক।

আমি ঢুকলেই সাদা পোশাক পরা কয়েদীরা হৈ হৈ করে উঠল: 'প্যাপি, এদিকে এসো,' 'না না, তুমি এদিকে এসো।' গ্রাদেত আমার ব্যাগ নিয়ে বলল, 'আস আমার সঙ্গে। ও আমাদের সঙ্গে থাকবে আমাদের গর্বিতে।'...অনেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। বেশির ভাগ কর্সিকান, মার্সেই-এর আছে বেশ কয়েকজন। প্যারিসের সামান্য কিছু। গ্রাদেত দিল একটা পালকের বালিশ। এদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে ফ্রান্সে, কনসিয়ারজেরীতে বা কনভয়ে।

ওদের বসে থাকতে দেখে আমি তো তাজ্জব। 'এরকম দিনের বেলাতেও তোমরা বসে আছ মানে? কাজে যাওনি?' সবাই হাসল। বলল, 'তুমি বরং খবরটা প্যারিসে লিখে পাঠাও। এই ব্লকের বাসিন্দারা কেউ দিনে এক ঘন্টার বেশি কাজ করে না। এক ঘন্টা কাজ করেই আমরা গর্বিতে ফিরে আসি। ব্যস। সত্যি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করল আমাকে। আমার সুবিধার জন্যই আমার পছন্দ মত ভেগা 'কনডাক্ট গুড'দের এলাকায় না দিয়ে 'কনডাক্ট ব্যাড'দের সঙ্গে পাঠিয়েছে আমাকে।

এ সময় এখানে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এল একটা লোক। সাদা কাপড়ে ঢাকা। ফেরীঅলাদের মত ডাকতে শুরু করল সে, 'কাবাব লাগবে। গরুর কাবাব!' এর কাছে ওর কাছে ঘুরে ও এল গ্রাদেতের কাছে। বোঝা গেল, গ্রাদেত নিয়মিত খদ্দের।

'ক'টা দেব?'

'পাঁচটা।'

কাবাব বিক্রেতা হিসাব দিল একশো পঁয়ত্রিশ ফ্রাঁ বাকি পড়েছে গ্রাদেতের। গ্রাদেত বাকি শোধ করে দিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটা চলে যেতেই গ্রীদেক্ত বলল, 'পয়সা না থাকলে এখানে কুত্তার মত মরতে হবে। তবে একটা বুদ্ধি আছে, সেটা হলো কোন না কোন র‍্যাকেটের সঙ্গে থাকতে হবে তোমাকে।'

এখানে র‍্যাকেট মানে হচ্ছে, টাকা জোগাড় করার কোন না কোন ফন্দি বের করা। ক্যাম্পের পাচক কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ মাংসই বিক্রি করে কাবাব বানিয়ে। মাংস ডেলিভারী নিয়েই পাচক অর্ধেকটা বিক্রির জন্য রেখে দেয়। বাকি অর্ধেক খাওয়ায় কয়েদীদের। যে অর্ধেকটা সরিয়ে রাখে, সেগুলো ওয়ার্ডারদের স্ত্রী ও পয়সাওলা কয়েদীদের কাছে বিক্রি করে। হ্যাঁ, রান্নাঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্রুদের এর জন্য কিছু দিতে হয় বৈকি। আর পাচকের মাংস বিক্রির বড় বাজার ব্লক এ. বিশেষ ধরনের বিপজ্জনক কয়েদীদের বসতি আমাদের এই 'এ' বিল্ডিং-এ।

সুতরাং র‍্যাকেটের মানে হচ্ছে পাকঘর থেকে পাচকের মাংস সরানো, বেকার বেকারি থেকে ওয়ার্ডারদের জন্য তৈরি ভাল রুটি পাচার করে, মেডিক্যাল আর্দালী বিক্রি করে ইনজেকশন, ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে জোগাড় করে নিতে পারো পছন্দমত কাজ, মালী বিক্রি করে তাজা শাকসবজি আর ফল। ল্যাবরেটরির সহকারীকে পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় পরীক্ষার রিপোর্ট। সে এমনকী পয়সা খেয়ে ভুয়া ক্ষয়রোগী বা কুষ্ঠরোগীও বানায়। কেউ কেউ আবার ওয়ার্ডারদের বাড়ি থেকে টুকিটাকি নানা জিনিস চুরি করে আনে। ডিম, মুরগীর বাচ্চা, সবজি, এইসব। কাজের ছেলে চুরি করে মাখন, গুঁড়া দুধ, সার্ডিন মাছের টিন, পনির এবং নানান ধরনের মদ. আমাদের গর্বিতেও দেখলাম সেরকম একটা মদের পাত্র। আর যারা মাছ ধরতে যায়, তারা বিক্রি করে মাছ।

তবে সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে বিপজ্জনক র‍্যাকেট হচ্ছে একটা জুয়োর টেবিলের মালিক হওয়া। নিয়ম আছে প্রতি ব্লকে তিন চারটের বেশি বসবে না টেবিল। চাকু চালিয়ে জয়ী হয়ে টেবিলের কর্তৃত্ব আদায় করতে হয় এখানে। টেবিল যার, সে পাবে লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ। কেউ কেউ আবার এখানেই সিগারেটের দোকান পাতে। কেউ ভাড়া দেয় বসবার টুল। কেউ কেউ রঙের কাজ করে। কেউ কেউ বানায় চিত্র। কখনও কখনও কয়েকজনে মিলেও বানায় ঘর সাজাবার নানান সরঞ্জাম। কাঠের উপর আঁকা হয় আইল-ডু-স্যালুটের প্রাকৃতিক দৃশ্য। কয়েদীদের মৃতদেহ হাঙরের ভোগে দেওয়ার দৃশ্যও আছে। এগুলো বিক্রি হয় ওয়ার্ডারদের বাসায়। অনেক সময় ওয়ার্ডাররা এর জন্য কিছু কিছু অগ্রিম দেয়। এ ছাড়াও এই দ্বীপে থামে যেসব সমুদ্রগামী জাহাজ, সেখানেও বিক্রি হয় কয়েদীদের হস্তশিল্প।

এইসব র‍্যাকেটের ফলে দ্বীপে আসে প্রচুর টাকা। ওয়ার্ডাররাও এই টাকা আসতে দেয়। কারণ তাতে ওদের লাভই বেশি।

সমকামিতা এখানে প্রায় সরকারীভাবে স্বীকৃত। গবর্নর থেকে ক্রু পর্যন্ত সবাই জেনে যায় অমুকে অমুকের স্ত্রী। এই দম্পতির একজনকে যদি অন্য দ্বীপে পাঠানো হয় তা হলে তার সঙ্গী-সঙ্গিনীকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানে, তবে কখনোই এক সঙ্গে পাঠানো হয় না।

এখানে যারা আছে, এমনকী যাবজ্জীবন হয়েছে যাদের, তাদের তিনজনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালাবার কথা ভাবে না। এরা বড়জোর ভাবে যে, কোন না কোনভাবে যখন দ্বীপ সেইন্ট লরেন্ট বা কায়েনে যেতে পারলে তারপর দেখা যাবে। কিন্তু সেখানে যাবার জন্য কাউকে খুন করা দরকার। খুন করলে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে সেইন্ট লরেন্টে। হয়তো সাজা হবে পাঁচ বছরের অন্ধকূপ বাস। অন্ধকূপে পাঠাবার আগে বিচারের জন্য সময় পাওয়া যাবে তিন মাস। তার মধ্যে কি পালানো যাবে?

তা ছাড়া যক্ষা, কুষ্ঠ বা পুরনো পেটের পীড়ার জন্যও যাওয়া যায় এই দ্বীপ ছেড়ে। সেইন্ট লরেন্ট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছে যক্ষা রোগীদের জন্য ডিউ ক্যাম্প। তবে রোগ না হলে ওসব জায়গায় যাওয়ার ঝুঁকি আছে। রোগ হবার আশঙ্কা থাকে একশো ভাগ।

সুতরাং এ ব্লকে একশো বিশজন ভয়ঙ্কর ধরনের কয়েদীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকলাম। এখানকার কয়েদীদের মধ্যে সম্মান অর্জন করতে হলে, ক্ষুদের পরোয়া করতে হবে কম, কয়েক ধরনের কাজ মোটেই গ্রহণ করা যাবে না, কয়েক ধরনের কাজ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, রক্ষীদের কর্তৃত্ব মোটেই মানা যাবে না, রোলকলে হাজির হবার ব্যাপারে থাকতে হবে সম্পূর্ণ অনীহ। ব্লকের লীডার জানিয়ে দেবে, 'অসুস্থ, শয্যাশায়ী।' ওয়ার্ডাররা অন্য দুটো ব্লকে এইসব তথাকথিত অসুস্থ কয়েদীকে দেখতে যায়, সত্যি অসুস্থ কিনা। কিন্তু এই ব্লকে তারা ঢুকতেও সাহস পায় না।

বন্ধু গ্রাঁদেতকে চিনতাম ফ্রান্সেই। বয়স পঁয়ত্রিশ। লম্বা, পাতলা। তাউলঁ মার্সেইলেস এবং প্যারিসে তার সঙ্গে ঘুরেছি। সে ছিল সিন্দুক ভাঙায় ওস্তাদ। এমনিতে স্বভাব-টভাব ভাল, তবে কখনও কখনও ভয়ঙ্কর।

একদিন একা বসে আছি রুমে। দেখলাম এক কোণে প্রায় ত্রিশটা ঘড়ি সাজিয়ে বসে আছে এক লোক। মাথার সবগুলো চুল সাদা। আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। সে কোন কথাই বলল না। লীডারের কাছে ওর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বলল, 'এই একটা চরিত্র বটে, বাবা। আল্লাহর দুনিয়ায় কারও সঙ্গেই কথা বলে না ও। এ আশ্চর্য কিছু নয়, প্যাপি। এই ঘড়ি নিয়েই পড়ে আছে। একটা ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত সেটাই কারণ। শোনো, এই একটা জোয়ান ছেলে—জোয়ান একে বলতে পারো, কারণ, ত্রিশও হবে না বয়স—গত বছর একজন ওয়ার্ডারের স্ত্রীকে তথাকথিত ধর্ষণের দায়ে ওর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। ওই ওয়ার্ডারের বাসায় ও ছিল কাজের ছেলে। ব্রেটন ওয়ার্ডারের যখন দিনের বেলায় ডিউটি থাকত তখনই ও শুতো ওর স্ত্রীর সঙ্গে। এই পর্যায়ে কাপড় ধোয়ার বা ইস্ত্রি করার কাজ থেকে রেহাই পায় ও। মহিলা নিজেই এসব কাজ করতে শুরু করে। মহিলা ছিল জন্ম আলসে। হঠাৎ তাকে কর্মতৎপর দেখে ব্রেটনের সন্দেহ হয়। তবে হাতে তো কোন প্রমাণ ছিল না। ব্রেটন এদের দু'জনকেই হাতে-নাতে ধরে হত্যার পরিকল্পনা করে। একদিন সে কাজে এসে দু'ঘণ্টা পর অন্য একজন ওয়ার্ডারকে নিয়ে বাসায় ফিরে যায়। বাগানের রাস্তা দিয়ে চুপি চুপি ঢোকে বাড়িতে। বাইরের ঘরের দরজার সামনে পোষা টিয়াটা অন্যান্য দিনের মতই ডেকে ওঠে, 'বস এসেছে।' মহিলা তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'রেপ, রেপ, বাঁচাও বাঁচাও।' ঐ দু'জন ঘরের ভিতর ঢুকে দেখতে পায় মহিলা নিজেকে ওই

www.BanglaBook.org

ব্যাটার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। ও জানালা দিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু গুলি এসে বেঁধে ওর কাঁধে। মহিলা ততক্ষণে নিজের ড্রেসিং গাউন খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেছে, গালে নিজেই দু'-একটা আঁচড় দিয়ে নিয়েছে। ঘড়িঅলা ওখানেই মরতই। কিন্তু অন্য ক্রুটা প্রেটনের বন্দুক কেড়ে নেয়। অন্য ওয়ার্ডারটা ঠিকই বুঝেছিল যে এটা একটা আপোষের চুলবুলানি। রেপ কিছুতেই নয়। তবে যা হবার তাই হলো। ঘড়িঅলা ব্যাটার হলো মৃত্যুদণ্ড।

'গিলোটিন তৈরি। ওকে আটকে রাখা হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আরও কয়েকজন কয়েদীর সঙ্গে। ওরা অবশ্য ক্ষমার আবেদন করেছিল।

'হঠাৎ একদিন ভোরবেলা কয়েকজন ক্রু ও জল্লাদ এসে ওকে বাঁধল শক্ত করে। তারপর নিয়ে গেল গিলোটিনের কাছে। ওর পা ওপরে, মাথা নীচ দিকে ঝোলানো হলো। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। ছুরি দিয়ে গলা কেটে ওর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা ছিল। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় উপস্থিত থাকে কোকোসেক, এখনকার গবর্নর। সে ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল। হয়তো ভড়কে গিয়েছিল। বলল, 'থামো।' তার হাতে ছিল একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলো চড়িয়ে ভাল করে দেখল সে ঘড়িঅলাকে। আদেশ দিল, 'ওকে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। খেয়াল রেখো। কিছুটা রাম দাও ওকে খেতে। তোমরা শালারা চুতিয়ার হদ্দ। যাও, রেকাসিউকে নিয়ে আসো। আজ রেকাসিউয়ের মৃত্যুদণ্ড হবার কথা। অন্য কারও নয়।'

'ঘড়িঅলার নাম স্যাভোয়ার্দ। পরদিন দেখা গেল, ওর সব চুল পেকে এক রাতে সাদা হয়ে গেছে। ওর পক্ষ সমর্থনকারী ওয়ার্ডার প্রকৃত ঘটনা লিখে আবেদন জানাল বিচার মন্ত্রণালয়ের কাছে। বিচার মন্ত্রণালয় ওর মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন দিয়েছে। সেই থেকে ও অসীম ধৈর্যে ক্রুদের ঘড়ি সারাইয়ের কাজ করে চলেছে।'

এখানকার নতুন জীবন সম্পর্কে প্রতিদিনই কিছু শিখছি। এ ব্লকের লোকেরা তাদের অতীত জীবনে যেমন, তেমনি এখানকার আচার আচরণেও সমান চৌকস। আমি এখন পর্যন্ত কোন কাজ করছি না। অপেক্ষা করছি। ধোপার কাজটা পেলে ঘুরে ফিরে এই দ্বীপটা সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা করতে পারব তেমনি সুযোগ পাব মাছ ধরারও।

সেদিন সকালে নারকেল বাগানে কাজ করার জন্য ডাক পড়ল ক্যাস্টেল্লির। গোঁয়ার গোবিন্দের মত মাথা বের করে সে বলল, 'কী বললে? আমাকে কাজে পাঠানো হচ্ছে? আমাকে? বলে কী?'

ওই কাজের ভারপ্রাপ্ত ক্রু বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে। এই কুড়ালটা নাও।'

ক্যাস্টেল্লি ওর দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'শোনো, ভদ্রলোক, উঠে এসেছ নিশ্চয়ই কোন মফস্বলের গর্ত থেকে। কুড়ালের ব্যবহার কি কিছুই জানো না? আমি একজন মার্সেইলেসী কর্সিকান। ওখানে এসব সরঞ্জামের ব্যবহার নেই। তোমার কুড়াল নিয়ে যাও। আর আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

ক্রুটা নতুন এসেছে। বোঝা গেল এখানকার ভাবসাব ভাল জানে না। কুড়ালের

থাওল ধরে সে শাসাল কাস্টেলিকে। আর যায় কোথায়? একশো বিশ জন থেকে বলল, 'ওকে শুধু ছুঁয়ে দেখো, শালা, মুতের ফেনা, খুন করে ফেলব একেবারে।'

গ্রাদেত 'থামো থামো' বলে চিৎকার করে উঠল। ক্রুদের কোন পাত্তা না দিয়েই আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলাম।

বি-ব্লক আর সি-ব্লকের লোকেরা মার্চ করে চলে গেল কাজে। একজন ক্রু এসে আমাদের লোহার দরজা দিল বন্ধ করে। এরকম সচরাচর ঘটে না। এক ঘন্টা পরে সাব মেশিনগান উঁচিয়ে চল্লিশজন ক্রু এসে দাঁড়াল দরজার দু'পাশে। গবর্নর ছাড়া এল সবাই। ডেপুটি গবর্নর, হেড ওয়ার্ডার, চীফ ওয়ার্ডার, সাধারণ ওয়ার্ডার সকলেই। এরা সকাল বেলা এই ঘটনার আগেই ডেভিলস আইল্যান্ড তদারক করতে গিয়েছিল। ডেপুটি গবর্নর বলল, 'ড্যাসেল্লি, একজন একজন করে নাম ডাকো।'

'গ্রাদেত?'

'এখানে।'

'বেরিয়ে এসো।'

সে চল্লিশজন ক্রুর মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

ড্যাসেল্লি বলল, 'কাজে যাও।'

'পারব না।'

'অস্বীকার করছ?'

'না। অস্বীকার করছি না। আমি অসুস্থ।'

'কখন থেকে? সকালের রোলকলের সময়ও তো তুমি অসুস্থ বলে জানাওনি।'

'সকালে অসুস্থ ছিলাম না। এখন অসুস্থ।'

প্রথম যে ষাট জনের নাম ডাকা হলো সবাই একের পর এক একই জবাব দিয়ে গেল। একজন মাত্র বলল, 'হ্যাঁ, আমি অস্বীকার করছি, যাব না কাজে।'

'কেন?'

'কারণ তোমাদের মত শুয়োরের বাচ্চাদের জন্যে কাজ করব না আমি।'

এর ফলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। বিশেষ করে তরুণ ক্রুরা ক্ষেপল বেশি। ওরা ধারণাও করতে পারেনি যে, কয়েদীরা ক্রুদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করতে পারে। ওরা গুলি চালানোর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'যাদের নাম ডাকা হয়েছে, কাপড় ছেড়ে তারা সেলের ভেতরে যাও।' কাপড় ছাড়ার সময় কয়েদীরা তাদের ছোরাগুলো এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলল। এসময় এল ডাক্তার, 'থামো, থামো। ডাক্তার এসে গেছে। এদের পরীক্ষা করে দেখো। যার কোন অসুখ নেই তাকে সোজা পাঠানো হবে অন্ধকূপে। বাকিরা এখানে থাকবে।'

'ষাট জনই অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার। ওই একজন ছাড়া সবাই। ও কাজ করতে অস্বীকার করছে।'

ডাক্তার বলল, 'প্রথমে গ্রাদেত। তোমার কী হয়েছে?'

'পেটের পীড়া, ডাক্তার। জেলারের জন্যে হয়েছে। আমরা এখানে যারা আছি, তাদের সবারই লম্বা মেয়াদে সাজা হয়েছে। বেশির ভাগই যাবজ্জীবন। পালাবারও আশা নেই। সুতরাং এখানকার আইন প্রয়োগে যদি কিছুটা দেয়া-নেয়ার মনোভাব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেয়া হয়, তা হলেই কেবল আমাদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব। কিন্তু আজ সকালে একজন ওয়ার্ডার আমাদের একজন কমরেডকে প্রায় মারতেই উঠেছিল। ওয়ার্ডারের আত্মরক্ষার জন্য যার প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই কমরেড শুধু বলেছে সে কুড়াল ব্যবহার করে না। এটাই মহামারী আকারে পেটের পীড়ার কারণ। এখন তুমিই বিবেচনা করে দেখো, ডাক্তার।'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, 'লিখে নাও। খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য যারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে, অমুক মেডিক্যাল ওয়ার্ডার তাদের দেখাশুনা করবে. এদের প্রত্যেককে দিতে হবে বিশ গ্রাম করে সোডিয়াম সালফেট। ট্র্যান্সপোর্টি এক্স-কে পাঠাতে হবে হাসপাতালের পর্যবেক্ষণ ইউনিটে।'

আমাদের সকলকে দিনের বেলায়ই ঘরের ভিতরে আটকানো হলো। দুপুরের খাবারের বদলে মেডিক্যাল ওয়ার্ডার ও দু'জন কয়েদী আর্দালী পাতিল ভর্তি করে নিয়ে এল সোডিয়াম সালফেট। ওরা যখন এগুলো ঢালছিল বাটিতে বাটিতে তখন আমাদের একজন হুড়মুড় করে পড়ে গেল পাতিলটার উপরে। চিকিৎসার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই।

জাঁ ক্যাস্টেল্লির সঙ্গে আলাপ করে কাটালাম দুপুরটা। পালাবার কথা বললাম ওকে। ওর চক্ষু তো চড়কগাছ। বলল, 'গত বছর আমি চেষ্টা করেছিলাম। তার সাজা কম খাটতে হয়নি। এখানে পালাবার চেষ্টা করে কম লোক। কারণ পালিয়ে এই দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া যায়, ঠিকই। কিন্তু প্রধান দ্বীপে গিয়ে ধরা পড়ে যাবে তুমি। এখানকার শতকরা নব্বই ভাগ কয়েদী কিন্তু এই জীবন নিয়ে সুখেই আছে। তবে তুমি যে থামবে না সেটা বুঝতে পারি। এখানে যাই করো না কেন, কেউ তোমার বিরুদ্ধে যাবে না। খুন করো, কোন সাক্ষী পাওয়া যাবে না। চুরি করো, তা-ও না। সবাই তোমার পক্ষে দাঁড়াবে। এখানে সবাই যা ভয় পায়, তা হলো সফল পলায়ন। এখান থেকে কেউ পালিয়ে গেলে আর সবার ভোগান্তির আর সীমা থাকে না। তাস খেলা বন্ধ। গান বাজনা বন্ধ। ঘন ঘন তল্লাশী। মাখন বন্ধ, পনির বন্ধ, চিনি বন্ধ, কাবাব বন্ধ। র‍্যাকেট বন্ধ। সে এক তুলকালাম কাণ্ড। সুতরাং সাবধান। পালাবার কথা অন্য কারও কাছে তুলবার আগে দশবার চিন্তা করবে।'

জাঁ ক্যাস্টেল্লি পেশাদার চোর। তবে তার আছে অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি আর মেধা। বিবাদ পছন্দ করে না ও। ডাক নাম লা আঁতিক। বয়স বাহান্ন। এখনও অসম্ভব প্রাণবন্ত আর শক্তিশালী। বলল, 'প্যাপিলন, এখানে সবাই ভাববে তুমি আমার ছেলে। জানি, এখানকার জীবনে আগ্রহ নেই তোমার। ভাল খাচ্ছ, পালাবার জন্যে নিজেকে তৈরি রাখতে, জানি। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। মূল দ্বীপে যারা মুক্ত কয়েদী, তাদের জন্যে পালানো কিছুটা সহজ। কিন্তু এখানে ওই লাইনে ভাবেই না কেউ।'

বুড়ো ক্যাস্টেল্লি আমাকে ইংরেজী শেখার ও স্প্যানিশ চর্চা করার পরামর্শ দিল। সহজ পদ্ধতিতে স্প্যানিশ শেখার বইও দিল একটা। আর দিল ফ্রেঞ্চ-ইংলিশ অভিধান। পালাতে দক্ষ ওর এক বন্ধু ছিল মার্সেইলেসে। তার কাহিনীও বলল বুড়ো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, যা কিছুই করি না কেন নিজেই করব। আর আলোচনা নয় কারও সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

এখানে জুয়ো খেলে টাকা বানাবার সুবিধা আছে। তবে এর ঝুঁকিও কম না। চাকু হাতে যে কোন সময় যে কেউ এসে চ্যালেঞ্জ করে বসতে পারে। এদের মধ্যে তিনজন মারাত্মক, লুই গ্রাভোঁ, পঁয়তাল্লিশ, ক্যাস্টেল্লি ও গারেদেস প্রায় পঞ্চাশ।

পরদিন ঘটল একটা ঘটনা। পোকার খেলা হচ্ছে। ছোটখাটো একটা লোক, তালুক্ক থেকে এসেছে, নাম সার্দিন। ওকে এসে চ্যালেঞ্জ করে বসল নিগ্রোদের মাওতোঁ। বলল, 'প্রতি গেমে আমাকে পঁচিশ ফ্রাঁ দেবে, নইলে খেলতে পারবে না তুমি।'

সার্দিন বলল, 'খেলার জন্যে এ পর্যন্ত কাউকেই পয়সা দিতে হয়নি। আমি কেন দেব? মার্সসেইলিসীদের কাছে যাও না, আমাকে কেন বেছে নিলে?'

'সেটা তোমার দেখার কথা নয়। হয় টাকা ফেলো, আর নয় তো উঠে যাও। কিংবা লাগো এসে।'

'না, আমি লাগতে যাব না।'

'তা হলে উঠে আসো খেলা ছেড়ে।'

'তাই ভাল। কারণ আমি তোমার মত একটা গরিলার সঙ্গে লড়তে গিয়ে মরতে চাই না। তুমি তো পালাবার চেষ্টা করোনি কখনও। আমি পালাতে চাই, আমি এখানে কাউকে খুনও করতে চাই না, খুন হতেও চাই না।'

আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কী হয়।

গ্রাদেত বলল, 'ছোটখাটো লোকটা ভাল। ও সত্যি সত্যি পালাতেও চায়। কিন্তু কী অদ্ভুত, আমরা কিছুই বলতে পারছি না ওর পক্ষে।'

আমি গ্রাদেতের খাটিয়ায় বসে চাকু খুলে রাখলাম উরুর উপরে, ট্রাউজারের নীচ দিয়ে।

মাওতোঁ এক পা এগিয়ে গেল। বলল, 'তা হলে তুমি খেলছ, না খেলা বাদ দেবে। বলো।'

আমি কথা বললাম। আমার প্রতি ইতিমধ্যেই সবার একটা ভাল ধারণাই হয়েছে। বললাম, 'মাওতোঁ, খবরদার, ওকে ছেড়ে দাও।'

গ্রাদেত বলল, 'পাগল হয়েছ, প্যাপিলন?'

চাকুর বাঁটে হাত রেখে তখনও বসে আছি নির্বিকার। বললাম, 'না, পাগল হইনি। শোনো সবাই। মাওতোঁ, তুমি যদি আর একটুও বাড়াবাড়ি করো, লড়ব আমি তোমার সঙ্গে। তার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এই ব্লকে আসার পর থেকেই দেখছি, আমাদের সবাই ভাল জুয়াড়ী এখানকার। এখানে একটা জিনিস খুবই লজ্জার, তা হলো পালানোর ব্যাপারটাকে এখানে কেউ ভাল চোখে দেখে না। কেউ যদি সত্যি সত্যি তার জীবন বাজি রেখে পালাতে চায়, পালাবার মত মাজার জোর আছে যার, অবস্থা যাই হোক না কেন তাকে সবারই সম্মান করা উচিত। আমার সঙ্গে দ্বিমত আছে কারও?'

সম্পূর্ণ নীরবতা।

বললাম, 'আমি মনে করি তোমাদের মধ্যে একটা জিনিস নেই। তা হলো, যে পালাতে চায়, তার প্রতি সম্মান বোধ। যদি কেউ সত্যি সত্যি পালাতে চায়, তা হলে সবার উচিত তাকে সাহায্য করা। তাকে সাহায্য করার মত গুর্দার জোর যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না থাকে কারও, তা হলে পালাতে যারা চায়, তাদের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাবোধ অন্তত থাকা উচিত। কেউ যদি এই স্বাভাবিক নিয়ম না মানে, তার পরিণতি ভাল নয়। মাওর্তো, এখনও লড়ার খায়েশ যদি তোমার থাকে, চলে এসো।'

চাকু হাতে ধরে আমি লাফ দিয়ে চলে গেলাম রুমের মাঝখানে। মাওর্তো তার ছোরা ফেলে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, প্যাপিলন। ছোরা নিয়ে লড়ব না তোমার সঙ্গে। কিন্তু লড়ব। শুধু প্রমাণ করতে চাই যে, আমি ফালতু নই।'

গ্রাঁদেতের হাতে চাকু দিয়ে বুনো বেড়ালের মত প্রায় বিশ মিনিট ধরে লড়লাম ওর সঙ্গে। শালার মুখে একটা চুরাশি সিক্কা বসিয়ে জিতে গেলাম শেষ পর্যন্ত। দু'জন একই সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে রক্তটক্ত ধুয়ে ফেললাম। মাওর্তো বলল, 'ঠিক, প্যাপিলন। এখানে থাকতে থাকতে ভোদাই হয়ে গেছি একটা। পনেরো বছর ধরে আছি। একবারও পালাবার চেষ্টা করিনি। লজ্জারই কথা।'

গর্বিতে ফিরে গেলে গ্রাঁদেত ও গ্যালগানি জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল, 'এতগুলো লোককে এভাবে অপমান করলে, ওরা নীরবে সহ্য করল। আশ্চর্য হলাম যে, কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল না তোমার ওপর।'

'না হে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেউ খাঁটি সত্যি কথা বললে সবাই তা মেনে নেয়।'

সারা সন্ধ্যা ধরে সবাই এসে কথা বলল আমার সঙ্গে। কেউ ঘুরতে ঘুরতে এল। কেউ অন্য কোন অজুহাতে এল। কিন্তু সবাই বলল, 'ঠিক বলেছ, প্যাপি। আমিও তোমার সঙ্গে একমত।' ফলে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো আমার আসন।

এ সময় থেকেই অন্যরা আমাকে নিজেদের লোক বলে আপন করে নিল। আমি টেবিলে থাকলে, মস্তানদের ভিড় টিড়ও থাকত কম। কোন আদেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে হাসেল। কেউ কোন প্রশ্ন করে না, তর্ক করে না। টেবিলের নেতা হাঁটুর উপর ছোরা খোলা রেখে খুন ঠেকায়। খুন তো যে-কোন সময় হতে পারে। সারা ফ্রান্সের চোখা চোখা সব দাগী, তার উপর আছে বিদেশীরাও। টৌকস জুয়াড়ী সব।

গত রাতে খুন হলো এক ইতালীয়, কারলিনো। সে আর একটা ছোকরার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করত। বাগানে কাজ করত। কারলিনো হয়তো আগে থেকেই জানত যে, খুন হয়ে যেতে পারে যে-কোন সময়। তাই কারলিনো যখন ঘুমাত, ছোকরাটা পাহারায় থাকত। ওরা খাটিয়ার নীচে রাখত খালি টিন। যাতে কেউ চুপি চুপি খাটিয়ার নীচে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে না পারে: শব্দ হয়।

গ্রাঁদেতের টেবিলে জুয়া চলছিল তখনও। হঠাৎ কারলিনোর আর্ত চিৎকার আর টিনের ঝনঝন শব্দ। খেলা বন্ধ হয়ে গেল, কারলিনোর বয়-ফ্রেন্ড কিছু দেখেনি। কারলিনো পড়ে আছে নিস্পন্দ। ব্লকের নেতা বলল, ওয়ার্ডারকে ডাকতে হবে কিনা। না, দরকার নেই। কালও জানানো যাবে ওদের। রোলকলের সময় আপনিই জেনে যাবে। মরেই যখন গেছে, তখন আর ওকে নিয়ে ভাবনার দরকার নেই।

গ্রাঁদেত বলল, 'সুতরাং, কেউ কোন শব্দ-টব্দ, চিৎকার-টিৎকার কিছু শোনেনি। এই ছোকরা, তুমিও কিছু শোনোনি।' কারলিনোর এক বন্ধু বলল, 'অতএব, কাল সকালে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখব, কারলিনো মরে গেছে।'

www.BanglaBook.org

কী ঘটে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। ওয়ার্ডাররা যখন লাশটা দেখবে, কী হবে তখন?

সাড়ে পাঁচটায় প্রথম ঘণ্টা বাজল। ছ'টার সময় দ্বিতীয় ঘণ্টা আর কফি। সাড়ে ছয়টায় তৃতীয় ঘণ্টা পড়লে রোলকলের জন্য গিয়ে দাঁড়াই। আজ একটু ব্যতিক্রম হলো। দ্বিতীয় ঘণ্টার সময় কফিঅলার সঙ্গে যে ওয়ার্ডার এল, ব্লকের লীডার তাকে বলল, 'চীফ, একটা লোক খুন হয়েছে।'

'কে?'

'কারলিনো।'

'ঠিক আছে।'

দশ মিনিট পর ছয়জন ক্রু এল। 'লাশ কোথায়?'

'ওই যে ওখানে।'

কারলিনোর খাটিয়ার নীচ দিয়ে উপর দিকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে একটা ছোরা। ওরা টেনে বের করল।

স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। সূর্য উঠল। তৃতীয় ঘণ্টা বাজল। রক্তমাখা ছোরাটা তখনও হেড ওয়ার্ডারের হাতে। বলল, 'সবাই বাইরে গিয়ে রোলকলের জন্যে দাঁড়াও। আজ কোন রোগীও শুয়ে থাকতে পারবে না। সবাই যাও।'

সবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সকালের রোলকলে গবর্নর উপস্থিত থাকে। রোলকল শুরু হলো। কারলিনোর নাম ডাকা হলে নেতা বলল, 'গতরাতে মারা গেছে। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

রোলকল করছিল যে ক্রু, সে বলল,'জ্বি, সার।'

রোলকল শেষ হলে ছোরাটা তুলে ধরে হেড বলল, 'এই চাকু কার, কেউ চিনতে পারো?'

কেউ জবাব দিল না।

'কেউ খুনীকে দেখেছ?'

নীরবতা।

সুতরাং, বরাবরের মতই কেউ কিছু জানে না। যে যার কাজে চলে গেল।

গবর্নর বলল, 'তদন্ত বন্ধ করা হলো। ছোরার গায়ে লেবেল লাগিয়ে লিখে রাখো, এই ছোরা দিয়ে কারলিনোকে হত্যা করা হয়েছে।'

আমি ফিরে গেলাম রুমে। কিছুটা ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

সত্যি এক আশ্চর্য জায়গা এটা। এখানে কয়েদীদের বাঁচা মরা নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামায় না। গেছে, যাক। কে মেরেছে তার খোঁজ করে না কেউ। আর প্রশাসন তো এখানকার কয়েদীদের মনে করে কুকুরেরও অধম।

আমি মেথরের কাজ নিলাম, সোমবার থেকে। সঙ্গে আরও একজন। এ ব্লকের ময়লা পরিষ্কার করতে হবে আমাদের। আইনে আছে, ময়লা নিয়ে গিয়ে সোজা ফেলতে হবে সমুদ্রে। তবে মহিষের গাড়ির চালককে ঘুষ দিয়ে কাজটা সংক্ষেপে করা যায়। মালভূমির উপর থেকেই একটা পাকা নর্দমা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে,

www.BanglaBook.org

নালার মুখে ময়লার পাত্রটা ঢেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রচুর পানি ঢেলে দিলেই পরিষ্কার। মহিষের গাড়ির চালককে এজন্য আমাদের প্রতিবারের জন্য দিতে হবে বিশ ফ্রাঁ। ও গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে।

আমার সহকর্মী, বাইরে খুবই বিনীত, সহানুভূতিশীল। গ্যালগানি বলল, কমপক্ষে সাতটা খুন নাকি করেছে ও এই দ্বীপে। সুতরাং একটু সাবধান। তবে ও বাগানের মালীর কাছে মানুষের বিষ্ঠা বিক্রি করে সার হিসাবে। জিনিসটা আমার কাছে খারাপ লাগলেও আপাতত চুপ করে থাকলাম। আরও একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলে বলব ওকে। সবজির বাগানে এই সার দেওয়ায় শুধু ওয়ার্ডারদের না, কয়েদীদের মধ্যেও আমাশায় রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর জন্য ওকে অবশ্য পুষিয়ে দেব আমি। লোকটা মহিষের শিং দিয়ে সুন্দর অলঙ্কারও তৈরি করে।

এখন অনেক সময় আমার হাতে। প্রতিদিন মেথরগিরি শেষে গোসল করে চলে যাই সমুদ্রে মাছ ধরতে। শুধু দুপুরের দিকে ফিরে এলেই হলো। বড়শি আর ছিপ দিল শাপার। রোজ দুপুরে মালিট মাছ সুতোয় ঝুলিয়ে ফিরে আসি। প্রায়শই ওয়ার্ডারদের স্ত্রীরা ওদের ঘর থেকে ডাকে, 'আমাদের কাছে পাঁচ পাউন্ড মালিট বিক্রি করে যাও, প্যাপিলন।'

'কেন, তোমার কি অসুখ? কোন বাচ্চা কি অসুস্থ?'

'না।'

'তা হলে তোমার কাছে বিক্রি করব না।'

ক্যাম্পে আমার বন্ধুদের প্রধানত দিই এসব মাছ। পাঁউরুটি, সবজি বা ফলের বদলে আমি মাছ দিই অন্যদের। গর্বিতে আমরা দিনে কমপক্ষে একবেলা মাছ খাই।

একদিন মেজর বারোতের বাড়ির পাশ দিয়ে আসছি। আমার সঙ্গে এক ডজন বড় বাগদা চিংড়ি আর পনেরো পাউন্ড মালিট। একজন মোটামত মহিলা ডেকে বলল, 'প্যাপিলন, ভালই তো মাছ ধরেছ। প্রায় পনেরো দিন আগে মাছ খেয়েছি। বিক্রি করছ না কেন আমাদের কাছে? আমার স্বামী বলেছে, তুমি নাকি ওয়ার্ডারদের স্ত্রীদের কাছে মাছ বেচো না?'

'তা ঠিক, মাদাম। কিন্তু তোমার কথা আলাদা।'

'কেন?'

'কারণ তুমি মুটিয়ে গেছ বেশ। মাংস তোমার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।'

'ঠিকই বলেছ। কারণ আমাকে শুধু সবজি আর মাছ খেতে বলা হয়েছে: এখানে তো সেটা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে মাদাম, আমি তোমাকে এই বাগদা চিংড়ি আর মালিট দিচ্ছি, নাও।' প্রায় পাঁচ পাউন্ড মাছ নামিয়ে দিলাম।

এরপর বেশি মাছ পেলে সব সময় আমি মাদাম বারোতকে কিছু মাছ দিতাম। সে জানত এখানে সবকিছুই কেনাবেচা হয়, কিন্তু আমাকে কোনদিন টাকা-পয়সা সাধেনি, শুধু 'ধন্যবাদ' দিয়েছে। ঠিকই করেছে। তবে কখনও কখনও ডেকে নেয় ভিতরে। খেতে দেয় হোয়াইট ওয়াইন। কখনও আমার অতীত জীবন নিয়ে একটা প্রশ্নও করেনি মাদাম: শুধু একবার বলল, 'এসব দ্বীপ থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি পালাতে পারবে না। তবে মূল দ্বীপে পচার চেয়ে কোন স্বাস্থ্যসম্মত জায়গায় থাকা অনেক ভাল।'

তিনমাস ধরে মেথরের কাজ করছি। তিনমাস ধরেই মাছ ধরছি সমুদ্রে। ফলে এই দ্বীপের অন্ধি-সন্ধি প্রায় সবই জানা হয়ে গেছে আমার। মাছের বদলে শাক-সবজি আর ফল আনার অজুহাতে আমি বাগানের ভিতরে ঢুকে ভাল করে দেখে নিয়েছি এর সম্ভাবনা। বাগানের মালী আমার গর্বিরই লোক। নাম ম্যাথু কার্বোনিয়ারী। সে একাই কাজ করে এই বাগানে। মনে হলো এখানে আস্তে আস্তে একটা ভেলা তৈরি করা সম্ভব। গবর্নরের চলে যেতে আর মাত্র দু'মাস বাকি। তারপর আমার পালাবার চেষ্টায় কোন বাধা নেই।

আয়োজন শুরু করলাম আমি। মেথর হিসাবে অনেক অনেক জায়গাতেই যাবার সুযোগ হলো আমার। ভাবখানা এই যে, কাজে যাচ্ছি। আসলে মার্টিনিকসই করে দেয় আমার কাজ, পয়সার বিনিময়ে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত শালা-বোনজামাই দু'জন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে আলাপ জমালাম আমি। ন্যারিক ও কুনিয়া। কংক্রিটের ব্লক চাপা দিয়ে একজন পাওনাদারকে মেরে ফেলার দায়ে ওদের যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে। ওরা অবশ্য কসম কেটে বলেছে, খুন করেনি। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনী ওরাই। সুতরাং যাবজ্জীবন। আর ওদের এক বোনকে দেওয়া হয়েছে বিশ বছর।

ওদের সঙ্গে আলাপ হলো আমার। ওরা মিস্ত্রি হিসাবে পূর্ত বিভাগে যায় কাজ করতে। হয়তো পয়সা দিলে ওরা আমার জন্য আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে একটা ভেলা বানানোর সরঞ্জাম জোগাড় করে দেবে।

গতকাল দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে। আমি প্রায় চল্লিশ পাউন্ড ওজনের একটা মেরো মাছ নিয়ে আসছিলাম। খুবই সুস্বাদু এই মাছ। আমরা একসঙ্গে এলাম মালভূমি পর্যন্ত। মাঝপথে একটা নিচু দেয়ালের উপর বসেছি জিরাতে। ডাক্তার বলল, সে মেরোর মাথা দিয়ে চমৎকার সুপ বানাতে পারে।

অনেকখানি মাছসহ মাথাটা ডাক্তারকে দিয়ে দিলাম আমি। ও তো তাজ্জব। বলল, 'আমার প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ নেই, প্যাপিলন?'

'না, ডাক্তার। আমার বন্ধু ক্লুসিও'র প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি যথাসাধ্য করেছ। আমি তোমার কাছে ঋণী।'

কিছুটা হাঁটার পর ডাক্তার বলল, 'তুমি সত্যি পালাতে চাও। চাও না। তুমি যা-তা কয়েদী নও, বাপু।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার। আমি স্থায়ীভাবে এই বসতিতে থাকতে আসিনি। এটা যাত্রাবিরতি মাত্র।'

ডাক্তার হেসে উঠল হো হো করে। বললাম, 'আচ্ছা, ডাক্তার, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, একজন মানুষ নতুন জীবন শুরু করতে পারে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তোমার কি মনে হয় না যে, কারও কোন ক্ষতি না করে আমি একটা সমাজে বসবাস করতে পারি। কোন একটা সমাজের একজন সম্মানীয় নাগরিক হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঠতে পারি?'

'আমি সত্যি মনে করি, তুমি পারো।'

'তা হলে আমাকে একটু সাহায্য করো না কেন?'

'কীভাবে?'

'আমার যক্ষ্মা হয়েছে লিখে দাও।'

ডাক্তার বলল, 'অসম্ভব। এটা তোমার উচিত হবে না। কারণ এখানে থেকে তোমার সত্যি সত্যি ক্ষয় রোগ হবে। হবেই হবে। ফেরাবার সাধ্য কারও নেই। এটা পারব না আমি।'

তবে ওইদিন থেকে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ডাক্তারের সঙ্গে। ম্যাপু কারবোনিয়ারীকে হেড ওয়ার্ডারদের মেসে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিতে রাজি করালাম। চুক্তি হলো, ও দেখবে একটা ভেলা বানানোর জন্য কোনভাবে এখানে থেকে গোটা তিনেক পিপা চুরি করা যায় কিনা। এর অবশ্য ঝুঁকিও মারাত্মক। কারণ একই রাতে পিপা চুরি করে কোন শব্দ না করে এবং সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে কাবল দিয়ে বেঁধে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভাসাতে হবে ভেলা।

সুতরাং পাচকের কাজ নিল কারবোনিয়ারী। মেসপ্রধান একদিন ওকে দিল তিনটে খরগোস, রোববারের সুপ বানানোর জন্য। কারবোনিয়ারী খরগোসের মাথা আর চামড়া ছাড়িয়ে একটা পাঠিয়ে দিল জেটিতে ওর ভাইয়ের কাছে, বাকি দু'টো আমাদের কাছে। আর তিনটে ঢাউস সাইজের বিড়াল মেরে বানাল পর দিনের সুপ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেদিন ওখানে সুপ খেতে হাজির হলো ডাক্তার। 'খরগোসে'র সুপ মুখে দিয়ে সে বলল, 'মঁসিয়ে ফিলিদোরী, সুপের জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বেড়ালগুলো খুবই মজাদার।'

'মশকরা কোরো না, ডাক্তার। তিনটে চমৎকার খরগোসের সুপ এটা।'

ডাক্তার বলল, 'অসম্ভব, হতেই পারে না। এগুলো বেড়াল। এই যে, পাঁজরের হাড়টা খাচ্ছি আমি, দেখেছ? সোজা। কিন্তু খরগোসের পাঁজরের হাড় বাঁকা হয়। সুতরাং ভুল হবার তো কোন কারণ নেই। আমরা বেড়ালই খাচ্ছি।'

সে পেটে হাত দিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল পাকঘরে। ম্যাপুর নাকের উপর রিভলভার চেপে ধরে বলল, 'হতে পারো, আমার মত তুমিও নেপোলিয়নিস্ট। কিন্তু খাওয়াবার অপরাধে খুন করব তোমাকে আমি।'

কারবোনিয়ারী বুঝতে পারল না, কী করে জানল ও। বলল, 'যেগুলো যেগুলো দিয়েছে, ওগুলো যদি বেড়াল হয়ে থাকে, তা হলে বেড়ালেরই সুপ। আমার তো কোন দোষ নেই।'

'আমি তো তোমাকে খরগোস দিয়েছি।'

'তা হলে খরগোসই রান্না করেছি আমি। এই যে দেখো, খরগোসের মাথা আর চামড়া।'

ক্রু শান্ত হলো। কারবোনিয়ারী বলল, 'ডাক্তার হয়তো ফাজলামো করেছে তোমার সঙ্গে। এতটা ঠিক নয়।'

ফিলিদোরী ডাক্তারকে গিয়ে বলল, 'মদ তোমার মাথায় ঢুকে গেছে। আমি

www.BanglaBook.org

নিজের চোখে খরগোসের মাথা আর চামড়া দেখে এলাম।'

কারবোনিয়ারীর কিছু হলো না ঠিকই। কিন্তু বাবুর্চিগিরির কাজটা ছেড়ে দিল সে দুম করে।

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গবর্নর বারোত চলে যাবে। গতকাল তার মোটা স্ত্রীকে দেখতে গেলাম আমি। সবজি আর মাছ খেয়ে সে এর মধ্যে বেশ খানিকটা ওজন কমিয়ে নিয়েছে। মহিলা একটা কিন কিনার বোতল দেওয়ার জন্য আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। অনেকগুলো ট্রাঙ্ক ছড়ানো ঘরের ভিতরে। যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এরা। মহিলা বলল, 'শেষ ক'মাসে তুমি আমাকে যে উদারতা দেখিয়েছ, তার জন্যে তোমাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি এখন। ত্রিশ পাউন্ড ওজন কমেছে আমার। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি। কী করতে পারি তোমার জন্যে, বলো।'

'কিছু করতে পারো। তবে তোমার জন্যে হয়তো কঠিন হবে কাজটা। আমি একটা ছোট্ট অথচ ভাল কম্পাস চাই।'

'এ কিছুই না, প্যাপিলন। কিন্তু আর মাত্র তিন সপ্তাহ আছি। এর মধ্যে কম্পাসটা জোগাড় করা কঠিন।'

যাবার এক সপ্তাহ আগে মহিলা একটা ভাল কম্পাস জোগাড় করতে না পেরে নৌকা নিয়ে চলে গেল কায়েন। চারদিন পর সে একটা চমৎকার কম্পাস নিয়ে ফিরে এল।

মেজর বারোত ও তার স্ত্রী চলে গেল আজ সকালে। গতকাল সে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে একই র‍্যাংকের অফিসার প্রাওইলেভের কাছে। ও ভিউনিসীয়। একটা সুখবর, নতুন গবর্নর ডেগাকে তার কাজে বহাল রেখেছে। নতুন গবর্নর সমবেত কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞের মত ভাষণ দিল। বলল, প্রশাসনিক ধারায় কোন পরিবর্তন আনা হচ্ছে না।

মেজর ও তার স্ত্রী সানন্দে বিদায় নিল। আমার এই পাঁচ মাস সময় কেটেছে খুব দ্রুত বেগে। খুব একটা ক্লান্ত হয়ে পড়িনি এর মধ্যে।

কিন্তু এই পরিবেশ এই জীবন আমাকে আকৃষ্ট করেনি। পালাতে চায় এমন লোক খুঁজিয়ে দেখতে থাকলাম আমি। না পালাক, অন্তত পালাতে সাহায্য করতে পারে, এমন লোকও খুঁজতে থাকলাম।

এখানে আছি শুধু পালানোর জন্য। যে করে হোক পালাতে আমাকে হবেই। একা কিংবা অন্য কারও সঙ্গে। কিন্তু পালাতে আমাকে হবেই, যেভাবেই হোক। জাঁ ক্যাস্টেল্লির পরামর্শ মত পালাবার ব্যাপারে খুব একটা আলাপ করি না কারও সঙ্গে। ফলে কষ্ট পাই। কিন্তু শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার একই চিন্তা, পালিয়ে চলে যাব আমি। যাবই।

***

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্যাপিলন-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

কবরে ভেলা

প্রতিশ্রুতির পাঁচ মাস শেষ হয়ে গেছে। দ্বীপটার কোন্ জায়গা থেকে ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে পাড়ি জমানো যায়—সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। গোরস্থানই হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার জায়গা। আগে কারবোনিয়ারী কাজ করত এখানে। এখন নেই। কারবোনিয়ারীকে আমি ফের বাগানের কাজ নিতে অনুরোধ করলাম। রাজি হয়ে গেল। তবে ওকে একাই করতে হবে কাজটা। ডেগাকে ধন্যবাদ। ও কারবোনিয়ারীর জন্য বাগানের কাজটা বরাদ্দ করে দিল ফের।

আজ সকালে নতুন গবর্নরের বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিলাম। হাতে বেশ কিছু লাল মালেট মাছ। তার বাসার কয়েদী ছোকরাকে চিৎকার করে বলতে শুনলাম, 'মাদাম, দেখুন, ওই যে লোকটা যাচ্ছে, ও মাদাম বারোতকে প্রত্যেকদিন মাছ দিয়ে যেত।' পরমুহূর্তে রোদে পোড়া সুন্দর এক মহিলা বেরিয়ে এল। বলল, 'ও, তুমিই তা হলে প্যাপিলন? মাদাম বারোতের বাসায় তোমার দেয়া মাছ আমি খেয়েছি। চলে এসো, এক গ্লাস ওয়াইন আর ছাগলের দুধের পনির খেয়ে যাও।'

'না, মাদাম, ধন্যবাদ।'

'কেন? মাদাম বারোতের বাসায় তো তুমি আসতে!'

'তার স্বামীর অনুমতি ছিল।'

'শোনো, প্যাপিলন। আমার স্বামী ক্যাম্পের কমান্ডার, আর বাড়ির কমান্ডার আমি। চলে এসো।'

একটু ভাবলাম আমি। সুন্দরী মেয়েরা কাজেও লাগতে পারে, আবার বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। গেলাম বাড়ির ভিতরে।

আমাকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে খেতে দিল শুকরের শিক আর কিছুটা পনির। কোন ভূমিকা না করেই বসল আমার মুখোমুখি। নিজ হাতে ঢেলে দিল ওয়াইন, কফি এবং শেষে চমৎকার জামাইকা রাম। বলল, 'সময় কম পেলেও মাদাম বারোত আমাকে তোমার কথা বলেছে। আমি জানি, এই দ্বীপে মাদাম বারোতকেই শুধু মাছ দিতে তুমি। আশা করি, আমাকেও দেবে।'

'সে অসুস্থ ছিল, তাই দিতাম। তুমি তো যদ্দূর দেখছি ভালই আছ।'

'তা ঠিক। কিন্তু সমুদ্র বন্দর এলাকার মানুষ আমি। মাছ খুব পছন্দ আমার। তবে তোমাকে নিয়ে একটাই অসুবিধা, তুমি মাছ বিক্রি করো না।'

আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য রাজি হয়ে গেলাম। মাছগুলো তাকে দিয়ে আমি কেবল একটা সিগারেট ধরিয়েছি, তখনই এসে পড়ল গবর্নর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে একপলক দেখে নিয়ে বলল, 'জুলিয়েট, তোমাকে না বলেছি, কেবল মাত্র কাজের ছেলেটা ছাড়া আর কোন কয়েদীকে বাসায় ঢুকতে দেবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মহিলা আমাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এর সম্পর্কে মাদাম বারোতের কাছে শুনেছিলাম। ও ছাড়া আর কোন কয়েদী আসবে না। ও আমাকে দরকার মত মাছ দিয়ে যাবে।'

গবর্নর বলল, 'ও, ঠিক আছে। কী নাম তোমার?'

উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে যাচ্ছিলাম আমি। জুলিয়েট আমার কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, এটা আমার বাড়ি। গবর্নর এখানে গবর্নর নয়, এখানে ও আমার স্বামী মঁসিয়ে প্রুইলেত।'

'ধন্যবাদ, মাদাম। আমার নাম প্যাপিলন।'

'তাই নাকি! তোমার নাম আমি শুনেছি। সেইন্ট লরেন্ট-ড্যু-ম্যারোনীর হাসপাতাল থেকে তিন বছর আগে পালিয়েছিলে তুমি। ওখানে যে ওয়ার্ডারদের মেরেছিলে, তার একজন আমার ভাগনে।' শুনে হেসে উঠল জুলিয়েট। ঝরঝরে প্রাণবন্ত হাসি। বলল, 'তা হলে তুমিই গাস্টনকে কুপোকাত করেছিলে? সে যাক, তাতে আমাদের সম্পর্ক বদলাবে না একটুও।'

গবর্নর তখনও দাঁড়িয়ে। বলল, 'এসব দ্বীপে প্রতি বছর অবিশ্বাস্যহারে খুনখারাবি হয়। ফ্রান্সেও এত খুন হয় না। এর কারণ কী হতে পারে বলো তো, প্যাপিলন?'

কারণ খুব পরিষ্কার, গবর্নর। এটা এমন এক জায়গা যেখান থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। ফলে সবারই মন মেজাজ সাংঘাতিক খিঁচড়ে থাকে। তা ছাড়া খুন করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। শতকরা পাঁচ-ছ'টা হত্যাকাণ্ডের সুরাহা এখানে হয় কিনা সন্দেহ।'

'তোমার কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, তুমি মাছ ধরার সময় পাও কী করে? কী করো তুমি?'

'মেথরের কাজ করি। ভোর ছ'টার মধ্যেই আমার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর বড়শি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'সারাদিন ধরে মাছ ধরো?' জুলিয়েট জিজ্ঞেস করল।

'না। দুপুরে ফিরে আসি ক্যাম্পে। পরে তিনটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত আবার বাইরে থাকতে পারি, তবে অনেক সময় জোয়ারের কারণে বিকেলে মাছ ধরাই যায় না।'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে জুলিয়েট বলল, 'ডার্লিং, তুমি ওকে একটা স্পেশাল পাস দিও তো, যাতে ও ইচ্ছে করলে সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারে। তা হলে যখন খুশি মাছ ধরতে যেতে পারবে ও।'

'ঠিক আছে, দেব।'

খুশি মনেই ফিরলাম। আমার জন্য দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঘুমের সময়। বেশিরভাগ ওয়ার্ডার এ-সময় ঘুমে ঢুলু ঢুলু থাকে। ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকে অনেকটা শিথিল।

জুলিয়েট পেয়ে বসল আমাকে। বেশির ভাগ সময় ও আমার সব মাছই নিয়ে

www.BanglaBook.org

নেয়। অনেক সময় বাসার কয়েদী ছোকরাটাকে পর্যন্ত এদিক ওদিক আমাকে খুঁজতে পাঠায়, যাতে আমার সব মাছ হাতিয়ে নিতে পারে। সে ছোকরা এসে মাঝে মধ্যেই বলে, 'তোমার সব মাছ দিতে বলেছে গবর্নরের বউ। ওদের বাসায় আজ মেহমান আসবে।' এক এক দিন একেক রকম অজুহাত দেখায় সে। ফলে আমাদের গোর্বির মেনুতে অসুবিধা হতে লাগল। তবে মাদাম জুলিয়েট মাঝে মধ্যেই বলে, 'প্যাপিলন, আজ তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাবার দরকার নেই, দুপুরে আমার এখানে খেয়ো।' খেতে গেলে সব সময়ই খাই ডাইনিং টেবিলে বসে, রান্নাঘরে নয়। সামনে বসে নিজ হাতে খাওয়ায় ও আমাকে। গেলাসে মদ ঢেলে দেয়। মাঝে মাঝে কৌশলে আমার অতীত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন-ট্রশ্নও করে বসে। আমি ওর কাছে আমার শৈশব আর যৌবনের গল্প বলি। আমাদের কথাবার্তার সময় গবর্নর তার ঘরে ঘুমিয়ে থাকে।

একদিন সকাল দশটায় গেলাম মাদাম জুলিয়েটের বাসায়। আমার হাতে ষাটটা ল্যাঙ্গোস্টাইন। দেখলাম, সে বসে আছে সাদা ড্রেসিং গাউন পরে। তার চুল বেঁধে দিচ্ছে অন্য একজন সুন্দরী যুবতী। আমি তাকে এক ডজন মাছ দিতে চাইলাম।

মিষ্টি হেসে সে বলল, 'না, সবগুলো দাও। কতগুলো আছে?'

'ষাটটা।'

'চমৎকার, তোমার বন্ধুদের জন্য ক'টা মাছ দরকার?'

'আটটা।'

'বাস, আটটা রেখে বাকি মাছগুলো ছোকরাটার হাতে দিয়ে দাও, নিয়ে ফ্রিজে রাখুক।'

কী বলা উচিত ভেবে পেলাম না। ও আমার দিকে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকাল যে, অন্য আর একটা মেয়ের সামনে আমি খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। সে আমাকে বসিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় খেতে দিল। তার নিজের হাতে একটা গ্লাস। রমণীয় ভঙ্গি। সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার বয়ফ্রেন্ডটা সুন্দর! কী বলো, সাইমন? অন্য মেয়েরা হিংসে করে আমাকে? তোমার অবস্থা কী অ্যা?' ওরা দু'জন একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল। কী করা উচিত, বুঝতে পারলাম না. বোকার মত বলে ফেললাম, 'তুমি যাকে বয়ফ্রেন্ড বলছ, সৌভাগ্যবশত বিপজ্জনক হয়ে ওঠার কোন সুযোগ তার নেই। কারও বয়ফ্রেন্ড হবার মত অবস্থায় নেই ও।'

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে, তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড হতে চাও না? হতে পারে, তুমি সিংহপুরুষ, কেউ তোমাকে কাবু করতে পারে না কিন্তু আমি তোমাকে ঠিকই কড়ে আঙুলের মাথায় বেঁধে ঘোরাতে পারি। কী বলো সাইমন, পারি না?' মাদাম জুলিয়েটের সে কী হাসি।

জুলিয়েট ও সাইমন আরও নানা কথা বলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকল।

প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। গোর্বিকে সব কথা বললাম আমি। কারবোনিয়ারী বলল, 'ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক। ওই কুত্তী তোমাকে একটা ভয়াবহ অবস্থায় ফেলতে চাইছে। খুব কম যাবে ওখানে। এবং গবর্নরের

www.BanglaBook.org

অনুপস্থিতিতে একদম যাবে না।' একই কথা বলল সবাই। ঠিক করলাম, আর নয়।

ভ্যালেন্সের এক ব্যাটার উপর চাল নিলাম একদিন। ও গবর্নরের একজন বনরক্ষীকে হত্যা করে নির্বাসনে এসেছে। দুর্দান্ত জুয়াড়ী। সারাদিন পাগলের মত খেটে পয়সা জমায়। রাতে জুয়া খেলে এবং সব সময় হারে। আর ঋণ শোধ করার জন্যও নানা ধরনের হস্তশিল্প তৈরি করে দেয়। সাধারণত একশো ফ্রাঁর ঋণ শোধ করার জন্য ওকে দিতে হয় প্রায় তিনশো ফ্রাঁর মাল। ওকে বশে আনার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

একদিন বললাম, 'রাতে ল্যাট্রিনে থাকবে, কথা আছে।'

ও এল। বললাম, 'জানো, বরসেত আমাদের দু'জনের বাড়ি একই এলাকায়?'

'না। কীভাবে?'

'তোমার বাড়ি ভ্যালেন্সে না?'

'হ্যাঁ, তাতে কী?'

'আমার বাড়ি আরদাশে। সুতরাং আমরা দেশী।'

'বুঝলাম। তাতে কী হলো?'

'হলো এই, ওরা যে তোমাকে ইচ্ছেমত চুষছে, এটা বন্ধ করতে চাই আমি। মালের সঠিক দাম পাও না তুমি। তোমার মাল আমাকে দেবে। পুরো দাম পাবে। ঠিক আছে?'

ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল বরসেত।

এরপর থেকে ঋণের ব্যাপারে আমি ওকে নিয়মিত সাহায্য করতে থাকলাম। সব ঠিকঠাক মতই চলছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধল ডিসিওলিকে নিয়ে। ডিসিওলি পাঁচশো ফ্রাঁ পায় বরসেতের কাছে। ওকে একটা ছোট লেখা টেবিল দেওয়ার কথা বরসেতের। প্রায় তৈরি হয়ে গেছে টেবিলটা, কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ করতে আরও কিছু সময় লাগবে। কখন দিতে পারবে বলতে পারছে না বরসেত, কারণ কাজটা করতে হচ্ছে গোপনে। ডিসিওলি সময় দিতে নারাজ। পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগাতে চাইলাম আমি। ডিসিওলি কর্সিকান, পাহাড়ি এলাকার ডাকাত। ভয়ঙ্কর বদমেজাজী। তবে ও আমার বন্ধু। আমারই পরামর্শে মিছিমিছি আরও বেশি ভয় দেখাতে লাগল সে বরসেতকে। তারপর আমি তাকে নিরস্ত করার ভান করলাম। এতে বরসেত একেবারে পকেটে এসে গেল আমার। কয়েদী জীবনে এই প্রথম সে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। এই সুযোগটা নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

একদিন বিকেলে বললাম, 'আমার জন্যে দু'জন চড়ার মত একটা ভেলা তৈরি করে দিলে দু'হাজার ফ্রাঁ পাবে তুমি। ছোট ছোট টুকরোয় তৈরি করবে, যাতে এক সঙ্গে জোড়া দিয়ে নেয়া যায় পালানোর সময়, পারবে?'

'অন্য কেউ হলে রাজি হতাম না। তোমার জন্যে রাজি আছি। ধরা পড়লে অবশ্য দু'বছর সলিটারীতে থাকতে হবে। তবু রাজি। তবে ইয়ার্ড থেকে কাঠের একটা টুকরো সরিয়ে নেওয়াও খুবই মুশকিল।'

www.BanglaBook.org

'অসুবিধা নেই। দুটো ছেলে আছে। ওরা সরিয়ে নেবে।'

'কে কে?'

'ঠেলাগাড়ির চালকরা, ন্যারিক আর কুনিয়া। কীভাবে তৈরি করবে, বলো দেখি।'

'আলাদা আলাদা করে তৈরি করব। পরে জোড়া দিয়ে নেব। আগে একেবারে মাপজোক করে হিসেব করতে হবে। তবে মুশকিল হচ্ছে, পানিতে ভাসার মত কাঠ জোগাড় করা এখানে কঠিন।'

'চেষ্টা তো করতে হবে। কবে তুমি জানাতে পারবে আমাকে?'

'তিন দিনের মধ্যে।'

ওকেও আমার সঙ্গে পালাবার প্রস্তাব দিলাম। রাজি হলো না। হাঙর আর সমুদ্রকে খুব ভয় ওর।

ওকে বললাম, 'মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমার নিরাপত্তার জন্যে একটা এক্সারসাইজ খাতায় আমি ভেলার নকশাটা এঁকে দেব। আর নীচে লিখে দেব: 'বরসেত, যদি খুন হতে না চাও, তা হলে উপরের নকশার মত আমার জন্যে একটা ভেলা তৈরি করে দেবে। নিয়মিত চিঠি পাবে আমার। এক একটা অংশ তৈরি হবার পর আমার আদেশ মত একটা নির্দিষ্ট জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। সেখান থেকে কে কখন নিচ্ছে জানতে চেষ্টা কোরো না।' এর ফলে ধরা পড়লেও নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাবে তুমি। ছ'মাসের বেশি থাকতে হবে না সলিটারীতে।' শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হলো বরসেত।

'যদি তুমি পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাও?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সব দায়িত্ব তা হলে আমি নেব। তুমি আমার চিঠিগুলো যত্ন করে রেখে দেবে। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'ভয় পাচ্ছ?'

'না। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব আমি।'

প্রায় এক সপ্তাহ চলে গেল বরসেতের দেখা নেই। রোববার নির্জন লাইব্রেরীতে দেখা হলো। বলল, 'শুকনো হালকা কাঠ পাওয়া কঠিন, তবে একটা কাজ করা সম্ভব। আমি কাঠের ফ্রেম বানিয়ে দেব। ওই ফ্রেমের ভেতরে তুমি ভরে নেবে শুকনো নারকেল। তা হলে ডুববে না ভেলা। ঠেলাগাড়ির চালকদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'এখনও বলিনি। তোমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'এখন কথা বলো। আমি করব তোমার কাজ।'

'ধন্যবাদ বরসেত! তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা জানা নেই আমার। এই নাও পাঁচশো ফ্রাঁ।'

ও সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, প্যাপি। টাকাটা রাখো তোমার কাছে, মেইনল্যান্ডে পৌঁছুলে ওখান থেকে পালাবার জন্য টাকাটা তোমার লাগবে। ওয়াদা করছি, আজ থেকে তুমি চলে যাবার আগ পর্যন্ত আমি আর জুয়া খেলব না। সিগারেট আর মাংস কেনার পয়সা জোগাড় করার ক্ষমতা আমার

www.BanglaBook.org

আছে, তুমি জানো।'

'টাকাটা নেবে না কেন?'

'কারণ আমি সাহায্য করতে চাই তোমাকে। অন্য কেউ হলে পাঁচশো কেন, দশ হাজার ফ্রাঁ দিতে চাইলেও কাজটা করতে রাজি হতাম না আমি।'

সংকোচে ছেয়ে গেল আমার মন। বরসেত ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সবই আমার সাজানো পরিকল্পনা। ওর জন্যে আলাদা কোন সমবেদনা আমার কখনও ছিল না। এই বলে বোঝালাম নিজেকে, মুক্তি আমাকে পেতেই হবে–তার জন্য যে-কৌশলই খাটাতে হোক পিছপা হলে চলবে না। সে-রাতেই ন্যারিকের সঙ্গে কথা বললাম। ও ওর বোন জামাইকেও বলবে, বলল। কোন দ্বিধা না করেই কথা দিল ও। কিন্তু বলল, বেশি তাড়াহুড়ো করা চলবে না। দ্বীপে দালানের নির্মাণ কাজ শুরু হলে অনেক মাল মসলার সঙ্গে ও ভেলার টুকরোগুলো পাচার করে দেবে আমার জন্য। সুযোগ পাওয়া মাত্র সদ্ব্যবহার করবে ও, কথা দিল।

ব্যস্। এখন কথা বলতে হবে বন্ধু ম্যাথু কারবোনিয়ারীর সঙ্গে। এবার পালাতে চাই ওকে নিয়ে। বলা মাত্র মহানন্দে রাজি হয়ে গেল কারবোনিয়ারী।

বললাম, 'ম্যাথু, ভেলা বানাবার লোক পেয়েছি। ইয়ার্ড থেকে ভেলার একেকটা অংশ বাগানে নিয়ে যাবার লোকও ঠিক করেছি। তোমাকেও একটা কাজ করতে হবে। বাগানে একটা গর্ত করলে লুকিয়ে রাখতে হবে ওগুলো।

ম্যাথু বলল, 'না, সেটা ঠিক হবে না। কারণ শাক-সবজি চুরি করার জন্য প্রায়ই ওয়ার্ডাররা রাতে বাগানে ঢোকে। তবে একটা পরিত্যক্ত দেয়ালের পাশ থেকে বড় একখানা পাথর সরিয়ে গুহার মত তৈরি করে তার ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পারি ওগুলো। ভেলার এক একটা অংশ আসবে, আর আমি পাথর তুলে সেটা গুহার ভেতরে রেখে আবার পাথর চাপা দিয়ে রাখব। ব্যস।'

'ভেলার টুকরোগুলো কি সোজা তোমার ওখানে পাঠানো হবে?'

'না। কারণ ধরা পড়লে ঠেলাগাড়ির চালকরা কেন বাগানে ঢুকেছে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওরা এক একটা টুকরো বাগানের কাছাকাছি এক এক জায়গায় ফেলে রাখে।'

'ঠিক আছে।'

সব কিছু ঠিকঠাক মতই চলছে। গাছ থেকে নারকেল পেড়ে জমিয়ে রাখছি।

মনে হচ্ছে, ক্রমশ জীবন ফিরে পাচ্ছি। গ্যালগানি আর গ্রাঁদেতকে বলতে হবে। আমি পালাবার পর সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হতে পারে ওদের। বললাম, 'আমি আবার পালাবার চেষ্টা করছি। সুতরাং তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।'

ওরা রাজি হলো না। বলল, 'তুমি যখন পারো পালিয়ে যাবে। আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না। আমাদের দিকটা আমরাই দেখব।'

এক মাস হয়ে গেছে। ভেলার সাতটা টুকরো পেয়ে গেছি। ম্যাথু ভাল ব্যবস্থাই করেছে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। তবে ভেলার সবগুলো টুকরো গুহায় ধরবে বলে মনে হলো না। যাই হোক, আপাতত চলছে।

ক্রমশ আমি আরও চাঙা হয়ে উঠছি। খাচ্ছি বেশি, সকালে বেশি বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাঁতরে শরীরটাকে সুস্থ আর তেজা রাখছি। রোজ সমুদ্রের ঢেউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উরু ও হাঁটুকে আরও বলবান করে তোলার ব্যায়াম করি। সাঁতরে সমুদ্রের আরও গভীরে যাই। ফলে শরীরের শক্তি আর পেশীর দৃঢ়তা অনেক বেড়ে গেছে আমার।

গবর্নরের স্ত্রী জুলিয়েট এখনও ডাক ব্যবহার করে। বললও একদিন, 'আমার স্বামী যখন থাকে, তুমি সে সময়ই কেবল আসো। কেন?' বলল, সে তামাশা করে আমাকে বয়ফ্রেন্ড বলেছিল। জুলিয়েটের সঙ্গিনীর ব্যবহারও ভাল। কেমন আছি, কী রকম চলছে, জিজ্ঞেস করে।

বরসেত কাজ করে যাচ্ছে। আড়াই মাস কেটে গেছে ইতিমধ্যে। ভেলার আর মাত্র দু'টো টুকরো আসতে বাকি। একটা ছ'ফুট লম্বা আর একটা পাঁচ ফুট লম্বা। কিন্তু এই দু'টো টুকরো ওই গর্তে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব।

এর মধ্যে গোরস্থানে একটা নতুন কবর দেখলাম। গত সপ্তাহে একজন ওয়ার্ডারের স্ত্রী মারা গেছে। গোরস্থানের পাহারাদার এক বুড়ো, প্রায় অন্ধ। সবাই ওকে বলে পাপা। সারাদিন কাটায় একটা নারকেল গাছের নীচে বসে। গোরস্থানে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সেটা ওখান থেকে দেখা তার জন্য অসম্ভব।

ঠিক করলাম ওই কবরের ভিতরে বসে ভেলাটা জোড়া দেব। নারকেল ভরে নেব কাঠামোর ভিতরে।

আমরা যা অনুমান করেছিলাম তার চেয়ে কম নারকেল লাগল–ত্রিশ-চৌত্রিশটা। ম্যাথু কারবোনিয়ারী পাহারায় বসল দেয়ালের পাশে নজর রাখার জন্য। দুটো রুমাল রাখল সে নিজের কাছে। সাদা রুমালটা যদি ওর মাথায় দেওয়া থাকে, বুঝতে হবে, কোন ভয় নেই। লাল রুমাল মাথায় দিলে বুঝতে হবে, আসছে কেউ।

এক রাত এক দিন লাগল কবরটা প্রয়োজনমত খুঁড়ে নিতে। নীচের দিকে কফিন পর্যন্ত নামবার দরকার হলো না, তবে পাশে কিছুটা বাড়াতে হলো। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সময়টা কিছুতেই ফুরোতে চাইছিল না। এর মধ্যে ম্যাথু দু'একবার সাদা রুমাল বদলে লাল রুমাল পরেছে মাথায়। অবশেষে আজ সকালে শেষ হলো কাজ। গর্তের উপর বুনোনো পাম পাতার শক্ত একটা আবরণ বিছিয়ে তার উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। বাতাস চলাচলের জন্য সামান্য ফাঁক রেখেছি একপাশে।

তিন মাস কেটে গেছে। ওয়ার্ডারের স্ত্রীর শবাধারের উপর ভেলার সমস্ত অংশ সাজানো রয়েছে। উপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পাল তৈরি করার জন্য ভাঙা দেয়ালের গর্তে এনে রেখেছি গোটাতিনেক ময়দার বস্তা আর কয়েক গজ দড়ি। এ ছাড়া রয়েছে দিয়াশলাই আর বারোটা দুধের টিন।

বরসেত খাটল আমার চেয়েও বেশি।

বর্ষাকাল। প্রতিদিনই কিছু না কিছু বৃষ্টি হচ্ছে। তাতে সুবিধেই হলো আমার। সবার চোখের আড়ালে কবরের গর্তে প্রায় জুড়ে ফেললাম ভেলাটা। নারকেলগুলো আস্তে আস্তে বাগানের কাছাকাছি নিয়ে এসেছি। আমার বন্ধুরা কেউ সরাসরি জিজ্ঞেস করেনি কাজ কদ্দূর এগিয়েছে! মাঝেমধ্যে দু'একটা মন্তব্য করেছে শুধু।

BanglaBook.org

যেমন: খুব সময় লাগছে মনে হচ্ছে? সব ঠিক চলছে তো?

জুলিয়েটদের বাড়ির আঙিনায় রেখেছিলাম বারোটা নারকেল। সেগুলো আনতে গিয়ে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলাম। মাদাম জুলিয়েট জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী প্যাপিলন, নারকেলের তেল বানাবে নাকি? সেজন্যে এত কষ্ট করে ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবার দরকার কী! আমার এখানেই বানাও না। মুগুর, বড় সসপ্যান সবই দিতে পারি আমি।'

বললাম, 'না, ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বানাব আমি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে জুলিয়েট বলল, 'তবে আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে নারকেল দিয়ে তুমি তেল বানাতে যাচ্ছ। নারকেল তেল দিয়ে কী করবে তুমি? নিশ্চয়ই অন্য কোন কাজের জন্য নিচ্ছ। কী করবে এগুলো দিয়ে?'

ঘেমে উঠলাম আমি। কোনরকমে বললাম, 'ঠিকই মাদাম। কাজটা গোপন, প্রকাশ করতে চাইনি। তবে তুমি যখন এত করে ধরেছ, না বলে পারছি না। এই নারকেলের মালাগুলো দিয়ে আমি তোমার জন্য একটা চমৎকার জিনিস বানিয়ে দিতে চাই।'

ও বলল, 'প্যাপিলন, আমার জন্য আর কিছু করার দরকার নেই তোমার। আমি নিষেধ করছি আমার জন্য এক পয়সাও খরচ করবে না তুমি। এমনিতেই আমি কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি। সত্যি কৃতজ্ঞ।'

'ঠিক আছে, দেখব।'

বেঁচে গেলাম। জিতে গেলাম আমি। তারপর যা কক্ষনো করিনি আমি, তাই করলাম। বললাম, 'একটা প্যাস্টিস দাও তো আমাকে।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম মনে মনে।

প্রতিদিন বিকেলে ও রাতে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে কবরের উপরকার মাটি ধুয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। আর ম্যাথু প্রতিদিনই কবরের উপর নতুন মাটি তুলে দিচ্ছে।

একদিন সকালে কারবোনিয়ারীর বাগানের কাছে গিয়ে দেখি, তিনটে সাদা টুপি। অর্থাৎ তিনজন ওয়ার্ডার বাগানের ভিতরে কী করছে ওরা? একটা ঘণ্টা ঘোরাফেরা করার পর আর ধৈর্য ধরতে না পেরে কপাল ঠুকে এগিয়ে গেলাম, 'সে কী! কারবোনিয়ারীর মাথায় দেখছি সাদা রুমাল। কী ব্যাপার!'

'গুড মর্নিং, মঁসিয়ে লা সার্ভেইলা। গুড মর্নিং, ম্যাথু কারবোনিয়ারী। আমাকে কয়েকটা পেঁপে দিতে চেয়েছিলে, দেবে নাকি?'

'দুঃখিত, প্যাপিলন। চুরি হয়ে গেছে। তবে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কয়েকটা পাকবে, তখন নিও।'

ম্যাথু ওয়ার্ডারদের স্ত্রীদের জন্য কিছু লেটুস, টমেটো ও পালং শাক দিয়ে ওদের বিদায় করে দিল।

কবরখানায় এগিয়ে গিয়ে দেখি বৃষ্টিতে মাটি অর্ধেকটা ধুয়ে গেছে। পাম পাতার চাটাই দেখা যাচ্ছে। এরপরও রক্ষা পেয়েছে, সেটা নিশ্চয় ঈশ্বরের করুণা।

প্রতি রাতেই ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনে ভেঙে পড়ে তীরে। প্রতি রাতেই বৃষ্টি নামে। পালাবার এই তো মোক্ষম সময়।

ছ'ফুট লম্বা কাঠের টুকরোটাও নিরাপদে পেয়ে গেলাম। টুকরোটা আটকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিলাম। লাগলও চমৎকারভাবে। বরসেত আমার ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল কাঠটা পেয়েছি কিনা ঠিকমত। কিন্তু ওর কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা দ্বিধার আভাস পেলাম। বললাম, 'কেউ আমাদের সন্দেহ করছে বলে মনে হয় তোমার? তুমি কাউকে কিছু বলেছ নাকি?'

'না, কিছু বলিনি কাউকে।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে, কোন কারণে উদ্বিগ্ন তুমি। কেন বলো তো?'

'কাঠের টুকরোটা বেবার্ত সেলিয়ার খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিল। আমার মনে হয় ন্যারিককে ওটা নিয়ে যেতে দেখেছে ও। সেজন্যে খুব খারাপ লাগছে।'

বেবার্ত সেলিয়ার আমাদের ব্লকেই থাকে। গ্রাঁদেতের কাছে ওর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভয়ঙ্কর লোক। আলজিরিয়া ও মরক্কোর সামরিক কারাগারে কাটিয়েছে অনেক দিন। ঝগড়াটে, ছোরা চালাতে ওস্তাদ, দুর্দান্ত জুয়াড়ী। জীবনে কখনও সভ্য জগতে বসবাস করেনি। এক কথায়, অসম্ভব ভয়ঙ্কর। কারাগারই ওর জীবন। গ্রাঁদেত বলল, 'সন্দেহ হলে আজ রাতেই খুন করো ওকে, আর সময় নেই।'

'ও যে ইনফরমার তার তো কোন প্রমাণ নেই।'

'তা ঠিক,' বলল গ্যালগানি, 'কিন্তু ও যে লোক ভাল, তা-ও প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। তবে এই জাতের কয়েদীরা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে পালানোটা। কারণ কেউ পালালে ওদের সুযোগ সুবিধা মাঠে মারা যায়। সুতরাং ওর পক্ষে কর্তৃপক্ষকে জানানো বিচিত্র নয়।'

ম্যাথু কারবোনিয়ারীকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করা যায়। ম্যাথুও বলল, আজ রাতেই খুন করে ফেলা উচিত ওকে। খুন করার দায়িত্বটা নিতে চাইল ও নিজেই। আমি একটা গাধা। বাধা দিলাম। খামোকা খুন-খারাবি পছন্দ করি না আমি।

ন্যারিকের সঙ্গেও আলাপ করলাম। সন্দেহের নিরসন হলো না। বেবার্ত সেলিয়ারকে দেখা গেছে আশেপাশে। কিন্তু সত্যি সত্যি সে অনুসরণ করছিল কিনা তা স্পষ্ট হলো না। শেষ পর্যন্ত বাদ দিলাম বেবার্ত সেলিয়ারের চিন্তা। ন্যারিককে আরও সাবধান হতে বললাম।

রাতে পাগলের মত জুয়া খেলে জিতলাম সাত হাজার ফ্রাঁ। রাত সাড়ে চারটার দিকে খেলা ছেড়ে উঠে গেলাম বাইরে। তখনও গাঢ় অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গেছে। গোরস্থানে গিয়ে দেখলাম, সব ঠিক আছে। সাতটার দিকে মাছ ধরতে নেমে গেলাম সমুদ্রে। দ্বীপের দক্ষিণ মাথায় গেলাম। এখান থেকেই ভেলাটা ভাসাব ঠিক করেছি। দশ পাউন্ডের মত মালেট মাছ ধরে সেগুলো লোনা পানিতে পরিষ্কার করে নিলাম। রাত জেগে জুয়া খেলে সাংঘাতিক ক্লান্ত লাগছে। একটা পাথরের ছায়ায় বসে আর একবার খুঁটিয়ে ভেবে দেখলাম সেলিয়ারের কথা। নাহ্, ওকে খুন করা ঠিক হবে না।

জুলিয়েটের বাসায় গিয়ে তাকে অর্ধেক মাছ দিয়ে দিলাম। মাদাম বলল, 'প্যাপিলন, গতরাতে তোমাকে নিয়ে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখি, তোমার সারা শরীর রক্তাক্ত, হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা। বোকার মত কিছু করে বোসো না, প্যাপিলন। খুব কষ্ট পাব আমি।'

www.BanglaBook.org

জুলিয়েট বলল, ওই স্বপ্ন দেখার পর ও বিনকিউলার নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, কোথায় মাছ ধরছি আমি। গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে ও নিষেধ করল আমাকে। বলল, কথা না শুনলে আমার পাসটা বাতিল করিয়ে দেবে স্বামীকে বলে। কথা দিলাম, ওর কাজের ছেলেটাকে জানিয়ে যাব কোথায় যাচ্ছি আমি মাছ ধরতে।

বরসেত বলল, ওর সন্দেহ, নিশ্চয়ই কেউ পেছনে লেগেছে। ন্যারিক ও কুনিয়া অবশ্য বলল, ওদের কাউকে সন্দেহ হচ্ছে না।

বরসেত এর পরও বলল একদিন, কাঠের একটা টুকরো তার অনুপস্থিতেতে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ নড়িয়েছে। পরদিন বরসেত কাঠের শেষ টুকরোটার উপর একগুচ্ছ চুল আটকে রেখে দিল। কেউ নড়ালে কাঠ থেকে চুলের গোছাটা পড়ে যাবে। পরদিন দেখা গেল গোছাটা নেই। বরসেত একটা চিরকুট লিখে আমাকে জানাল কথাটা।

সতর্ক থাকলাম আমরা সবাই। সেলিয়ারের উপর নজর রাখলাম। কিন্তু পরের দিন অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। বরসেতও বলল, অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেনি। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

এর মধ্যে প্রস্তুতির চার মাস কেটে গেছে। এখন আর প্রতি রাতে বৃষ্টি হচ্ছে না। কাঠের শেষ খণ্ডটাও পেয়ে গেছি, সেটা জুড়তে হবে দিনের আলোয়—ভেলাটাকে গর্ত থেকে তুলে। তারপর দিনক্ষণ ঠিক করে নারকেল ভর্তি করে ভেসে পড়ব সমুদ্রে।

গতকাল জাঁ ক্যাসেল্লিকে বললাম আমার পালাবার পরিকল্পনার কথা। খুশি হলো শুনে। বলল, 'চাঁদের এখন শুক্ল পক্ষ, খেয়াল আছে তো!' আছে, আমি জানি, এসময় ঠিকমত জোয়ার ধরে এগোতে হলে আমাকে যাত্রা শুরু করতে হবে রাত দুটোয়।

কারবোনিয়ারী আর আমি ঠিক করে ফেললাম পরিকল্পনা। আগামীকাল সকাল ন'টায় জুড়ব শেষ অংশটা। তারপর কাল রাতেই ভিতরে শুকনো নারকেল ভরে সমুদ্রে পাড়ি জমাব।

পরদিন সকালে একটা কোদাল নিয়ে সাবধানে বাগান থেকে চলে গেলাম গোরস্থানে। ওয়ার্ডারের স্ত্রীর কবরের উপর থেকে সরিয়ে ফেললাম মাটির আস্তরণ। পাম পাতার মাদুর সরিয়ে দেখলাম ভালই আছে ভেলাটা। গর্ত থেকে তুলে পাথর দিয়ে পিটিয়ে জুড়ে দিলাম শেষ অংশটা। চমৎকার। এখনকার মত কাজ শেষ। ভেলাটাকে আবার কবরে নামিয়ে মাদুর বিছিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হলো। হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখি, একজন ওয়ার্ডার বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

'নড়েছ কি মরেছ!'

ভেলাটা ফেলে দিয়ে মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়ালাম আমরা। চিনলাম লোকটাকে। বিল্ডিং ইয়ার্ডের চীফ ওয়ার্ডার।

বলল, 'ধরা পড়ে গেছ তোমরা। আক্রমণ করার চেষ্টা করবে না আশা করি। হাতদুটো উপরে তুলে রেখে সোজা প্রশাসনিক ব্লকের দিকে হাঁটো।'

www.BanglaBook.org

গোরস্থানের গেটের কাছে গিয়ে একজন আরব রক্ষীকে দেখতে পেলাম। ওয়ার্ডার ওকে বলল, 'ধন্যবাদ, মোহাম্মদ। কাল সকালে দেখা কোরো, তোমাকে যা দিতে চেয়েছিলাম, পাবে।'

আরবটা বলল, 'ধন্যবাদ, অবশ্যই আসব, তবে বেবার্ত সেলিয়ারেরও উচিত আমার পাওনা মিটিয়ে দেয়া, কী বলো?'

ওয়ার্ডার বলল, 'সেটা তুমি নিজে ফয়সালা করো ওর সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'তা হলে বেবার্ত সেলিয়ার গোপনে খবর দিয়েছে তোমাকে, চীফ?'

'আমি বলিনি ও-কথা।'

'ওই একই হলো। আমি শুধু জানতে চাইছি।'

রাইফেল তাক করে রেখেই ওয়ার্ডার আরবটাকে বলল, 'মোহাম্মদ, এদের সার্চ করো।'

মোহাম্মদ আমার আর ম্যাথুর ছুরি বের করে নিল বেল্ট থেকে। বললাম, 'তুমি তো বেশ চৌকস লোক হে, মোহাম্মদ। আমাদের খোঁজ পেলে কী করে?'

'রোজ নারকেল গাছে উঠে তোমাদের ভেলা বানানোর কাজ করতে দেখেছি আমি।'

'কে বলেছে তোমাকে গাছে চড়ে দেখতে?'

'প্রথমে বেবার্ত সেলিয়ার, তারপর ওয়ার্ডার মঁসিয়ে ক্রুয়েত।'

ওয়ার্ডার বলল, 'বকর বকর থামাও। হাত নামাতে পারো এখন। জলদি চলো।'

গোরস্থান থেকে চারশো গজ রাস্তা পেরিয়ে প্রশাসনিক ব্লক। অথচ আমার কাছে মনে হলো, এত দীর্ঘ পথ আমি জীবনে কোনদিন পাড়ি দেইনি। সমস্ত শক্তি শেষ। ভেঙে পড়েছি একেবারে। এত খাটুনি শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল প্রহসনে পরিণত হলো। ঈশ্বর, তুমি এত নিষ্ঠুর!

আমরা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছুনো মাত্র শোরগোল পড়ে গেল। বন্দুক উঁচিয়ে আরও কয়েকজন ওয়ার্ডার এসে দাঁড়াল আমাদের পেছনে।

দৌড়ে এসে গবর্নরকে আগেই খবর দিয়েছে আরব রক্ষীটা। প্রশাসনিক ভবনের সামনে ডেগা এবং আরও পাঁচজন হেড ওয়ার্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম তাকে।

গবর্নর জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, মঁসিয়ে ক্রুয়েত?'

'একটা ভেলা লুকিয়ে রাখার সময় এদের হাতেনাতে ধরে ফেলেছি আমি।'

'প্যাপিলন, তোমার কিছু বলবার আছে?'

'না। যা বলার তদন্তের সময় বলব।'

'এদের অন্ধকূপে রেখে দাও।'

খুব তাড়াহুড়ো চলল সবকিছু। বিকেল তিনটায় আমাদের অন্ধকূপ থেকে বের করে এনে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হলো। একটা বড় রুমে আদালত বসেছে। গবর্নর, ডেপুটি গবর্নর, চীফ ওয়ার্ডার সবাই উপস্থিত। ডেগা বসে আছে এক কোণে একটা ছোট টেবিলের সামনের। ও লিখছে কথাবার্তা টুকবে সবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শ্যারিয়ার এবং কারবোনিয়ারী, তোমাদের সম্পর্কে মঁসিয়ে ক্রুয়েতের রিপোর্ট মনোযোগ দিয়ে শোনো: 'আমি, আইলেস ডু স্যালুটের বিল্ডিং ইয়ার্ডের হেড ওয়ার্ডার, ক্রুয়েত অগাস্তে দু'জন কয়েদী শ্যারিয়ার ও কারবোনিয়ারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মালামাল চুরি ও অবৈধভাবে ব্যবহারের অভিযুক্ত করছি। এই অপকর্মে সহযোগিতার জন্য আমি বরসেতকেও অভিযুক্ত করছি। আমার বিশ্বাস, এই দুষ্কর্মে সহযোগিতার জন্য ন্যারিক এবং কুনিয়াও দোষী সাব্যস্ত হবে। আমি আরও জানাচ্ছি যে; আমি দেখতে পেয়েছি শ্যারিয়ার ও কারবোনিয়ারী মাদাম প্রিভেতের কবরটিকে ভেলা লুকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করে কবরের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেছে।'

'তোমাদের কী বলার আছে?' গবর্নর জিজ্ঞেস করল।

জবাব দিলাম আমি, 'প্রথম কথা হচ্ছে, কারবোনিয়ারী নির্দোষ। ভেলাটা তৈরি করা হয়েছিল কেবল মাত্র একজনের জন্যে, সে আমি। আমি কবরের উপরটা ঢেকে দেবার কাজে জোর করে লাগিয়েছি ওকে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরি করে তার অপব্যবহার করা কিংবা পালানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার দোষে কারবোনিয়ারী দোষী নয়। আর বরসেত বেচারা যা করেছে; প্রাণভয়ে করেছে। ন্যারিক ও কুনিয়াকে তো বলতে গেলে আমি চিনিই না। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওদেরও কোন যোগাযোগ নেই।'

ওয়ার্ডার বলল, 'এর উল্টো কথা বলেছে আমার ইনফরমার।'

'তোমার ওই ইনফরমার বেবার্ত সেলিয়ার ঘটনার সঙ্গে অন্যদের জড়িয়ে এই সুযোগে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে। ইনফরমারের কথা কে বিশ্বাস করে?'

গবর্নর বলল, 'সরকারী মাল মসলা চুরি ও তার অপব্যবহার, কবরের অমর্যাদা এবং পালাবার চেষ্টা করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আনা হলো। এই রেকর্ডে সই করে দাও।

'রিপোর্টে কারবোনিয়ারী, বরসেত, ন্যারিক ও কুনিয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য যোগ না করা হলে সই দেব না।'

'ঠিক আছে। যোগ করা হবে। লিখে ফেলো।'

আমার বক্তব্য লেখা হলে সই করে দিলাম।

আবার অন্ধকূপ।

আমার ভিতরে কী হচ্ছিল, বুঝিয়ে বলতে পারব না। হাঁটবার মত শক্তি পাচ্ছি না। খেতেও পারছি না। শুধু সিগারেট টেনে যাচ্ছি একটার পর একটা। ভাগ্য ভাল, ডেগা প্রচুর সিগারেট পাঠাচ্ছে সেলের ভিতরে। ইতিমধ্যে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। প্রতিদিন ভোরে উঠানের রোদের মধ্যে কয়েদীদের এক ঘণ্টা করে শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গবর্নর সকাল বেলা এসে কথা বলল আমার সঙ্গে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম, আমার পালাবার এই চেষ্টা সফল হলে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি হত তার। তা সত্ত্বেও আমার উপর সবচেয়ে কম রেগেছে বোধহয় সে-ই।

হাসিমুখে গবর্নর জানাল, তার স্ত্রী বলেছে; সাংঘাতিক রকম ভেঙে না পড়লে পালাবার চেষ্টা করা একজন কয়েদীর জন্য স্বাভাবিক। আমার এই পালানোর

www.BanglaBook.org

চেষ্টার সঙ্গে সে কৌশলে কারবোনিয়ারীকে যুক্ত করতে চাইছিল, বুঝতে পারলাম। সম্ভবত আমিও তাকে বুঝাতে পারলাম, আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য সাহায্য করতে অস্বীকার করা কারবোনিয়ারীর পক্ষে কতখানি অসম্ভব ছিল।

বরসেতকে বাঁচানোর জন্য আমি আগেই তাকে হুমকি দিয়ে যে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, সেটা সে দেখিয়েছে। সরকারী মাল চুরির দায়ে কী সাজা হতে পারে ওর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আঠারো মাসের বেশি নয়।' বলল গবর্নর।

তবে ক্রমশ হতাশা কাটিয়ে উঠতে থাকলাম আমি। মেডিক্যাল আর্দালী শ্যাতাল-এর কাছে থেকে একটা চিরকুট পেয়ে জানলাম, বেবার্ত সেলিয়ারকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। ডাক্তার ওর লিভারে নাকি এক দুরারোগ্য ব্যাধি আবিষ্কার করেছে। পরিষ্কার বুঝলাম, ওকে সম্ভাব্য প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে ফেরত পাঠানোর জন্য প্রশাসন একটা ছুতো খাড়া করেছে মাত্র।

ওরা কখনও আমার সেলে তল্লাশী চালায় না। সেই সুযোগে একটা ছুরি আনিয়ে নিলাম। ন্যারিক ও কুনিয়াকে বললাম, বেবার্ত সেলিয়ারের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, গবর্নর যেন ওয়ার্ডার, তার সঙ্গী, বেবার্ত সেলিয়ার ও আমাকে মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ দেয়। ওরা যেন গবর্নরকে ওকে সে-ব্যবস্থা করে।

আজ সকালের শরীরচর্চার সময় ন্যারিক বলল গবর্নর রাজি হয়েছে। আগামীকাল সকাল দশটায় মুখোমুখি হব আমরা। আমাদের কথাবার্তার সময় সেখানে উপস্থিত থাকবে হেড ওয়ার্ডার।

সারা রাত বোঝাপড়া করলাম নিজের সঙ্গে। বেবার্ত সেলিয়ারকে খুন করতে চাই আমি। কিন্তু সত্যি সেটা উচিত হবে কি। কিন্তু এটাও তো সাংঘাতিক অন্যায় যে, একটা লোককে পালাতে বাধা দিয়েছে বলে পুরস্কার হিসাবে ও মেইনল্যান্ডে ফেরত যাবে, তারপর সেখান থেকে পালাবে একদিন। এ তো হতে পারে না! অসম্ভব, ওকে ক্ষমা করা যায় না। চার মাস ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, আশা নিরাশার দোলা, ধরা পড়বার ভয়, চুলচেরা পরিকল্পনা—সব শেষে যখন সাফল্যের একেবারে দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি, তখনই এক নরকের কীট ইনফরমারের একটা কথায় সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ভাগ্যে যাই থাকুক আগামীকাল সকালে সেলিয়ারকে হত্যার চেষ্টা করবই আমি।

ওকে হত্যা করে মৃত্যুদণ্ড এড়াবার রাস্তা একটা আছে। এমন একটা কাজ করতে হবে, যাতে ওই আগে ছুরি বের করে। তার জন্য কোন ভাবে ওকে আমার খোলা চাকুটা দেখাতে হবে। জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা থাকে, যেখানে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না কিছুতেই। জানি, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া অনুচিত, কিন্তু ওসব নীতিবাক্য এখানে খাটে না। আমি তো আজ পর্যন্ত ওর কোন ক্ষতি করিনি। চিনতই না ও আমাকে। তা হলে আমাকে অত বছরের জন্য সলিটারীতে পাঠাবার কী অধিকার থাকতে পারে ওর? ওই শালা নর্দমার কীটকে ফসকে যেতে দেব না আমি। অসম্ভব। শালাকে শেষ করে দিতে হবে। অসম্ভব, কোন যুক্তি মানব না আমি। কিন্তু, প্যাপি, ভেবে দেখো, এরকম একটা কাজের জন্য, ওই ইতর

www.BanglaBook.org

জানোয়ারটার জন্য তোমারও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে! তা হলে? শেষ পর্যন্ত এই বলে শান্ত করলাম নিজেকে যে, ও ছুরি বের না করা পর্যন্ত চাকু চালাব না আমি।

সারারাত ঘুম হলো না। পুরো এক প্যাকেট টোবাকো শেষ করে ফেললাম। ভোর ছ'টায় কফি এল। সিগারেট শেষ।

সকাল দশটায় আমাকে নিয়ে আসা হলো উঠানে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো মেইনরুমে। সেখানে ন্যারিক, কুনিয়া বরনেত ও কারবোনিয়ারীকেও দেখলাম। আমাদের পাহারায় নিযুক্ত ওয়ার্ডারের নাম আন্তারতাগলিয়া। ও কর্সিকান ভাষায় কারবোনিয়ারীকে তিরস্কার করল। বলল, এভাবে তিন বছরের অন্ধকূপবাসের ঝুঁকি নেওয়া তার জন্যে ঠিক হয়নি। ঠিক এই সময়ই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল সেই আরব রক্ষী, বিল্ডিং ইয়ার্ডের গার্ড আর বেবার্ত সেলিয়ার। আমাকে দেখেই পিছোতে শুরু করল বেবার্ত। কিন্তু ওয়ার্ডার বলে উঠল, 'সামনে বাড়ো। অন্যদের কাছ থেকে দূরে থেকো, ওপাশে ডানদিকে গিয়ে দাঁড়াও। আন্তারতাগলিয়া, দেখো, এদের মধ্যে কোনরকম কথাবার্তা, খবর দেওয়া-নেয়া না চলে যেন।'

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দু'গজেরও কম দূরে দাঁড়িয়ে। ওয়ার্ডার বলল, 'সাবধান, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

কারবোনিয়ারী ওর দেশী ভাইদের সঙ্গে কর্সিকান ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। ওয়ার্ডার মাথা নিচু করে জুতোর ফিতে বাঁধছে। আমি ম্যাথুকে ইঙ্গিতে এক পা এগোতে বললাম। বুঝল ও। সঙ্গে সঙ্গে বেবার্ত সেলিয়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে একদলা থুথু ছুঁড়ল। ওয়ার্ডার মাথা তুলতেই কারবোনিয়ারী অনর্গল কথা বলতে শুরু করল। ফলে ওর দিকেই মনোযোগ থাকল ওয়ার্ডারের। সুযোগ বুঝে এক পা এগিয়ে গেলাম আমি। পরক্ষণে ছুরিটা হাতে এমনভাবে মেলে ধরলাম যেন বেবার্ত সেলিয়ার শুধু দেখতে পায়। দেখল সেলিয়ার। এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ট্রাউজারের ভিতর থেকে নিজের ছুরিটা বের করে আমার ডান বাহুতে আমূল বসিয়ে দিল। আমি ন্যাটা মানুষ। মুহূর্তের ভিতর বাঁ হাতে আমার ছুরিটা চেপে ধরে বাঁট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিলাম ওর বুকে ভিতরে।

'আ-আ-হ্!' পশুর মত আর্তনাদ করে উঠল সেলিয়ার। তারপর ঝুপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝের উপরে।

হাতের রিভলভার উঁচিয়ে ধরে আন্তারতাগলিয়া গর্জে উঠল, 'পেছনে হটো! ফের ছুরি মারার চেষ্টা কোরো না। তা হলে গুলি চালাতে বাধ্য হব আমি।'

কারবোনিয়ারী এগিয়ে গিয়ে সেলিয়ারের মাথায় পা দিয়ে ঠেলা দিল। কর্সিকান ভাষায় বলল কী যেন। আমি শুধু একটা কথার মানে বুঝলাম, 'মারা গেছে।'

ওয়ার্ডার বলল, 'ছুরিটা আমার হাতে দাও।'

দিলাম। দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল সে। স্ট্রেচার বাহকদের পাঠাতে বলল, ভিতরে।

বাইরের ওয়ার্ডার জিজ্ঞেস করল, 'কে মরল?'

'বেবার্ত সেলিয়ার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সে কী! আমি ভেবেছি, প্যাপিলন!'

আবার অন্ধকূপে ফেরত পাঠানো হলো আমাদের। মুখোমুখি সাক্ষাৎকার স্থগিত রাখা হলো। কিছুক্ষণ পর সেলের ভিতরে খুব সন্তর্পণে একলা এল ওয়ার্ডার। বলল, 'দরজায় নক করে বলো তুমি জখম হয়েছ। আমি দেখেছি, ও-ই প্রথম তোমাকে আঘাত করেছিল।' নিঃশব্দে চলে গেল সে আবার। খুবই বিমর্ষ দেখা গেল ওকে।

এই কর্সিকান ওয়ার্ডাররা সত্যি অদ্ভুত। হয় পুরো ইতর হবে নয়তো খুব ভাল।

সেলের দরজায় জোরে জোরে ঘা মেরে বলতে লাগলাম, 'আমি জখম হয়েছি! হাসপাতালে নিয়ে চলো আমাকে!'

পানিশমেন্ট ব্লকের হেড ওয়ার্ডারকে নিয়ে ফিরে এল ওয়ার্ডার। বলল, 'কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'আমি জখম হয়েছি, চীফ।'

'তাই নাকি? তাজ্জব কথা। আমি ভেবেছি ওর ছুরির ঘা তোমার লাগেনি।'

'আমার হাতের পেশী দু'ফাঁক হয়ে গেছে।'

সেলের দরজা খোলার নির্দেশ দিল ওয়ার্ডার। বেরিয়ে এলাম। আমার জখম দেখল ও।

'হাতকড়া দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাও। কোন অবস্থাতেই ওখানে একা রেখে আসবে না। ব্যান্ডেজ করিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো আবার এখানে নিয়ে আসবে।'

বাইরে এসে দেখলাম গবর্নর জনাদশেক ওয়ার্ডার নিয়ে উপস্থিত। বিল্ডিং ইয়ার্ডের ওয়ার্ডার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুনী!'

'থামো, ওয়ার্ডার ক্রুয়েত! আমি উত্তর দেবার আগেই গবর্নর বলল, 'ওই লোকটাই প্যাপিলনকে আগে আঘাত করেছিল।'

ক্রুয়েত বলল, 'ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না কথাটা।'

আন্তারতাগলিয়া বলল, 'কিন্তু তা-ই ঘটেছে আসলে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, সাক্ষ্য দেব। আর শোনো, মঁসিয়ে ক্রুয়েত, কর্সিকানরা কখনও মিথ্যে বলে না।'

হাসপাতালে পৌঁছুলে শ্যাতাল ডাক্তার ডাকতে পাঠাল। গ্যাস কিংবা লোকাল অ্যানেসথেটিক ছাড়াই ও সেলাই করে দিল কাটা জায়গাটা। সেলাই দিল আটটা। একটু উহ আহও করলাম না। সেলাই শেষ করার পর ও মৃদু স্বরে বলল, 'কাজটা ভাল করোনি।'

বললাম, 'ওর ওই লিভারের ফোঁড়াটা না হলেও। ও বেশি দিন বাঁচত না, তুমি জানো।' আমার এই জবাব শুনে থ হয়ে গেল মেডিক্যাল আর্দালী।

তদন্ত আবার শুরু হলো। ভয় পেয়ে সহযোগিতা করেছে বলে খালাস পেয়ে গেল বরসেত। আমিও বললাম, ভয় দেখিয়েছি। প্রমাণের অভাবে ন্যারিক ও কুনিয়াও খালাস পেল। বাকি রইলাম আমি আর কারবোনিয়ারী। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরি ও অপব্যবহারের অভিযোগ কারবোনিয়ারীর উপর থেকে তুলে নেওয়া হলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তবে পালানোর কাজে সহযোগিতা করার অভিযোগ বহাল রইল। এর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ছ'মাসের অন্ধকূপ। কিন্তু ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ল আমার ক্ষেত্রে। আমি যে আত্মরক্ষার জন্য ছুরি চালিয়েছি, তদন্ত কমিটির প্রধান সে কথা মানবেই না। ফাইলপত্র ঘেঁটে ডেগা জানল, তদন্তকারী অফিসার যত উৎসাহই দেখাক না কেন, মৃত্যুদণ্ড হবে না আমার, কারণ সেলিয়ারের ছুরিতে আহত হয়েছি আমি। কিন্তু দু'জন আবার সাক্ষ্য দিল যে তারা দেখেছে, ছুরি আমিই বের করেছি। এটাও গেল আমার বিরুদ্ধে।

তদন্ত শেষ। এখন যেতে হবে সেইন্ট লরেন্ট, কোর্ট মার্শালের সামনে হাজির হবার জন্য। কী করব!-বসে বসে সিগারেট খাই শুধু। একেবারেই হাঁটি না বললেও চলে। ওরা বিকেলে আরও এক ঘণ্টা শরীর চর্চার সুযোগ দিল আমাকে। শুধু বিল্ডিং ইয়ার্ডের ওয়ার্ডার ছাড়া, গবর্নর বা অন্য কোন ওয়ার্ডার ব্যবহার খারাপ করছে না। প্রয়োজনমত টোবাকো আনিয়ে নিতে পারছি বিনা বাধায়।

আমাকে সেইন্ট লরেন্টে যেতে হবে শুক্রবার। বুধবার সকাল দশটায় ডেকে পাঠাল গবর্নর। কোন পাহারাদার ছাড়াই একা তার সঙ্গে রওনা হলাম তার বাড়ির দিকে। গবর্নর বলল, 'তুমি যাবার আগে আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমার সঙ্গে একজন সশস্ত্র ওয়ার্ডার নিয়ে গিয়ে আমি তাকে বিব্রত করতে চাই না। তুমি নিশ্চয় ঠিকমত চলবে।'

'জ্বি, গবর্নর।'

বাড়িতে গিয়ে গবর্নর ডাকল তার স্ত্রীকে, 'জুলিয়েট, নিয়ে এসেছি ওকে। তবে বারোটার মধ্যেই ওকে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা কথা বলো।' চলে গেল গবর্নর।

জুলিয়েট সোজা এসে হাত রাখল আমার কাঁধে। সরাসরি তাকাল আমার মুখের দিকে। তার কালো চোখের কোলে চিকচিক করছে পানি। নিজেকে সামলে নিল সে। বলল তুমি পাগল হয়ে গেছ প্যাপিলন। তুমি পালাতে চাও, সেকথা আমাকে আগে বললে না কেন, আমি আরও কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম তোমাকে। আমার স্বামীকে বলেছিলাম তোমাকে সব রকম সাহায্য দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখানে ওর কোন হাত নেই। তোমার মনোবলের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি যে রকমটি আশঙ্কা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক সুস্থির লাগছে তোমাকে। একটা কথা, তোমার মাছের দাম দিতে চাই আমি। এই নাও, এখানে এক হাজার ফ্রাঁ আছে। বেশি দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

'শোনো, টাকার দরকার নেই আমার। এতে বরং আমাদের বন্ধুত্বই নষ্ট হবে। দয়া করে আমাকে সাধাসাধি কোরো না।'

'বেশ তাই হবে।'

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই আশ্চর্য রমণী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কথা বলল আমার সঙ্গে। তার ধারণা, ওই ইতরটাকে খুন করার জন্য আমার দেড় দু'বছরের বেশি সাজা হওয়া উচিত নয়। বিদায় নেবার সময় সে অনেকক্ষণ দু'হাতে আমার হাত চেপে ধরে রইল মমতায়। 'বিদায়,' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

ফেরার পথে বললাম, 'গবর্নর, আপনি ভাগ্যবান। আপনার স্ত্রীর মহত্ত্বের

www.BanglaBook.org

তুলনা নেই।'

'জানি, প্যাপিলন। এখানকার এ-জীবন বড় নিষ্ঠুর ওর জন্যে। কিন্তু কী করব আমি? সান্ত্বনা এই, আর মাত্র চার বছর, তারপরই আমি রিটায়ার করব।'

'আমি পালিয়ে গেলে আপনি নিশ্চয় ভয়ানক মুশকিলে পড়তেন। তা সত্ত্বেও আপনি আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, গবর্নর।'

'হ্যাঁ, সত্যি ভারি বিপদে পড়তাম,' বলল গবর্নর। পানিশমেন্ট ব্লকের গেটে পৌঁছে গেছি আমরা। 'কিন্তু তবু আমি চাই, তুমি সফল হও। বিদায়, প্যাপিলন। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

'বিদায়, গবর্নর।'

হ্যাঁ, ঈশ্বরের সাহায্য আমার দরকার। কোর্ট মার্শাল ক্ষমা করেনি। চুরি, সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহার, আর কবরের অমর্যাদার জন্য তিন বছর, এবং সেলিয়ারকে খুন করার জন্য পাঁচ বছর, মোট আট বছর, সলিটারী খাটতে হবে। জখম না হলে ভাগ্যে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড।

দুই

দ্বিতীয়বার অন্ধকূপে

বৃহস্পতিবার কোর্ট মার্শাল হলো। শুক্রবার সকালে ওরা আবার জাহাজে তুলে দিল আমাদের। দু'জন দু'জন করে এক সঙ্গে বেড়ি পরানো। সব মিলিয়ে ষোলো জন; তার মধ্যে বারো জনকে দেওয়া হয়েছে নির্জন কারাবাসের সাজা।

ফেরার পথে প্রচণ্ড ঢেউ উঠল সমুদ্রে। বাতাসের তোড়ে মাথার হ্যাট উড়ে গেল। যাক, আট বছর যাকে থাকতে হবে অন্ধকূপে, একা, হ্যাট দিয়ে তার কী হবে! তীব্র বাতাস এসে বিঁধল চোখে মুখে। পানির ছাটে ভিজে গেল জামা-কাপড়। যদি তলিয়ে যায় জাহাজটা! বেবার্ত সেলিয়ারকে হাঙরে খেয়েছে! প্যাপিলন, তোমার বয়স ত্রিশ। তোমাকে আট বছর সলিটারী খাটতে হবে। আট বছর কি নিঃসঙ্গ অন্ধকূপে কাটানো সম্ভব?

আমার অভিজ্ঞতা বলে, অসম্ভব। বড়জোর চার পাঁচ বছর থাকতে পারে একটা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা। বেবার্ত সেলিয়ারকে খুন না-করলে আমাকে তিন বছর খাটতে হত। দু'বছরও হতে পারত সাজাটা। উচিত হয়নি জানোয়ারটাকে খুন করা। সবকিছু এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। কীভাবে এই ভুলটা করে বসলাম! ওর বদলে আমিও তো খুন হয়ে যেতে পারতাম। জীবন, জীবন, জীবন—জীবনই হবে এখন আমার একমাত্র ধর্ম।

সঙ্গের ওয়ার্ডারদের একজনকে আগে দেখেছি মনে হলো, নাম জানি না। ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'চীফ, আট বছর কেউ কি সলিটারীতে কাটাতে পেরেছে?'

একটু ভাবল সে। বলল, 'না। তবে পাঁচ বছর কাটিয়েছে, এমন অনেককেই চিনি আমি। আর একজনকে তো দেখেছিলাম, পুরো ছ'বছর কাটিয়ে দিব্যি সুস্থ শরীরে বেরিয়ে এসেছিল।'

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ।'

'তোমার তো আট বছর হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, চীফ।'

'অতিরিক্ত শাস্তি এড়াতে পারো যদি, তা হলে পারবে আট বছর টিকে থাকতে।' চলে গেল ওয়ার্ডার।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা। কারণ, শাস্তি মানেই খাবার বন্ধ। তারপর ভেঙে পড়া শরীর আর কিছুতেই পুরোপুরি ভাল হয় না। কাজেই এড়িয়ে যেতে হবে অতিরিক্ত শাস্তির সমস্ত সম্ভাবনা। এবং প্রচুর খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে যেভাবেই হোক।

বিকেল তিনটা। দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। লাইনে দাঁড়াবার আগেই গবর্নর চলে এল আমার কাছে। দেখলাম, একটু দূরে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার স্ত্রী। বলল, 'ক'বছর?'

'আট।'

কালো ডাগর চোখ মেলে বিষণ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল জুলিয়েট স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে।

ডেগা জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন, প্যাপলিন?'

'আট বছরের সলিটারী।'

ও কিছুই বলল না। এমন কী তাকাল না পর্যন্ত আমার দিকে। এগিয়ে এল গ্যালগানিও। কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, 'আমাকে কিছু পাঠিয়ো না, চিঠিপত্রও লিখো না। এই দীর্ঘ শাস্তির মধ্যে আবার নতুন কোন দণ্ডের ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'বুঝেছি।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গলা নামিয়ে বললাম, 'তবে দুপুরে আর সন্ধ্যায় ওরা যাতে আমাকে যদ্দূর সম্ভব বেশি খাবার দেয় তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখো। তা হলে হয়তো আবার কোনদিন দেখা হতেও পারে। বিদায়।'

সেইন্ট জোসেফে আমাদের নিয়ে যাবে যে নৌকাগুলো তার প্রথমটাতেই গিয়ে উঠে পড়লাম। কবরে নামানোর সময় কফিনের দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে মানুষ, তেমনিভাবে ওরা তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। কেউ একটা কথাও বলল না। শ্যাপারকেও বললাম একই কথা, একটু বেশি খাবার দেবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতে বললাম।

নৌকা থেকে নেমে দ্রুতপায়ে ছুটে চললাম সলিটারীর পাহাড়ের মাথায় উঁচু কারাগারের দিকে। সেলের ভিতরে ঢুকে একা হতে চাই আমি। কে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কোরো না, প্যাপিলন। আগে গেলেই তো আর আগে বেরোতে পারবে না।'

পৌঁছে গেলাম বিশেষ বন্দীদের জন্য তৈরি কারাগারের চত্বরে।

কারাগারের গবর্নর বলল, 'দুঃখিত প্যাপিলন তোমাকে আবার আসতে হলো।' বন্দীদের উদ্দেশে গৎবাঁধা ভাষণ দিল সে। আবার আমাকে বলল, 'ব্লক এ, সেল ১২৭। এটাই সবচেয়ে ভাল, প্যাপিলন। প্যাসেজের দরজার

www.BanglaBook.org

উল্টোদিকের সেল। আলো-বাতাস পাবে। আশা করি ভালভাবে চলবে। আট বছর অনেক দীর্ঘ সময়। কিন্তু কে জানে, ভাল আচরণের জন্য দু'এক বছরের সাজা মওকুফও হয়ে যেতে পারে তোমার। তোমার ব্যাপারে আশাবাদী আমি। বুকে সাহস আছে তোমার।'

ঢুকলাম ১২৭ নম্বরে। ঠিক উল্টোদিকের প্যাসেজের-বিশাল গরাদওয়ালা গেট। সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে, তবু আলো আছে সেলের ভিতর। আমার আগের সেলটার মত পচা ভ্যাপসা গন্ধ নেই। একটু শক্তি ফিরে পেলাম মনে। 'প্যাপিলন, আট বছর ধরে এই সেলের চার দেয়াল বোবা দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে। এবারে আর দিনের হিসেব কোরো না। এক এক বারে ছ'মাস করে গুণবে এবার। ষোলো দফা ছ'মাস কাটানোর পর আবার মুক্ত হবে তুমি। শেষ পর্যন্ত যদি টিকে থাকতে না-ও পারো তবু অন্তত দিনের আলোয় মরতে পারবে এখানে। অন্ধকারে মরে পড়ে থাকা, সে বড় জঘন্য ব্যাপার।'

এমনও তো হতে পারে, আট বছর শেষ হবার আগেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে, কিংবা যুদ্ধ বাধবে, ভূমিকম্প বা টাইফুনে মিস্‌মার হয়ে যাবে এই কারাগার। কিছুই অসম্ভব নয়। হতে পারে, একজন সত্যিকার দৃঢ়চেতা মহৎপ্রাণ মানুষ ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে এখানকার গিলোটিন ছাড়া গিলোটিনে দেবার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলবে। হতে পারে, কোন ডাক্তার ফিরে গিয়ে এই পরিবেশ সম্পর্কে বলবে কোন সাংবাদিক বা পাদ্রীকে। এমনি অনেক কিছুই হতে পারে। তবে যা-ই হোক, বেবার্ত সেলিয়ারকে হজম করে ফেলেছে হাঙরের দল, আর আমি খাড়া আছি। হয়তো নিজের পায়ে হেঁটেই একদিন বেরিয়ে যাব এই সেল থেকে।

পুরনো নিয়মে হাঁটতে শুরু করলাম, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। অ্যাবাউট টার্ন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, অ্যাবাউট টার্ন। ঠিক করলাম, সকালে-বিকেলে দু'ঘণ্টা করে হাঁটব। প্রথম দিকেই সব শক্তি ক্ষয় করে বসে থাকলে চলবে কী করে। সামনে অনেকদিন পড়ে আছে। তার উপর খাবারের পরিমাণ বাড়বে কি-না, তার এখনও ঠিক নেই।

কূলে এসে তরী ডুবল আমার। বেবার্ত সেলিয়ারকে যদি প্রথমেই সন্দেহ হওয়ামাত্র খুন করে ফেলতাম! হয়তো নিরাপদে পাড়ি দিতে পারতাম সমুদ্র। পাড়ি দেবার সময় যদি ধরাও পড়তাম তা হলেও সাজা হত বড়জোর তিন বছর। আর সবকিছু ঠিকভাবে চললে এখন হয়তো থাকতাম মেইনল্যান্ডে, কিংবা কুরাকাও, কিংবা ত্রিনিদাদে। কেউ যদি আশ্রয় না দিত তা হলেও সামান্য কষ্ট করে একা ফিরে যেতে পারতাম গোয়াজিরায় আমার উপজাতীয় স্বজনদের কাছে।

ঘুমাতে গেলাম গভীর রাতে। ভালই ঘুম হলো বলতে হবে। প্রথম রাত খুব খারাপ কাটল না। যতবার নিরাশায় ছেয়ে আসতে চাইল মন, ততবার নিজেকে বোঝালাম, বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে—যতক্ষণ বেঁচে থাকব ততক্ষণ বুকে থাকবে আশা।

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। গতকাল থেকে লক্ষ করলাম আমার খাবারে পরিবর্তন ঘটেছে। দুপুরে পেলাম বেশ বড় এক টুকরো সেদ্ধ মাংস। রাতে

www.BanglaBook.org

পেয়ালাঠাসা মসুরডাল। তাতে পানির ভাগ বলতে গেলে নেই-ই। শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলাম আমি। মসুর ডালে আয়রন আছে, খুব ভাল স্বাস্থ্যের জন্য।

এরকম চলতে থাকলে হাঁটার মাত্রা বাড়িয়ে দেব।

আগেই বলেছি, এখানে মৃত কয়েদীদের কবর দেওয়া হয় না। ময়দার বস্তায় ভরে নৌকায় করে রয়েল ও সেন্ট জোসেফের মাঝামাঝি এক জায়গায় নিয়ে লাশের পায়ে ভারি পাথর বেঁধে ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। ছয়জন কয়েদী দাঁড় বেয়ে নিয়ে যায় লাশ। তারপর আরেকজন ঠেলে ফেলে দেয় সমুদ্রের হাঙরভর্তি পানিতে। অসংখ্য হাঙর ছুটে এসে হামলা চালায় বস্তাবন্দী মুর্দার উপর। তারপর ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে নেয় লাশটা।

এখানকার সবাই বলে, কেউ মারা গেলে গির্জার ঘণ্টা শুনেই নাকি হাঙরেরা এই এলাকায় এসে জড়ো হতে থাকে। রয়েলের জেটিতে দাঁড়িয়ে হয়তো একটা হাঙরও দেখা যাবে না। কিন্তু গির্জার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে দলে দলে হাঙর ছুটে এসে জড়ো হবে ওখানে। আশাকরি রয়েলের হাঙরের ভোজে পরিণত হব না আমি। পালাতে গিয়ে কোনভাবে যদি হাঙরের কবলে পড়ে যাই, সেটা মর্মান্তিক ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। তবু মৃত্যুর আগে সান্ত্বনা দিতে পারব নিজেকে, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে মরছি। কিন্তু অসুখ-বিসুখে কারাগারের নির্জন সেলে পচে মরা, সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে।

বন্ধুদের চেষ্টা সফল হয়েছে। খাচ্ছি-দাচ্ছি ঠিকমত, পাচ্ছি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। ছ'মাস কেটে গেছে। দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে হাঁটি, পর্যাপ্ত খাদ্য সহজে হজম হয় যাতে। এর মধ্যে আমার আশেপাশের সেলে আত্মহত্যা করেছে অনেকেই। অনেকে পাগল হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকী দিনের পর দিন মানুষের চিৎকার, কান্না, বিলাপ খুবই অসহ্য হয়ে ওঠে। কী করি! শেষে বড় দু'টুকরো সাবান পুরে রাখলাম কানের ভিতরে, ওইসব আর্তনাদ যাতে কম শুনতে হয়। কিন্তু তার ফলে দিন দুয়েকের মধ্যে ঘা হয়ে গেল কানে।

খাবার দেবার সময় সঙ্গে আসে যে ওয়ার্ডার, তার কাছে একদলা মোম চাইলাম। দণ্ডিত জীবনে এই প্রথম একজন ওয়ার্ডারের কাছে কিছু চাইলাম। পরদিনই ও বেশ বড় এক টুকরো মোম এনে দিল আমাকে। কানের ভিতর মোমের ছিপি এঁটে দিয়ে যে অদ্ভুত স্বস্তি পেলাম তা বলে বোঝানো কঠিন।

বেবার্ত সেলিয়ারকে কেন আগেই হত্যা করিনি এই চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি। ভেবেছি, আগে তো আমি জানতাম না সে সত্যি দোষী কিনা। দোষী না হলে একটা নিরপরাধ লোক খুন হয়ে যেত! বড় ভয়ঙ্কর অনুশোচনার ব্যাপার হত সেটা।

আদালতের জুরিদের কথা মনে হয়। ওই হারামিদের নিশ্চয়ই কোন অনুশোচনা নেই। আমার উকিলও ভুলে গেছে আমার কথা। আমার বিরুদ্ধপক্ষের উকিল প্রাডেলের কথাও মনে পড়ে। এখন নিশ্চয়ই সে মামলায় কৌশলে জিতে যাওয়ার গর্ব করে আদালতের করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা কোন পার্টিতে।

আমার পরিবারের মধ্যে পবিত্র বৃদ্ধ পিতাই সম্ভবত একমাত্র লোক আমার বিরুদ্ধে যাঁর অভিযোগ নেই। অন্যরা হয়তো ঘৃণাই করে আমাকে পরিবারের

www.BanglaBook.org

মর্যাদাহানির কারণ হয়েছি বলে। হয়তো আমার বাবার বুকের ভিতরেই মাঝে মাঝে বিদ্রোহ জেগে ওঠে।

গতরাতে দু'জন বন্দী গলায় দড়ি দিয়ে এবং আরেকজন নাকেমুখে টুকরো টুকরো কাপড় গুঁজে আত্মহত্যা করেছে। গার্ডদের আলোচনা কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যায় ১২৭ নম্বর সেল থেকে। আজ সকালে ওদের কথাবার্তা থেকেই জানতে পেরেছি আত্মহত্যার খবর।

আরও ছ'মাস কেটে গেছে। বেঁচে থাকতেই হবে আমাকে। জীবন, আমার জীবন! আমাকে যে পালাতে বাধা দিয়েছিল সে এখন মৃত। অথচ আমি বেঁচে আছি। কারাগার থেকে যখন বেরোব, তখন আমার বয়স হবে আটত্রিশ। আটত্রিশ বছর তেমন কিছু নয়। এবার আমি নিশ্চিত, এর পরেরবার কোন ভুল হবে না আমার পরিকল্পনায়।

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। অ্যাবাউট টার্ন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। অ্যাবাউট টার্ন। ক'দিন ধরে দেখছি, আমার পা'দুটো কালো হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে পায়ে চাপ দিয়ে দেখলাম, দাগটা মিলিয়ে যাচ্ছে না সহজে। দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে মাঝে মাঝে। একটু দুর্বলও হয়ে পড়েছি। এখন আর দশ বারো ঘণ্টা হাঁটতে পারি না। দু'বার ছ'ঘণ্টা হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সকালে মুখ ধোবার সময় সাবানমাখা তোয়ালে দিয়ে দাঁত ঘষলেই মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। গতকাল উপরের পাটির একটা দাঁত উঠে এল আপনাআপনি।

তৃতীয় দফা ছয় মাস শেষ হলো বড় রকমের একটা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। গতকাল প্রত্যেক কয়েদীকে মাথা বাইরে বের করতে বলে তাদের ঠোঁট উল্টে দেখল এক ডাক্তার। আজ সকালে, সেলে আমার ঠিক আঠারো মাস পূর্তির দিনে, হঠাৎ সেলের দরজা খুলে গেল। 'বেরিয়ে এসে দেয়ালের পাশে লাইন ধরে দাঁড়াও।' লাইনে আমিই প্রথমে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় সত্তরজনকে বের করে এনে এক লাইনে দাঁড় করানো হলো। 'অ্যাবাউট টার্ন।' সুতরাং আমি হয়ে গেলাম শেষ ব্যক্তি।

সকাল ন'টা। খাকী হাফ-শার্ট পরা এক যুবক ডাক্তার খোলা জায়গায় একটা কাঠের টেবিলের সামনে বসে আছে। তার পাশে দু'জন কয়েদী আর্দালী, একজন মেডিক্যাল ওয়ার্ডার, এদের কাউকেই চিনি না আমি। উদ্যত রাইফেল হাতে একজন গার্ড। গবর্নর ও হেড ওয়ার্ডার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে।

'কাপড় খুলে বগলের নীচে নিয়ে দাঁড়াও সবাই,' হেড ওয়ার্ডার চিৎকার করে বলল।

'নাম কী?' প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করা হলো।

নাম বলল সে।

'মুখ খোলো, পা ফাঁক করে দাঁড়াও।···ওর এই তিনটা দাঁত তুলে ফেলো। আয়োডিন টিংচার দাও প্রথমে, তারপর মেথিলিন ব্লু, আবার আগে দিনে দু'বার কক্লিয়ারিয়া সিরাপ।'

লাইনে আমি শেষ ব্যক্তি।

'নাম?'

www.BanglaBook.org

'শ্যারিয়ার।'

'তোমার শরীরেই শুধু দেখছি কিছুটা পদার্থ আছে বলে মনে হচ্ছে। মাত্র ঢুকেছ নাকি?'

'না।'

'কতদিন আছ?'

'আজ ঠিক আঠারো মাস হলো।'

'তা হলে তুমি শুকিয়ে যাওনি কেন ওদের মত?'

'বলতে পারি না!'

'ঠিক আছে, বুঝেছি। তুমি নিশ্চয়ই ওদের চেয়ে ভাল খাও। কিংবা হতে পারে, হস্তমৈথুন করো কম। হাঁ করো দেখি। পায়ে কী হয়েছে? ঠিক আছে, দিনে দুটো লেবু। একটা সকালে, একটা সন্ধ্যায়। চুষে খাবে, রস মাখবে মাড়িতে। তোমার স্কার্ভি হয়েছে।'

আয়োডিন দিয়ে আমার মাড়ি পরিষ্কার করে ওরা মেথিলিন ব্লু লাগিয়ে দিল। একটা লেবু দিল হাতে। অ্যাবাউট টার্ন। ফিরে এলাম সেলে।

কয়েদীদের বাইরের রোদে নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার এই ঘটনা রীতিমত বৈপ্লবিক ব্যাপার। সলিটারীতে এধরনের ঘটনার কথা কেউ শোনেওনি কোনদিন। সম্ভবত এই ডাক্তারের জন্যই সম্ভব হলো এটা। ডাক্তারের নাম জারসেইন গুইবার্ত। পরে সে আমার বন্ধু হয়েছিল। মারা যায় ইন্দো-চীনে। বহু বছর পর তার স্ত্রী ভেনিজুয়েলায় আমাকে চিঠি লিখে কথাটা জানিয়েছিল।

দশ দিন অন্তর অন্তর রোদে দাঁড় করিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা চলতে থাকল। সব সময় প্রায় একই ব্যবস্থা: আয়োডিন, মেথিলিন ব্লু, দুটো লেবু। আমার অবস্থার উন্নতি-অবনতি কিছুই হচ্ছে না। ডাক্তারকে দু'বার বললাম ককলিয়ারিয়া সিরাপ দিতে, দিল না সে। বিরক্ত হয়ে পড়লাম আমি। পায়ের অবস্থা ভাল না হলে ছ'ঘণ্টার বেশি হাঁটতে পারছি না।

একদিন চেক আপের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার উপর একটা জীর্ণ গাছ। পাতা চিবিয়ে দেখলাম, লেবু গাছ। তবে লেবু নেই একটাও। হঠাৎ কী মনে করে কয়েকটা পাতা-সহ একটা ডাল ভেঙে নিলাম। ডাক পড়তেই ডালটা পেছন দিকে গুঁজে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ডাক্তারের সামনে। বললাম, 'ডাক্তার জানি না কী ব্যাপার। হয়তো তোমার লেবু খেয়েই আমার পেছনে কী গজাতে শুরু করেছে দেখো। বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখালাম লেবুর ডাল।

স্ক্রুরা, হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু তারপর হেড ওয়ার্ডার বলল, 'ডাক্তারকে অপমান করার জন্য তোমার শাস্তি পাওনা হলো, প্যাপিলন।'

'মোটেই না,' ডাক্তার বলল, 'আমি তো অভিযোগ করিনি। শাস্তি হবে কেন? তুমি তা হলে আর লেবু খেতে চাও না? তা-ই তো বোঝাতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার, লেবু খেতে খেতে হয়রান হয়ে গেছি। কোন উপকারও পাচ্ছি না। আমি ককলিয়ারিয়া সিরাপ খেয়ে দেখতে চাই।'

'আসলে সিরাপ খুব বেশি নেই। যেটুকু আছে, খুব গুরুতর রোগীদের জন্য তুলে রেখেছি। ঠিক আছে, রোজ এক চামচ সিরাপ পাবে। তবে লেবুও চলবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেইসঙ্গে।'

'ডাক্তার, ইন্ডিয়ানরা যে সামুদ্রিক ঘাস খায়, সেরকম ঘাস আমি রয়েলে দেখেছি। সেইন্ট জোসেফেও ওগুলো আছে নিশ্চয়।'

'চমৎকার বুদ্ধি। সেইন্ট জোসেফের চারপাশে দেখেছি আমি ওই ঘাস। ঠিক আছে, রোজ ওগুলো দেবার ব্যবস্থা হবে। ইন্ডিয়ানরা কাঁচা খায়, না কি সেদ্ধ করে?'

'কাঁচা।'

'চমৎকার। ধন্যবাদ। গবর্নর, আপনার ওপর আস্থা রাখছি, এর কোন শাস্তি হবে না আশা করি।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন।'

যাদুর ছোঁয়া লেগেছে যেন। এখন থেকে সপ্তাহে একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরের রোদে বেরোনো। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা। দু'একটা কথা বিনিময়। এর ফলে মৃতের দলে প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করল যেন। অক্সিজেন, খোলা বাতাস। বুক ভরে শ্বাস টেনে প্রাণ ফিরে পেলাম আমরা।

বৃহস্পতিবার সকাল নটায় দুড়দাড় খুলে গেল সমস্ত সেলের দরজা। 'কয়েদীরা, শোনো, গবর্নর ইনস্পেকশনে এসেছেন।' সবাই সেলের সামনে দাঁড়াল।

দীর্ঘদেহী, রাশভারী, সাদা-চুল গবর্নর ধীর পায়ে হেঁটে এল করিডর ধরে। তার সঙ্গে পাঁচজন কলোনিয়াল অফিসার। সবাই ডাক্তার। একেক জনের সাজার মেয়াদ এবং কারণ বলা হচ্ছে গবর্নরকে। একজন কয়েদী এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না নিজের চেষ্টায়। চিনি আমি ওকে, মানুষখেকো গ্রেভিল। একজন অফিসার বলল, 'এ দেখছি জীবন্ত কঙ্কাল।'

গবর্নর বলল, 'এদের সবার অবস্থাই শোচনীয়।'

কমিটি আমার কাছে এসে পৌঁছল। লোকাল গবর্নর বলল, 'এ এই কারাগারে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদের শাস্তি ভোগ করছে।'

গবর্নর জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম?'

'শ্যারিয়ার।'

'সাজার মেয়াদ?'

'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরি, অপব্যবহার ইত্যাদির জন্যে তিন বছর এবং নরহত্যার জন্যে পাঁচ বছর।'

'কতদিন হয়েছে?'

'আঠারো মাস।'

'এর আচরণ কী রকম?'

'ভাল।' লোকাল গবর্নর বলল।

'স্বাস্থ্য?'

'মোটামুটি।' ডাক্তার জবাব দিল।

'তোমার কিছু বলবার আছে?'

'ফ্রান্সের মত একটা রাষ্ট্রের জন্যে এই ব্যবস্থা অমানবিক ও অবাঞ্ছিত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কীভাবে?'

'কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়, শরীর চর্চার নিয়ম নেই এখন মাত্র কয়েকদিন আগ পর্যন্তও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না।'

'আচার-আচরণ ঠিক রাখবে। আমি যদি ততদিন গবর্নর থাকি। কিছুটা সাজা মওকুফ পাবে তুমি।'

'ধন্যবাদ।'

সেদিন থেকেই প্রতিদিন সকালে কয়েদীদের এক ঘন্টা করে ব্যায়ামের ব্যবস্থা হলো। সমুদ্রের পানিতে পাথরের ব্লক দিয়ে ঘেরা একটা কৃত্রিম পুকুরের সাঁতার কাটারও সুযোগ দেওয়া হলো। গবর্নর এবং মার্টিনিক ও কায়েনের শীর্ষস্থানীয় মেডিক্যাল কর্মকর্তাদের নির্দেশে পাওয়া গেল এই সুযোগ।

প্রতিদিন সকাল ন'টায় একদল লোক সলিটারী থেকে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। সে-সময় ওয়ার্ডারদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ঘরের ভিতরে থাকার নিয়ম।

একমাস ধরে চলছে এই ব্যবস্থা। এর মধ্যেই আমাদের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। সলিটারীর শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ কয়েদীরা খোলা আলো-বাতাসে বেরিয়ে রোজ কিছুক্ষণ টুকিটাকি কথাবার্তা বলার সুযোগ পেয়ে এবং লোনা পানিতে সাঁতার কেটে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

একদিন সাঁতার শেষে ফিরে আসছি সেলের দিকে। আমি ছিলাম লাইনের একেবারে পেছনের দিকে। হঠাৎ ভেসে এল একজন মহিলার আর্তনাদ, 'বাঁচাও, বাঁচাও! আমার মেয়ে পানিতে পড়ে গেছে, বাঁচাও!' একই সঙ্গে রিভলভারের গুলির শব্দ শুনতে পেলাম দুটো।

জেটি থেকে ভেসে আসছে চিৎকারটা। জেটি বলতে সিমেন্ট করা ছোট্ট একটু ঢালু জায়গা, নৌকা এসে ভেড়ে সেখানে। আবার চিৎকার উঠল অনেকগুলো কণ্ঠে, 'হাঙর! হাঙর!' আরও দুটো গুলির শব্দ হলো। ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, একজন ওয়ার্ডারকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আমি বিবস্ত্র অবস্থায়ই জেটির দিকে দৌড় দিলাম। গিয়ে দেখলাম দু'জন মহিলা পাগলের মত চিৎকার করছে। তাদের পাশে তিনজন ওয়ার্ডার আর কয়েকজন আরব দাঁড়িয়ে।

মহিলা বলছে, 'বেশিদূর যায়নি ও, তুলে আনো শিগগির : কাপুরুষের দল! আমি সাঁতার জানি না, নইলে আমিই যেতাম।'

'হাঙর!' বলে চিৎকার করে উঠে একজন ক্রু আবার গুলি ছুঁড়ল।

নীল-সাদা ফ্রক-পরা একটা ছোট্ট মেয়ে, স্রোতের টানে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। মৃত কয়েদীদের ফেলা হয় যেখানে সেদিকে ভেসে যাচ্ছে সে। তবে এখনও বেশ দূরে আছে জায়গাটা। ওয়ার্ডাররা গুলি চালিয়েই যাচ্ছে মনে হয় দু'একটা হাঙরের গায়ে লেগেছেও গুলি। কারণ মেয়েটার পাশে পানিতে তোলপাড় উঠল কয়েকবার।

চেঁচিয়ে বললাম, 'গুলি বন্ধ করো।' তারপর আচমকা লাফ দিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। স্রোতের টানের সঙ্গে আমি প্রাণপণ সাঁতরাতে থাকলাম মেয়েটার দিকে, খুব দ্রুত। হাঙর যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে পা ঝাপটাচ্ছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোরে জোরে। মেয়েটার পোশাক ফুলে আছে বাতাসে। তার উপর ভর করে ভেসে যাচ্ছে সে।

মেয়েটার কাছ থেকে আমি যখন মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ ফুট দূরে, তখন রয়েল থেকে আসা একটা নৌকা পৌঁছে গেল ঘটনাস্থলে। আমার সামান্য একটু আগে মেয়েটার কাছে পৌঁছে গেল নৌকাটা। তুলে নিল মেয়েটাকে সমুদ্র থেকে। হু-হু করে কেঁদে ফেললাম আমি। ওরা তুলল আমাকেও। জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমি, অথচ তার প্রয়োজন হলো না।

কিন্তু এক মাস পরে, এক ধরনের পুরস্কার হিসাবেই ডা. জারমেইন গুইবার্ত স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে সলিটারীর দণ্ড স্থগিত করে বের করে আনল আমাকে নির্জন সেল থেকে।

তিন

রয়েলে প্রত্যাবর্তন

সাধারণ কয়েদী হিসাবে সাধারণ দণ্ড ভোগ করতে এলাম রয়েলে। আট বছরের সলিটারীর সাজা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করার জন্য ১৯ মাস পরই স্থগিত হয়ে গেল।

বন্ধুদের পেলাম আবার। ডেগা এখনও প্রধান হিসাব রক্ষক, গালগানি ডাকপিয়ন। কারবোনিয়্যারীও আছে এখানে। গ্রাঁদেত, বরসেত, শ্যাতাল, ন্যারিক, কুনিয়া এবং আমার প্রথম পলায়নসঙ্গী রয়েলের সহকারী মেডিক্যাল আর্দালী ম্যাচুরেট—সবাই আছে। আর আছে কর্সিকান দস্যুরা।

আমার রয়েলে ফিরে আসায় তুমুল সাড়া পড়ে গেল। শনিবার সকালে ধীর পায়ে হেঁটে যখন রয়েলে ঢুকলাম, সবাই—সব্বাই সাদর সম্ভাষণ জানাল আমাকে। আমার দিকে কাউকে নেয়নি ওরা।

'সুসংবাদ আছে একটা।'

'কী?'

'গাছে চড়ে তোমার ওপর নজর রাখত যে আরবটা, সে খুন হয়েছে গতরাতে।'

'আমার বন্ধুদের কে করেছে কাজটা জানতে চাই। তাকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার।'

'জানবে একদিন।'

একজন আরব এসে খবর দিল, 'গবর্নর ডাকছে।'

গেলাম। গবর্নর প্রাইলেভ বসে আছে।

'ভাল আছ, প্যাপিলন?'

'হ্যাঁ, গবর্নর।'

'তুমি ক্ষমা পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমি। আমার সহকর্মীর ছোট মেয়েটাকে বাঁচাতে গিয়ে যে সাহস দেখিয়েছ তুমি, সেজন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ।'

'যতদিন পর্যন্ত তোমাকে মাছ ধরতে যাবার অনুমতিসহ মেথরের কাজটা আবার দিতে না পারছি, ততদিন তুমি গরুর গাড়ি চালাবে। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা। অবশ্য এর জন্য আপনার যদি খুব বেশি অসুবিধা না হয়।'

'সেটা আমি দেখব। বিল্ডিং ইয়ার্ডের প্রধান আর এখানে নেই। আমিও তিন সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স চলে যাচ্ছি। কাল থেকে তা হলে তোমার কাজ শুরু করো।'

'গবর্নর, কীভাবে যে কৃতজ্ঞতা জানাব আপনাকে বলতে পারি না।'

গ্রুইলেত হাসতে হাসতে বলল, 'সম্ভবত এক মাসের মধ্যে পালাবার চেষ্টা না করে। কী বলো?'

শুরু হলো রয়েলের সেই জীবন। সেই পুরনো বৃত্ত। কয়েদীদের অবিশ্রাম জুয়া খেলা, রুটিন বাঁধা কাজ। সমকামী 'স্বামী-স্ত্রী'দের অদ্ভুত জীবনযাপন, তাই নিয়ে খুনখারাবি।

চার

সেইন্ট জোসেফে বিদ্রোহ

কয়েদীদের তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা দেওয়ায় এই দ্বীপটা একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় পরিণত হয়েছে। অথচ সবার যদি কাম্য হত নিরুপদ্রব জীবন। কেউ কেউ শুধু অপেক্ষা করে, কবে শেষ হবে শাস্তির মেয়াদ। কারও কারও আবার অপকর্ম ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

গতরাতে রুমের এক কোণায় খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। কারবোনিয়ারী ও গ্রাদেত জুয়োর আড্ডার প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, বিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হিমসিম খাচ্ছে। আমি ঝালিয়ে নিচ্ছি অতীত স্মৃতি। প্রায় কিছুই মনে পড়ছে না। সরকার পক্ষের উকিলের কথা মনে পড়ছে স্পষ্ট। মনে পড়ছে ত্রিনিদাদের বাউয়েন পরিবারের কথা। আমার অবিনাশী প্রেমের দুই প্রতিমা লালী আর জোরাইমা, আমার আপন উপজাতি-সৈন্য সামন্ত নেই, আইনের শৃঙ্খল নেই।

আমার ভুলেই আজ আমি এখানে। তবে এখন আমার ভাববার বিষয় শুধু একটাই: পালানো, পালানো, পালানো। আর তা না হলে এই কারাবাস আমার অভ্যেস হয়ে যায়নি অন্যদের মত, চব্বিশ ঘণ্টা আমি পালাবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি।

দু'জন লোক এসে দাঁড়াল কাছে।

'ঘুমুচ্ছ, প্যাপিলন?'

'না।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলে যাও। আস্তে আস্তে বললে কেউ শুনতে পাবে না।'

'শোনো, আমরা একটা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কীরকম প্ল্যানটা?'

সমস্ত আরব, স্তু, স্তুদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে—সবাইকে খুন করতে চাই. আমার নাম আরনড। আমি, আমার বন্ধু হটিন এবং আরও চারজন একসঙ্গে কমান্ড পোস্টের অস্ত্রাগারে হামলা চালাব। আমি কাজ করি অস্ত্রাগারে। ওখানে আছে তেইশটা হালকা মেশিনগান, আশিটারও বেশি রাইফেল ও কারবাইন। সব লুট করে বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

'থামো, থামো। আর শুনতে চাই না। আমি নেই তোমাদের সঙ্গে। ধন্যবাদ।'

'তুমি এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে রাজি হবে বলে ধারণা ছিল আমাদের. বিস্তারিত পরিকল্পনাটা শুনলে তুমি হয়তো রাজি হবে। গত পাঁচ মাস ধরে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি। আরও পঞ্চাশজন আছে আমাদের সঙ্গে।'

'আর যারা আছে, তাদের কারও নাম বোলো না আমাকে। কোন অবস্থাতেই আমি থাকছি না তোমাদের সঙ্গে।'

'কেন? তোমার ওপর আমরা ভরসা করেছি।'

'শোনো, আমি তো তোমাদের কোন গোপন কথা জানতে চাইনি। আর, দুনিয়ার বুকে আমি যা করতে চাই, তা-ই করি আমি। অন্যে আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিতে চায়, তা করি না। কারও বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্বেষ থাকলে তাকে খুন করতে পারি আমি। কিন্তু যে নারী ও শিশুরা আমার কোন ক্ষতিই করেনি, তাদের হত্যা করব কোন্ যুক্তিতে? তা ছাড়া, এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিকটা তোমরা ভেবে দেখছ না। পরিকল্পনা মত বিদ্রোহ যদি সফল হয়ও তা হলেও তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না।

'কীভাবে?'

'কারণ, পালানো সম্ভব হবে না এখান থেকে। ধরো, একশো লোক যোগ দিল এই বিদ্রোহে। কিন্তু মাত্র দুটো নৌকায় করে এত লোক পালাবে কী করে? দুটো নৌকায় বড় জোর চল্লিশজন কয়েদী ধরবে। বাকি ষাট জনের কী উপায় হবে?'

'চল্লিশ জনের মধ্যে আমরাও থাকব।'

তোমরা ভাবছ এই কথা, কিন্তু বাকী ষাট জনের কাছেও তো অস্ত্র থাকবে। তোমরা বোটে রওনা হয়ে গেলে ওরা কি বসে থাকবে? সেই রক্তারক্তির অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো? তা ছাড়া ওই নৌকা নিয়ে পৃথিবীর কোন দেশে ভিড়তে পারবে না তোমরা। টেলিগ্রাম চলে যাবে সব জায়গায়। তোমাদের হত্যাযজ্ঞের খবর পৌঁছে যাবে। যে-কোন জায়গায়ই নামো না কেন, গ্রেফতার হবে। আমি তো কলম্বিয়া থেকে ফেরত এসেছি। আমি জানি। দুনিয়ার যেখানেই যাও না কেন, ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হবে তোমাদের।'

'ঠিক আছে। তা হলে তুমি রাজি নও?'

'না।'

'এই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ। আর একটা কথা শুধু বলতে চাই, আমার কোন বন্ধুকেও এ ব্যাপারে অনুরোধ কোরো না। কারণ আমি জানি, ওরাও রাজি হবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা।'

'শোনো, কোনভাবেই পরিকল্পনাটা বাদ দেয়া যায় না?'

'না। প্যাপিলন।'

'কেন যে এরকম পাগলামি করতে চাইছ তোমরা, বুঝতে পারছি না। বিদ্রোহ সফল হলেও মুক্তি কোনদিন মিলবে না।'

'আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই। তুমি বলছ, কোন দেশই আশ্রয় দেবে না আমাদের। ঠিক আছে, আমরা বনে-জঙ্গলে থাকব। ডাকাতের দল গড়ে তুলব।'

'কথা দিচ্ছি, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকেও তোমাদের এই পরিকল্পনার কথা বলব না।'

'সে বিশ্বাস আমাদের আছে।'

'আর একটা কথা। বিদ্রোহের এক সপ্তাহ আগে আমাকে জানাবে, যাতে আমি রয়েল ছেড়ে সেইন্ট জোসেফে চলে যেতে পারি। আচ্ছা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আর কোনরকম পরিকল্পনা করতে পারো না? চারটা কারবাইন চুরি করে এনে বোটের পাহারাদারগুলোকে কাবু করে রক্তারক্তি ছাড়া পালিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'না, নতুন কিছু সম্ভব না, আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি। প্রতিশোধ নেয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাতে জীবন গেলে যাবে।'

চলে গেল ওরা। এভাবে গলা কাটার পরিকল্পনা করছে কীভাবে? অপরাধ জগতে খুন খারাবি আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এরকম হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই।

আরনড ও হটিন সম্পর্কে গোপনে খোঁজ-খবর নিলাম এক সপ্তাহ ধরে সামান্য একটা অপরাধের জন্য আরনডকে যাবজ্জীবন দিয়ে দীপান্তরে পাঠানো হয়েছে। ওই অপরাধে দশ বছরও জেল হবার কথা নয়। কারণ সম্ভবত ছিল তার ভাই। এক বছর আগে একজন সৈন্যকে খুন করার দায়ে ওর ভাইকে গিলোটিনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আদালতে জেরার সময় বিরোধী পক্ষের উকিল ওর চেয়ে ওর ভাই সম্পর্কেই প্রশ্ন করে বেশি। ফলে একটা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় আদালতে। গ্রেফতার হবার পর ওর উপর শারীরিক নির্যাতনও হয় অমানুষিক।

স্বাধীন জীবন কী, হটিন তা জানেনি কোনদিন। নয় বছর বয়স থেকে ও জেল খাটছে। উনিশ বছর বয়সে রিফরমেটরী স্কুল থেকে বেরোবার ঠিক আগে ও খুন করে বসে এক লোককে। ওর নৌবাহিনীতে যোগ দেবার কথা ছিল, হলো না।

আশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটল। সকালবেলা রোল কলের পর ডেকে নেওয়া হলো আরনড, হটিন আর আমার বন্ধু ম্যাথু কারবোনিয়ারীর ভাই জাঁ কারবোনারীকে। কোন কারণ না দেখিয়েই নৌকায় তুলে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেইন্ট জোসেফ-এ। বুঝতে পারলাম, কোনভাবে চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে কতটুকু ফাঁস হয়েছে, বুঝতে পারলাম না।

আমার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাথু কারবোনিয়ারী, গ্রাঁভিল ও গ্যালগানির সঙ্গে কথা বলে দেখলাম। ওরা জানে না কিছু। তাতে মনে হলো যথার্থ অপরাধ জগতের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোক যারা নয় আরনড ও হটিন কেবল তাদেরকেই রাজি করাতে পেরেছে।

পরের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকল খুব দ্রুত। খুন হয়ে গেল গিরাসোলো। খুনের দায়ে এক নিগ্রোর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো। কেউ না বললেও বুঝলাম, সম্ভবত বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল গিরাসোলো।

উঠান থেকে হাঁক শোনা গেল, 'প্যাপিলন! প্যাপিলন! রোল কল, চলে এসো।'

নাম ডাকতেই সাড়া দিলাম।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। সেইন্ট জোসেফ যেতে হবে তোমাকে।'

'ধুস্ শালা।' বললাম বিড়বিড় করে।

ফ্রান্সে কেবল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এখন নতুন আইন। কেউ পালালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের চাকরি যাবে। পালাবার সময় ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কয়েদীর কপালে জুটবে মৃত্যুদণ্ড। ধরা হবে ফ্রান্সের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী 'ফ্রি ফ্রেঞ্চ'কে বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা। পালানো ছাড়া অন্য সব কিছু সহ্য করা হবে।

গবর্নর প্রুইলেত চলে গেছে দু'মাস আগে। নতুন যে আসছে, একদম চিনি না তাকে। সুতরাং করবার কিছু নেই। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিলাম সেইন্ট জোসেফের উদ্দেশে।

লিসেতের বাবা আর সেইন্ট জোসেফে নেই, এক সপ্তাহ আগে ক্যায়েন চলে গেছে সপরিবারে। সেইন্ট জোসেফের বর্তমান গবর্নর ভুতেইন। কর্তব্যরত ক্রু কাগজপত্রসহ বুঝে নিল আমাকে। গেলাম গবর্নরের কাছে।

'তোমার নামই তা হলে প্যাপিলন?'

'জ্বি, গবর্নর!'

আমার কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখে বলল, 'অদ্ভুত লোক তুমি দেখছি।'

'কী এমন অদ্ভুত দেখছেন, গবর্নর?'

'ওরা লিখেছে, সব দিক থেকেই তুমি বিপজ্জনক। বিশেষভাবে লাল কালিতে লিখে দিয়েছে, 'সব সময় পালাবার চেষ্টা আছে।' অথচ আরেক জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে, 'সেইন্ট জোসেফের গবর্নরের মেয়েকে সে হাঙরের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। আমারও দুটো ছোট মেয়ে আছে, প্যাপিলন। দেখবে ওদের?'

গবর্নরের ডাক শুনে একজন সাদা পোশাক পরা আরব রক্ষীর সঙ্গে দুটো মিষ্টি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একজনের বয়স হবে তিন, অন্যজনের পাঁচ। মাথাভর্তি চমৎকার চুল। আর এল কালো চুলের অত্যন্ত সুন্দর এক মহিলা।

'ডার্লিং, এই লোকটাই আমাদের ধর্ম মেয়ে লিসেতকে হাঙরের কবল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল।'

মহিলা বলল, 'তাই নাকি? তোমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করব আমি।'

আমার সঙ্গে করমর্দন করল সে। একজন কয়েদীর জন্য এর চেয়ে বেশি সম্মানজনক আর কিছু হতে পারে না।

মহিলা বলল, 'হ্যাঁ, আমি লিসেতের ধর্ম মা।' গবর্নরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর জন্যে কী ব্যবস্থা করছ তুমি?'

www.BanglaBook.org

'ও প্রথমে যাবে ক্যাম্পে,' বলে আমার দিকে তাকাল গবর্নর, 'কী কাজ করতে চাও তুমি আমাকে জানিও।'

'ধন্যবাদ মাদাম, ধন্যবাদ গবর্নর। আমাকে কেন সেইন্ট জোসেফে পাঠানো হলো বলতে পারেন? এক ধরনের শাস্তিই এটা আমার জন্যে।'

'কারণ জানি না। তবে হয়তো তুমি পালাতে পারো এই ভয়ে নতুন গবর্নর এখানে পাঠিয়েছে তোমাকে।'

'তার ধারণা অমূলক নয়।'

'কয়েদীদের কেউ পালালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে এখন অনেক বেশি ভুগতে হবে। সেজন্যে বোধহয় ঝুঁকি এড়াতে চাইছে সে।'

'আপনি কতদিন থাকবেন সেইন্ট জোসেফে?'

'আঠারো মাস।'

'আমি তো আঠারো মাস অপেক্ষা করতে পারব না। তবে তার আগেই আমি রয়েলে ফিরে যাবার চেষ্টা করব কোনভাবে। আপনাকে বিপদে ফেলব না।'

ধন্যবাদ দিয়ে মহিলা বলল, 'তোমার কিছু লাগলে সোজা এখানে চলে আসবে। সঙ্কোচ কোরো না।' গবর্নরকে বলল, 'গার্ডরুমে বলে দিও তুমি। যেন ও যখন খুশি আমাদের এখানে আসতে পারে।'

'তা-ই হবে। মোহাম্মদ, ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাও। কোন্ ব্লকে যাবে প্যাপিলন?'

' "ডেনজারাস" ব্লকে দিন আমাকে।'

গার্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত ক্রু ফিলিসারী। বুড়ো। কর্সিকান। ভয়ঙ্কর খুনী হিসাবে নাম-ডাক আছে। বলল, 'তুমিই তা হলে প্যাপিলন? বেশ। শুনেছ বোধহয়, আমি লোকটা হয় পুরোপুরি ভাল, নয়তো পুরোপুরি খারাপ। পালাবার চেষ্টা করলে নিজের হাতে খুন করব তোমাকে। আমার অবসর নিতে দু'বছর মাত্র বাকী। এ সময় ঝামেলা বাড়িয়ো না, খবরদার!'

'বেশ, কর্সিকানদের আমি পছন্দ করি। পালাব না, এমন কথা দিতে পারি না; কিন্তু যদি পালাই, এমন সময় পালাব যখন ডিউটিতে তুমি থাকবে না।'

'ঠিক আছে, পাপিলন। তা হলে আর শত্রুতার কারণ থাকছে না আমাদের। এ-বয়সে আর ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে ইচ্ছে করে না। তা হলে ওই কথাই রইল। যাও তোমার ব্লকে।'

ঠিক রয়েলের মতই ক্যাম্প। একশো বা একশো কুড়ি জনের মত কয়েদী। পিয়েরে লা কাও, হটিন আরনড, জাঁ কারবোনিয়ারী সবাই আছে। ভেবেছিলাম কারবোনিয়ারীর ভাইয়ের সঙ্গে থাকব আমি। কিন্তু দেখলাম ভাইয়ের গুণ নেই ওর ভিতরে। থাকতে শুরু করলাম পিয়েরে লা-কা-ও এর সঙ্গে।

রয়েলের চেয়ে সেইন্ট-জোসেফ দ্বীপটা ছোট, তবে দৈর্ঘ্য বেশি বলে ওর মনে হয়। সলিটারী কারাগার চূড়ায়। যাবার পথে দেখলাম এখনও সলিটারীর কয়েদীরা সকালে সাঁতার কাটতে যায় কৃত্রিম পুকুরে। মনে মনে কল্পনা করলাম, বন্যায় থাকে যেন এই ব্যবস্থা।

প্রতিদিন রাতের খাবারের আগে গবর্নরের বাসায় আরবটা একটা টিফিন

www.BanglaBook.org

ক্যারিয়ারে করে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসে। লিসেতের ধর্ম-মা নিজেদের জন্য যা রান্না করে, আমার জন্যও ঠিক তা-ই পাঠায়।

রোববার দিন গেলাম তাকে ধন্যবাদ জানাতে। বিকেলটা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করে কাটালাম।

আরনড ও হটিন আমার সঙ্গে কথা বলে কচিৎ। জাঁ কারবোনিয়ারী কথাই বলে না ওর গোবিতে যোগ দিইনি বলে। আমাদের গোবিতে চারজন। পিয়েরে লা কাও ছাড়াও আছে মার্কুয়েতি, বেহালায় সে দ্বিতীয় প্রি দা রোম পুরস্কার পেয়েছিল—এখনও বেহালা বাজায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর আছে মার্সোরি, সাতের এক কর্সিকান।

রয়েলের ব্যর্থ বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলিনি। কেউ কি এখানে কিছু জানে সে সম্বন্ধে? ওদের কি এখনও সেরকম পরিকল্পনা আছে? ওদের খুব কঠিন ধরনের কাজ করতে হচ্ছে। সমুদ্রে একটা সুইমিং পুল তৈরি করার জন্য বিশাল আকারের সব পাথর টেনে আনতে হয় ওদের। বড় এক একটা পাথর প্রথমে শক্ত করে শিকলে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়। সেই শিকলের লম্বা প্রান্ত কয়েদীদের বুকে কাঁধে ঘোড়ার জিনের মত এক ধরনের জিনে আটকে দেওয়া হয়। তারপর পশুর মত ওদের টেনে নিয়ে যেতে হয় পাথরগুলো। কড়া রোদের ভিতরে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজটা।

জেটির ওদিক থেকে আচমকা ভেসে এল রাইফেল, কারবাইন, আর রিভলভারের গুলির শব্দ। বুঝলাম, ওই উন্মাদদের কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। সবাই বলে উঠল, 'বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।' ঘরের ভিতর বসে থেকে আন্দাজ করা কঠিন কে হারছে কে জিতছে।

এ-সম্পর্কে আমি যে কিছুই জানি না, সেটা স্পষ্ট করার জন্য বলে উঠলাম, 'বিদ্রোহ? কীসের বিদ্রোহ?'

জাঁ কারবোনিয়ারী এগিয়ে এল। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। বলল, 'বিদ্রোহ, প্যাপিলন।'

ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'কীসের বিদ্রোহ? আমি এসবের মধ্যে নেই।' রাইফেলের গুলি চলছেই। পিয়েরে লা কাও দৌড়ে এসে ঢুকল হলে। বলল, 'বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। তবে আমার মনে হয় হেরে যাচ্ছে ওরা। কী সাংঘাতিক উন্মাদের দল! প্যাপিলন, তোমার ছুরি বের করো। মড়ার আগে যতগুলোকে পারি শেষ করে যেতে হবে।'

কারবোনিয়ারীও বলল, 'হ্যাঁ, যতগুলোকে পারি খুন করে মরব।'

শিসিলিয়া নিয়ে এল একটা ক্ষুর! প্রত্যেকের হাতে খোলা ছুরি। বললাম, 'বেকুবের মত কাজ কোরো না! ক'জন আছি আমরা এখানে?'

'ন'জন।'

'ছুরি ফেলে দাও সবাই। কোন ক্রুকে কেউ আক্রমণের চেষ্টা করলে তাকেই প্রথমে খুন করব আমি। এই ঘরের মধ্যে খরগোশের মত গুলি খেয়ে মরতে চাই না। বলো, তোমরা আছ এসবের মধ্যে? তুমি আছ?'

'না।'

www.BanglaBook.org

'তুমি।'

'না।'

'তুমি আছ?'

'না। আমি এসব জানিই না কিছু।'

'বেশ। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ কিছু জানো বললে সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে সে। কাজেই বোকামি কোরো না। তোমাদের ছুরি লুকিয়ে ফেলো। এক্ষুণি এসে পড়বে ওরা।'

'কিন্তু বিদ্রোহীরা যদি জেতে?'

'সে বিজয় তাদের। পারলে পালিয়ে যাক ওরা। আমরা কোন দায় কাঁধে নিতে চাই না। কী বলো তোমরা?'

'নিশ্চয়ই।'

এরই মধ্যে গুলির শব্দ থেমে গেছে। তার মানে হেরে গেছে বিদ্রোহীরা। যে পরিকল্পনা করেছে ওরা, তা তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা নয়।

উন্মত্তের মত ছুটে আসছে ক্রুর দল। ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পের ভিতর। সামনে যাদের পাচ্ছে, অন্ধের মত ঘুষি, লাথি ছুঁড়ছে। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছে যেখানে খুশি। যা কিছু পাচ্ছে ভেঙে চুরমার করছে। গিটার, ম্যান্ডোলিন, দাবার ঘুঁটি, কুপি, ছোট বেঞ্চ, তেলের শিশি, চিনির কৌটা, কফির টিন, পোশাক-আশাক–যা সামনে পড়ছে সব প্রচণ্ড আক্রোশে মাড়িয়ে তছনছ করে প্রতিশোধ নিচ্ছে ওরা সব কিছুর উপর। রিভলভারের গুলির শব্দ শুনলাম দু'রাউন্ড।

ক্যাম্পে বিল্ডিং মোট আটটা। সবগুলোর ভিতর দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে আসছে ক্রুরা। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র একটা লোককে নির্দয়ভাবে অবিরাম পেটাতে পেটাতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা পানিশমেন্ট ব্লকের দিকে।

সাত নম্বর বিল্ডিং-এ এসে গেছে ওরা। আমাদেরটা শুধু বাকি এখন। যার যার জায়গায় চুপচাপ বসে আছি আমরা ন'জন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার। ভাবছি, এই সুযোগে কেউ আবার আমাকে না খতম করে দেয়।

আতঙ্কে মৃত প্রায় কারবোনিয়ারী ফিসফিসিয়ে বলল, 'এসে গেছে ওরা!'

প্রায় বিশ জন, প্রত্যেকের হাতে উদ্যত কারবাইন, নয়তো রিভলভার। ফিলিসারী গর্জে উঠল, 'কাপড় খুলিসনি এখনও? এই শালা ইঁদুরের বাচ্চারা, বসে আছিস কেন? লাশ ফেলে দেব তোদের। খোল্ কাপড়!'

'মঁসিয়ে ফিলিসারী...'

'মুখ বন্ধ রাখো, প্যাপিলন। মাফ টাফ চেয়ে লাভ নেই। জঘন্য তোমাদের ষড়যন্ত্র। কোন সন্দেহ নেই, এই ব্লকের তোমরা সবাই এর মধ্যে জড়িত।' দু'চোখ জ্বলছে ওর। পরিষ্কার খুনের নেশা সে-চোখে।

বললাম, 'একজন নেপোলিয়ানিস্ট হয়ে তুমি নিরপরাধ লোকদের খুন করতে চাইছ শুনে অবাক লাগছে। গুলি করবে? করো। এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না আমরা। চালাও গুলি। যীশুর দোহাই, আর দেরি কোরো না। ফিলিসারী, আমি

www.BanglaBook.org

ভেবেছিলাম তুমি খাঁটি মানুষ, একজন খাঁটি নেপোলিয়নিস্ট। যাক, ভুল ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু গুলি চালাবার সময় আমি তোমার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাই না।' আমি তোমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াচ্ছি। ভাইয়েরা আমার, এই ক্রুদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও, যাতে ওরা বলতে না পারে যে, আমরা আক্রমণ করেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সবাই। আমার কথায় হতবুদ্ধি হয়ে গেল ক্রুরা। একটু আগেই ফিলিসারী আমার পাশের ব্লকের দুই হতভাগা বেজন্যাকে গুলি করে হত্যা করে এসেছে। (ঘটনাটা পরে জানতে পারি।)

'তোমার আর কিছু বলার আছে, প্যাপিলন?'

পিছন ফিরে দাঁড়িয়েই বললাম, 'বিদ্রোহ সম্পর্কে কোন কথাই বিশ্বাস করি না আমি। কেন বিদ্রোহ? ক্রুদের হত্যা করে পালানোর জন্যে? পালিয়ে কোথায় যাবে? আমি তো পালিয়েছিলাম। হাজার মাইল দূরের কলম্বিয়া থেকে ফেরত এসেছি আবার। কোন্ দেশ এই খুনীদের আশ্রয় দেবে? বলো, কোন্ দেশ আশ্রয় দেবে? আহাম্মকি কোরো না। মাথা খারাপ না হলে এ রকম একটা চক্রান্তের সঙ্গে কেউ নিজেকে জড়াতে পারে না।'

'তুমি হয়তো নেই এর ভেতরে। কিন্তু কারবোনিয়ারী? ও তো রয়েছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কারবোনিয়ারী আমার বন্ধু। ও আমার পালাবার ঘটনা সব জানে। সব জেনেশুনে এর সঙ্গে জড়িত হতে পারে না ও।'

এই সময় এসে পড়ল গবর্নর। দাঁড়াল বাইরে। ফিলিসারী বেরিয়ে গেল। গবর্নর ডাকল, 'কারবোনিয়ারী!'

'বলুন।'

'ওকে সোজা নিয়ে যাও, সলিটারীতে,' নির্দেশ দিল গবর্নর কয়েকজন ওয়ার্ডারকে। 'সবাই বেরিয়ে এসো। শুধু হেড ওয়ার্ডার থাকবে ভেতরে। সকল ট্রান্সপোর্টির যে যেখানে আছে ভেতরে নিয়ে এসো। খুন-খারাবি কোরো না। প্রত্যেককে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনো।'

ডেপুটি গবর্নর, ফিলিসারী, ও চারজন ক্রু নিয়ে গবর্নর ঢুকল হলের ভিতরে।

'প্যাপিলন, এই মাত্র মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এখানকার গবর্নর হিসেবে আমাকে গুরুতর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। কিছু ব্যবস্থা নেবার আছে। তার আগে আমি এখনই কিছু তথ্য পেতে চাই। আমি জানি এরকম জটিল পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গে তুমি গোপনে কথা বলতে চাইবে না, তাই নিজেই এসেছি। ওয়ার্ডার ডুকলোস খুন হয়েছে। আমার বাড়ির অস্ত্রশস্ত্রও ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল ; তার মানে, বিদ্রোহ। আমার মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে হাতে। তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। তোমার মতামত বলো।'

'বিদ্রোহ হলো, অথচ আমরা কেউ জানতে পেলাম না সেটা কী করে সম্ভব? কেন কেউ বলল না আমাদের? এর সঙ্গে কতজন লোক জড়িত? এসবের জবাব আমিই দেব গবর্নর। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, ওই ক্রুকে খুন করার পর ক'জন লোক চড়াও হয়েছিল?'

'তিনজন।'

'তারা কারা?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরনড, হাটিন আর মারসিউ।'

'বুঝতে পেরেছি। যাই বলুন না কেন এটা বিদ্রোহ নয়।'

'মিথ্যে কথা বলছ, প্যাপিলন,' ফিলিসারী বলল, 'রয়েলেই এই বিদ্রোহ হবার কথা ছিল। গিরাসোলো দল ছুট হয়ে ফাঁস করে দিয়েছিল সব। আমরা তার কথা বিশ্বাস করিনি। খুন হয়েছে সে। এবং এখন দেখা যাচ্ছে, সে যা বলেছিল তা ফলে গেছে ঠিক ঠিক। তুমিও চোখে ধুলো দিতে চাইছ আমাদের তাই না, প্যাপিলন?'

'তা হলে তো কোন কথাই নেই। আমি, কর্সিকান লা ফাও, কারবোনিয়ারী, গ্যালগানি সবাই তো তা হলে তোমাদের ইনফরমার। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, বিদ্রোহ হয়েছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। বিদ্রোহ সত্যি সত্যি হলে তার নেতৃত্ব আমরাই দিতাম, অন্য কেউ নয়।'

'তুমি বলতে চাইছ এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত নেই? সে তো অসম্ভব।'

'তা হলে সেই অন্য বিদ্রোহীরা কোথায়? বিদ্রোহ শুরু হলে মাত্র তিনজন কেন চড়াও হলো? আর সবাই কেন চুপচাপ বসে রইল? মঁসিয়ে ফিলিসারী ছাড়া গার্ড ছিল আর মাত্র চারজন? তবু কেন ক্যাম্পের দখল নেবার চেষ্টা হলো না? সেইন্ট জোসেফে নৌকা আছে ক'টা? একটা। একটা নৌকায় করে ছয়শো লোক পালাত কী করে?' নৌকায় যেতে পারত বিশ জন। গেলেও, দুনিয়ার যেখানেই যাক, ফিরে আসতেই হত এখানে। জানি না, আপনি কিংবা আপনার ক্রুরা এ পর্যন্ত কতজনকে হত্যা করেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তাদের কারও কোন অপরাধ ছিল না। কয়েদীদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবার কী মানে হতে পারে? ভুলে যাবেন না, জীবনের সামান্য সুখের আয়োজনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর বঞ্চিত মানুষেরা সত্যি সত্যি বিদ্রোহ করে বসতে পারে, গণ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে কেবল খুন করার জন্যই খুন শুরু করতে পারে। তখন খুন হবে সবাই, ক্রুরা, কয়েদীরা—সবাই। মঁসিয়ে ভুতেইন, আমি মন থেকে বললাম কথাগুলো। এখন আমাদের একটু একা থাকতে দিন।'

'এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত যারা, তাদের কী হবে?' ফিলিসারী বলল আবার।

'সেটা তোমরা জানো। আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানি না? ঘটনাটা দু'একজন উন্মাদের কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের কিছুই করার নেই।'

গভর্নর বলল, 'মঁসিয়ে ফিলিসারী, ডেনজারাস ব্লকের সব লোক ফিরে এলে দরজা বন্ধ করে দেবে, পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দরজা। দরজায় দু'জন গার্ডার থাকবে। কোন মারপিট নয়, কয়েদীদের কোন জিনিসের ক্ষতি করা চলবে না। এসো।'

বাঁচলাম। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিলিসারী বলল, 'তোমাদের ভাগ্য ভাল, আমি নেপোলিয়ানিস্ট।'

একঘণ্টার মধ্যে আমাদের ব্লকের সবাই ফিরে এল। ক্রুদের ভয়ে আমাদের ব্লকের আঠারো জন অন্য ব্লকে গিয়ে লুকিয়েছিল। তারাও ফিরে এল। গলা নামিয়ে সেইন্ট এতিয়েনের এক চোর খুলে বলল পুরো ঘটনা।

'প্রায় একটন ওজনের একটা পাথর টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। প্রায়

www.BanglaBook.org

শ'চারেক গজ গিয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় কুয়োর ধারে জিরোতে বসি রোজই
বসি আমরা ওখানে। জায়গাটা পথের মাঝামাঝি, গবর্নরের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ
গজ দূরে। কুয়ো থেকে একজন এক বালতি ঠাণ্ডা পানি তুলল। কেউ কেউ পানি
খেলো। কেউ আবার রুমাল ভিজিয়ে মাথায় বসাল। সঙ্গের ক্রুটাও ভিজিয়ে নিচ্ছিল
কুয়োর পাড়ে বসে। হেলমেট খুলে কপালের ঘাম মুছছিল সে বড় একখানা রুমাল
দিয়ে। একখানা কোদাল হাতে তার পেছনে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল আরনল্ড।
কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আচমকা কোদাল তুলে প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে
দেয় ক্রুটার মাথার খুলির ঠিক মাঝখানে। টু শব্দটিও করতে পারে না ক্রু। দু'ফাঁক
হয়ে যায় তার মাথা। হটিন দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। ক্রু পড়ে যাওয়া মাত্রই ও
তুলে নিল ক্রুর কারবাইনটা। মারসিউ খুলে নিল রিভলভারসুদ্ধ বেল্ট। রিভলভার
উঁচিয়ে ধরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বিদ্রোহ শুরু হলো। আমাদের সঙ্গে
যারা আছ, চলে এসো।" কেউ এক চুল নড়ল না। আরনল্ড আমাদের দিকে
তাকিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "কাপুরুষের দল! ব্যাটাছেলে কাকে বলে দেখ [illegible]
হটিনের কাছ থেকে কারবাইনটা নিল সে। তারপর দু'জনেই ছুটতে শুরু করল
গবর্নরের বাড়ির দিকে। একপাশে একটু সরে গিয়ে রিভলভার তুলে মারসিউ
বলল, "কেউ নড়বে না, কোন কথা নয়, চেঁচামেচি নয়। আর তোমরা সবাই,
উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো মাটিতে।" আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে
দেখতে পাচ্ছিলাম সবকিছু। আরনল্ড উঠে গেল গবর্নরের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে। ওই
বাসায় কাজ করে যে আরবটা সে খুলে দিল দরজা। তার কোলে একটা বাচ্চা
মেয়ে, অন্য একটা বাচ্চা হাতে ধরা। মুহূর্তে বুঝে নিল সে পরিস্থিতি। কোলের
বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে রেখেই লাথি ছুড়ল সে আনরল্ডকে লক্ষ্য করে। গুলি
করতে গেল আরনল্ড, কিন্তু আরবটা বাচ্চা মেয়েটাকে তুলে ধরল বন্দুকের মুখে।
একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো চার-পাঁচবার। কেউ কোন শব্দ করছে না। সিঁড়িতে
না উঠেই পাশ থেকে আরবটার প্যান্ট ধরে হ্যাঁচকা টান দিল হটিন। পড়ে যাবে
ঠিক আগের মুহূর্তে আরবটা কোলের মেয়েটাকে ছুঁড়ে দিল আরনল্ডের কারবাইনের
উপর। ফলে তিনজনই একসঙ্গে পড়ে গেল হুড়মুড়িয়ে। এই প্রথমবার চিৎকার
করে উঠল বাচ্চা মেয়ে দুটো। আরবটারও আর্তনাদ শোনা গেল। হটিন ও
আরনল্ড খিস্তি করল জোরে জোরে। আরবটা ছুটে গিয়ে কারবাইন কেড়ে নিতেই
হটিন আবার টান দিল তার পা ধরে। আরনল্ড মুচড়ে দিল ওর ডান হাত। কিন্তু
তার আগেই ও কারবাইনটা ছুঁড়ে দিয়েছে প্রায় দশ গজ দূরে।

'ওরা তিনজনই যখন ছুটছে কারবাইনটার দিকে, তখন প্রথম গুলিটা করল
দূর থেকে একজন ক্রু। তারপর জানালা থেকে গুলি চালাতে শুরু করল গবর্নর।
সে গুলি ছুঁড়ছে কারবাইনটার ওপর, যাতে কেউ ওটা দখল করতে না পারে।
হটিন ও আরনল্ড সমুদ্রের ধার দিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটতে শুরু করল। হটিনের
একটা পা ছিল খোঁড়া। ও পানির কাছে পৌঁছুবার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল।
আরনল্ড চলে গেছে [illegible] জায়গাটার কাছাকাছি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটছে ওর
দিকে। একটা বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল ও।

ক্রুরা চিৎকার করে বলল, 'সারেন্ডার করো, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও

www.BanglaBook.org

'কক্ষনো না। হাঙরের পেটে যাব, তবু আবার তোদের মত বেজন্মাদের হাতে পড়তে চাই না।'

সমুদ্রের পানিতে নেমে পড়ে সোজা হাঙরভর্তি জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল আরনড। হঠাৎ থেমে গেল তারপর, মনে হলো গুলি খেয়েছে। ক্রুরা তবু গুলি ছুঁড়েই চলল। আবার হেঁটে এগোতে শুরু করল আরনড। বুক সমান পানিতে নামার আগেই হাঙরের ঝাঁক ছেঁকে ধরল তাকে। পানি থেকে লাফ দিয়ে অর্ধেকটা বেরিয়ে এল একটা হাঙর। হাতের ধাক্কায় সেটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল আরনড। তারপর চারদিক থেকে একসঙ্গে হামলা চালাল হাঙরেরা। ছিন্নভিন্ন দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে। কমপক্ষে একশো রাউন্ড গুলি চালাল ক্রুরা। মারা পড়ল মাত্র একটা হাঙর।

'মারসিউ ভেবেছিল, রিভলভারটা কুয়োর ভেতর ফেলে দিলেই সে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। চারদিক থেকে ছুটে এল ক্রুরা। আরবরা উঠে দাঁড়িয়ে লাথি, কিল, ঘুসি মারতে লাগল অবিরাম। সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে, মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল ও। কিন্তু রক্ষা পেল না। ক্রুদের কারবাইন আর রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল ওর শরীরটা। সবশেষে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিল একজন ক্রু। ত্রিশজন ক্রু তাদের রিভলভার পুরো-খালি করল হটিনের ওপর। ও মারা যাবার পরও থামল না ক্রুরা। সব মিলিয়ে শ'দেড়েক গুলি ঢুকল ওর শরীরে। বিদ্রোহে যোগ দেবার উপক্রম করেছিল, কয়েকজনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনল আরবরা। তাদের সবাইকে খুন করল ফিলিসারী। অথচ অভিযোগটা ডাহা মিথ্যে। হটিনদের সঙ্গে কেউ যদি সত্যি থেকেও থাকে, একচুল নড়েনি তারা।'

যার যার ব্লকে দু'দিন ধরে বন্দী হয়ে আছি আমরা। এক ব্লক থেকে আর এক ব্লকে কথাবার্তা বন্ধ। জানালা দিয়ে তাকানো বারণ। সেইন্ট জোসেফে শক্তি জোরদার করার জন্য রয়েল থেকে আনা হয়েছে আরও ক্রু। মাঝে মাঝেই দু'একজন লোককে কড়া পাহারায় বিবস্ত্র অবস্থায় যেতে দেখা যাচ্ছে পানিশমেন্ট সেলের দিকে। দু'ঘন্টা পর পর সেন্ট্রি বদল হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত পোকার খেলতে বসলাম আমরা। মারকুয়েতী বিটোফিন ধরল বেহালায়। ক্রুরা থামিয়ে দিল তাকে। 'বাজনা থামাও, আমাদের শোকপালন চলছে।'

রাত আটটার দিকে হঠাৎ ডাক পড়ল, 'প্যাপিলন, বেরিয়ে এসো।'

যে ক্রুটা ডাকছে, ওকে চিনি না আমি। সম্ভবত ব্রেটন। বললাম, 'আমি বাইরে যেতে পারব না।'

'গবর্নর ডাকছেন তোমাকে।'

'তাকেই এখানে আসতে বলো। আমি বাইরে যাচ্ছি না।'

'তুমি অস্বীকার করছ যেতে?'

'হ্যাঁ, অস্বীকার করছি।'

বন্ধুরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কথা বলছিল ক্রু। মারকুয়েতী দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'গবর্নর এখানে না এলে আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্যাপিলনকে বাইরে যেতে দেব না।'

'কিন্তু গবর্নরই তো ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'গবর্নরকেই এখানে আসতে বলো।'

এক ঘণ্টা পর দরজায় এসে দাঁড়াল দু'জন তরুণ ফ্লু। সঙ্গে মোহাম্মদ, গবর্নরের বাসার কাজের ছেলেটা। মোহাম্মদ বলল, 'প্যাপি, গবর্নর এখানে আসতে পারবেন না, আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।'

দেখলাম মোহাম্মদের বগলের নীচে একটা কারবাইন। একজন কয়েদীর কাছে কারবাইন। কী ব্যাপার? ও বলল, 'দরকার হলে তোমাকে রক্ষার জন্যে রেডি আছি আমি। চলে এসো।' ওকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। তবু বেরিয়ে গেলাম, মোহাম্মদ আমার পাশে, ফ্লু দু'জন সামনে। গেটে ফিলিসারী বলল, 'প্যাপি, আশা করি, আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার নেই।'

'ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং ডেনজারাস ব্লকের কারও কিছু বলবার নেই। অন্যদের কথা বলতে পারি না।'

ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে গবর্নরের বাড়িতে। বসবার ঘরে গিয়ে দেখলাম সেখানে হাজির আছে রয়েলের গবর্নর, তার ডেপুটি, সেইন্ট জোসেফের গবর্নর, তার ডেপুটি এবং সলিটারীর গবর্নর।

মোহাম্মদ বলল, 'এই যে প্যাপিলন।'

সেইন্ট জোসেফের গবর্নর বলল, 'গুড ইভনিং, প্যাপিলন।'

'গুড ইভনিং।'

'ওই চেয়ারটায় বসো।'

সবার মুখোমুখি বসলাম। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে লিসেতের ধর্মমাকে দেখতে পেলাম। মৃদু হেসে হাত নাড়ল সে।

রয়েলের গবর্নর বলল, 'প্যাপিলন, গবর্নর ডুতেইনের আস্থা আছে তোমার ওপর। বিশেষ করে তার স্ত্রীর ধর্মকন্যাকে রক্ষা করার চেষ্টার ভেতর দিয়ে তুমি তাঁদের আস্থাভাজন হয়েছ। আমি তোমাকে জেনেছি কেবল ফাইলপত্রে। তাতে বলা আছে, সবদিক থেকে একজন ভয়ঙ্কর কয়েদী তুমি। সে-সব রিপোর্টের কথা ভুলে গিয়ে আমি বরং আমার সহকর্মী ডুতেইনের কথার ওপর বেশি আস্থা রাখছি। যাই হোক, এই ঘটনার জন্য অবশ্যই একটা তদন্ত কমিশন আসবে এখানে এবং তারা সব কয়েদীর মতামতই জানতে চাইবে। সবাই জানে, কয়েদীদের ওপর তোমার এবং আরও কয়েকজনের ভালরকম প্রভাব রয়েছে। কয়েদীরা তোমাদের কথা শুনবে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চাই আমরা। তুমি নিশ্চয়ই অন্যদের মনোভাবও অনুমান করতে পারছ।'

'আমার নিজের কিছুই বলার নেই। আর, অন্য কারও মতামতের ওপর প্রভাব খাটানোর ক্ষমতাও নেই আমার। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, এই পরিস্থিতিতে সত্যি সত্যি যদি কোন তদন্ত হয় তা হলে এর সঙ্গে জড়িত আপনাদের সবারই চাকরি যাবে।'

'তুমি বলছ কী, প্যাপিলন? আমরা তো বিদ্রোহ থামিয়েছি।'

'আপনি হয়তো চামড়া বাঁচাতে পারবেন, কিন্তু রয়েলের চীফরা পারবেন না।'

www.BanglaBook.org

রয়েলের দু'জন গবর্নর হঠাৎ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল ধপ্ করে। 'কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আনুষ্ঠানিকভাবে আপনারা যদি এটাকে বিদ্রোহ বলতে চান, তা হলে পস্তাবেন নির্ঘাত। আমার শর্ত যদি মানতে রাজি থাকেন তা হলে ফিলিসারী ছাড়া আপনাদের সবাইকেই আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি।'

'কী শর্ত?'

'প্রথমত, আগামীকাল সকাল থেকেই এখানকার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে আনতে হবে। তদন্ত কমিশনের কাছে কিছু বলানোর জন্যে কয়েদীদের ওপর প্রভাব খাটাতে হলে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ চাই। ঠিক কিনা?'

'ঠিক,' ডুভেইন বলল, 'কিন্তু আমাদের পিঠ বাঁচানোর কথা উঠছে কেন?'

'রয়েল থেকে এসেছেন যারা, আপনাদের ওপর শুধু রয়েলের নয়, অন্যান্য দ্বীপের দায়িত্বও রয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'গিরাসোলো আপনাদের বলেছিল যে হটিন ও আরনড বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে। ঠিক তো?'

'কারবোনিয়ারীও ছিল।' ক্রুটা বলে উঠল।

'না। কথাটা সত্যি নয়। গিরাসোলো ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য কারবোনিয়ারীর নাম বলেছে। যা বলছিলাম, আপনারা এই বিদ্রোহের কথা বিশ্বাস করেননি; কারণ ও বলেছিল, বিদ্রোহীরা সমস্ত মহিলা, শিশু, আরব ও ক্রুদের খুন করতে চায়। এটা আপনাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। তাছাড়া রয়েলে যেখানে আটশো লোক সেখানে নৌকা মাত্র দুটো, আর সেইন্ট জোসেফে ছশো লোকের জন্যে নৌকা একটা। কাজেই পাগল ছাড়া আর কেউ এই বিদ্রোহে যোগ দেবার কথা ভাবতে পারে না।'

'তুমি এতসব জানলে কী করে?'

'সেটা আমার ব্যাপার। এখন যা বলি, শুনুন। ঘটনাটাকে যদি সরকারীভাবে বিদ্রোহ বলা হয়, তাহলে সমস্ত কথা ফাঁস হয়ে যাবে। আমাকে গুম করে ফেললেও কোন কথা গোপন থাকবে না। সুতরাং ওই দুটো লোককে রয়েল থেকে যারা একই সঙ্গে সেইন্ট জোসেফে পাঠিয়েছে। দায়িত্বটা বর্তাচ্ছে তাদের ওপর; আসলে উচিত ছিল, একজনকে সেইন্ট জোসেফে পাঠানো আর অন্যজনকে ডেভিল'স আইল্যান্ডে পাঠানো। ঘটনাটা প্রমাণ হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে আপনাদেরই। সুতরাং আমি আবার বলছি ঘটনাটাকে বিদ্রোহ বললে নিজেদেরই সর্বনাশ করবেন আপনারা। আগামীকাল সকাল থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে আনার শর্ত আপনারা মেনে নিলে আমার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, বিদ্রোহে জড়িত থাকার সন্দেহে যাদেরকে সেলে আটক করা হয়েছে, এখনই তাদের ছেড়ে দিতে হবে, এবং এ সম্পর্কে তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। কারণ বিদ্রোহ তো আসলেই হয়নি। আর তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে, এই মুহূর্তে ফিলিসারীকে তার নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই রয়েলে পাঠিয়ে দিতে হবে। কারণ বিদ্রোহই যেখানে হয়নি, সেখানে তিনজন কয়েদীকে খুন করার কী ব্যাখ্যা দেবে সে? শর্তগুলো

www.BanglaBook.org

মেনে নিলে আমি সব ঠিকঠাক করে দেব। সবাই বলবে, আরনড, হটিন আর মারসিউ আসলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মরার আগে যত বেশি সম্ভব ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চেয়েছিল ওরা। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত ছিল না, কাউকে ওরা বলেওনি কিছু। আমি রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করছি; আপনারা ঠিক করুন, কী করবেন।'

রান্নঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিলাম। মাদাম ডুতেইন আমার হাত ধরে বসাল। কফি আর ব্রান্ডি দিল খেতে। বলল, 'আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তুমি আমাদের পক্ষ নিয়েছ।'

'তা ঠিক, মাদাম।'

দরজা খুলে একজন ক্রু ডাকল। গিয়ে বসলাম আবার। রয়েলের গবর্নর বলল, 'প্যাপিলন, আমরা কথাবার্তা বলে দেখলাম, তুমি ঠিকই বলেছ। কোন বিদ্রোহ হয়নি। ওই তিনজন যত বেশি সম্ভব লোককে খুন করে আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সুতরাং আগামীকাল থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে তোলা হবে। ফিলিসারীকে রয়েলে পাঠিয়ে দেয়া হবে আজ রাতেই। তার ব্যাপারে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব। তোমার সাহায্য চাইব না। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি তোমার কথা রাখবে।'

'আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। গুড-বাই।'

মোহাম্মদ আর তোমরা দু'জন ওয়ার্ডার প্যাপিলনকে ব্লকে নিয়ে যাও? ফিলিসারীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ও আমাদের সঙ্গে রয়েলে যাবে।'

ফেরার পথে মোহাম্মদকে বললাম, 'আমার ধারণা তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।' ওর ওপর পুরোপুরি আস্থা না থাকলে ওর হাতে অস্ত্র দিত না গবর্নর। ও ধন্যবাদ জানাল আমাকে।

ব্লকে ফিরে এসে পুরো আলোচনা'টা অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করলাম সবার কাছে। 'এই অবস্থায় যদি কারও আপত্তি থাকে, বলতে পারো।'

কেউ আপত্তি করল না। সবাই বলল, 'তুমি কি মনে করো, এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত নেই বলে সত্যি বিশ্বাস করছে ওরা?'

'না। তবে নিজের পিঠ বাঁচাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। আর গোলমাল এড়াতে চাইলে আমাদেরও তা-ই বিশ্বাস করতে হবে।'

পরদিন সকাল সাতটায় পানিশমেন্ট সেলগুলোর দরজা খুলে দেওয়া হলো। প্রায় একশো বিশ জনকে ধরে নিয়ে বন্দী করা হয়েছিল। কেউ কাজ করতে গেল না সেদিন। সবাই স্বাধীন। কথা বলল, সিগারেট খেলো, জটলা করল। সবকিছু স্বাভাবিক। আমরা সবাই আবার একত্রিত হলাম। জানতে পারলাম ফিলিসারী আসলে খুন করেছে একজন কয়েদীকে। বাকি দু'জন খুন হয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত তরুণ ক্রুদের হাতে।

আমার কথাই মেনে নেওয়া হলো: কোন বিদ্রোহ হয়নি। ওই তিনজনের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত নেই। ওরা কারও সঙ্গে কোন কথা বলেনি।

তদন্ত কমিশন এল। পাঁচদিন থাকল সেইন্ট জোসেফে, দু'দিন রয়েলে। বিশেষভাবে আলাদা করে ডাকা হলো না আমাকে। অন্যদের মতই গেলাম সাক্ষ্য

www.BanglaBook.org

দিতে। ফিলিসারীকে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হলো। মোহাম্মদের দণ্ড মওকুফ করে দেওয়া হলো। গবর্নর ড্রুতেইন পেল একটা অতিরিক্ত স্ট্রাইপ।

গতকাল আমাদের মধ্যে একজন দুঃখ করে বলল, 'ক্রুদের সাহায্য করে আমাদের কী লাভ হলো প্যাপিলন?'

'তেমন কিছু না। বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে পঞ্চাশ-ষাট জন কয়েদীকে কমপক্ষে পাঁচ বছর করে সলিটারী খাটতে হলো না। এ আর এমন কী লাভ হলো, কী বলো?'

চুপ করে গেল সে। আমার লাভ লোকসান আসলে কিছুই হলো না। তবে কৃতজ্ঞতা জানাল আমাকে অনেকেই। কর্তৃপক্ষ কয়েদীদের দিয়ে পাথরের চাঁই টানানোর ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে এখন ষাঁড় দিয়ে টানাচ্ছে ওগুলো। কারবোনিয়ারীকে বেকারীর কাজে পুনর্বহাল করা হলো। আমি রয়েলে ফিরে যাবার চেষ্টা করতে থাকলাম। কারণ, এখানে কোন ওয়ার্কশপ নেই। ভেলা বানানো সম্ভব নয় এখানে।

এদিকে পেতেইন ক্ষমতায় আসায় কয়েদী ও ওয়ার্ডারদের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটতে থাকল। কারাগারের সমস্ত কর্মচারী জোরে জোরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকল, তারা পেতেইনপন্থী। নরম্যান্ডি থেকে আসা একজন ক্রু আমকে ডেকে একদিন বলল, 'তোমাকে এক কথা বলব, প্যাপিলন? আমি আসলে কোনদিনই রিপাবলিকান ছিলাম না।'

দ্বীপে কোন রেডিও নেই। কী ঘটছে বাইরে কিছুই জানতে পারছি না। তার উপর রটে গেল যে, মার্টিনিক ও গুয়াডালাউপে আমরা জার্মান সাবমেরিনের জন্য রসদ সরবরাহ করছি। এসবের কোন পরিষ্কার মাথামুণ্ডু নেই। চব্বিশ ঘণ্টা আলোচনা তর্কবিতর্ক চলে এ নিয়ে।

কেউ কেউ বলল, বিদ্রোহ করে আমরা দ্য গলের ফ্রি ফ্রেনশ-এ যোগ দিতে পারি। অবশ্য কেন তারা এখানকার পাগল, কুষ্ঠরোগী আর খুনীদের সঙ্গে নেবে, এর জবাব দিতে পারে না কেউ। তবু আশার আলো দেখে অনেকেই। সরকার বদল হলে তাদের ভাগ্যেরও যদি বদল হয়।

বললাম, 'বিদ্রোহে-টিদ্রোহে নেই আমি। ফ্রান্সের ন্যায় বিচার আর পুনর্বাসনের গল্পের নিকুচি করি আমি। আমি পালাতে চাই। পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই। ব্যস। আমার শার্ল দ্য গল সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। আমার ধারণা তারও কোন মাথাব্যথা নেই আমাদের নিয়ে। জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সে সক্ষম নাগরিকদেরই পাবে। আমাদের দরকার হবে না। দ্য গল বা পেতেইন, কে ঠিক, কে বেঠিক, জানি না। আমি শুধু জানি আমাদের দেশে হামলা হয়েছে। আমি আমার স্বজন, আমার বোন, আমার বোনঝিদের কথাই শুধু ভাবতে পারি, আর কিছু না।'

দ্বীপের সবাই দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল দ্য গল পন্থী। অন্যদল পেতেইন পন্থী। দু'দল অনুমানে ভর করে তর্ক করে তারা। এতদিন জার্মানী দখল করে নিয়েছে ফ্রান্সের অনেকখানি এলাকা। ভাঁবেশিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বীপে কারও কাছে কোন রেডিও নেই, কেউ কোন খবর জানে না। একদিন শোনা

www.BanglaBook.org

গেল, সেইন্ট লরেন্ট ডু ম্যারোনীতে একজন লোক এসেছে দ্য গলের ফ্রি ফ্রেন্শ্-এর জন্য লোক সংগ্রহ করতে।

এর মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটল। রয়েলে এল একজন পাদ্রী। স্তোত্রপাঠ শেষে সে বলল, 'দ্বীপ যদি আক্রান্ত হয়, তা হলে ফরাসী ভূমি রক্ষা করতে ওয়ার্ডারদের সাহায্য করার জন্যে তোমাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হবে।'

ঠিকই বলেছে। চমৎকার লোক এই পাদ্রী। নিজেদের সেলগুলো রক্ষার জন্য কয়েদীদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হবে! খোদার কসম, দেখলাম বহু কিছু এই বন্দী জীবনে।

যুদ্ধের ফলে আমরা শুধু দেখলাম ওয়ার্ডারের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ক্ষু থেকে গবর্নর পর্যন্ত সবাই সংখ্যায় দ্বিগুণ হলো। প্রচুর সংখ্যায় এল ইন্সপেক্টর। তাদের অনেকেই কথা বলে জার্মান অ্যাকসেন্টে। রুটির বরাদ্দ গেল কমে, মাংসের পরিমাণ দাঁড়াল নামমাত্র। বাড়ল কেবল একটা জিনিস, পালানোর চেষ্টার শাস্তি—মৃত্যু দণ্ড। কারণ পালাবার চেষ্টার অর্থ ঠিক করা হলো, ফ্রান্সের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেয়ার অপচেষ্টা।'

প্রায় চার মাস কাটল রয়েলে। ইতিমধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছে আমার ডা. জারমেইন গুইবার্তের সঙ্গে। তার স্ত্রীও চমৎকার মহিলা। আমাকে সবজি বাগান করতে দিয়েছে। বাগানে লেটুস, লাল শাক, বরবটি, টমেটো আর বেগুনের চারা লাগিয়ে দিয়েছি। ভদ্রমহিলা খুব খুশি। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আচরণ করে সে আমার সঙ্গে।

এই ডাক্তার কোন ওয়ার্ডারের সঙ্গে কখনও করমর্দন করত না, তার পদমর্যাদা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু আমার সঙ্গে এবং আরও কয়েকজন কয়েদীর সঙ্গে করমর্দন করত সে। মুক্তি লাভ করার পর ডা. বাজেনবার্গের মাধ্যমে আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সে সস্ত্রীক ছবি পাঠিয়েছিল আমাকে আর মুক্তি পাওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছিল। একজন আহতকে বাঁচাতে গিয়ে ইন্দো-চীনে মারা যায় সে। একজন অনন্যসাধারণ লোক ছিল মানুষটা।

যা-ই হোক, চেষ্টা-চরিত্র করে কয়েক মাস পরে আবার রয়েলে ফিরে আসি আমি।

পাঁচ

কারবোনিয়ারীর মৃত্যু

গতকাল বন্ধু কারবোনিয়ারী খুন হয়েছে। হৃৎপিণ্ডে ছুরি চালিয়ে খুন করা হয়েছে ওকে। কারবোনিয়ারী বাথরুমে ছিল। বিবস্ত্র। স্নান করছিল। সাবানের ফেনায় যখন ওর চোখ-মুখ ঢাকা, তখনই ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত গোসল করার সময় ছুরি খুলে নিজের ছেড়ে রাখা কাপড়চোপড়ের নীচে রাখে কয়েদীরা, যাতে সন্দেহজনক কেউ হঠাৎ এসে পড়লে দ্রুত বাধা দেবার জন্য তুলে নেওয়া যায়। ম্যাথু তা করেনি। এইটুকু অসাবধানতার জন্যে জীবন দিতে হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে। হত্যাকারী লোকটা আর্মেনীয়, সারা জীবন বেশ্যার দালালী করেছে।

গভর্নরের অনুমতি নিয়ে ম্যাথুর লাশ সমুদ্রে নিয়ে চললাম আমি এবং আর একজন। জেটিতে নিয়ে গিয়ে ওর পায়ের সঙ্গে বড় একটা পাথর দড়ির বদলে তার দিয়ে বাঁধলাম, যাতে হাঙরের দল বাঁধন কেটে ফেলে ওর লাশটা পেতে না পারে, ও চলে যেতে পারে একেবারে সমুদ্রের তলায়।

গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। সন্ধ্যা ছটা। নৌকায় উঠলাম। সূর্য স্পর্শ করেছে দিগন্তরেখা। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম রয়েল আর সেইন্ট জোসেফের মাঝামাঝি এলাকায়। দেখলাম প্রায় চারশো গজ এলাকা জুড়ে পানির উপর গিজগিজ করছে অসংখ্য হাঙরের পাখা। দম বন্ধ হয়ে এল আমার। ওরা এসে গেছে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে!

দাঁড় তুলে প্রার্থনা করে ময়দার বস্তায় মোড়ানো ম্যাথুর লাশ নামিয়ে দিলাম সমুদ্রে। পাথরের ভারে মুহূর্তের মধ্যে পানিতে গিয়ে পড়ল লাশ।

কী সর্বনাশ! ভেবেছিলাম লাশটা বুঝি সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম, না, গোত্তা মেরে লাশটাকে একেবারে শূন্যে তুলে ফেলেছে হাঙরের দল। ক'টা হাঙর? দশ, বিশ, চল্লিশটা, বলতে পারব না। নৌকা সরে আসার আগেই হাঙরেরা খুলে ফেলল ময়দার বস্তা। অত্যাশ্চর্য এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মনে হলো ম্যাথু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের মাঝখানে। ইতিমধ্যে ডান হাতের অর্ধেকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর। অর্ধেক শরীর পানির উপরে তুলে সোজা এগিয়ে আসছে আমাদের নৌকার দিকে। তারপরই এক প্রচণ্ড আলোড়নের মাঝখানে চিরতরে হারিয়ে গেল ম্যাথু কারবোনিয়ারী। তীব্র বেগে নৌকার নীচ দিয়ে ছুটে গেল হাঙরের ঝাঁক। নৌকার তলায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল, ভারসাম্য হারিয়ে একজন প্রায় পড়েই যাচ্ছিল পানিতে।

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেছি আমরা সবাই। জীবনে এই প্রথম আমার মরে যেতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো, এই নরক থেকে চিরকালের মত সরে যাই, হাঙরের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

জেটি থেকে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম ধীর পায়ে। একা। কাঁধে মড়া বইবার খাটিয়া। অর্ধেক পথ এসে বসে পড়লাম একটা সমতল জায়গায়। সন্ধ্যে সাতটা। এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। পশ্চিম আকাশে ডুবে যাওয়া সূর্যের সামান্য লাল আভা। তা ছাড়া সমস্ত চরাচর অন্ধকার।

প্যাপিলন, বন্ধুর শেষকৃত্য স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলে। দেখেছ তো? আশা মিটেছে তো তোমার?

কাজ বাকি আছে এখনও। যে হত্যা করেছে তোমার প্রিয়তম বন্ধুকে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি আছে। কবে? আজ রাতে? আজ রাতেই কেন? বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সেটা। নিশ্চয়ই তটস্থ আছে জানোয়ারটা। ওর গোষ্ঠিতে ওরা আছে দশজন। আমার সঙ্গে ক'জন আছে? চারজন। আমি একজন, পাঁচজন। এতেই হবে। ওই শালাকে মুছে ফেলতে হবে পৃথিবী থেকে। যদি পারি, চলে যাব ডেভিলস আইল্যান্ডে। ভেলা তৈরির করা যাবে না সেখানে। তা না যাক। প্রস্তুতির দরকার নেই। কিচ্ছু না। শুধু দুটো বস্তায় নারকেল ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ব সমুদ্রে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখান থেকে উপকূল বেশ কাছেই। পঁচিশ মাইলের বেশি নয়। স্রোতের টানে, বাতাসের ধাক্কায় নাহয় পঁচাত্তর মাইলই দাঁড়াবে। দাঁড়াক। পৌঁছে যাব দু'দিনেই।

খাটিয়া কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আবার। ক্যাম্পে পৌঁছলাম। আশ্চর্য ঘটনা ঘটল একটা। আমার দেহতল্লাশী করে ছুরি নিয়ে নেওয়া হলো। এর আগে কখনও ঘটেনি এমন।

'আমাকে কি খুন করতে চাও তোমরা? আমাকে নিরস্ত্র করার মানে কী? আমি যদি খুন হই, তার জন্যে তোমরা দায়ী হবে?' কেউ কোন জবাব দিল না। ফুরাও না, আরব রক্ষীরাও না।

দরজা খুললে হলের ভিতরে ঢুকলাম আমি। অন্ধকার। 'তিনটা বাতির জায়গায় মাত্র একটা কেন?'

গ্রীনেত আমার হাত ধরে টেনে নিল, 'এদিকে এসো, প্যাপি।' হলঘরটা থমথমে। মনে হয়, এইমাত্র মারাত্মক কিছু ঘটেছে, কিংবা ঘটতে যাচ্ছে।

বললাম, 'আমার ছুরিটা ওরা নিয়ে নিয়েছে।'

'আজ রাতে ওটার দরকারও হবে না।'

'কেন?'

'আর্মেনিয়ানটা আর তার এক বন্ধু এখন ল্যাট্রিনে।'

'ল্যাট্রিনে কী করছে?'

'মরে পড়ে আছে।'

'কে করল কাজটা?'

'আমি।'

'চমৎকার। অন্যদের খবর কী?'

'ওদের গোর্বিতে এখন চারজন আছে আর। পাউলো বলেছে, ওরা চায় ব্যাপারটা এখানেই শেষ হোক। তুমি রাজি আছ কিনা জানার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

'একটা ছুরি দাও আমাকে।'

'আমারটা নাও। আমি ওই কোণটায় দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি গিয়ে কথা বলো ওদের সঙ্গে।'

এগিয়ে গেলাম ওদের গোর্বির দিকে। দাঁড়িয়ে আছে ওরা চারজন, পাশাপাশি, ঘন হয়ে।

বললাম, 'আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও পাউলো?'

'হ্যাঁ।'

'একা, না তোমার বন্ধুদের সামনেই? কী চাও আমার কাছে?' খোলা ছুরি বাঁ হাতে ধরে রেখে ওদের পাঁচ ফুটের মধ্যে এগিয়ে গেলাম।

'বলতে চাই, তোমার বন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ তো নেয়া হয়েই গেছে। তুমি তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছ, আমরাও আমাদের দু'জন বন্ধুকে হারিয়েছি। ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। তুমি কী বলো?'

'তুমি যদি রাজি থাকো, তা হলে প্রথমে এক সপ্তাহ চুপচাপ থাকব আমরা দু'পক্ষই। এর মধ্যে বোঝা যাবে কী করলে ভাল হয়। রাজি আছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রাজি। তাই হবে।'

ফিরে এলাম। সব শুনে গ্যালগানি আর গ্রাঁদেত খুব একটা খুশি হলো না। গ্রাঁ ক্যাসেট্টি আর দুই গ্রান্তো অবশ্য শান্তিচুক্তির স্বপক্ষে। একটু একা থাকতে চাই আমি। নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

অন্ধকারে একটা হাত এসে ছুরিটা টেনে নিল আমার কাছ থেকে। ফিসফিসে কণ্ঠ শোনা গেল, যদি পারো মাথার সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে একটু ঘুমোও প্যাপিলন। পাহারায় আছি আমরা।

কারবোনিয়ারীর মৃত্যু খালি করে দিয়ে গেছে আমার ভিতরটা। অথচ খুন হবার কথা ছিল না ওর। জুয়া খেলতে বসে একশো সত্তর ফ্রাঁ জিতে নিয়েছিল ম্যাথু আর্মেনিয়ানটার কাছ থেকে। ত্রিশ-চল্লিশজন লোকের সামনে এই পরাজয় গর্দভটা মেনে নিতে পারেনি। ক্ষোভে অপমানে পাগল হয়ে গিয়েছিল ও। তুচ্ছ এই ঘটনার জন্য প্রাণ দিতে হলো ম্যাথুকে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়স হয়েছিল ওর। ম্যাথু, আমি আর পারছি না, ম্যাথু। না, না, না। তারচেয়ে আমাকে বরং এখনই ছিঁড়ে খেয়ে নিক হাঙরের ঝাঁক। কোন পাথর বাঁধাবাঁধি নেই, ময়দার বস্তা নেই, দড়ি নেই, গির্জার ঘণ্টা নেই। জ্যান্ত অবস্থায় হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে খোলা আকাশ আর সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চলে যাব হাঙরের পেটে।

সব শেষ। এখন আর পালাবার জন্য দীর্ঘ কোন পরিকল্পনা আঁটব না। সোজা দু'বস্তা নারকেল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব সমুদ্রে! তারপর খোদা যা করে!

ডেভিলস আইল্যান্ডে যেতে পারলে চেষ্টাটা করে দেখব। কতক্ষণ লাগবে? আটচল্লিশ ঘণ্টা? ষাট ঘণ্টা? টিকে থাকতে পারব তো? দেখব পারি কিনা।

গ্রাঁদেত এসে এক কাপ গরম কফি দিল। 'জানি, ঘুমাতে পারোনি তুমি।'

'ক'টা বাজে?'

'একটা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর জানতে চাইলাম, 'কীভাবে শেষ করলে আর্মেনিয়ান জানোয়ারটাকে?'

গ্রাঁদেত বলল পুরো কাহিনীটা। ম্যাথুর খুনের বদলা নেবেই, ঠিক করে ওরা প্রথমে। সেভাবেই পরিকল্পনা আঁটে। খাটের পায়া বদলাবার নাম করে একটা লোহার চাকের ভিতরে করে লুকিয়ে আনে লম্বা একটা দু'ধারী ইস্পাতের ফলা। ডেগার কাছ থেকে আনায় একটা বড় বৈদ্যুতিক টর্চ। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সন্ধ্যায় কিছুটা অন্ধকার নামলেই ওরা হলঘরে জড়ো হয়। ওরা ঠিক করে, আমি আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলবে, যাতে অভিযোগের হাত থেকে আমি বেঁচে যাই। ঘরের সবগুলো আলো একসঙ্গে নিবিয়ে দেওয়া হয়। অমনি গ্রাঁ এগিয়ে গিয়ে টর্চের জোরাল আলো ফেলে আর্মেনিয়ানের মুখের উপর। চোখ ধাঁধিয়ে যায় ওর। সঙ্গে সঙ্গে ওর গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় গ্রাঁদেত। একইভাবে ছুরি চালায় ওর সঙ্গীর গলায়ও। অন্যরা মেঝের উপর আছড়ে পড়ে দ্রুত গড়িয়ে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। লাশ দুটোকে পরে বাথরুমে নিয়ে গেছে সম্ভবত ওর গোষ্ঠির লোকেরাই।

গ্রাঁদেত এক আরব রক্ষীর মাধ্যমে সন্ধ্যায়ই গোপনে টর্চ ও ইস্পাতের ফলাটা

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে দিয়েছে ডেগার কাছে। সুতরাং ধরা পড়ছে না ওরা।

এক বুড়ো হাবড়ার চেঁচামেচিতে ভোর সাড়ে পাঁচটায় তিনজন স্ক্রু, একজন চীফ ওয়ার্ডার এবং আরও দুজন এসে দাঁড়াল দরজায়। ভিতরে ঢুকল না কেউ

'তুমি বলছ, ল্যাট্রিনে দু'জন মরে পড়ে আছে?'

'হ্যা, চীফ।'

'কখন থেকে?'

'বলতে পারি না।'

'ঠিক আছে। ওদের একজন নিশ্চয় ওই আর্মেনিয়ানটা। দেখে এসো, যাও!'

'ঠিক বলেছ। ওদের একজন ওই আর্মেনিয়ান, আরেকজন তার সঙ্গী স্যাস-সোসী।'

'বেশ। রোলকল্ পর্যন্ত দেরি করো।' চলে গেল ওরা সবাই।

ছ'টায় কফি আর রুটি দিয়ে গেল দু'জন।

সূর্যের আলো পুরোপুরি ফুটলে এল গবর্নর দু'জন। তাদের সঙ্গে আটজন ওয়ার্ডার আর ডাক্তার।

'প্রত্যেকে কাপড় খুলে যার যার খাটিয়ার কাছে দাঁড়াও। ইশ, মনে হচ্ছে কসাইখানা, সব জায়গায় শুধু রক্ত আর রক্ত!'

প্রথমে ডেপুটি গবর্নর ল্যাট্রিনে গিয়ে দেখে এল লাশ। সাদা ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল সে। 'গলা দু'ফাঁক হয়ে গেছে দুটো লাশেরই। কেউ কিছু শোনেনি বা দেখেনি, তাই তো?'

নীরবতা।

'এই বুড়ো, তুমি তো ব্লকের লীডার। ও-দুটো মরে শক্ত হয়ে আছে। কতক্ষণ আগে মরেছে, ডাক্তার?'

ডাক্তার বলল, 'আট থেকে দশ ঘণ্টা আগে।'

'তুমি ভোর পাঁচটায় মাত্র দেখেছ? এর আগে কিছুই শোনোনি বা দেখোনি?'

'না। আমার সত্তর বছর বয়স। কানেও কম শুনি, চোখেও দেখি কম। ছ'টা পর্যন্ত ঘুমাই। ভাগ্য ভাল, আজ পেশাব করতে উঠেছিলাম।'

'হ্যা, ভাগ্য তো ভালই। ডাক্তার, এর পোস্ট মর্টেম করতে হবে। আর তোমরা এক এক করে বেরোও সবাই উঠানে, কাপড় পরতে হবে না।'

প্রত্যেককে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো। কারও গায়ে একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। গ্রাঁদেত, গ্যালগানি ও আমাকে পরীক্ষা করা হলো আরও বেশি খুঁটিয়ে।

'তোমার জায়গা কোনটা, প্যাপিলন?'

আমার সমস্ত জিনিসপত্র তল্লাশী করল ওরা। 'তোমার ছুরি কোথায়?'

'গতকাল সন্ধ্যে সাতটায় গেটের ওয়ার্ডার আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে।'

'হ্যা, কথাটা সত্যি,' স্ক্রুটা বলল, 'ও প্রতিবাদ করে বলেছিল, ও খুন হয়ে যাক আমরা নাকি তা-ই চাই।'

'গ্রাঁদেত, এই ছুরি তোমার?'

'হ্যা, কেন? ওটা আমার জায়গায় আছে যখন, তখন তো আমারই।' সতর্ক

www.BanglaBook.org

চোখে ছুরিটার দিকে তাকিয়ে দেখল ও, নতুন আলপিনের মত ঝকঝক করছে ওটা, কোথাও কোন দাগ নেই।

ডাক্তার ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'দু'ধারী ছোরা দিয়ে ওদের গলা কাটা হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায় খুন করা হয়েছে ওদের। অকল্পনীয় ব্যাপার। দু'জন কয়েদী দাঁড়ানো অবস্থায় খুন হলো, অথচ বাধা দিল না একটুও! কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আহত হয়েছে।'

'তুমি নিজে এসে দেখতে পারো, ডাক্তার। কারও গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই।'

'লোক দুটো কি ভয়ঙ্কর ধরনের ছিল?'

'খুবই ভয়ঙ্কর। খুব সম্ভব গতকাল কারবোনিয়ারী ওই আর্মেনিয়ানের হাতেই খুন হয়েছে।'

গবর্নর বলল, 'তদন্ত শেষ। সবাই যার যার কাজে যাও। প্যাপিলন, তুমি অসুস্থ বলে রিপোর্ট করেছ?'

'হ্যাঁ, গবর্নর।'

'বন্ধুর খুনের বদলা নিতে একটুও সময় অপচয় করোনি, প্যাপিলন। তবে কোন প্রমাণ রাখোনি। জানি, প্রমাণ পাবও না কোনদিন। তবুও বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এই জোড়া খুনের ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারো, কথা দিচ্ছি তাকে মুক্ত করে মেনইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেব।'

কেউ কোন কথা বলল না।

গ্যালগানি, গ্রাঁদেত ও জাঁ ক্যাসেল্লি অসুস্থ বলে রিপোর্ট করল! তার দেখাদেখি আর্মেনিয়ান গোর্বির সবাইও রিপোর্ট করল, অসুস্থ।

দুই গোর্বির লোকেরা দুই কোণে ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে। একটু পরে এগিয়ে এল পাউলো। গ্রাঁদেতের সঙ্গে হাত মেলাল সে। ঘটনার ইতি টানা হলো সেখানেই।

সন্ধ্যায় আবার বাজল গির্জার ঘণ্টা। আমার চোখে ভেসে উঠল ম্যাথুর শেষকৃত্যের দৃশ্যটা। পানির উপরে অর্ধেকটা শরীর তুলে এগিয়ে আসছে নৌকার দিকে। উঃ! কী ভয়ঙ্কর!

গ্যালগানি ওর খাটিয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রয়েল ছাড়তে হবে। বারবার এই কথাটাই বলতে থাকলাম নিজেকে। রয়েল ছাড়তে হবে! পালাতে হবে, যেভাবেই হোক।

ছয়

অ্যাসাইলাম থেকে পলায়ন

ওয়াশ-হাউসের কাছে সেনার চার্জারঅলা ইটালীয় সার্ডিনিয়াকে বললাম, 'শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হোক আর যা-ই হোক, আমি পালাবই। তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমিও আর পারছি না, প্যাপিলন। আমিও পালাতে চাই, পরিণতি যা-ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোক। আমি পাগলাগারদে অ্যাটেনড্যান্ট হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছি। ওখানকার ডিসপেনসারিতে দুটো ড্রাম আছে। বেশ বড় একটায় আছে অলিভঅয়েল, আরেকটায় ভিনিগার। প্রত্যেকটাতে পঞ্চাশ গ্যালন করে ধরে। ওই ড্রাম দুটো দিয়ে বেশ বড় একটা ভেলা বানানো যাবে। পাগলাগারদের ভেতরে একজন মাত্র গার্ড থাকে। তাকে সাহায্য করে কয়েকজন কয়েদী। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যেতে পারো ওখানে। যাবে?'

'অ্যাটেনড্যান্ট হিসেবে?'

'সেটা অসম্ভব। তুমি ভাল করেই জানো, ওরা অ্যাসাইলামের কাজে কিছুতেই পাঠাবে না তোমাকে। কারণ, জায়গাটা ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে, আর খুব কড়াকড়ি পাহারার ব্যবস্থাও নেই। তোমাকে ওখানে না পাঠানোর পক্ষে সব ধরনের যুক্তিই আছে, তুমি যেতে পারো শুধুমাত্র রোগী হিসেবে।'

চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে! ডাক্তারের কাছ থেকে যদি একবার পাগলের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তা হলে আর কোন চিন্তাই থাকবে না। কোন কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে না। এমন কী যদি কোন কয়েদী, ক্রু, ক্রুর স্ত্রী বা সন্তান কাউকে খুন করে ফেলি তা হলেও জবাবদিহির দরকার হবে না। পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়লেও কৈফিয়ত দিতে হবে না কোন। অপরাধ যা-ই হোক না কেন, সলিটারীর সাজা নেই। বড়জোর কয়েকদিনের জন্য স্ট্রেইট জ্যাকেট পরিয়ে প্যাড লাগানো সেলে পুরে রাখতে পারে।

'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, প্যাপিলন। তোমার সঙ্গেই পালাতে চাই আমি। পাগল সেজে তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে। বেশি অসুবিধে হলে অ্যাটেনড্যান্ট হিসেবে সাহায্য করতে পারব আমি তোমাকে। তবে স্বীকার করছি, সত্যি সত্যি পাগল না হয়ে পাগলের সঙ্গে জীবন যাপন নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর হবে।'

'তুমি যাও, ডাক্তারকে ধোঁকা দিয়ে পাগল সাজার জন্য যতদূর পারি করব আমি।'

বিষয়টা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা শুরু করলাম। কয়েদখানার লাইব্রেরীতে এ-সম্পর্কে কোন বইপত্র নেই। যারা কিছুদিনের জন্য পাগল হয়ে অ্যাসাইলামে ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ করে ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, পাগল হবার প্রধান লক্ষণ তিনটা।

১। সব পাগলই মাথার ভিতরের দিকে তীব্র ব্যথা অনুভব করে।

২। প্রায়ই তারা কানের ভিতরে এক ধরনের ঝিঁঝি শব্দ শুনতে পায়।

৩। সব সময় উটকো থাকে তারা। ফলে একইভাবে চুপচাপ বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে না। চমকে জেগে উঠে, কাঁপতে থাকে থরথর করে, শক্ত টান টান হয়ে যায় সারা শরীর।

এসব উপসর্গের কথা সরাসরি কাউকে বলার চেয়ে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ করা ঢের ভাল হবে। আমি শুধু পাগলাগারদে যেতে চাই। সেজন্য খুব বেশি ক্ষ্যাপাটে ভাব না দেখিয়ে শুধু ওদের বুঝতে দিতে চাই যে, আমার ভিতরে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বেশি পাগলামি করা যাবে না, তা হলে ওয়ার্ডাররা নির্যাতন করার সুযোগ পাবে। আপাতত আমি শুধু চাই, আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তারের কাছে পাঠানো হোক। বাকিটা তারপর দেখা যাবে।

চাইলাম, অন্য কেউ রিপোর্ট করুক, আমি অসুস্থ। কাকে বিশ্বাস করা যায়? তারচেয়ে ব্লকের ভিতর অস্বাভাবিক আচার-আচরণ শুরু করে দেওয়া যাক। ব্লক লীডার ক্রুকে বলবে ঘটনা। ক্রু নিজে অসুস্থের তালিকায় লিখে দেবে আমার নাম।

তিন রাত না ঘুমিয়ে কাটালাম। গোসল-শেভ বাদ। প্রত্যেক রাতে হস্তমৈথুন করলাম কয়েকবার করে। খেলাম খুব কম। গতরাতে আমার পাশের খাটিয়ার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার একটা ছবি নিয়েছে কেন সে। অথচ কখনও কোন ছবিই ছিল না আমার কাছে। লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে সরে গেল। খাবার সময় গরম সুপের পাত্র এনে কয়েক মিনিট রেখে তারপর পরিবেশন করা হয়। আমি একদিন পাত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সবার সামনেই পেশাব করে দিলাম সুপের ভিতর। সবাই অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। বন্ধু গ্রীদেত শুধু বলল, 'এটা কী করলে?'

'লবণ দেয়নি কেন এর মধ্যে?' বলে আমি আমার বাটি এনে বাড়িয়ে ধরলাম ব্লক লীডারের সামনে। খানিকটা ইতস্তত করে সে তুলে দিল আমার সুপ। খেয়ে ফেললাম। স্তম্ভিত হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখল ওরা সবাই।

এই দুটো ঘটনার পর না চাইতেই আজ সকালে ডাক্তারের সামনে হাজির করা হলো আমাকে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকলাম আমি।

'ডাক্তার, ভালই আছ?' দু'বার করলাম একটা প্রশ্ন। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমি তো ভাল আছি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ?'

'না।'

'তা হলে লিস্টে তোমার নাম দেখছি কেন?'

'কোন কারণ নেই। ওরা বলল তুমি নাকি অসুস্থ। ভাল আছ জেনে খুশি হলাম। আমি।'

'এক মিনিট, প্যাপিলন। আমার সামনে ওই চেয়ারটায় বসো। আমার দিকে তাকাও।' ছোট্ট একটা টর্চ দিয়ে ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করল।

'আমার চোখের মধ্যে যা খুঁজছ, তা কি পেলে, ডাক্তার? তোমার টর্চের আলো অবশ্য বড্ড কম। বলো, দেখতে পেলে?'

'কী দেখব?'

'আহাম্মকের মত কথা বোলো না। তুমি কি মানুষের ডাক্তার, নাকি জানোয়ারের? লুকিয়ে পড়বার আগেই নিশ্চয় তুমি ওদের দেখে নিয়েছ। আমাকে বলতে চাও না? নাকি বোকা ঠাউরেছ আমাকে?'

আমার চোখ জ্বল জ্বল করছে। তার উপর বিধ্বস্ত চেহারা: গোসল নেই, খাওয়া নেই, শেভ নেই। ক্রুরা শুনছিল সব। কিন্তু আমার আচরণে এমন কোন বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায়নি যাতে ওরা হস্তক্ষেপ করতে পারে। ডাক্তার জোর করে হাসিখুশি ভাব বজায় রেখেছে যাতে উত্তেজিত হয়ে না পড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত রাখল সে আমার কাঁধে।

'হ্যাঁ, প্যাপিলন, তোমাকে বলতে চাইনি, ওদের দেখতে পেয়েছি আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মিথ্যে বলছ, ডাক্তার। ঠিক কলোনিয়ালদের মত। আসলে তুমি কিছু দেখতে পাওনি। আমি ভেবেছি, তুমি আমার বাঁ চোখের ভেতর তিনটে ছোট ছোট ফুটকি খুঁজছ। আমি যখন শূন্যের ভেতর তাকিয়ে থাকি, কিংবা পড়ি কোনকিছু তখনই শুধু দেখতে পাই ওগুলোকে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আর দেখতে পাই না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা লুকিয়ে পড়ে।'

'ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও, এখান থেকেই। ক্যাম্পে নিয়ে যাবার দরকার নেই।' আমার দিকে আবার তাকাল ডাক্তার। 'প্যাপিলন, তুমি বলছ তোমার অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি। হয়তো তা-ই ঠিক। কিন্তু তুমি খুব ক্লান্ত, তোমাকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছি আমি কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। বুঝতে পেরেছ?'

'হাসপাতালেই হোক আর ক্যাম্পেই হোক কোন তফাৎ দেখি না আমি। সেই দ্বীপেই তো থাকতে হচ্ছে।'

আধঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছলাম। উজ্জ্বল আলো। পরিষ্কার ধবধবে বিছানা। দরজায় লেবেল সেঁটে দেওয়া হলো: 'আন্ডার অবজারভেশন'।

নিজের মনের উপর সম্মোহন খাটিয়ে ধীরে ধীরে আরও পাগলাটে করে তুললাম নিজেকে। ভয়ঙ্কর খেলা! মুখ বাঁকা করে নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরার অদ্ভুত ভঙ্গিটা অনবরত চর্চা করছি। একটা ভাঙা আয়নার টুকরো সামনে ধরে অভ্যেসটা পুরোপুরি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছি লুকিয়ে লুকিয়ে। এতটা উতলা হয়ে গেছ, প্যাপিলন? এতদূর কি ঠিক? দু'একটা উপসর্গ যদি শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়? কিন্তু উপায়ই বা কী। আমাকে অ্যাসাইলামে যেতেই হবে। আর চাই ডাক্তারের সার্টিফিকেট, যাতে কোন কাজের জন্যই দায়ী করা না যায় আমাকে। তারপর পালাব। পালাব! পালানোর কথা মনে হলেই বুক ভরে যায় আমার বন্য আনন্দে! দুটো ব্যারেলের উপর বসে আছি দু'বন্ধু। ভেসে যাচ্ছে ব্যারেলের ভেলা সমুদ্রে! ভাসতে ভাসতে চলে যাব মেইনল্যান্ডে।

'কেমন আছ, প্যাপিলন? ঘুম ভাল হয়েছে?'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। ভালই ঘুমিয়েছি। মেয়েটা দিয়েছিলে খাসা, সেজন্যে ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু ঘুমোতে গিয়ে দেখি আর এক ল্যাঠা। আমার সেলের পেছনে একটা পাম্প আছে। কোথাও পানি দেয়া হচ্ছে নিশ্চয়ই। সারারাত ধরে ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করে ওই পাম্প চলতে থাকে, আর আমার মাথার ভেতরেও বাজতে থাকে ওই ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ শব্দ। অসহ্য একেবারে! দয়া করে অন্য কোন সেলে আমারে জায়গা করে দিতে পারো না?'

ডাক্তার মেডিক্যাল ওয়ার্ডারকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে কোন পাম্প আছে?'

'না তো!'

'ঠিক আছে, একে অন্য সেলে দাও, ওয়ার্ডার। প্যাপিলন, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'এই পাম্প থেকে যতদূরে সম্ভব। বারান্দার একেবারে শেষ মাথায়।'

বেরিয়ে গেল ডাক্তার। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার আমি একা এখন। হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীণ একটা খস খস শব্দ কানে এল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম,

www.BanglaBook.org

দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করা হচ্ছে আমাকে। অমনি আমি দেয়ালের দিকে মুখ করে কল্পিত লাম্পের উদ্দেশ্যে ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করলাম, আর খুব বেশি গলা না তুলে চেঁচাতে লাগলাম, 'বন্ধ কর, বন্ধ কর, শালা বজ্জাতের দল! তোদের বাগানের পানি দেওয়া কি শেষ হয় না রে, হারামির বাচ্চারা!' বলতে বলতে বালিশের নীচে মাথা গুঁজে দিয়ে বিছানায় পড়ে রইলাম।

ডাক্তারের পায়ের শব্দ পেলাম বন্ধ দরজার ওপাশে। চলে যাচ্ছে সে।

আমাকে অন্য সেলে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথম পদক্ষেপ সফল। দু'দিন কাটল। এবার দ্বিতীয় উপসর্গ।

'কেমন আছ, প্যাপিলন? তোমাকে যে পত্রিকাটা দিয়েছিলাম, পড়েছ?'

'না, পড়িনি। আমার কানের মধ্যে একটা মশা কিংবা ছোট মাছি ঢুকেছে। সারাদিন ধরে ওটাকে বের করার চেষ্টা করছি। কানের ভেতর তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে বের করার চেষ্টা করলাম। হলো না। কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ করছেই। শুধু সুড়সুড়ি দিলেও না হয় সহ্য করা যেত। কিন্তু ওই অবিরাম ভোঁ ভোঁ শব্দ একেবারে জ্বালিয়ে মারছে। বের যখন করতেই পারছি না, তা হলে কি পানিতে ডুবিয়ে মারব ওটাকে? তুমি কী বলো?'

কথা বলার সময় বার বার আমি মুখ বাঁকিয়ে জোরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরছি। লক্ষ করলাম, ব্যাপারটা ডাক্তারের নজর এড়ায়নি। হাত ধরে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল সে। চোখেমুখে উদ্বেগ।

'ঠিক আছে, প্যাপিলন। আমরা ওটাকে ডুবিয়েই মারব। শ্যাতাল, ওর কান পিচকারি দিয়ে পরিষ্কার করো।'

প্রতিদিন সকালে নানাভাবে এসব দৃশ্যের অবতারণা করি। কিন্তু লক্ষ করলাম, ডাক্তার আমাকে অ্যাসাইলামে পাঠাবার ব্যাপারে এখনও ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারছে না।

শ্যাতাল বলল, 'যদি তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াতে চাও, তা হলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তুমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারো।'

'কেমন আছ, প্যাপিলন?' সেলের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। সঙ্গে মেডিক্যাল ওয়ার্ডার এবং শ্যাতাল।

ভয়ঙ্কর উত্তেজিত গলায় বললাম, 'দাঁড়াও, ডাক্তার, ধীরে। তুমি জানো, আমি অসুস্থ। তা হলে আমার ওপর নির্যাতন কেন করা হচ্ছে? জবাব দাও। নাকি তুমিও আছ এই ষড়যন্ত্রের ভেতর?'

'কে তোমাকে নির্যাতন করছে? কখন? কীভাবে?'

'এক ধরনের যন্ত্র আছে যে-যন্ত্র দিয়ে আলসারের রোগীর চারপাশের বাতাসে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেয়া যায়। আমার এক দুশমন ওই যন্ত্র একটা খাড়া করেছে হ্যাস্পেন হাসপাতালে। যখনই আমি ঘুমিয়ে পড়ি, চট্ করে সুইচ অন করে দেয় সে। কারেন্ট এসে ধাক্কা মারে আমার পেটে আর উরুতে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠি আমি, সারা শরীর টান টান হয়ে যায়। কঁইকি ওপরে ছিটকে উঠে যায় পুরো শরীর। কী করে ঘুমোব বলো। চোখ বুজলেই সঙ্গে সঙ্গে সুইচ-অন করে দেয়। আর সহ্য হয় না, ডাক্তার। ওই শালাকে পেলে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব,

www.BanglaBook.org

বলে দিলাম। কোন অস্ত্র নেই আমার কাছে। কিন্তু দুনিয়ায় যে কোন ব্যাটাকে পিষে ফেলার মত যথেষ্ট শক্তি আমার আছে। ঠিক আছে, লাগলে ওই টুপিটা পরে নিতে পারো। আর তোমার ওই ভণ্ডামি ছাড়তে হবে: গুড মর্নিং, প্যাপিলন, কেমন আছ, প্যাপিলন? বুঝেছ?'

শ্যাতাল জানাল, 'নাটকটা কাজে দিয়েছে। ক্রুদের সাবধান থাকতে বলেছে ডাক্তার, আর জানিয়েছে, তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাসাইলামে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

চলে এলাম অ্যাসাইলামে। প্রায় একশো পাগলের বসতি এখানে। পাগলদের সঙ্গে বসবাস করা সুখের নয় মোটেও। মেডিক্যাল আর্দালীরা যখন ঘর পরিষ্কার করে, ত্রিশ চল্লিশজন পাগলের এক একটি দলের সঙ্গে তখন আঙিনায় নেমে ওঠ-বস করি। পাগলেরা দিন রাত পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে থাকে। তবে আমাকে স্লিপার পরে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ দিন কেটে গেছে। কিন্তু এখনও সালভিদিয়ার দেখা পেলাম না। রোদে বসে ভাবছি। এমন সময় এসে দাঁড়াল এক পাগল। নাম ফশেত। ওকে চিনি আমি। ওর মা সর্বস্ব বিক্রি করে এক ওয়ার্ডারের হাতে পাঠিয়েছিল পনেরো হাজার ফ্রাঁ। পাঁচ হাজার নেবে ওয়ার্ডার। আর দশ হাজার দেবে ফশেতকে, পালাবার জন্যে। কিন্তু ওয়ার্ডার সব টাকা মেরে ক্যায়েনে চলে গেছে। অন্য একটা সূত্র থেকে খবরটা পেয়ে ফশেত হামলা করে বসে ওয়ার্ডারদের। তারপর পাগল হয়ে যায়। বছর চারেক ধরে আছে এখানে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'তোমার মতই মানুষ একজন,' বললাম আমি।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার নাম কী?'

'প্যাপিলন।'

'প্যাপিলন? তার মানে, প্রজাপতি? পাখা কই? উড়াল দাও, উড়াল দাও, পাখা জোগাড় করে উড়াল দাও। ক্রু শালাদের তো পাখা নেই। ওরা ধরতে পারবে না তোমাকে।'

এই পাগলদের সঙ্গে বসবাস এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। রাতের বেলা ওরা চিৎকার করে, গোঙায়। চাঁদনি রাতে পাগলামি বাড়ে আরও বেশি।

ক্রুরা নানাভাবে পরীক্ষা চালায় আমার উপর। যেমন বাইরে বেরোনোর সময় হলে ভুলে যাবার ভান করে ইচ্ছে করে ঘরে আটকে রাখে আমাকে। দেখে, আমি বের হতে চাই কিনা। চাই না। ইচ্ছে করে খাবার দিতে ভুলে যায় এক বেলা। আমি মুখে আনি না খাবার কথা। হয়তো একটা লাঠির ডগায় সুতো বেঁধে কল্পিত মাছ শিকারে মগ্ন হয়ে থাকি।

অবশেষে সালভিদিয়ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। ও এরমধ্যেই ডিসপেনসারির একটা ডুপ্লিকেট চাবি তৈরি করে ফেলেছে। ডিসপেনসারির ভিতরেই থাকে ড্রাম দুটো। ও ড্রাম দুটোকে বাঁধার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ তার জোগাড়ের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তারের চেয়ে দড়ি কাজ দেবে বেশি, বললাম আমি। ওকে আরও তিনটে চাবি তৈরি করাতে হবে। একটা আমার সেলের, একটা

www.BanglaBook.org

সেলের প্যাসেঞ্জের, আরেকটা অ্যাসাইলামের মেইন গেটের।

টহল প্রায় নেই বললেই চলে। একজন মাত্র ওয়ার্ডার পাহারা দেয়। চার ঘন্টা পর পর ডিউটি বদল হয়। রাতের দু'জন গার্ডই ফাঁকিবাজ। এক কয়েদী আর্দালীর উপর পাহারার ভার ছেড়ে দিয়ে ডিউটির সময় নাক ডেকে ঘুমোয়। সুতরাং পথ পরিষ্কার। বড়জোর আর মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে।

এর মধ্যে সালভিদিয়ার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আর একটা চাবি বাকি। দড়িও জোগাড় হয়ে গেছে।

পাগলামির মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেল একদিন। মেডিক্যাল ওয়ার্ডাররা দুটো ব্রোমাইড ইনজেকশন দিয়ে গরম পানির চৌবাচ্চায় বসিয়ে রাখল। মাঝখানে ছিদ্রঅলা মোটা একটা ক্যানভাসের আবরণ দিয়ে ওরা এমনভাবে আটকে রাখল যেন বেরোতে না পারি চৌবাচ্চা ছেড়ে। ছিদ্র দিয়ে মাথাটা কেবল বাইরে রাখতে পারলাম।

কয়েক ঘন্টা কাটল পানিতে। গরমটা সহ্য করে নিয়েছিলাম কোনরকমে। এই অবস্থায় হঠাৎ এক বৃদ্ধ পাগল এসে হাজির হলো সেখানে। একদিন মেরেছিলাম আমি ওকে। নাম আইভানহো। এগিয়ে এসে এমন ভাবে তাকাল ও আমার দিকে যে, বুক শুকিয়ে গেল আমার। আমার হাত ক্যানভাসের নীচে। ও আক্রমণ করলে বাধাও দিতে পারব না। কিন্তু আক্রমণ করল না ও। আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে ফুটন্ত পানির ট্যাপটা ছেড়ে দিল আমার চৌবাচ্চার ভিতরে। ঝলসে সেদ্ধ হয়ে গেলাম একেবারে। পানি ভরে চৌবাচ্চা উপচে পড়ল। চিৎকার শুনে এগিয়ে এল ক্রুরা। তুলল। আমার গোপন অঙ্গ আর ঊরুর চামড়া সম্পূর্ণ উঠে গেছে। সারা শরীরে অসম্ভব যন্ত্রণা। ওরা নিয়ে গেল অ্যাসাইলামের ছোট্ট হাসপাতালে। ড্রেস করে ডাক্তার ডাকল। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল চব্বিশ ঘন্টা।

সালভিদিয়া তৈরি। আমি হাসপাতালে আসায় খুশিই হয়েছে ও। কারণ, পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে হাসপাতালে ফিরে আসা যাবে নিরাপদে। এখন আমার উপর নির্ভর করছে সব কিছু। আমি পালাবার মত সুস্থ হয়ে উঠলেই হলো।

আজ রাতেই পালাব ঠিক হলো। রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যে পালাতে হবে। ভিনিগারের ব্যারেল খালি করার জন্য রাত এগারোটায় সালভিদিয়া চলে গেল ডিসপেনসারিতে। সমুদ্র আজ খুব অস্থির। তেলের ব্যারেলটা তাই ভর্তিই রাখা হবে যাত্রার সুবিধের জন্য।

আমার পরনে ময়দার বস্তার প্যান্ট, হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া। গায়ে পশমী সোয়েটার। কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা বড় ছুরি। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম একটা ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগ। তার মধ্যে সিগারেট আর চকমকি পাথরের লাইটার। সালভিদিয়ার কাছে একটা ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগে তেল আর চিনিতে মাখানো ময়দার তেলা। প্রায় সাত পাউন্ড।

দেরি হচ্ছে ওর আসতে। আমি বিছানায় বসে অপেক্ষা করছি। উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করছে। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পালিয়ে যাব আমরা।

ঘরের দরজা খুলে গেল।

www.BanglaBook.org

'প্যাপি, চলো।'

এগোলাম সালভাদিয়ার পিছু পিছু। ঘরের চাবিটা লুকিয়ে রাখল ও প্যাসেজের এক কোণে। 'জলদি করো।' আমরা ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঢুকলাম, দরজা ও আলোটা খুলে রেখে গিয়েছিল। খালি ড্রামটা আগে আগে ঠেলে নিতে থাকলুম আমি, তারটা নিচ্ছে সালভিদিয়া। ওর গলায় ঝোলানো দড়ির গোছা। আমার হাতে তার। সাবধানে এগোচ্ছি। আস্তে আস্তে পৌঁছে গেলাম নীচে। এখান থেকে একটা ছোট্ট পথ চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। এরপর রাস্তাটা খারাপ। উঁচু-নিচু পাথরের উপর দিয়ে চলতে হবে।

'ব্যারেলটা খালি করে ফেলো। ভরা অবস্থায় নেওয়া যাবে না এটা।'

ব্যারেল খালি করা হলো। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরের উপর। আমরা খালি ড্রামদুটো বেঁধে ফেললাম এক সঙ্গে শক্ত করে। পাথরের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে গেলাম খুব কষ্টে। সালভিদিয়া যে-জায়গাটা ঠিক করে রেখেছে সেখান থেকে ভেলা ভাসানো সহজ মনে হলো না। 'ধাক্কা দাও! তুলে ধরো একটু। ঢেউয়ের দিকে খেয়াল রেখো।' পরমুহূর্তে সমুদ্রের ঢেউ ব্যারেলসহ আমাদের দু'জনকে এনে আছড়ে ফেলল পাথরের উপর।

'ছেড়িয়ো না, সালভিদিয়া। হয় সামনের দিকে থাকো তুমি, নয়তো পেছনে থাকো। ঠিক আছে। আমি চিৎকার করে উঠামাত্র ধাক্কা দেবে গায়ের জোরে। তাহলেই আমরা ঢেউ পেরিয়ে এগিয়ে যেতে পারব সমুদ্রে। তবে সাবধান। শক্ত করে ধরে থাকবে ব্যারেলটা। মাথার ওপর ঢেউ ভেঙে পড়লেও হাত ছেড়ে দিও না।'

বাতাস আর ঢেউয়ের গর্জনের ভিতরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ঠেলো ভেলা, হেঁইও।' দু'জন ধাক্কা দিলাম একসঙ্গে। ও আমার সামনে উঠে পড়ল ভেলায়। আমি উঠলাম পেছনে। ঠিক তখনই বিশাল একটা ঢেউ এসে আমাদের পলকের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে দিল দূরের একটা পাথরের উপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ব্যারেল দুটো। ঢেউটা ফেরার সময় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কমপক্ষে বিশ গজ দূরে। পরের ঢেউটা আমাকে একেবারে তীরে এনে বসিয়ে দিল দুটো পাথরের মাঝখানে। তাড়াতাড়ি আঁকড়ে ধরলাম পাথর কোনোমতে উঠে এলাম শুকনো জায়গায়। বুঝতে পারলাম, ভেলায় উঠেছিলাম যেখান থেকে, সেখান থেকে কমপক্ষে একশো গজ দূরে এসে পড়েছি আমি।

চিৎকার করে ডেকে উঠলাম, 'সালভিদিয়া! রোমিও! তুমি কোথায়?' কেউ জবাব দিল না। অসহায়ভাবে শুয়ে পড়লাম পথের উপর। সোয়েটার আর প্যান্ট খুলে ফেলে আবার ন্যাংটো হয়ে গেলাম। রইল শুধু স্লিপার। ঈশ্বর, কোথায় আমার বন্ধু? আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি কোথায়?' জবাব এল শুধু বাতাস সমুদ্র আর ঢেউয়ের কাছ থেকে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে, কেঁদে ফেললাম আমি। ফেলে দিলাম গলায় ঝোলানো সিগারেট ও লাইটারের ব্যাগ। ও ধূমপান করত না, শুধু আমার জন্যই জোগাড় করেছিল এসব।

www.BanglaBook.org

প্রচণ্ড বাতাস আর নিষ্ঠুর উত্তাল তরঙ্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্টি তুলে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, 'ঈশ্বর, তোমার লজ্জা হয় না? তোমাকে তো দয়ালু বলে জানতাম। তা হলে কেন তুমি এত নিষ্ঠুর হলে? তুমি তা হলে নিষ্ঠুরতার ভিতরেই আনন্দ পাও! কুৎসিত জানোয়ার তুমি! এ-জীবনে আর কখনও তোমার নাম নেব না আমি। তুমি তার উপযুক্ত নও।'

বাতাস পড়ে গিয়ে শান্ত হয়ে এল চারদিক। বাস্তবে ফিরে এলাম আমি। ফিরে যেতে হবে অ্যাসাইলামে। দেয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। সেখান থেকে গিয়ে ঢুকলাম আমার ঘরে। চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দেয়ালের বাইরে। বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম মুখ গুঁজে। আমি যে পালাতে গিয়েছিলাম তার প্রমাণ একটাই, আমার স্লিপার ভেজা। উঠে ল্যাভেটরিতে গিয়ে পানি নিঙড়ে ফেললাম। তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম আবার। ধীরে ধীরে গা গরম হলো কিছুটা। সালভিদিয়া কি মারা গেছে? নাকি দ্বীপের অন্য কোন প্রান্তে গিয়ে উঠেছে? আমার কি ওর জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত ছিল? এত তাড়াতাড়ি আশা ছেড়ে দিয়েছি বলে নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল আমার।

ড্রয়ার থেকে দুটো ঘুমের বড়ি নিয়ে পানি ছাড়াই গিলে ফেললাম।

ওয়ার্ডারের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল আমার। ঘরভর্তি আলো, জানালা খোলা, বাইরে থেকে তিনজন রোগী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'কী ব্যাপার, প্যাপিলন? মড়ার মত ঘুমাচ্ছ, কফি খাওনি এখনও? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

জেগেই মনে হলো, আমার ব্যাপারে অস্বাভাবিক কোন কিছু ওদের নজরে পড়েনি, সব ঠিক আছে। বললাম, 'আমাকে জাগিয়েছ কেন?'

'কারণ তোমার পোড়া ঘা শুকিয়ে আসছে। তোমাকে তোমার সেলে ফিরে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, চীফ।' রওনা হলাম ওর সঙ্গে। আঙিনায় এসে ও আমাকে ফেলে চলে গেল। এই সুযোগে রোদে শুকিয়ে নিলাম স্লিপার।

তিনদিন হয়ে গেছে। পালানোর ঘটনা সম্পর্কে কেউ কিছু বলল না। আমি সেল থেকে আঙিনায়, আঙিনা থেকে সেলে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম, সালভিদিয়ার দেখা মিলল না। কেউ বললও না ওর কথা। তার মানে নিশ্চয়ই মারা গেছে ও। হয়তো পাথরে আছড়ে পড়েই মারা গেছে। সামনে ছিল বলে ওর উপর চোটটা গেছে বেশি। পেছনে ছিলাম বলেই হয়তো বেঁচে গেছি আমি।

ছাড়তে চাই অ্যাসাইলাম। কীভাবে? ওদের বোঝাতে হবে, সুস্থ হয়ে গেছি আমি, অন্তত ক্যাম্পে ফিরে যাবার মত সুস্থ হয়েছি।

চীফ অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে বললাম, 'মঁসিয়ে রোভিয়ে, রাতে ঠাণ্ডা লাগে আমার। যদি কথা দেই যে নষ্ট করব না, তা হলে শার্ট-প্যান্ট দেবে আমাকে?' ও তো তাজ্জব। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল, 'প্যাপিলন, বসো দেখি আমার পাশে। বলো তো, কী ঘটনা!'

'চীফ, আমি এখানে কেন? পাগলাগারদ না এটা? বুঝতে পারছি, পাগলদের সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাকে। তার মানে, আমার মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল?

www.BanglaBook.org

কীভাবে এলাম আমি এখানে, চীফ?'

'বেচারা প্যাপিলন! তোমার অসুখ হয়েছিল। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে, তুমি অনেকখানি ভাল হয়ে গেছ। কাজ করবে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কী কাজ করতে চাও?'

'যে-কোন কাজ।'

পোশাক দেওয়া হলো আমাকে। সেল পরিষ্কার করতে সাহায্য করলাম ওদের। রাত নটা পর্যন্ত খোলা রাখা হলো আমার সেলের দরজা। রাতের শিফটে স্তু যখন এল, তখন আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো!

একদিন অভারের এক কয়েদী আর্দালী কথা বলল আমাকে ডেকে। এর আগে কখনও তার সঙ্গে কথা হয়নি। আমি চিনতাম না ওকে। কিন্তু ও বলল, আমাকে ও ভালভাবেই চেনে। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল, 'এই অভিনয় চালিয়ে গিয়ে লাভ নেই কোন, প্যাপিলন।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'আমি কি বলতে চাই? সাত বছর ধরে পাগলদের দেখাশোনা করছি আমি। সবই বুঝি। প্রথম সপ্তাহেই বুঝেছি, পাগলামির ভান করছ তুমি।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'বলছি, কী হয়েছে। আমি সত্যি দুঃখিত, প্যাপিলন, সালভিদিয়ার সঙ্গে তোমার পালানোর চেষ্টা সফল হয়নি। প্রাণ দিতে হয়েছে ওকে। ওর জন্যে আমার সত্যি খুব দুঃখ হয়। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ও। অবশ্য পালাবার সময় আমাকে বলেনি কিছু। সেজন্যে আমার অভিযোগও নেই। যাই হোক, তোমার যদি কিছু দরকার হয়, বলো আমাকে—খুশি হব।'

ওর চোখের দিকে তাকালাম আমি সরাসরি। না, বিশ্বাস করা যায় লোকটাকে। বললাম, 'তুমি কী করতে বলো?'

'হাসপাতাল থেকে অ্যাসাইলামের জন্য ওষুধ আনতে যারা যায়, তাদের সঙ্গে পাঠাব তোমাকে আমি। একটু হাঁটাহাঁটিও হবে তোমার এতে। ঠিকমত আচার আচরণ শুরু করো। প্রতি দশটা কাজের মধ্যে আটটা যুক্তিসঙ্গত হলেই হলো। তবে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'ধন্যবাদ। তোমার নাম?'

'দুপোঁ।'

'ধন্যবাদ। তোমার উপদেশ ভুলব না আমি।'

পালাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর একমাস হয়ে গেছে। সবাই ভেবেছিল সালভিদিয়াকে খেয়ে ফেলেছে হাঙরে। কিন্তু ক'দিন পর ওর ভাসমান লাশ পাওয়া যায় উপকূলে। মাছে খেয়ে নিয়েছিল সমস্ত নাড়িভুঁড়ি এবং একটা পা। দুপোঁর কাছ থেকে সব শুনলাম।

দুপোঁকে বললাম, কোনভাবে একটা চিঠি পৌঁছাতে পারবে কিনা গ্যালগানির হাতে। চিঠিটা লিখতে চাই রোমিও সালভিদিয়ার মায়ের কাছে। গ্যালগানি কৌশলে চিঠিটা ভরে দেবে মেইলব্যাগে। দুপোঁ বলল, পারবে। লিখলাম:

www.BanglaBook.org

'মাদাম, তোমার ছেলে মুক্ত অবস্থায় মারা গেছে। সমুদ্রে। ওয়ার্ডারের দল এবং কারাগার থেকে দূরে। মুক্তি অর্জনের জন্য বীরের মত সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা গেছে সে। আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলাম যে, একজনের কিছু হলে আরেকজন তার পরিবারকে লিখে জানাব। আমি সেই বেদনাদায়ক কর্তব্য পালন করছি। সন্তান হিসাবে আমি তোমার হস্ত চুম্বন করছি।

প্যাপিলন, তোমার ছেলের বন্ধু'।

এই কর্তব্য পালনের পর ঠিক করলাম, দুঃস্বপ্নের মত ওই বিপর্যয়ের কথা ভাববই না আর কখনও। জীবন এ-রকমই। এখন আমাকে যা করতে হবে তা হলো, অ্যাসাইলাম থেকে বেরিয়ে যে-কোন মূল্যে ডেভিল'স আইল্যান্ডে পৌঁছুনো। সেখান থেকে ফের চেষ্টা করব পালাতে।

রু আমাকে তার বাগান করার কাজ দিল। দু'মাসের মধ্যে বাগান এমন চমৎকার সজীব হয়ে উঠল যে, গর্দভটা আর আমাকে ছাড়তে চায় না। অ্যাটেনড্যান্ট একদিন বলল, ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাকে কিছুদিনের জন্য ক্যাম্পে পাঠাবে, পরীক্ষামূলকভাবে। কিন্তু রু রাজি হচ্ছে না কিছুতেই।

আজ সকালে বাগানে গিয়ে সমস্ত স্ট্রবেরি গাছ উপড়ে ফেললাম আমি। রু তো রেগে আগুন। ডাক্তার বলল, 'না, একে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেবার জন্যে ক্যাম্পে পাঠাতেই হবে।'

ক্যাম্পে কিছুদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হলো আমাকে। ডাক্তার আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করি, সিগারেট খাই। ওরা আমাকে লালী জোরাইমার কথা জিজ্ঞেস করে। আমার অতীত জীবনের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। এর মধ্যে আমাকে ডেভিল'স আইল্যান্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য একদিন অনুরোধ করলাম ডাক্তারকে। হয়ে গেল।

ডাক্তার এবং তার স্ত্রী জানত, কেন আমি ডেভিল'স আইল্যান্ডে যেতে চাই। আমি বলেছি, 'ডাক্তার, আর পারছি না এই বন্দী জীবন নিয়ে। আমাকে ডেভিল'স আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দাও। হয় পালিয়ে যাব, নয়তো শেষ হয়ে যাব মুক্তির চেষ্টায়। তবু শেষ হোক এই নরকযন্ত্রণার।'

'জানি, প্যাপিলন, তুমি কী বলতে চাইছ। এই জঘন্য অনাচার আর নিষ্পেষণ আমিও আর চোখে দেখতে পারছি না। বিদায়। তোমার কল্যাণ হোক।'

সাত

ডেভিল'স আইল্যান্ড

ড্রেফুসের আসন

আইল ডু স্যালুটের তিনটে দ্বীপের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে উত্তরে, এবং সরাসরি বাতাস আর স্রোতের পথের উপর। এখানে কয়েদীদের থাকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা মাত্র ব্লক। সাধারণ কয়েদীদের এখানে থাকবার কথা নয়। কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বরাদ্দ এই ডেভিল'স আইল্যান্ড। তারা প্রত্যেকে ঢেউ টিনের ছাদ দেওয়া আলাদা এক একটা ঘরে থাকে। সোমবারগুলোতে এদের সপ্তাহের রেশন দিয়ে দেওয়া হয়। আর প্রতিদিন দেওয়া হয় পাঁউরুটি। রান্না-বান্না নিজেদের করতে হয়। প্রায় ত্রিশজন আছে এখানে। মেডিক্যাল অ্যাটেনডান্ট ডা. লেগার। লিয়নস্ কিংবা তার কাছাকাছি কোথাও ছিল তার বাড়ি। পরিবারের সবাইকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। রাজবন্দীদের সুযোগ সুবিধা বেশি: ওরা ট্রান্সপোর্টিদের কারও বিরুদ্ধে কায়েনে অভিযোগ করে পাঠালে তাকে রয়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

রয়েল আর ডেভিল'স আইল্যান্ডের মাঝখানে মোটা তারের কেবল টাঙানো, কারণ প্রায়ই আবহাওয়া এত খারাপ থাকে যে, রয়েল থেকে নৌকা এসে ডেভিল'স-এ ভিড়তে পারে না।

ক্যাম্পের চীফ ওয়ার্ডার সাঁতোরী। ওয়ার্ডারের সংখ্যা তিন। সাঁতোরী শাসিয়ে গেল, 'আশা করি ঠিকঠাক মত চলবে। আমাকে যদি না ঘাঁটাও, শান্তিতে থাকতে পারবে। আর তা না হলে কপালে কষ্ট আছে।'

গেলাম ক্যাম্পে। ছ'জন কয়েদী। দু'জন চীনা, দু'জন নিগ্রো, একজন এসেছে বোরডো থেকে, আরেকজন লিলে থেকে। একজন চীনা চেনে আমাকে। সেইন্ট লরেন্টে একসঙ্গে ছিলাম। ও ইন্দোচীনা। সেখানকার অপরাধী বসতি এলাকা পুলো কনডর-এর বিদ্রোহের পর যে-ক'জন প্রাণে বেঁচেছে, ও তাদের একজন, ডাকাতি ছিল ওর পেশা। সাম্পান আক্রমণ করে লুটপাট করত, কখনও কখনও খুন করত আরোহীদের সবাইকে। মাত্রাতিরিক্ত ভয়ঙ্কর লোক। তবে আমাদের সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল চমৎকার। পছন্দ করতাম ওকে আমি, বিশ্বাস করতাম।

'ভাল আছ, প্যাপিলন?'

'ভাল, চ্যাং। তুমি?'

'ভাল। জায়গাটা মন্দ নয়। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। দিনে দু'বেলা রান্না করি আমি। তুমি মাছ ধরে আনবে সমুদ্র থেকে। প্রচুর মাছ এখানে।'

ব্লকের ভিতরে এসে ঢুকল সাঁতোরী। 'বাহ্, এর মধ্যেই গুছিয়ে নিয়েছ? বেশ। আগামীকাল সকাল থেকে চ্যাং-এর সঙ্গে গিয়ে শুয়োরগুলোকে খাওয়াবে। নারকেল ছিলে দু'টুকরো করে কাটতে হবে। যেগুলোর দাঁত ওঠেনি সেগুলোর জন্যে নরম শাঁস কুচি কুচি করে কেটে দেবে। আবার বিকেল চারটায় খাওয়াবে। সকাল-বিকাল একঘণ্টা করে দু'ঘণ্টা কাজ ছাড়া বাকি সময়টা দ্বীপে যা খুশি করতে পারো। মাছ ধরতে গেলে আমার জন্যে দেবে দু'পাউন্ড, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, মঁসিয়ে সাঁতোরী।'

'জানি, পালাবার জন্যে তুমি এক পায়ে খাড়া। কিন্তু সেজন্যে ভাবি না আমি। কারণ পালানো এখান থেকে অসম্ভব। রাতের বেলা তালা মারা থাকবে। তবুও দু'একজন ঠিকই বাইরে বেরোয়, জানি। রাজবন্দীদের ব্যাপারে সাবধান। ওদের ঘরের আশেপাশে যেও না। জঙ্গল কাটার বড় দা আছে ওদের কাছে। মুরগী বা ডিমচোর ভেবে একেবারে দু'ফাঁক করে দেবে মুণ্ডু।'

www.BanglaBook.org

শ'দুয়েক শুয়োরকে খাইয়ে-দাইয়ে চ্যাং-এর সঙ্গে গোটা দ্বীপ ঘুরে বেড়াই। এখানকার সবকিছু ওর নখদর্পণে। সমুদ্রের কাছে রাস্তার উপর দেখা হলো সাদা-দাড়ি এক বুড়োর সঙ্গে। সাংবাদিক ছিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে লিখত। দেখা হলো এডিথ ক্যাভেলের হত্যাকারী ইংরেজটার সঙ্গে, ১৯১৫ সালে ইংরেজ বিমান সেনাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল সে।

মেডিক্যাল আর্দালী ও রাজবন্দীদের জন্য বরাদ্দকৃত একটা ঘরে থাকে। ডা. লেগোর। লম্বা, শক্তসমর্থ নোংরা চেহারা। সাদা চুলে ছাওয়া মুখটাই শুধু পরিচ্ছন্ন। হাতে আধা শুকনো ঘা।

'কিছু লাগলে এসো, পাবে। তবে অসুখ না হলে আসবে না। অতিথি পছন্দ করি না আমি, খোশ-গল্প পছন্দ করি আরও কম। মুরগী বা মুরগীর ডিম বিক্রি করি, নিতে পারো। লুকিয়ে-চুরিয়ে কচি শুয়োর মারো যদি কখনও, একটা রান দিও আমাকে। তার বদলে পাবে একটা মুরগী আর ছ'টা ডিম। আর এই রাখো কুইনিনের শিশি। একশো বিশটা বড়ি আছে। পালাবার কথা ভেবেই তো এসেছ এখানে? তার আশা কম। তবু যদি পালাতে পারো কখনও, তা হলে কাজে লাগবে জঙ্গলে গিয়ে।'

সকালে বিকেলে প্রচুর পরিমাণে লাল মালিট মাছ ধরি। ওয়ার্ডারদের মেসে প্রতিদিন পাঠাই আট-ন'পাউন্ড। সাঁতোরী তো মহাখুশি। ওকে কেউ কোনদিন এত ল্যাংগুস্টাইন বা নানারকম মাছ খাওয়ায়নি।

ডা. জারমেইন গুইবার্ট গতকাল কিছুক্ষণের জন্য ডেভিল'স আইল্যান্ডে এসেছিল রয়েলের গবর্নরের সঙ্গে। প্রথম যে মহিলা পা রাখল এই দ্বীপে, সে মিসেস গুইবার্ট। সে-ও এসেছে সঙ্গে। গবর্নর বলল, কোন বেসামরিক নাগরিক আজ পর্যন্ত পা রাখেনি এখানে। মহিলার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলার সুযোগ হলো। তার সঙ্গে গিয়ে বসলাম একটা বেঞ্চে। এখানেই ফ্রান্সের দিকে মুখ করে বসে থাকত ড্রেফুস।

মহিলা বলল, 'শিগ্‌গিরই যদি পালাতে পারো তুমি, তা হলে এ-ই আমাদের শেষ দেখা। যাবার আগে আমাকে স্মরণ করে এই পাথরের উপর এসে বোসো একবার। মনে মনে আমাকে বিদায় জানিয়ো।'

তারের উপর দিয়ে যখন খুশি ডাক্তারকে মাছ পাঠাবার অনুমতি নিলাম গবর্নরের কাছ থেকে। সাঁতোরীও রাজি হলো।

বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা।

দ্বীপের উত্তরে সমুদ্র থেকে প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে ড্রেফুসের বেঞ্চ। বসে রইলাম আমি।

১৯৪১ সাল এটা। এগারো বছর ধরে আটক আছি কারাগারে। জীবনের সেরা সময়টা আমি হয় কাটিয়েছি সেলে নয়তো অন্ধকূপে। এর মধ্যে মাত্র সাত মাস ছিলাম মুক্ত, ইন্ডিয়ান উপজাতীয়দের সঙ্গে। আমার ইন্ডিয়ান স্ত্রীদের সন্তানদের বয়স হয়েছে এখন আট বছর করে। কী সাংঘাতিক! সময় বয়ে যায় কত তাড়াতাড়ি! এর মধ্যে বয়সও হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশ। কতবার পালিয়েছি আমি? হাসপাতাল থেকে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার কলম্বিয়ার রিওহাচা থেকে। তৃতীয়, চতুর্থ,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চম ও ষষ্ঠবার পালাবার চেষ্টা করেছি বারানকুইলা থেকে। সৌভাগ্যের মুখ আমি দেখিনি। সপ্তমবার পালাবার চেষ্টা করলাম রয়েল থেকে। টিক্ষর লেগার্ড সেলিয়ারের জন্য হলো না। অষ্টমবার পালাবার চেষ্টা করলাম আসাইলাম থেকে। ভুল, একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেল এবার। ভেলা ভাসাবার জায়গাটা সালভিদিয়াকে ঠিক করতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করলাম। কসাইখানা থেকে দু'শো গজ পেছনে গিয়ে যদি ভাসাতাম ভেলাটা, তা হলে কেউ বেরিয়ে চলে যেতে পারতাম সমুদ্রে।

ড্রেফুস তো হতাশ হয়নি কোনদিন। তার স্মারক এই পাথরের আসন। সে পুনর্বাসনের অধিকারের জন্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেছে। তা হলে আর একবার পালাবার প্রস্তুতি নেব না কেন আমি? তবে পালাব বা মরব, এই ধারণাটা ত্যাগ করতে হবে আমাকে। মরব কেন? মুক্ত হতে হবে আমাকে, জয়ী হতে হবে। আর কোন ভাবনা ঠাঁই দেব না মনে।

ড্রেফুসের আসনে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবি। এভাবে একদিন একটা চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করে ফেললাম। দেখলাম, ড্রেফুসের আসনের ঠিক নীচে খাড়া পাহাড়ের গায়ে টন টন পানির বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড বেগে। কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে। কারণ পেছনে পাহাড়ের গা থেকে একটু ভিতরে পনেরো-বিশ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে শিলাখণ্ডের একটা বিশাল অশ্বখুরাকৃতি এলাকা। পানি গিয়ে আটকে যায় সেখানে। একটু থামে। তারপর সবটা পানি এক সঙ্গে গড়িয়ে যায় সমুদ্রে।

ব্যাপারটা দারুণ। যদি এক বস্তা নারকেল নিয়ে ফিরতি ঢেউয়ের মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তা হলে নির্ঘাত পৌঁছে যাব সমুদ্রে। শুয়োরের ঘরে পাটের বস্তার অভাব নেই।

ঠিক করলাম আগে একবার পরীক্ষা করে দেখব। বস্তার ভিতরে থাকবে নারকেল, নীচে পাথর বেঁধে দেব, যাতে স্রোতের মুখেও স্থির থাকে নারকেল-বস্তার ভেলা।

দ্বীপের এই দিকটা নিরাপদও। কারণ জায়গাটা একেবারে খোলামেলা। ফলে কেউ ধারণাও করতে পারবে না, এদিক দিয়ে কেউ পালাতে পারে। তা ছাড়া এখান থেকে যাত্রা শুরু করলে আমি সোজা গিয়ে পড়ব সমুদ্রে, রয়েলের দিকে ভেসে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু নারকেল ভর্তি বস্তা একা এখানে নিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব। চ্যাং-এর সাহায্য চাইলাম আমি। রাজি হয়ে গেল ও। বস্তা নিয়ে এসে এমনভাবে রাখলাম, যাতে কেউ হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারি যে, কাঁকড়া ধরার জন্য ঘের তৈরি করছি। পূর্ণিমা রাত। রূপালি আলোয় সব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। জায়গামত এসে দাঁড়ালাম দু'জন। সমুদ্রের গর্জনে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। পানি ছিটকে উঠে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজে গেল আমাদের। তা সত্ত্বেও ফিরতি ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিলাম ভেলাটা। পানি অশ্বখুরে ঢুকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ।

www.BanglaBook.org

তারপর খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল বস্তাটা।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম, 'চ্যাং, কাজ হয়েছে! চিন্তা নেই।'

'দাঁড়াও, দেখা যাক, ফিরে আসে নাকি।'

মিনিট পাঁচেক পরেই পঁচিশ ফুট উঁচু এক বিশাল ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ফিরে এল বস্তাটা। আছড়ে পড়ল পাথরের গায়ে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বস্তা। ভেসে গেল নারকেলগুলো।

ফিরে এলাম আমরা দু'জন।

চ্যাং বলল, 'এভাবে হবে না, প্যাপিলন। বরং রয়েল থেকে চেষ্টা করা ভাল।'

'কিন্তু রয়েল থেকে পালালে ধরা পড়ে যাব দু'ঘণ্টার মধ্যে। ওদের ওখানে তিনটে বোট, তুলে আনবে সমুদ্র থেকে। এখানে কোন বোট নেই। রয়েলের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং রয়েলে গিয়ে নৌকা আনিয়ে আমাকে খুঁজে বের করতে সারাদিন লেগে যাবে। তা ছাড়া ওরা নিশ্চয় ভাববে, মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে মরেছি আমি। না, ডেভিল'স্ আইল্যান্ড থেকেই পালাতে হবে।'

কিন্তু কীভাবে? যখনই সময় পাই ড্রেফুসের আসনটায় গিয়ে বসি। সমুদ্র দেখি মনোযোগ দিয়ে। এভাবেই একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আরেকটা অদ্ভুত জিনিস। মনে হলো, কী বোকামিটাই না করেছি এতদিন। দেখলাম, বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু যে ঢেউয়ের মাথায় উঠে ফিরে এসেছে আমার বস্তা, সেরকম এক একটা ঢেউ আসে ছ'টা সাধারণ ঢেউয়ের পর; নিয়মিতভাবে।

দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থেকে দেখলাম, এই নিয়মেই আসছে ঢেউ। প্রথম ছ'টা ঢেউয়ের মাথায় ফেনা থাকে। কিন্তু সপ্তম ঢেউয়ের মাথায় কোন ফেনা থাকে না। প্রায় তিনশো গজ দূর থেকে ওঠে ঢেউটা! যখন আসে, প্রচণ্ড বজ্রগর্জনের মত শব্দ পাওয়া যায় দূর থেকেই, কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হয়। ঢেউটা এসে আছড়ে পড়ে অশ্বখুরের মুখে। পানি ওঠে আরও বেশি। দাঁড়ায় দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড। তারপর প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে বড় বড় পাথরের চাঁই পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

আবার পরীক্ষা। দশটা নারকেল আর চল্লিশ পাউন্ড পাথর দিয়ে বিশাল সপ্তম ঢেউয়ের মাথায় ছেড়ে দিলাম একটা বস্তা। হ্যাঁ, সেটা আর ফিরল না। বিশাল ঢেউটা বস্তাটাকে এত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল যে, পরবর্তী ঢেউগুলো আর এর নাগাল পেল না। কিন্তু আবার দু'টো ঢেউয়ের পর তিনশো' গজ দূর থেকে যখন সপ্তম ঢেউটি উঠল তখন বস্তাটা চলে গেছে তার নাগালের বাইরে। আবারও পরীক্ষা করে দেখলাম বস্তা ভাসিয়ে। ফল হলো একই।

ফিরে এলাম ক্যাম্পে, আশা আর আনন্দ বুকে নিয়ে। ভেলা ভাসাবার পথ পেয়ে গেছি। তবে সাবধানে ঠিক করতে হবে সব। বস্তার নীচে ওজন দিতে হবে হিসাবমত, যাতে ভেলা উল্টে বা ডুবে না যায়। দুটো বস্তার ভিতরে নারকেল ভরে তার নীচে প্রায় তিনশো পাউন্ডের পাথরের চাঁই বাঁধতে হবে। চ্যাং শুনল গভীর মনোযোগ দিয়ে। বলল, 'তবু, প্যাপিলন, চূড়ান্ত পরীক্ষা চালাতে হবে।'

দু'জনে মিলে দু'বস্তা নারকেলের নীচে একশো পঁচাত্তর পাউন্ডের তিনটে

www.BanglaBook.org

পাথর বেঁধে তৈরি হলাম।

'সেইন্ট জোসেফে যে মেয়েটাকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, কী ছিল তার নাম?'

'লিসেত।'

'সাত নম্বর ঢেউয়ের নাম হবে তা হলে লিসেত। ঠিক আছে?'

'তাই হবে।'

এক্সপ্রেস ট্রেনের মত গর্জন করতে করতে এসে গেল লিসেত। ভেঙে পড়ল প্রচণ্ড গর্জনে। পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল আমাদের। ছেড়ে দিলাম ভেলা; তারপর এক এক করে এল ছ'টা ঢেউ। ভেলা ফিরে এল না। আবার এল সপ্তম ঢেউ লিসেত। না, বস্তার ভেলা ফিরল না। দ্রুত উঠে এলাম আমরা ড্রেফুসের বেঞ্চের কাছে, দেখা যায় নাকি ভেলাটা। চারবার দেখতে পেলাম ভেলাটাকে; দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে ভেসে যাচ্ছে। পরীক্ষা পুরোপুরি সফল। সুতরাং লিসেতের পিঠে চড়ে পালিয়ে যাব এবার ডেভিল'স আইল্যান্ড ছেড়ে।

সিলভেইনকে বললাম পরিকল্পনাটার কথা। সে মাত্র তিন দিন হলো এসেছে ডেভিল'স আইল্যান্ডে। আমার সঙ্গে যেতে ও রাজি আছে কিনা জানতে চাইলাম। বললাম, দু'জনে পালাব আলাদা আলাদা ভেলায় করে। মেইনল্যান্ডে গিয়ে উঠব যার যার মত আলাদা। সেখান থেকে এক সঙ্গে পালিয়ে যাব দু'জনে, অন্য কোন দেশে। জঙ্গলের ভিতর একা কাটানো চাট্টিখানি কথা নয়।

সাফল্যের সম্ভাবনা সিলভেইনকে বোঝাতে লাগল এক সপ্তাহ।

'আচ্ছা, না হয় আমাদের ভেলা ডেভিল'স আইল্যান্ডে ফিরে আসবে না, কিংবা রয়েলে গিয়ে ঠেকবে না, কিন্তু কতদিনে গিয়ে পৌঁছবে মেইনল্যান্ডে?'

'সত্যি বলতে কি, সিলভেইন, জানি না। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করবে সেটা। বাতাস তেমন সাহায্য করবে না আমাদের। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকলেই ভাল, স্রোতের টান বাড়বে, আমরা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাব দ্রুত; সাত থেকে দশটা জোয়ার লাগবে বড় জোর। বাতাসের জোর না থাকলেও আমরা আটচল্লিশ থেকে ষাট ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব মেইনল্যান্ডে। এখান থেকে মেইনল্যান্ড সোজাসুজি পঁচিশ মাইল। কিন্তু বাতাসের টানে, স্রোতের ধাক্কায় সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণ বরাবর মেইনল্যান্ডে পৌঁছুতে আমাদের অতিক্রম করতে হবে বড়জোর পঁচাত্তর থেকে একশো মাইল। আর আমরা উপকূলের যতই কাছে যাব, স্রোত টানবে তত সোজাসুজি।'

সিলভেইন বুদ্ধিমান ছেলে, বুঝল আমার কথা। বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, ঠিকমত আবহাওয়া পেলে আমরা ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারব।'

'তা হলে আসছ আমার সঙ্গে?'

'ধরো, পৌঁছে গেলাম মেইনল্যান্ডের উপকূলবর্তী জঙ্গলে। তারপর কী করব?'

'আমাদের যেতে হবে কাউরাউ-এর উপকূলে। সেখানে আছে জেলেদের একটা ছোট্ট গ্রাম। তবে সাবধান থাকতে হবে। কয়েদীদের একটা ক্যাম্প আছে ওখানে। ওখান থেকে ক্যায়েন বা চীনা ক্যাম্প ইনিনি যাবার পথ পাব। কোন কয়েদী বা কৃষ্ণাঙ্গকে ধরতে হবে আমাদের ইনিনি পৌঁছে দেবার জন্যে। লোকটা

www.BanglaBook.org

যদি ব্যবহার ভাল করে তবে ওকে পাঁচশো ফ্রাঁ দিয়ে ভাগিয়ে দেব। আর কয়েদী হলে পালাতে বলব আমাদের সঙ্গে।'

'ইর্নিনিতে ইন্দো-চীনাদের ক্যাম্পে কেন যাব?'

'চ্যাং-এর ভাই থাকে ওখানে।'

চ্যাং বলল, 'হ্যাঁ, আমার ভাই কুইক-কুইক থাকে ওখানে। একবার গিয়ে পৌঁছুতে পারলে পালাবার জন্যে যা সাহায্য দরকার, পাবে ওর কাছ থেকে। চীনারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না। জঙ্গলে গিয়ে যে-কোন চীনাকে বললেই সে কুইক-কুইকে খবর দেবে।'

সিলভেইন বলল, 'তোমার ভাইকে ওরা কুইক-কুইক বলে কেন?'

'জানি না। ফরাসীরা ওকে কুইক-কুইক বলে। তাই চলছে। তবে সাবধান, মেইনল্যান্ডের কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পাবে কাদায় সয়লাব। কাদায় পা দেবে না কোন অবস্থাতেই। ওই কাদা হচ্ছে চোরাবালির মত, পা রাখলেই ধীরে ধীরে কাদার ভেতর ঢুকে যাবে। তীরের কাছে গিয়ে পরবর্তী জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবে। জোয়ারের টানে ভেসে যাবে জঙ্গল পর্যন্ত, তারপর গাছের ডাল ধরে নেমে যাবে আস্তে আস্তে। নইলে মারা পড়বে বলে দিচ্ছি।'

'সিলভেইন, কাদায় কিন্তু সত্যি পা রাখা যাবে না, মনে রেখো।'

'ঠিক আছে, প্যাপিলন। যাব তোমার সঙ্গে।'

ঠিক করলাম, একই ধরনের দুটো ভেলা বানাব আমরা। কিন্তু সমুদ্রে গিয়ে যদি হারিয়ে যাই দু'জন তা হলে কীভাবে দেখা পাব? 'কাউরাউ থেকে দশ মাইল দক্ষিণে আছে একটা সাদা পাহাড়,' সিলভেইনকে বললাম, 'দিনের আলো পড়লে পাহাড়টা স্পষ্ট দেখা যায়। ওরকম পাহাড় উপকূলে আর নেই। পাখির বিষ্ঠায় সাদা রঙ হয়েছে। ওটার ডাইনে-বাঁয়ে কিন্তু কাদা, সাবধান। ওখানে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। খেতে হবে পাখির ডিম আর সঙ্গের নারকেল। পরস্পরের জন্যে আমরা ওখানে অপেক্ষা করব পাঁচদিন।'

ভেলা তৈরি হলো। দশদিন ট্রেনিং নিলাম আমরা। 'ভেলায় উঠে শুয়ে থাকাটাই সবচেয়ে নিরাপদ হবে। ঘুমোনো যাবে না। কারণ সমুদ্রে একবার পড়ে গেলে ভেলাটা আর ধরা সম্ভব নাও হতে পারে। আমরা দশটা করে নারকেল নিচ্ছি সঙ্গে। চ্যাং আমাদের জন্যে বানিয়ে দিল একটা করে ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগ।

রোববার রাত দশটায় পালাব আমরা। পূর্ণিমার ঢেউ উঠবে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ ফুট উপরে। চ্যাং সকালে আমাদের শুয়োরের মাংস খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে। রাত আটটায় জোয়ার শুরু হয়ে যাবে। গোটা শনিবার ও রোববার ঘুমোব আমরা।

শনের দিনুনো দড়ি আর পিতলের তার দিয়ে বাঁধলাম আমার বস্তাদুটো। এর উপর একটা পরিত্যক্ত কুয়া থেকে দশ ফুট লম্বা একটা শিকল এনে সেটা দিয়েও পেঁচিয়ে বাঁধলাম বস্তাদুটো, যাতে কোন অবস্থাতেই আলাদা না হয়ে যায়। তা ছাড়া যদি কখনও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তা হলে শিকলটা কোমরে জড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারব।

আর তিন দিন বাকি। ড্রেফুসের আসনে বসে আলোচনা করি আমি আর

www.BanglaBook.org

সিলভেইন। চ্যাং আমাদের জন্য দশটা নারকেলের শাঁস তুলে দেবে। চাকু আর ভারি ছোরা চুরি করে এনে দেবে স্টোর থেকে।

চ্যাংকে বললাম, 'সাভোরী সোমবার সকালে যখন জিজ্ঞেস করবে তখন কী বলবে তুমি?'

'আমি বলব "চীফ, প্যাপিলন আর সিলভেইন আজ কাজ করতে আসেনি।" ব্যস! এর চেয়ে বেশিও বলব না, কমও বলব না।'

আট

ডেভিল'স আইল্যান্ড থেকে পলায়ন

রোববার। সন্ধ্যা সাতটায় ঘুম থেকে জাগলাম। রাত ন'টার আগে চাঁদ উঠবে না। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে গুটিকয়েক মাত্র তারা। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জলভরা মেঘ। আইন ভেঙে রাতের বেলা প্রায়ই মাছ ধরতে যেতাম আমরা। ফলে সন্দেহ করল না কেউ। গেটের কাছে দেখলাম এক বিশালদেহী মোটাসোটা আরব ফিরছে তার ছেলে-বন্ধুকে নিয়ে। নিশ্চয় কোন ঝোপঝাড়ে কুকর্ম করতে গিয়েছিল। চোখে মুখে পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

টিলার গর্তে লুকিয়ে রাখা ভেলা দুটো। বের করলাম আমরা। ভিজে একসা হয়ে গেলাম তিনজনই। টিলার চূড়ার কাছে ভেলাটা নিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করল সিলভেইন ও চ্যাং। ভেলার সঙ্গে চেন দিয়ে আমার বাঁ হাতের কব্জি আটকে নিলাম। সিলভেইন গিয়ে উঠল আর একটা চূড়ায়। চাঁদ উঠে গেছে। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। মাথায় একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে নিলাম আমি। এক এক করে দুটো ঢেউ গুণতে হবে। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। চ্যাং এসে দাঁড়াল আমার কাছে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।

সিলভেইন চিৎকার করে উঠল, 'আর একটা ঢেউ বাকি!'

লিসেত এগিয়ে এল গীর্জার চূড়ার মত উঁচু হয়ে। চ্যাং আমার পাশে। আছড়ে পড়ল লিসেত টিলার উপর।

প্রায় একই মুহূর্তে আমরা ভেলা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম লিসেতের ভিড়ের ভিতর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়লাম উপকূল থেকে তিনশো গজ দূরে। সিলভেইন এখনও ওর ভেলার উপর উঠতে পারেনি। দু'মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আমি উঠে পড়েছি আমার ভেলায়। চ্যাং দৌড়ে উঠে গেছে ডেক্রুসের বেঞ্চের কাছে। একটুকরো সাদা কাপড় নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। আমরা সরে এসেছি সমুদ্রের আরও ভিতরে। এখন আর ফেনা নেই পানিতে। ঢেউ আর কিছুতেই ডেভিল'স আইল্যান্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না আমাদের।

একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠে শেষ বারের মত দেখতে পেলাম চ্যাংকে। সিলভেইন আমার পঞ্চাশ গজ সামনে। সমুদ্রের ঢেউ এখন আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেইনল্যান্ডের দিকে। রাত কেটে গেল নিরাপদেই।

সূর্য উঠল দিগন্ত ফুঁড়ে। অর্থাৎ ছ'টা বাজে। আমরা এত নীচে রয়েছি যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপকূল দেখা যাচ্ছে না আর।

সাফল্যের আনন্দে হাসছি আমি। সাবধানে উঠে বসলাম ভেলার উপর। একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে টান দিলাম। এখন আর কোন ভয় নেই। সিগারেট শেষ করে কয়েক মুঠো নারকেল খেয়ে নিলাম। তারপর ধরালাম আরও একটা সিগারেট। সিলভেইন অনেকখানি দূরে। মাথার উপর প্রখর সূর্য। মনে হচ্ছে, খুলির ভিতরে টগবগ করে ফুটছে ঘিলু। তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় পেঁচিয়ে নিয়ে খুলে ফেললাম উলের সোয়েটার।

খোদা! উল্টে গেল আমার ভেলাটা, হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কায়। পেটের ভিতরে ঢুকে গেল বেশ খানিকটা লোনা পানি। পারছি না। সোজা করে আনতে পারছি না ভেলাটাকে। শেকল-বাঁধা হাত নাড়তে পারছি না ভাল করে। শেষ পর্যন্ত উঠে বসলাম ভেলার উল্টো পিঠেই। হাতের কব্জি থেকে খুলে ফেললাম শেকল।

সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে রোদে। পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে দেখলাম আরও খারাপ ফল হচ্ছে। রোদের তাপে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকছে লবণ। আর তার যা জ্বলুনি!

দুপুরের দিকে বাতাস পড়ে গেল একেবারে। মনে হলো, ভেলা চলছেই না একেবারে। প্রচণ্ড বাতাসের জোর থাকলে সত্যি খুব ভাল হত! এদিকে ডান পায়ে খিল ধরে গেছে। এ আর এক যন্ত্রণা!

বিকেল হয়ে গেল। বিকেলের দিকে বাতাসের বেগ বাড়তে থাকল ক্রমশ। উপকূলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম দ্রুত।

সিলভেইনকে দেখা যাচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলেছে ও। হাত নাড়ল। আমি হাত দিয়ে পানি কেটে কেটে ওর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করছি। আর ও চেষ্টা করছে ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে।

এইবার পালাবার জন্য উপযুক্ত একজন সঙ্গী বেছে নিয়েছি আমি। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। খাবার দরকার। কিন্তু খাবার তো সব এখন ভেলার নীচের দিকে। ভেলাটাকে সোজা করে নেবার চেষ্টা করলাম আবার। হলো না। ঠোঁট ফেটে গিয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি। ঢেউয়ের বিপরীতে এসে উল্টো দিকের কিনারায় জোরে চাপ দিয়ে উল্টে দেবার চেষ্টা করলাম আমি ভেলাটাকে। পাঁচ বারের বার সফল হলাম।

প্রথমে দু'মুঠো নারকেল খেলাম চিবিয়ে। সঙ্গের বোতল থেকে মিঠা পানি খেলাম। তারপর একটা সিগারেট। আহ্, শান্তি।

সন্ধ্যা নামার ঠিক আগের মুহূর্তে সিলভেইন বার বার ওর তোয়ালে নেড়ে শুভরাত্রি জানাল।

বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল সন্ধ্যার পরই। বাতাসের বেগ বাড়ল। আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় নিশ্চিত হলাম, রাতে বৃষ্টি হবে না।

কীভাবে নিরাপদে শুয়ে থাকা যায়? ভেলার দড়ির সঙ্গে অনর্থক পেঁচিয়ে রাখা শেকল যতটা সম্ভব ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর শেকলটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলাম। এখন পড়ে গেলেও ভেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয় নেই। হাওয়ার বেগ আরও বাড়ল। বাড়ল ঢেউও। কিন্তু এর ভিতর দিয়েই চমৎকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছন্দোবদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলল আমার নারকেল বস্তার ভেলা।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগও বাড়তে লাগল। লাফাচে চাঁদ উঠেছে আকাশে। কিন্তু ঘুমানো চলবে না কিছুতেই। পানির ছাঁটে কোমর পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ঝিমুনির বিরাম নেই। লাইটার বের করে ডানায়, উরুতে, ঘাড়ের পাশে আগুনের ছেঁকা দিলাম, এতে যদি দূর হয় ঘুম! তবু কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ বিশাল একটা ঢেউ ভেঙে পড়ে ভিজিয়ে দিল আমাকে আপাদমস্তক। ঠাণ্ডায় কাঁপন ধরে গেল আমার। কিন্তু কাজ হলো এতে। চোখের পাতা খোলা রাখার জন্য আর চেষ্টা করতে হলো না এরপর।

পা দুটো শক্ত হয়ে গেছে একেবারে। শুয়ে শুয়েই পা দুটোকে ভাঁজ করে আনলাম। পর্যায়ক্রমে ঘষতে থাকলাম পা দুটো। শেষে বসলাম জোড়াসন করে। চাঁদের আলোয় সিলভেইনকে দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু যতদূর দেখতে পাচ্ছি, কোথাও ওর ভেলাটা নেই। কোথায় গেল সিলভেইন! ওকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে।

বাতাসে আঙুল শুকিয়ে নিয়ে মুখের ভিতরে পুরে সর্বশক্তি দিয়ে শিস বাজালাম। কেউ জবাব দিল না। ও পারে তো শিস দিতে? আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বোকামি হয়ে গেছে। তা হলে? মুখের দু'পাশে হাত রেখে জোরে শব্দ করলাম 'হো-হো!' বাতাসের শোঁ শোঁ আর ঢেউয়ের ছপ ছপ শব্দের ভিতরে মিলিয়ে গেল আমার স্বর। জবাব দিল না কেউ।

আস্তে আস্তে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। না। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে কোথাও নেই সিলভেইন। তবে কি ও আমার পেছনে? মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাবার সাহস পেলাম না। বাঁ দিকে দেখলাম গভীর কালো একটা রেখা। সম্ভবত মেইনল্যান্ডের উপকূলীয় জঙ্গল ওটাই।

চাঁদ গিয়ে ঠেকেছে পশ্চিমের দিগন্তে, লাল। চাঁদ ডুবে যাবার কতক্ষণ পর সূর্য উঠবে জানি না। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, গত রাতে চাঁদ ডোবার কতক্ষণ পর সূর্য উঠেছিল। মনে নেই। তখনই লক্ষ করলাম পূর্ব দিগন্তে লালের আভা। সূর্য উঠছে। পশ্চিমে লাল আভা রেখে ডুবে যাচ্ছে চাঁদ। পাঁচটা বাজে তা হলে।

ভোর হতেই বাতাসের বেগ আবার বাড়তে শুরু করল। ভেলার গতিও বাড়ল আরও একটু।

সমুদ্রে আছি প্রায় ত্রিশ ঘন্টা। দিনের গরমটা অসহ্য! মেইনল্যান্ডে জীবিত পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা এখন শতকরা নব্বই ভাগ। এখন পর্যন্ত এই অভিযানে একটা হাঙরও দেখিনি। এটাও কম ভাগ্যের কথা নয়! এবারের পালানোর ধরনটাই আসলে ঠিক হয়েছে। চুল-চেরা হিসাব-নিকাশের বালাই নেই—দু'বস্তা নারকেলের উপর চড়ে বাতাসের উপর ভরসা করে সমুদ্রে ভেসে পড়া! বাতাসের এই বেগ যদি বজায় থাকে তা হলে বিকেলের মধ্যে মেইনল্যান্ডে পৌঁছে যাব।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রবল প্রতাপ দানব উদিত হলো আমার পেছনে। মনে হলো, সবকিছুকে ভাজাভাজা করে ফেলবে সে। প্রচণ্ড গরমে পুড়ে ছারখার হবার জোগাড় হলাম। মনে হলো, শিরার ভিতর ফুটছে রক্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনেই জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। ভেলা ঢেউয়ের উপরে উঠলে দেখতে পাচ্ছি গাছপালার মাথা। আস্তে আস্তে ভেলার উপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কোথাও সিলভেইনকে নজরে পড়ে কিনা!

সূর্য আরও উপরে উঠে এল। আমার বাঁ চোখে পিচুটি জমে চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পানি দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম।

. একটা বড় ঢেউয়ের মাথায় উঠে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার বন্ধুকে। বসে আছে ওর ভেলার উপর। আমাকে দেখতে পায়নি। আমার বাঁয়ে কিছুটা এগিয়ে আছে ও। প্রায় দুশো গজ সামনে। ওকে ধরার জন্যে সোয়েটারের হাতার ভিতরে দু'হাত ঢুকিয়ে নীচের দিকটা দাঁতে চেপে ধরে পালের মত তুলে ধরলাম আমি। ভেলার গতি সামান্য বাড়ল এতে। প্রায় আধঘণ্টা চললাম এভাবে। হাত অবশ হয়ে যাওয়ায় নামিয়ে নিতে হলো। দেখলাম, সিলভেইনের প্রায় একশো গজের মধ্যে এসে গেছি আমি। ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে আবার ওকে দেখলাম। একবার, দু'বার, তিনবার। ও হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছে চোখ। সম্ভবত খুঁজছে আমাকেই। গর্দভ! পিছনে তাকাও। হয়তো তাকিয়েছে এর আগে। আমাকে দেখতে পায়নি। উঠে দাঁড়িয়ে শিস বাজালাম জোরে। ফের যখন ঢেউয়ের মাথায় উঠেছি, দেখলাম ও ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সোয়েটার নেড়ে সাড়া দিল। বসে পড়বার আগে আমরা কমপক্ষে বিশবার পরস্পরকে অভিনন্দন জানালাম হাত নেড়ে। শেষ দু'বার হাত দিয়ে ও জঙ্গলের দিকটা দেখাল। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উপকূলের বন। আর বড়জোর ছ'মাইল। ভারসাম্য হারিয়ে ধপ করে বসে পড়লাম ভেলার উপর। সঙ্গীর দেখা পেয়ে আর জঙ্গলের এত কাছাকাছি চলে এসে উত্তেজনায় আনন্দে বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে ফেললাম আমি। অশ্রুতে আমার পিচুটি-ভরা চোখ অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল। ঈশ্বর! তুমি নিশ্চয়ই আছ আমার সঙ্গে। আমি শত সহস্র ঘণ্টা কাটিয়েছি অন্ধকূপে, একা। তখন যেমন অন্ধকারেও অনুভব করেছি তোমাকে, তেমনি আজ আবার বুঝতে পারছি, তুমি আছ আমার সঙ্গে। মনে হলো আমার কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলল, 'অনেক কষ্ট স্বীকার করছ তুমি। আরও অনেক কষ্ট হয়তো সইতে হবে তোমাকে। আমি কথা দিচ্ছি, এবার তুমি জিতবে, মুক্তি পাবে।'

ধর্মের অ-আ-ক-খ-ও জানি না আমি। জানি না যীশুর পিতা কে। জানি না তাঁর মা সত্যি সত্যি কুমারী মেরী কিনা। কিংবা তাঁর পিতা উটের রাখাল ছিলেন, নাকি ছিলেন কাঠমিস্ত্রী! তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যখন সত্যি ঈশ্বরের সান্নিধ্য চায়, তখন এই অজ্ঞতা সে-ই সান্নিধ্য থেকে তাকে দূরে রাখতে পারে না।

সোয়েটার খুলে ফেললাম। কারণ সোয়েটারের ঘষায় এবং রোদের তাপে আমার কাঁধে, পিঠে ও হাতে ঘা হয়ে গেছে। অনবরত জ্বলছে। পায়ের দিকটা পানিতে ভেজা থাকলেও, লবণে-রোদে সে-সব জায়গায় গলদা চিংড়ির মত লাল হয়ে গেছে।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি তীরের দিকে। জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, আরও স্পষ্ট। বড় বড় গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে, ডুবে আছে সমুদ্রের পানিতে। ডলফিন আর পাখিও নজরে পড়ল। ঈশ্বর, ডলফিনরা যেন আমার ভেলা নিয়ে খেলায় না মাতে। ভেলার

www.BanglaBook.org

চারপাশে চার-পাঁচটা ডলফিন চক্কর দিল। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া, স্পর্শও করল না ভেলা।

দুপুর। সূর্য ঠিক মাথার উপর। যেন জীবন্ত সেদ্ধ করে ফেলতে চায় আমাকে। এর মধ্যে ঠোঁট আর নাকের চামড়া উঠে গেছে আমার।

সিলভেইন সবসময় রয়েছে আমার কাছাকাছিই।

আর মাত্র আধ মাইল দূরে আছি, তীর থেকে। দেখলাম পাখিরা হাঁটছে কাদার উপর। খাবার খুঁজছে কাদার ভিতরে ঠোঁট ডুবিয়ে। হাজার হাজার পাখি। নানা রঙের। উড়ছে বড়জোর ছ'ফুট উপর দিয়ে।

ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে। আর দু'তিন গজ এগোতেই কাদার চড়ায় আটকে গেল আমার ভেলা। ভেলা প্রায় দুটো। চল্লিশ ঘণ্টা আগে ছেড়ে এসেছি ডেভিল'স আইল্যান্ড! হিসাব মত নতুন জোয়ার আসবে বিকেল তিনটায়। রাতের মধ্যে পৌঁছে যাব জঙ্গলের ভিতরে। ভেলার সঙ্গে নিজেকে আটকে রাখলাম শিকল দিয়ে। জোয়ার যখন শুরু হবে, তখন ঢেউ এসে পড়বে আমার উপর। ভেলা ভাসতে সময় লাগবে আরও দু'তিন ঘণ্টা।

সিলভেইন আমার ডানদিকে প্রায় একশো গজ দূরে একটু সামনে এগিয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ও। আমার মনে হলো, ও কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে চেঁচিয়ে। কিন্তু কোন শব্দ বেরোচ্ছে না ওর গলা দিয়ে। সামনে জলচর পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আমি জঙ্গল থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে, আর সিলভেইন আমার প্রায় দেড়শো গজ সামনে। কিন্তু এ কী! আহাম্মকের মত করছে কী ও! উঠে দাঁড়াচ্ছে, ভেলাটা ছেড়ে এগোচ্ছে জঙ্গলের দিকে। নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যায়নি ও! তা হলে? হাঁটতে শুরু করেছে। প্রতি পদক্ষেপে একটু একটু করে ও দেবে যাবে কাদার ভিতরে। হয়তো ফিরে এসে আর ধরতে পারবে না ওর ভেলা। আমি শিস্ দেবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বোতলে অল্প পানি ছিল। সেটা খালি করে আবার চেষ্টা করলাম শিস্ দিতে। কিন্তু একটুও শব্দ বেরোল না মুখ দিয়ে। লক্ষ করলাম, কাদার ভিতর থেকে বুদবুদের আকারে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। এর অর্থ উপরের সামান্য শক্ত মাটির আস্তরণ বসে যাচ্ছে ক্রমশ। এর ভিতরে যদি পড়ে কেউ, সে তলিয়ে যাবে নির্ঘাত।

হঠাৎ সিলভেইন ঘুরে তাকাল আমার দিকে। কী যেন দেখাল, বুঝতে পারলাম না। হাত নেড়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এই মুহূর্তে ভেলার কাছে ফিরে আসা উচিত ওর। নইলে কখনও জঙ্গলে পৌঁছুতে পারবে না ও ওর নারকেল-বস্তার ভেলার কাছে না দূরে ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। প্রথমে ধারণা হয়েছিল, ভেলার কাছেই রয়েছে ও। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি বেশ দূরে চলে গেছে। ইতিমধ্যেই ওর পায়ের অনেকখানি বসে গেছে কাদার ভিতরে। সুতরাং ওর পক্ষে ভেলায় ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। একটা চিৎকার ভেসে এল। দু'হাত কাদায় ডুবিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আমার ভেলাটা ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইলাম সামনে। প্রায় বিশ গজের মত এগিয়েও যেতে পারলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম ভেলার উপর। দেখলাম, সিলভেইনের কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেছে কাদার ভিতরে। ওর ভেলা থেকে মাত্র দশ গজ দূরে রয়েছে ও। প্রবল আতঙ্ক আমার বাকশক্তি

www.BanglaBook.org

ফিরিয়ে দিল। চিৎকার করে বললাম, 'সিলভেইন! সিলভেইন! নোড়ো না, নোড়ো না! সোজা হয়ে শুয়ে পড়ো কাদার উপর। পারলে কাদার ভেতর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করো পা-দুটো আস্তে আস্তে।' শুনতে পেল ও, মাথা নাড়ল। ভেলা ঠেলে ঠেলে আবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম ওর দিকে। প্রচণ্ড উদ্বেগ আমার শরীরে অসুরের শক্তি এনে দিল। এগিয়ে গেলাম আরও তিরিশ গজ। তবে এই পথটুকু পেরোতে আমার লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এখন ও আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে। ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না চোখে। সারা শরীর পিচ্ছিল কাদায় ভরে গেছে। বাঁ চোখ মোছার চেষ্টা করতেই লবণাক্ত কাদা ঢুকে গেল চোখের ভিতরে। জ্বলছে। থেমে পড়তে বাধ্য হলাম আমি। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শেষে অনেক চেষ্টায় দেখলাম, কাদায় শুয়ে নেই আর সিলভেইন। খাড়া হয়ে আছে: বুক পর্যন্ত ঢুকে গেছে কাদার ভিতরে।

প্রথম ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়ে গেল। আমাকেও, সিলভেইনকেও। এখনও ওর বুক পর্যন্ত দেবে রয়েছে কাদার ভিতর। ঢেউ যত আসবে, কাদা তত নরম হবে। যা-ই ঘটুক না কেন, ওর কাছে যেতেই হবে আমাকে।

সন্তান বিপদে পড়লে বন্যপ্রাণী যে-রকম ভয়ঙ্কর শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধারের জন্য, তেমনি আসুরিক শক্তিতে এগিয়ে যেতে থাকলাম। ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার চোখ ওর চোখে নিবদ্ধ। হঠাৎ দুটো বিশাল ঢেউ এসে বয়ে গেল আমাদের উপর দিয়ে। কাদা তরল হয়ে আসছে। ফলে আগের মত আর দ্রুত এগোতে পারছি না আমি সিলভেইনের দিকে। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম ভেলা থেকে।

সিলভেইনের কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেছে কাদায়। জঙ্গল থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরে মারা যাচ্ছে ও!

আবার আমি ভেলার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাদা সরিয়ে এগোতে লাগলাম। কাদা এখন আরও তরল হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে আছে। ও মাথা নেড়ে বলার চেষ্টা করল, 'না, আর নয়, আর চেষ্টা কোরো না।' তবু এগোতে থাকলাম। আর মাত্র ত্রিশ গজ!

আবার একটা বিশাল ঢেউ এসে ধাক্কা দিল আমাকে। কোমরের সঙ্গে আটকানো শেকল প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল ঢেউয়ের তোড়ে। ছিটকে পড়তে পড়তে রক্ষা পেলাম। ঢেউ সরে গেলে তাকালাম সামনে। সিলভেইনকে আর দেখা যাচ্ছে না। হারিয়ে গেছে কাদার ভিতরে। মসৃণ কাদার উপর ফেনা আর পানির হালকা আস্তরণ।

আমার ভিতরে আত্মরক্ষার প্রবণতা থেকে এক অদ্ভুত স্থির প্রতিক্রিয়া হলো। তুমি বেঁচে আছ, প্যাপি। একা। বনের ভিতরে বন্ধুহীন একা টিকে থাকবে কী করে? কী করে পালাবে?

পিঠের উপর একটা বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়তেই চেতনা ফিরে পেলাম। বিরাট বিরাট ঢেউ এগিয়ে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের বড় বড় গাছের আড়ালে। হঠাৎ অমনি একটা প্রবল শোকের ঢেউ এসে লাগল আমার বুকের গভীরে। 'সিলভেইন! কত কাছাকাছি ছিলাম তুমি-আমি। কেন নামলে ভেলা থেকে! আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাত্র তিনশো গজ দূরেই তো ছিল গাছপালা! কেন তুমি নামতে গেলে! সূর্যের আলো তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল?—ভেবেছিলে মাটি শক্ত? নাকি সহ্য করতে পারছিলে না এক মুহূর্তও এই নরকযন্ত্রণা সইতে? কিন্তু তোমার মত লোকের মত মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা সহ্য হলো না এই কষ্ট, এ কেমন কথা?'

প্রতিটা ঢেউয়ের ধাক্কায় এগিয়ে যাচ্ছি কয়েক গজ করে। ঢেউ বড় হয়ে উঠছে। সিলভেইনের ভেলাটা গিয়ে ঠেকেছে গাছের সঙ্গে। আর মাত্র বিশ গজ, তারপরই গাছপালা। গর্জন করতে করতে বিশাল একটা ঢেউ এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল গাছপালার ভিতরে। শেকল খুলে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম ভেলা থেকে। ফেলে দিলাম না শেকলটা। পরে কাজে লাগাতে পারে।

নয়

জঙ্গলে

সূর্য ডোবার আগেই তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলাম বনের ভিতরে। কিছুটা হেঁটে সাঁতরে এগোলাম। এখানেও চোরাবালি পা টেনে নিতে পারে যে-কোন সময়। গাছপালার ভিতর দিয়েও পানি অনেক দূর চলে গেছে। শুকনো মাটিতে পৌঁছবার আগেই রাত হয়ে গেল। নাকে ঢুকছে পচা গাছ-গাছড়ার গন্ধ। তার উপর গ্যাসে চোখ জ্বালা করছে। পা পেঁচিয়ে যাচ্ছে লতাপাতায়। ভেলাটা এখনও ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি সামনে।

প্রথম রাতটা কাটালাম একটা উপড়ানো গাছের ডালের উপর। হাজার রকম পোকা-মাকড়, প্রাণী হেঁটে-চলে বেড়াতে লাগল গায়ের উপর দিয়ে। সারা শরীর জ্বলে-পুড়ে একাকার। তার উপরই গায়ে চড়ালাম সোয়েটারটা। জঙ্গল কাটার ছুরিটা ডান হাতে রেখে, গাছের উপরই দু'ডালের খাঁজের ভিতর ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা রইল নারকেলের বস্তা।

পাখির কিচিরমিচির কানে যেতে ঘুম ভাঙল সকাল বেলা। দেখলাম, সূর্যের আলো এসে পড়ছে বনের ভিতরে। সমুদ্র থেকে কত দূরে আছি জানি না। পানি নেমে গেলে তীরে গিয়ে কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নিতে হবে ঠিকমত। যাক তাহলে ছেড়ে এসেছি ডেভিল'স আইল্যান্ড। আরও কিছু নারকেল আছে অবশিষ্ট! খেয়ে নিলাম মহানন্দে। ক্ষতের উপর ঘষে ঘষে লাগালাম নারকেলের তেল। জ্বালাটা কিছু কমল তাতে। সিগারেট খেলাম দুটো। বেচারা সিলভেইন! ওর কথা ভুলতে পারছি না মুহূর্তের জন্যও।

বস্তা থেকে নারকেল বের করে পানিসহ আস্ত একটা নারকেল খেয়ে ফেললাম আমি। ভাটায় পানি নেমে গেলে কাদার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম সমুদ্রের তীরে।

উজ্জ্বল রোদে অপূর্ব সুন্দর লাগছে সাগর। সিলভেইন যেখানে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নোনা পানির একটা পুকুরে নেমে গোসল করলাম। কাপড়-চোপড় শুকিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সিলভেইনের

www.BanglaBook.org

সমাধির দিকে শেষ বারের মত তাকিয়ে এগিয়ে গেলাম বনের দিকে। নারকেলের বস্তা কাঁধে ফেলে হাঁটতে শুরু করলাম; দু'ঘণ্টা হাঁটার পর এসে পৌঁছলাম একটা শুকনো জায়গায়। জোয়ারের পানির কোন চিহ্ন নেই এখানকার গাছ পালার গায়ে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম নেব এখানে, ঠিক করলাম। বস্তা থেকে এক একটা নারকেল বের করে ছিলে নিয়ে শাঁস তুলে বস্তায় রেখে দেব। আগুন জ্বালালাম না মোটেও। পুরো দিন এবং রাত চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সবগুলো নারকেল ছেলা হয়ে গেছে। সকালে উঠে আবার রওনা দিলাম পূব দিকে। এখন কাঁধে শুধু একটা ছোট্ট পুঁটলি।

বিকেল তিনটার দিকে একটা পায়ে চলা পথের উপর এসে পড়লাম। সরু রাস্তা। তবে দেখলে বোঝা যায়, নিয়মিতই লোকজন যাতায়াত করে এ-পথ দিয়ে। রাস্তার উপর ডালপালা নেই, পরিষ্কার।

নারকেল খাই। নারকেল চিবিয়ে গালে ঠোঁটে নাকে লাগাই। চোখের অবস্থা খারাপ। অনবরত পানি ঝরছে, পিঁচুটি জমছে। সুযোগ পেলেই মিঠা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আমার পুঁটলিতে নারকেল ছাড়াও আছে ওয়াটার-প্রুফ বাক্সে একটা সাধারণ সাবান, একটা জিলেট রেজর, বারোটা ব্লেড ও শেভ করার ব্রাশ।

জঙ্গল কাটার ছুরিটা হাতে নিয়েই হাঁটছিলাম। জঙ্গল কাটার দরকার হচ্ছে না অবশ্য। পথের পাশে কয়েকদিন আগে কাটা ডাল পালা দেখতে পেলাম। নিশ্চয় অনেক লোকজন যাওয়া-আসা করে এ-পথে; কাজেই সাবধান থাকতে হবে।

প্রথমবার পালিয়ে যে-জঙ্গলে ঢুকেছিলাম, সেইন্ট-লরেন্ট-ডু-ম্যারোনীতে, এখানকার জঙ্গল সে-রকম নয়। এখানে দু'ধরনের গাছপালা। এক জাতের গাছপালা পনেরো-বিশ ফুট লম্বা। অন্যগুলো খুব বড়, ষাট ফুটেরও বেশি লম্বা হবে। ম্যারোনীর জঙ্গল এর চেয়ে ঘন। রাস্তার ডানদিকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে, বাঁ দিকটা অন্ধকার। ফাঁকা একটা জায়গা চোখে পড়ল। হয় মানুষ আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে জঙ্গল, নয়তো বজ্রপাতের ফলে পুড়ে গেছে গাছপালা। পূর্বদিকে নিগ্রোদের গ্রাম কাউরাউ অথবা কাউরাউ নামের বন্দী শিবিরের দিকে এগিয়ে চলেছি আমি।

রাত নামার আগেই যাত্রা বিরতির সিদ্ধান্ত নিলাম। রাতে পথ চলা ঠিক হবে না। রাস্তা থেকে বিশ গজ জঙ্গলের ভিতরে কলাগাছের মত এক ধরনের গাছের বড় মসৃণ পাতা দিয়ে বিছানা পাতলাম। মাথার উপর দিলাম পাতার ছাউনি। ভাগ্য ভাল, বৃষ্টি হচ্ছে না।

খুব একটা ক্লান্তি বোধ করছি না। নারকেল খেয়ে ক্ষুধা মিটেছে, তবে তেষ্টা পেয়েছে বেশ। মুখের লালা শুকিয়ে গেছে একেবারে।

পালানোর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে: মেইনল্যান্ডে তিন রাত কেটে গেছে। কোন অসুবিধা হয়নি এখন পর্যন্ত। আহা! যদি সিলভেইন থাকত সঙ্গে।

নিশ্চয়ই শোরগোল পড়ে গেছে ডেভিল'স আইল্যান্ডে। ওরা যদি ভেবে থাকে ডুবে মারা গেছি আমরা তা হলে ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু যদি মনে করে থাকে, পালিয়েছি, তা হলে নিশ্চয় খবর পৌঁছে গেছে এখানে। সেক্ষেত্রে কাউরাউ জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক হবে। আরও সাবধান হতে হবে, প্যাপি। ঠিক করলাম,

www.BanglaBook.org

কাল হাঁটতে শুরু করব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। পথের উপর দিয়ে চলা ঠিক হবে না।

ভাল করেছি রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। শিস দিতে দিতে রাস্তার উপর দিয়ে আসছে কে যেন। বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে হবে। হ্যাঁ, এসে গেছে। কয়লা কালো নিগ্রো একটা। পিঠের উপর বোঝা, ডান হাতে একটা বন্দুক। পরনে খাকী শার্ট আর হাফ প্যান্ট। মাটির দিকে চোখ রেখে পিঠ বাঁকিয়ে কুঁজো হয়ে এগিয়ে আসছে ও।

রাস্তার পাশে একটা বড় গাছের আড়ালে ছুরি হাতে লুকিয়ে পড়লাম আমি যেই গাছটা পেরিয়ে লোকটা এগিয়েছে একটু সামনে, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। বন্দুক ধরা হাতটা দিলাম মুচড়ে। হতভম্ব হয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা, 'আমাকে মেরো না! ঈশ্বর! রক্ষা করো!' ওর গলার উপর ছুরি ধরে নিচু হয়ে তুলে নিলাম বন্দুকটা। পুরনো এক-নলা বন্দুক। বন্দুক কক করে দু'পা পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'বোঝা নামাও। পালাবার চেষ্টা করলে কুকুরের মত গুলি করে মারব।'

বোঝা নামাল লোকটা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি পলাতক কয়েদী?'

'হ্যাঁ।'

'কী চাও তুমি? সব নিয়ে যাও, আমাকে প্রাণে মেরো না। আমার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। দয়া করে আমাকে রেহাই দাও।'

'চোপ! কি নাম?'

'জাঁ।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জঙ্গলে কাঠ কাটছে আমার ভাইয়েরা, ওদের জন্যে ওষুধ আর খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোত্থেকে আসছ তুমি?'

'কাউরাউ।'

'ওখানে থাকো?'

'ওখানেই আমার জন্ম।'

'ইনিনি চেনো?'

'কয়েদী ক্যাম্পে মাঝেমধ্যে চীনাদের সঙ্গে কাজ করেছি।'

'এটা কি, দেখছ?'

'কী?'

'পাঁচশো ফ্রাঁ-র নোট! দুটো পথ এখন খোলা তোমার সামনে। এক, আমার কথামত কাজ করে দিয়ে এই পাঁচশো ফ্রাঁ নিতে পারো। আর, তা যদি না করো, কিংবা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করো আমাকে, তা হলে আমি খুন করব তোমাকে। ভেবে দেখো, কী করবে?'

'কী করতে হবে বলো। তুমি কিছু না দিলেও যা বলবে করে দেব।'

'আমাকে নিরাপদে ইনিনি ক্যাম্পের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চীনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হলেই তোমাকে ছেড়ে দেব। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

ওর সঙ্গে ছিল কয়েক টিন ঘন দুধ। ছ'টা দুধের কৌটো বের করে দিল ও আমাকে। আর দিল দু'পাউন্ড রুটি, কিছু বেকন।

বললাম, 'তোমার বস্তা লুকিয়ে রাখো এই জঙ্গলের ভেতরে। এই দেখো, ছুরি দিয়ে গাছের ওপর দাগ কেটে রাখছি। ফেরার পথে অনায়াসে খুঁজে নিতে পারবে।'

ও জানাল, কাউরাউয়ে রটে গেছে, দু'জন কয়েদী পালিয়েছে দ্বীপ ছেড়ে; কাজেই কাউরাউ ক্যাম্পের কাছাকাছি যাওয়া আমার জন্য নিরাপদ নয়।

'তোমাকে বেশ সোজা-কথার লোক বলে মনে হচ্ছে, জাঁ। আশা করি ল্যাং মারার চেষ্টা করবে না আমাকে। তা ছাড়া, মনে রেখো, আমার নিরাপত্তার ওপর তোমারও বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। যতটা সম্ভব নিরাপদে ইনিনি নিয়ে যাবে তুমি আমাকে। পথে যদি কোন স্তুর সঙ্গে কিংবা পলাতক কয়েদী খুঁজতে বেরিয়েছে এমন কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে খুন করব আমি।'

'তোমাকে কী বলে ডাকব?'

'প্যাপিলন।'

'ঠিক আছে, মঁসিয়ে প্যাপিলন। তোমাকে বনের ভেতর দিয়ে নিরাপদে ইনিনি নিয়ে যাব।'

'তোমার ওপর বিশ্বাস রাখছি। যে-পথ সবচেয়ে নিরাপদ মনে করো সে-পথেই নিয়ে যাবে।'

এগিয়ে চললাম ওর সঙ্গে। দ্রুতপায়ে হাঁটছি। যেতে যেতে জাঁ বলল, 'কয়েদী ক্যাম্পে শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডাররা নির্যাতন করে খুব। কাঠ কাটার পরিশ্রম অমানুষিক। তার ওপর জ্বরে আমাশয় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় কয়েদীরা। তোমার মত সুস্থ-সবল কোন কয়েদী আজ পর্যন্ত দেখিনি আমি।'

একটা গাছের ডালের উপর বিশ্রাম নিতে বসলাম আমরা। ওরই দেওয়া এক কৌটা দুধ খেতে বললাম ওকে। বলল, 'তারচেয়ে বরং নারকেল দাও।'

'তোমার স্ত্রীর বয়স কি অল্প?'

'হ্যাঁ, ওর বয়স বত্রিশ, আমার চল্লিশ। পাঁচ ছেলেমেয়ে আমাদের। তিন মেয়ে, দুই ছেলে।'

'যা উপার্জন করো, তা দিয়ে ভালভাবে চলে তোমাদের?'

'চলে যায় একরকম। আমার স্ত্রী ওয়ার্ডারদের কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দেয়। তাতেও কিছুটা সাহায্য হয়। খুব গরীব আমরা। তবে না খেয়ে থাকতে হয় না। বাচ্চারা সবাই জুতো পরেই স্কুলে যায়।'

বেচারা! ছেলেমেয়েদের জন্য জুতো কিনে দিতে পেরেছে, তাতেই খুশি। আমার মতই শরীর-স্বাস্থ্য, চেহারাও বেশ ভদ্রগোছের। পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যবান, স্নেহাতুর পিতা, উপযুক্ত স্বামী এবং একজন সত্যিকার ক্যাথোলিক।

'তোমার কথা বলো, প্যাপিলন।'

'আমি নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করছি। গত দশ বছর ছিলাম নির্বাসনে

www.BanglaBook.org

বার বার পালিয়েছি। আমি মুক্তি চাই। স্বামী হতে চাই তোমার মত, সন্তানের পিতা হতে চাই।'

'ঠিক আছে, যতদূর পারি তোমাকে সাহায্য করব আমি। চলো।'

পথঘাট সম্পর্কে ওর যথেষ্ট জানাশোনা আছে। নিরাপদেই আমাকে নিয়ে এল চীনা ক্যাম্পের কাছে। রাত নামার প্রায় দু'ঘন্টা পর আমরা পৌছলাম ওখানে। দূরে মানুষের শব্দ পেলাম। তবে আলো দেখা গেল না। রাতে আমরা এখানেই থাকব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছি। তবু ঘুমিয়ে পড়ার সাহস হলো না। যদি চিনতে ভুল হয় নিগ্রোটাকে? যদি আমার ঘুমের সুযোগে ও বন্দুক কেড়ে নিয়ে গুলি করে বসে। তাতে ওর দুটো লাভ হবে। আমার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে, আর সেই সঙ্গে পাবে পলাতক কয়েদীকে খুন করার পুরস্কার। কে জানে কি আছে ওর মনে

ও কিন্তু বেশ নিরুদ্বেগেই ঘুমিয়ে পড়ল। একবার ভাবলাম, চেনটা দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলি। কিন্তু আমার মতই চেন খুলে ফেলতে পারবে ও সামান্য চেষ্টা করলেই। তা হলে?

অন্ধকার রাত। জঙ্গলের হাজারো শব্দের মধ্যে বানরের তীক্ষ্ণ ডাকই বেশি স্পষ্ট। বানরের একটানা ডাকের অর্থ হচ্ছে, আশেপাশে কোন বিপদ নেই, সিগারেট টেনে যাচ্ছি। হাজার হাজার মশা ছেঁকে ধরেছে চারদিক থেকে।

রাত বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। মশার কামড় আর শরীরের জ্বালা-পোড়ার জন্য সহজেই জেগে থাকতে পারলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু একবারও হাতছাড়া করলাম না বন্দুক।

ভোরের আলো ফুটল। সোজা হয়ে উঠে বসল জাঁ। পা ডলতে ডলতে বলল, 'গুড মর্নিং। ঘুমাওনি তুমি?'

'না।'

'কেন এই বোকামিটা করলে? আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি, কোন ক্ষতি করব না। সত্যি সত্যিই তোমাকে সাহায্য করতে চাই আমি।'

'ধন্যবাদ, জাঁ। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। তোমার ছুরিটা দাও তো আমাকে।'

ও ছুরিটা দিয়ে একটা ক্যাক্টাসের ডাল কেটে একটা টুকরো আমাকে দিয়ে আর একটা নিল নিজে। বলল, 'এর ভেতরের পানিটা খেয়ে নাও। মুখে মেখে নাও কিছুটা।' ছুরিটা ফেরত দিল ও আমার হাতে।

সূর্যের আলো বনে এসে ঢুকলে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। দুপুরের দিকে নিরাপদেই পৌছে গেলাম ইনিনি ক্যাম্পের কাছে।

বড় একটা সড়কের কাছে এসে পৌছলাম আমরা। একটা রেল লাইন চলে গেছে সড়কের পাশ দিয়ে। অনেক লোক চলাচল করছে রাস্তা দিয়ে। কারও কাঁধে কলার বোঝা, কারও কাঁধে বুনো শুয়োর, কারও কাঁধে কাঠ। বোঝা যায়, ক্যাম্পে ফিরছে চীনারা যার যার কাজ শেষ করে। বনে গিয়ে ইচ্ছেমত কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় ওদের। তবে ক্যাম্পে ফিরতে হয় পাঁচটার মধ্যে।

জাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম পাঁচশো ফ্রাঁর নোট, আর তার বন্দুক। বললাম,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধন্যবাদ। তুমি আমার জন্যে যা করেছ সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। কামনা করি, ঈশ্বর তোমাকে আরও ভাল রাখুন।'

'মাঁসিয়ো প্যাপিলন, দেরি হয়ে গেছে। আজ আর ফিরতে পারব না। বন্দুক রাখো তোমারি কাছে। কাল সকালে যাব আমি। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমিই কোন চীনাকে থামিয়ে কুইক-কুইককে ডেকে দিতে বলি।'

ও সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থামাল এক বুড়ো চীনাকে বুড়োই আগে বলল, 'গুড ডে, মোশে।'

'গুড ডে, চিঙ্ক। তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো, কী করতে হবে।'

মিনিট পাঁচেক কথা বলল ওরা নিচু গলায়। আমি শুনতে পেলাম না। ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল দু'জন চীনা। তাদের কাঁধে বাঁশে ঝোলানো একটা হরিণ। নিগ্রোটার সঙ্গে কোন কথা না বলে তারা চীনাটাকে কী যেন বলে গেল চলতি পথে।

বুড়ো চীনাকে জো নিয়ে এল রাস্তার পাশে আমার কাছে।

বুড়ো বলল, 'তুমি পালিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে?'

'ডেভিল'স।'

হেসে বলল, 'ভাল, ভাল, খুব ভাল। কী নাম?'

'প্যাপিলন।'

'আগে কখনও শুনেছি বলে–'

'আমি চ্যাং-এর বন্ধু। চ্যাং ভকুয়েন। কুইক-কুইক-এর ভাই।'

'তাই নাকি? বেশ, বেশ।' আমার সঙ্গে করমর্দন করল বুড়ো। 'কী করতে চাও এখন?'

'কুইক-কুইককে বলবে, আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি এখানে।'

'সে তো সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'কুইক-কুইক ক্যাম্পের বড়কর্তার ষাটটা হাঁস চুরি করে পালিয়েছে।'

'কতদিন আগে?'

'দু'মাস।'

'সমুদ্র দিয়ে পালিয়ে গেছে?'

'বলতে পারব না। আমি ক্যাম্পে গিয়ে কুইক-কুইকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে দেখি। এখান থেকে চলে যেও না। রাতের বেলা আবার আসব আমি।'

'কখন?'

'ঠিক বলতে পারি না। তবে আসব। তোমার জন্যে খাবার আর সিগারেটও নিয়ে আসব। আগুন জ্বেলো না। আমি এসে শিস দিলেই তুমি বেরিয়ে আসবে রাস্তার ওপরে। ঠিক আছে?'

চলে গেল বুড়ো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: 'অবস্থা কেমন বুঝছ?'

'কোন ভয় নেই। তুমি চাইলে আমরা সোজা কাউরাউ-এ ফিরে যেতে পারি একটা নৌকা জোগাড় করে দেব তোমাকে, কিছু খাবার নেবে সঙ্গে—পাল তুলে চলে যাবে সমুদ্র দিয়ে।'

'একা তো সমুদ্র পাড়ি দেয়া যাবে না, জাঁ। অনেক দূরে যেতে হবে আমাকে তবু তোমার আশ্বাসের জন্যে ধন্যবাদ। উপায়ান্তর না দেখলে হয়তো যা বলছ তা-ই করতে হবে।'

চীনা আমাদের ক্যাবেজ-পামের বড় একটা টুকরো দিয়ে গেছে। ওটা খেলাম দু'জনে। জাঁকে বিশ্বাস করছি পুরোপুরি। ও পাহারায় থাকল। মশা তাড়ানোর জন্য তামাকের রস মেখে নিলাম হাতে-মুখে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

জাঁ ঘুম থেকে তুলল আমাকে। 'প্যাপিলন, ওই শোনো শিস দিচ্ছে কে যেন।'

'ক'টা বাজে?'

'বেশি না, ন'টা হবে।'

রাস্তায় বেরোলাম। গাঢ় অন্ধকার। শিসের আওয়াজ কাছাকাছি এলে আমিও জবাব দিলাম। ওরা তিনজন। প্রত্যেকে করমর্দন করল আমার সঙ্গে। চাঁদ উঁকি উঁকি করছে আকাশে।

রাস্তার ধারে বসে ওরা আমাদের চমৎকার গরম স্যুপ আর মিষ্টি চা খাওয়াল, একজন ভাল ফরাসী বলতে পারে। বলল, 'তা হলে তুমি চ্যাং-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ। ও বলেছে, কুইক-কুইককে সঙ্গে নিয়ে যেন পালাই আমি। একবার পালিয়ে কলম্বিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। ভাল নাবিক আমি। সেজন্যেই চ্যাং চেয়েছে, ওর ভাইকে নিয়ে যেন পালাই। ও বিশ্বাস করে আমাকে।'

'আচ্ছা! চ্যাং-এর শরীরে কীসের উল্কি আঁকা আছে, বলতে পারো?'

'বুকের ওপর একটা ড্রাগন আর বাঁ হাতে তিনটে ফোঁটা। ফোঁটাগুলোর অর্থ, ও পুলো-কন্দরের বিদ্রোহের একজন নেতা ছিল। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভ্যান হিউ-ও ওই বিদ্রোহের আরেক নেতা ছিল। একটা হাত নেই তার।'

শিক্ষিত চীনাটা বলল, 'আমিই ভ্যান হিউ। তুমি ঠিকই চ্যাং-এর বন্ধু, কাজেই আমাদেরও বন্ধু তুমি। শোনো, নৌকা চালাতে জানে না বলে কুইক-কুইক এখনও সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারেনি। সে বনেই আছে। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। কাঠকয়লা তৈরি করে ওখানে। বন্ধুরা সেগুলো বিক্রি করে দেয়। টাকার সংস্থান হয়ে গেলে ও নৌকা কিনে একজন সঙ্গী জোগাড় করে পালিয়ে যাবে। নিরাপদ একটা জায়গায় আছে ও। দ্বীপের মত জায়গাটা। চারদিকে নরম কাদা। সেই কাদা পেরিয়ে ওই দ্বীপে হঠাৎ করে কেউ যেতে পারবে না। পা ফেললেই আটকে যাবে—ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে নীচে। আমি সন্ধ্যাবেলা তোমাকে নিয়ে কুইক-কুইকের কাছে যাব। এসো আমাদের সঙ্গে।'

চাঁদ উঠেছে, এখন প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

একটা কাঠের সেতুর কাছে গিয়ে ভ্যান হিউ বলল, 'লুকিয়ে থাকো সেতুর নীচে। নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কাল সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।' করমর্দন করে

www.BanglaBook.org

চলে গেল ওরা।

জাঁ বলল, 'তুমি বনের ভিতরে গিয়ে ঘুমোও। আমি থাকি এখানে। ওরা এলে তোমাকে ডেকে দেব।'

ভরপেটে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলাম আমি।

সূর্যোদয়ের আগেই এসে গেল ভ্যান হিউ। রাস্তার উপর দিয়েই সবাই হাঁটছি। ট্রাকের শব্দ শুনলাম হঠাৎ। চলে গেলাম বনের ভিতরে।

'বিদায়, জাঁ। ঈশ্বর তোমার ও তোমার পরিবারের মঙ্গল করুন।' পাঁচশো ফ্রাঁর নোটটা জোর করে গুঁজে দিলাম ওর হাতে। ও বলল, কুইক-কুইকের সঙ্গে যদি ঠিকমত যোগাযোগ করতে না পারি, তা হলে যেন চলে যাই ওর গ্রামে। প্রথম যেখানে দেখা হয়েছিল আমাদের, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করলেই হবে। সপ্তাহে দু'বার যায় ও ওই পথ দিয়ে।

করমর্দন করলাম আমরা। রাস্তায় উঠে গেল জাঁ।

ভ্যান হিউ বনের পথ ধরল আবার। 'চলো।'

বেশি ঘন নয় জঙ্গল। গাছগাছড়া হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম আমরা।

দশ

কুইক-কুইক

প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমরা পৌঁছলাম একটা বিশাল কাদার হ্রদের সামনে। বুদবুদে ভরা। তার উপর শাপলা আর বড় বড় সবুজ চ্যাপটা পাতাঅলা জলজ গাছ। তীর ধরে সাবধানে এগোলাম ছোট ছোট পা ফেলে। ভ্যান হিউ বলল, 'দেখো, পা পিছলে কাদায় পোড়ো না যেন। পড়লে আর রক্ষা নেই।'

'ঠিক আছে।'

আমাদের সামনে প্রায় দেড়শো গজ দূরে একটা ছোট দ্বীপ। তার মাঝখান থেকে ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয় কাঠকয়লা তৈরির ঢিপি আছে ওখানে। কাদার ভিতরে একটা কুমির দেখতে পেলাম। শুধু চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছে। এই বদ্ধ ডোবার ভিতর কী খেয়ে বেঁচে আছে ওটা!

এই কাদার হ্রদের তীর ধরে আরও আধ মাইল হেঁটে থামলাম আমরা। ভ্যান হিউ চীনা ভাষায় জোরে জোরে গান গাইতে শুরু করল। দ্বীপটার কিনারায় এসে দাঁড়াল একটা লোক। ছোটখাটো গড়ন, পরনে হাফ-প্যান্ট ছাড়া আর কিছু নেই। দুই চীনা কথা বলতে শুরু করল। কথা আর শেষ হয় না, অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি।

'এদিকে এসো ভ্যান' হিউ বলল, 'ও কুইক-কুইকের বন্ধু। কুইক-কুইক গেছে শিকারে। শিগগিরই ফিরবে। ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

বসে পড়লাম আমরা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে হাজির হলো কুইক-কুইক। খাটো, শুকনো শরীর। গায়ের রঙ হলুদ, দাঁতগুলো কুচকুচে কালো। সরল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ।

'তুমি আমার ভাই চ্যাংয়ের বন্ধু?'

'হ্যা।'

'বেশ। ভ্যান হিউ, তুমি যেতে পারো।'

ভ্যান হিউকে একটা পাখি দিতে চাইল ও। নিল না সে। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে চলে গেল।

কুইক-কুইকের সামনে হাঁটছে একটা পোষা শুয়োর। ওর পেছনে আমি। 'খুব সাবধান, প্যাপিলন। জায়গামত পা ফেলতে ভুল হলে আর রক্ষা নেই। বিপদ ঘটলে সাহায্য করারও উপায় নেই। সে চেষ্টার অর্থ হবে একজনের বদলে দু'জন তলিয়ে যাওয়া। এখান থেকে দ্বীপে যাবার পথ সবসময় এক থাকে না। কারণ কাদা এক জায়গায় স্থির থাকে না। সরে সরে যায়। কিন্তু শুয়োরটা সব সময় ঠিক পথ বের করে নিতে পারে। একবারে মাত্র ঠিক পথ খুঁজে না পাওয়ায় দু'দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে এ-পাড়ে।'

শুয়োরটাকে কী যেন বলল কুইক-কুইক। দেখলাম, ঠিক কুকুরের মত বাধ্য জন্তুটা। কাদা শুঁকে শুঁকে ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আগে আগে। পা কখনও কয়েক ইঞ্চির বেশি ডুবছে না ওটার। কুইক-কুইক বলল, 'আমি যেখানে যেখানে পা ফেলছি, ঠিক সেখানে সেখানে পা ফেলে এসো তুমি।' দু'বার পথ বদল করল জন্তুটা। সব মিলিয়ে প্রায় দু'শো গজ যেতে হলো আমাদের কাদার উপর দিয়ে। আমার বুকের ভিতর ধড়াস করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে। বার বার মনে হচ্ছে সিলভেইনের কথা। ওর শেষ মুহূর্তের সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা ভাসছে চোখে।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম দ্বীপের কিনারায়। কুইক-কুইক হাত ধরে টেনে তুলল আমাকে পাড়ে।

'আমাদের পিছু ধাওয়া করে কারও পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো সে-ব্যাপারে।'

দ্বীপের পথ দিয়ে এগোলাম। কাঠ কয়লার ধোঁয়া নাকে মুখে ঢুকে পড়ল হঠাৎ। কেশে উঠলাম। দু'টো বড় বড় ঢিপি থেকে ধোঁয়া উঠছে। মশার উৎপাত কম হবে এখানে আশা করা যায়। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটা কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। ছাদ এবং দেয়াল তৈরি হয়েছে পাতা দিয়ে। দরজার সামনে সেই ক্ষুদে ইন্দো-চীনা স্বাগত জানাল, 'গুড আফটারনুন, মোশে।'

কুইক-কুইক পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার ভাইয়ের বন্ধু। এর সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলো।'

লোকটা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ভাল করে। শেষে ফোকলা দাঁত বের করে হেসে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসাল। পরিচ্ছন্ন ঘর। একটাই কামরা। রান্নার ব্যবস্থাও তারই মধ্যে। কী যেন জ্বাল দেওয়া হচ্ছে চুলোয়। একটা মাত্র বিছানা। মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে, গাছের ডাল কেটে বানানো।

আমার শোবার জন্য একটা তাকমত বানিয়ে ফেলল ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলে খাবার সাজানো হলো। তিনজনে খেলাম চমৎকার সুপ, সাদা ভাত আর পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা মাংস।

রাতে কুইক-কুইকের বন্ধু চলে গেল, থাকলাম আমরা দু'জন আগুনের দু'পাশে বসলাম মুখোমুখি। কুইক-কুইক বলল, 'যখন বুঝতে পারলাম যে, হাঁস চুরি করার জন্যে চিফ সত্যি সত্যি আমাকে খুন করতে চায়, তখনই পালালাম। তিন মাস আগের কথা সেটা। এর ভেতর ফতুর হয়ে গেছি একেবারে।'

'কোথায় খেলো?'

'জঙ্গলে, ইনিনি ক্যাম্পের চীনা কয়েদী আর কাসকেড থেকে ছাড়া পাওয়া আসামীদের সঙ্গে। রোজ রাতেই খেলা হয়।'

'সমুদ্র দিয়ে পালাবে বলে ঠিক করেছ তুমি?'

'আমার পরিকল্পনা তো তা-ই। ঠিক করেছি, কয়লা বিক্রির টাকায় একটা নৌকা কিনে অভিজ্ঞ কাউকে খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে পালিয়ে যাব। তিন সপ্তাহের ভিতর বেশ কিছু কয়লা মজুত হবে। সেগুলো বিক্রি করে নৌকা কিনে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'আমার সঙ্গে টাকা আছে, কুইক-কুইক। কয়লা বেচার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

'তা হলে তো ভালই। একটা নৌকাও বিক্রি হবে শিগগির। এক কাফ্রে নিগ্রো বনের ভেতরে তৈরি করেছে। দেড় হাজার ফ্রাঁ দাম পড়বে।'

'নৌকাটা দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। আমিও দেখতে চাই।'

'নিগ্রোটাকে আমি ডাকি চকোলেট বলে। আগামীকাল দেখা করতে যাব ওর সঙ্গে। আচ্ছা প্যাপিলন, ডেভিল'স্ থেকে তুমি পালালে কীভাবে, বলবে? চ্যাং এল না কেন তোমার সঙ্গে?'

আমি ওকে বললাম আমাদের পালাবার কাহিনী, সিলভেইনের মৃত্যুর কথা বললাম। সব শুনে ও বলল, 'বুঝতে পারছি, চ্যাং এতটা ঝুঁকি নিতে চায়নি তোমার কপাল ভাল, এখানে জীবিত এসে পৌঁছেছ।'

ঘণ্টা তিনেক আলাপ-আলোচনার পর আমরা শুয়ে পড়লাম। কুইক-কুইক আবার কাল সকালে চকোলেটের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

একটা পশমী কম্বল গায়ের উপর টেনে দিয়ে চোখ বুজে আছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। ভিতরে ভিতরে কাজ করছে উত্তেজনা। নৌকাটা যদি পছন্দ হয় আমার, তা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে পালিয়ে যাব আমরা। বন্ধু হিসাবে কুইক-কুইক হয়তো ভালই হবে। তবে শত্রুদের প্রতি ও খুবই নিষ্ঠুর, বোঝা যায়।

ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়। স্বপ্ন দেখলাম, অবারিত সমুদ্রের বুকে ভেসে যাচ্ছে আমার নৌকা।

সকাল হয়ে গেছে। মোরগের ডাক শোনা গেল। তবে আশেপাশে পাখির আওয়াজ নেই। সম্ভবত ধোঁয়ার কারণে ওরা এদিকে বাসা বাঁধে না। কালো শুয়োর-ছানাটা কুইক-কুইকের বিছানায়ই শুয়ে আছে। পেট ভরে নাশতা খেলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনে। সঙ্গে চা।

'রওনা হচ্ছি আমি। এসো কিছুটা পথ আমার সঙ্গে। কেউ যদি বাইরে থেকে ডাকে কিংবা শিস দেয়, জবাব দিয়ো না। কোন ভয় নেই, এখানে কেউ পৌঁছতে পারবে না। তবে দেখতে পেলে দূর থেকে গুলি করতে পারে।'

প্রভুর ডাকে ওয়োরটা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। খেয়ে-দেয়ে রওনা হলো প্রভুর সঙ্গে। কাদা-হ্রদের উপর লাফিয়ে নেমে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল জন্তুটা। পরপর তিনবার ফিরে এসে শেষ পর্যন্ত সঠিক রাস্তা পেয়ে গেল সে।

ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। বড় বড় গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে এক পাশে। এগুলো দিয়েই কাঠ কয়লা তৈরি করে ও। উঠানের মত একটা পরিষ্কার জায়গায় মোরগ-মুরগী হেঁটে বেড়াচ্ছে। একপাশে সাদা মাটির ভাটা। একটা বড়োসড়ো ইঁদুর চলে গেল আমার পায়ের নীচ দিয়ে। দূরে দেখলাম মরে পড়ে আছে একটা সাপ, ছ'ফুট লম্বা। ইঁদুরটাই সম্ভবত মেরেছে সাপটাকে। খুব ছোট আকারের প্রায় ডজনখানেক বানর দেখলাম, গাছের মাথায় লাফাচ্ছে। আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল ওগুলো।

কুইক-কুইক ফিরে এল বিকেলবেলা। চকোলেটকে পায়নি ও। বলল, 'সম্ভবত গ্রামে গেছে সে।'

'একবার গ্রামে গেলে কতদিনের মধ্যে ফেরে ও?'

'দু'তিন দিনের মধ্যে। তবে আমি রোজই খোঁজ নিতে যাব, কারণ গ্রামে ও কবে গেছে তা তো জানি না।'

পরদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো। কিন্তু বগলের নীচে একটা অয়েলস্কিনের ভিতরে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে নিয়ে ন্যাংটো হয়েই চলে গেল কুইক-কুইক।

বৃষ্টি থামল দশটা-এগারোটার দিকে। আমি বেরোলাম ঘর থেকে। এত বৃষ্টিতেও ভাটার আগুন নেভেনি পুরোপুরি। ধোঁয়া উঠছে সেখান থেকে। ভাল করে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম। ভয়ানক চমকে উঠলাম হঠাৎ। চোখ কচলে ভালভাবে তাকালাম আবার। পাঁচটা জুতো বের হয়ে আছে কাঠকয়লার ভিতর থেকে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, জুতোগুলোর সঙ্গে পা, দেহ সবই আছে। ভাটার আগুনে পুড়ানো হয়েছে ওদের। একটা আধা পোড়া কাঠ পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতেই ষষ্ঠ জুতোটা চোখে পড়ল। তিনটা মানুষ পুড়ানো হয়েছে তা হলে।

আমার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল। শরীর অবশ হয়ে এল একেবারে। এই বর্বর এভাবেই কি এক একটা লোককে ধরে এনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে? মনে হলো, আমি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি নেহাৎ কপালগুণে। ও তো জেনে গেছে, আমার চাকীরে আছে প্রচুর টাকা। গতরাতেই যে ও আমাকে শেষ করে ফেলেনি সেটাই তো আশ্চর্য। নাকি আমাকে তিন নম্বর ভাটার জন্য জমা রেখেছে?

চ্যাং-এর কথা মনে হলো। ও বলেছিল, কুইক-কুইক নৌকায় ডাকাতি করতে গিয়ে সব সময় খুন করে ফেলত সবাইকে। তার মানে খুন খারাবিতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে ও বহু আগেই। আমি এক পলাতক আসামী, আমার বিপদ তো

www.BanglaBook.org

আরও বেশি।

সোজাসুজি ভাবতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। যদি খুন করে ফেলি কুইক-কুইককে। তা হলে? একটা বিপদ আছে। ওর ওয়োরটা বুঝবে না আমার কথা। ওকে বন্দুকের নলের মুখে বাধ্য করব আমাকে ওপারে নিয়ে যেতে। ওপারে গিয়ে খুন করব ওকে। তারপর পালাব। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। লোকগুলোকে খুন করে কাদাব ভিতরে ফেলে না দিয়ে পুড়িয়েছে কেন ও? কাদায় ফেলে দেয়াই তো সহজ ছিল! নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে এর পেছনে। কুইক-কুইক ওর বন্দুকটা সব সময় সঙ্গে রাখে। ওটা কাছে নিয়েই ঘুমোয়। আমাকেও ছুরিটা তৈরি রাখতে হবে।

সারাদিন খেতে পারলাম না কিছু। গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে দেখলাম, ফিরছে কুইক-কুইক। ওর মাথায় একটা বোঝা। ও দ্বীপের একেবারে কাছে চলে এলে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। হাসিমুখে একটা বলে দিল ও আমার হাতে। তারপর দ্রুতপায়ে কুটিরের দিকে চলল আমার ঠিক আগে আগে।

'সুখবর, প্যাপিলন। চকোলেট ফিরেছে। ওর নৌকাটাও আছে এখনও। ও বলল, আধা টন মাল নিলেও ডুববে না ওটা। তোমার হাতের ওই থলের ভিতর আছে কতগুলো ময়দার বস্তা। ওগুলো সেলাই করে তোমাকে পাল বানাতে হবে। কাল আরও কিছু বস্তা আনব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে কাল। নৌকাটা পছন্দ হয় কিনা দেখবে।' আমার দিকে একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে সোজা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল কুইক-কুইক।

'আরে, ভাটার আগুন দেখছি নিভে গেছে!'

'হ্যাঁ। আগে খেয়াল করিনি।'

'খাওনি কিছু?'

'না। খিদে নেই।'

'শরীর খারাপ?'

'না।'

'তা হলে সুপ খাওনি কেন?'

'কুইক-কুইক, বসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কী ব্যাপার?'

'ওই কয়লার ভাটার মধ্যে তিনটে লাশ পুড়ছে। ব্যাপারটা কি, বলবে?'

'ও। এই জন্যে তোমাকে এমন লাগছে দেখতে!' সোজা আমার চোখে চোখ রাখল ও। 'হ্যাঁ, ওটা দেখার পর তুমি অশান্তিতে ভুগবে সেটাই স্বাভাবিক: তবু ভাল, পেছন থেকে ছুরি মেরে দাওনি আমার পিঠে। শোনো, প্যাপিলন, ওরা ট্র্যাকার, গন্ধ শুঁকে হাজির হয়েছিল এখানে। দিন দশেক আগে আমি চকোলেটের কাছে আমার কিছু কয়লা বিক্রি করি। দ্বীপের এপাশ থেকে ওপাশে একটা দড়ি টাঙিয়ে তার উপর দিয়ে বস্তাগুলো বিশেষ কায়দায় পার করে দিচ্ছিলাম। ওদের ভিতর একজন সেটা লক্ষ করছিল। বনের ভিতরে মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাই আমি। কাদা পার হয়ে ঘুরপথে লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই নিঃশব্দে। টুঁ শব্দ করার আগেই খুন করে ফেলি। ব্যাটা জানতেও পারেনি কে ওকে খুন করল।

www.BanglaBook.org

আমি লক্ষ করেছি, কাদার ভিতর লাশ ফেললে কদিন পরই তা উঠে আসে। তাই দ্বীপে নিয়ে এসে কয়লার ভাটায় গুঁজে দিয়েছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু বাকি দু'জন?'

'তিন দিন আগের ঘটনা। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত : ওই দু'জন সন্ধ্যা থেকেই ঘুর ঘুর করছিল কাদা হ্রদের ওপাশে। বাতাসে কাঠকয়লার ধোঁয়া উড়ে গেলে ওদের একজন কেশে ফেলল। আমি উল্টো দিক দিয়ে পার হয়ে গেলাম কাদা। কাশির শব্দ ভেসে এসেছিল যেখান থেকে, ঠিক সেখানে পৌঁছে গেলাম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সোজা দু'ফাঁক করে দিলাম প্রথমজনের গলা। চিৎকার পর্যন্ত করার সময় পেল না। অন্যজন গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে ছিল দ্বীপের দিকে। বন্দুক ছিল ওর কাছে। দূর থেকে গুলি করলাম আমি। কিন্তু মরল না তাতে। তখন কাছে গিয়ে ছুরি বসিয়ে দিলাম ওর বুকে। এ-ই হলো ঘটনা, প্যাপিলন।'

'কিন্তু কাদায় ফেলে দিলে না কেন ওদের?'

'সে তো আগেই বললাম। একবার একটা বড় হরিণ কাদায় পড়ে তলিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর দেখলাম ওটা ভেসে উঠেছে উপরে। শকুন উড়তে দেখে লোকজন হাজির হয়ে গেল। তা হলেই বোঝো!'

'এ-ই তা হলে আসল ঘটনা?'

'হ্যাঁ, খোদার কসম। আমাকে ভয় পেয়ো না। ঠিক আছে, যদি ভরসা না পাও, এই নাও আমার বন্দুক। তোমার কাছে রাখো এটা।'

প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো, নিই বন্দুকটা। কিন্তু নিলাম না। বললাম, 'না, কুইক-কুইক। আমি মনে করি, একজন বন্ধুর সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাপদে আছি আমি এখানে। তবে কাল তুমি ওই তিনজনের লাশ ভাল করে পুড়িয়ে ফেলবে। বলা যায় না, আমরা চলে যাবার পর কী হয়। আমি এখানে না থাকলেও তিনটে খুনের সঙ্গে আমাকে কেউ জড়াক, আমি চাই না।'

'ঠিক আছে, পোড়াব। তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, কারও পক্ষে এই দ্বীপে আসার সাধ্য হবে না কোনদিন।'

'যদি ওরা রাবারের ডিঙিতে করে চলে আসে?'

'তাই তো। আগে কখনও মাথায় আসেনি কথাটা।'

'সৈনারা খবর পেলে ঠিকই রাবারের ডিঙি নিয়ে এসে হাজির হবে। সেজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে আমাদের।'

'ঠিক। ঘুমোনো যাক এখন। আবার বলছি, আমার ওপর আস্থা রাখতে পারো।'

দশ মিনিটের মধ্যে কুইক-কুইকের নাক ডাকার শব্দ পেলাম। ওর শুয়োরটার নাক ডাকছে আরও জোরে। চিন্তা ঝেড়ে ফেললাম মাথা থেকে। ঘুমিয়ে পড়লাম অচিরেই।

সকালে হাতমুখ ধুয়ে নাশতা করলাম। কুইক-কুইক বলল, 'একটু সাহায্য করবে আমাকে?'

ও টেনে বের করল আধা পোড়া লাশ তিনটা। তিনটা লাশেরই পেট কাটা। আবার ভাটার আগুনে ভাল করে ঠেলে দেওয়া হলো ওগুলো। তারপর আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চকোলেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হয়ে গেলাম।

দু'ঘণ্টা হাঁটবার পর দেখা পেলাম চকোলেটের। কাঠ কাটছে সে। দেখাল নৌকাটা। ভারি মজবুত নৌকা। ছুরি দিয়ে খোঁচা দিয়ে দেখলাম আমি এখানে সেখানে। সিকি ইঞ্চিও ঢুকল না ছুরির ডগা। নিরেট শক্ত কাঠ।

'কত চাও?'

'আড়াই হাজার ফ্রাঁ।'

'না। নৌকার জন্যে পাবে দু'হাজার ফ্রাঁ। আরও পাঁচশো ফ্রাঁ তোমাকে দেব আমি এর তলি, হাল আর মাস্তুলের জন্যে। তলি আর হাল হবে শক্ত কাঠের। মাস্তুল হবে হালকা, সহজে ভাঙে না এমন কাঠের। এখন বলো, ক'দিনের মধ্যে শেষ হবে সব কাজ?'

'এক সপ্তাহ।'

'আমি ওকে অর্ধেক দাম মিটিয়ে দিলাম।' বললাম, 'ডেলিভারীর সময় পাবে বাকিটা। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'আর আমি চাই কিছু পারম্যাঙ্গানেট, এক জালাভর্তি পানি, সিগারেট, দেশলাই, আর চারজন লোকের এক মাসের খাবার: ময়দা, তেল, কফি এবং চিনি। এসবের দাম আলাদা দেব। সব জিনিস ডেলিভারী দেবে কাউরাউতে, নদীর তীরে।'

আরও কয়েকটা ময়দার বস্তা, কিছু দড়ি আর পাল সেলাই করার সুতো দিল চকোলেট।

আমরা ফিরে এলাম গোপন আস্তানায়।

পরদিন কুঁড়েঘরে আমি একা। পাল সেলাই করছি বসে বসে। হঠাৎ শুনি ওপাড়ে জঙ্গলের ধারে তর্কাতর্কি। ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম। দেখি কুইক-কুইক এবং প্রথম রাতের সেই শিক্ষিত চীনা হাত নেড়ে নেড়ে তর্ক করছে। দু'জনের হাতেই ছুরি। শিক্ষিত চীনাই চিৎকার করছে জোরে জোরে। খুন করবে নাকি কুইক-কুইককে শেষ পর্যন্ত! আমি শিস্ দিলাম জোরে। দু'জনেই ফিরে তাকাল আমার দিকে।

'কী ব্যাপার কুইক-কুইক?'

শিক্ষিত চীনা বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্যাপিলন। কিন্তু ও আসতে দিচ্ছে না আমাকে।'

দু'জন আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর চলে এল এপাড়ে।

শিক্ষিত চীনা বলল, 'আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কুইক-কুইকের।'

'কেন?'

'দু'বছর আগে জুয়া খেলার সময় ও আমার একটা হাত কেটে ফেলে কোপ দিয়ে। ওকে খুন করতে চেয়েছিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত কথা হয়, আমি ওকে রেহাই দেব, তার বদলে ও আমাকে সারাজীবন খাওয়াবে। এখন ও চলে গেলে আমার কী হবে? হয় তুমি একা যাবে, নয়তো ওর সঙ্গে আমাকেও নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, ঈশ্বরের দোহাই, এবার চুপ করো। শোনো, নৌকাটা মজবুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং বেশ ভারি। কোন অসুবিধা নেই। আমি তোমাকে নিতে রাজি আছি। আমরা চাইলে আরও লোক নিতে পারি। কুইক-কুইক রাজি হলে তুমি আসতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

কুইক-কুইক বলল, এখন ওর আপত্তি নেই। আমি রাজি হব কিনা ভেবেই আগে কথা দেয়নি ও। খুশি হয়ে চলে গেল লোকটা।

আমার কৌতূহল মেটাবার জন্য পুরো ঘটনাটা বলল কুইক-কুইক। জুয়া খেলার সময় গোলমাল বাধলে রাগের মাথায় এক কোপে ভ্যান হিউয়ের হাত কেটে ফেলে ও। এমনিতে ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কোর্ট মার্শালে ওকে বাঁচিয়ে দেবার শর্তে ভ্যান হিউ অভিযোগ করল না। বলল, 'আমিই আগে আক্রমণ করেছিলাম কুইক-কুইককে।' এরপর কুইক-কুইক স্বেচ্ছায় ওকে সারাজীবন খাওয়াবার দায়িত্ব নেয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পালিয়ে গিয়ে যদি সত্যি মুক্ত হতে পারি আমরা, তা হলে কী করবে ভেবেছ?'

'একটা রেস্তোরাঁ দেব। আমি খুব ভাল বাবুর্চি। আর চৌমিন তৈরিতে ভ্যান হিউয়ের জুড়ি নেই।'

চকোলেট কথা রাখল। পাঁচদিনের মধ্যে সব রেডি হয়ে গেল। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে নৌকার অবস্থা দেখতে গেলাম আমরা। সবকিছু চমৎকারভাবে লাগানো হয়েছে। খুব ভাল কাঠ দিয়েছে ও। মালামালও তৈরি সব। এখন একটাই কাজ, ভ্যান হিউকে জানানো। চকোলেট বলল, ও গিয়ে নিয়ে আসবে ভ্যান হিউকে। তাতে ঝুঁকি অনেক কম থাকবে।

কাউরাউ নদীর মুখে দু'টো আলো জ্বালানো থাকে। আমাদের যেতে হবে স্রোতের মাঝখান দিয়ে, অবশ্যই পাল গুটিয়ে। চকোলেট আমাদের জন্য কালো রঙ আর ব্রাশ এনে দিল। পালের উপর বড় একটা K এবং তার সঙ্গে 21 লিখে নিলাম আমরা। রাতের বেলা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় এমন একটা নৌকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওটা। সমুদ্রে পালতোলা অবস্থায় কেউ আমাদের নৌকা দেখলে ওই মাছধরা নৌকাটা বলেই ভেবে নেবে।

আগামীকাল রওনা হব আমরা। কুইক-কুইক বলল, 'তোমাকে আর চ্যাংকে অশেষ ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত অপরাধ বসতি ছাড়তে পারছি। ফ্রান্স যদি কোনদিন ইন্দো-চীন ছেড়ে যায়, তা হলে আমি নিজের দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারব এক সময়।'

ও খুব ভরসা করছে আমার উপর। রাতে ঘুমোলাম শান্তমনে। আশা করি, গায়ানার মাটিতে এই আমার শেষ।

একবার যদি সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারি, তা হলে মুক্তি একরকম নিশ্চিত। কারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ায় কোন দেশই আর এখন পলাতক কয়েদীকে ফিরিয়ে দেবে না। সেদিক থেকে অবশ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে আমাদের জন্য ভালই হয়েছে। আহা, সিলভেইন! ও যদি ভেলা থেকে নামার ভুলটা না করত! আজ আমার সঙ্গে ও-ও থাকত তা হলে। 'মঁসিয়ে প্রাডেল, আমারই জিত হলো। আমি অবশেষে তোমার খাঁচা থেকে মুক্তি পাচ্ছি। আমি চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যাচ্ছি তোমার সাধের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নর্দমা। এর জন্যে ন'বছর লাগল আমার।'

সকালে কুইক-কুইক ঘুম ভাঙাল। ঘরভর্তি বাক্স ছড়ানো। সেই সঙ্গে দেখতে পেলাম দু'টো খাঁচা।

'এগুলো কেন?'

'মুরগী নিয়ে যাব এর ভেতরে করে।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? মুরগী নিতে পারবে না।'

'যা-ই বলো, আমি ঠিকই নেব।'

'একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। মুরগীগুলো যদি পথে নদীর ভেতর কক্কক্ করতে শুরু করে, তা হলে কেমন বিপদ হবে ভেবে দেখেছ?'

'আমি নেবই।'

'তা হলে এক কাজ করো। জবাই করে তেলে রান্না করে নাও। নষ্ট হবে না প্রথম তিন দিন খেতে পারব আমরা।'

এই ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো কুইক-কুইক। কিন্তু চারটের বেশি মুরগী ধরতে পারল না ও। অন্য মুরগীগুলো জঙ্গলে পালিয়ে গেল বিপদ বুঝে। কীভাবে টের পেল বিপদ, বলতে পারি না। কিন্তু টের পেয়েছিল, সন্দেহ নেই। প্রকৃতির রহস্য!

শুয়োর ছানার পিছু পিছু পিঠে বড় বড় বোঝা নিয়ে আমরা পার হয়ে এলাম কাদার হ্রদ।

কুইক-কুইক মিনতি করে বলল, শুয়োর ছানাটা সঙ্গে নেবে ও।

'কিন্তু তুমি কি নিশ্চয়তা দিতে পারো, ওটা কোন শব্দ করবে না?'

নিশ্চয়তা দিল কুইক-কুইক। জানি, ও মিথ্যে বলছে না। কষ্টটা অবিশ্বাস্যরকম বাধ্য ওর।

রাত নামল। অন্ধকারের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নির্ধারিত গোপন জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। জ্যান হিউকে নিয়ে চকোলেট আগে থেকেই রয়েছে ওখানে। টর্চের আলো ফেলে সব কিছু দেখে নিলাম। সব ঠিক আছে। পাল তৈরি রাখা হলো তোলার জন্য। কুইক-কুইককে শিখিয়ে দিলাম কী করে পাল তুলতে হয়। নিগ্রো চকোলেট চমৎকার লোক। সৎ, বিশ্বস্ত। বাকি টাকা বুঝিয়ে দিলাম ওর হাতে।

'বিদায় চকোলেট, তোমার এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল হোক।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

এগারো

অপরাধী বসতি থেকে বিদায়
চীনাদের সঙ্গে পলায়ন

নৌকায় সবার শেষে উঠলাম আমি। চকোলেট ঠেলা দিয়ে দিল নৌকা। সোজা গিয়ে পড়লাম স্রোতের মধ্যে। বৈঠা নেই। তবে দু'টো দাঁড় আছে। একটা নিয়ে

www.BanglaBook.org

বসল কুইক, অন্যটা আমি। দু'ঘন্টার মধ্যে আমরা মূল নদীতে পৌঁছে গেলাম।

ভাটার টান পড়েছে। স্রোতের বেগ সত্ত্বেও একঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম নদীর মাঝামাঝি। কাউরাউ-এর স্রোতও প্রচণ্ড। তিন ঘন্টা পর ভাটার টানে আমরা পৌঁছে গেলাম কাউরাউ-এর মোহনায়, দু'টো আলোর মাঝখানে। প্রধান পাল আর জিব তুলে দিয়ে নির্বিঘ্নে আমরা পেরিয়ে গেলাম কাউরাউ। বাতাসের টানে আমরা উপকূল পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলাম। পঁচিশ মাইল সামনে দেখা গেল রয়েল লাইট হাউজের আলো। তেরোদিন আগে অতিক্রম করে এসেছি রয়েল। আমার চীনা বন্ধুরা পালানোর এই আনন্দে মোটেও উচ্ছ্বাস পকাশ করল না। কুইক-কুইক শুধু বলল, 'খুব সুন্দরভাবে চলে এলাম কিন্তু।' ব্যস।

ভ্যান হিউ বলল, 'হ্যাঁ, বিনা বাধায় এসে পড়েছি সমুদ্রে।'

'কুইক-কুইক, একটু টাকিয়া লাগাও।' আমাকে খানিকটা ঢেলে দিয়ে ওরাও খেলো টাকিয়া একটু একটু।

এবার কোন কম্পাস নেই সঙ্গে। তবে গতবার পালাবার সময় শিখেছি, সূর্য, চাঁদ, তারা এবং বাতাসের সাহায্যে কীভাবে দিক নির্ণয় করতে হয়। ধ্রুবতারা সামনে রেখে সোজা এগিয়ে যেতে থাকলাম সমুদ্রের গভীরে। তর তর করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। ঢেউয়ের উপর উঠছে নামছে ছন্দোবদ্ধভাবে। সকালের মধ্যে আমরা উপকূল এবং আইল-দু-স্যালুত থেকে বহু দূরে চলে এলাম।

ছ'দিন পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে বৃষ্টিও হয়নি, ঝড়ও ওঠেনি। স্বাভাবিক গতিতেই বাতাস আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। নৌকায় সহযাত্রী হিসাবে ওরা দু'জন চমৎকার। সমুদ্রের ঢেউ, দিনের সূর্যতাপ কিংবা রাতের ঠাণ্ডা নিয়ে এ-পর্যন্ত বিন্দুমাত্র অভিযোগও করেনি ওরা। তবে নৌকার হাল আমাকেই ধরে থাকতে হচ্ছে। ওরা কেউ ধরতে রাজি হলে কয়েক ঘন্টার জন্যে ঘুমিয়ে নিতে পারতাম আমি। দিনে তিন-চারবার করে ওরা খাবার তৈরি করছে। মুরগীর মাংস শেষ। গতকাল আমি তামাশা করে বলেছিলাম, 'কুইক, শুয়োরটা খাচ্ছি কবে?'

সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল ও। বলেছিল, 'আমার বন্ধু ও। ওকে মারতে চাইলে আগে আমাকে খুন করে নিতে হবে।'

ওরা আমার যত্ন করছে খুব। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে দু'জনেই, যাতে আমার সিগারেটের অভাব না হয়। সবসময় গরম চা তৈরিই থাকে। কোন কিছু চাইতে হয় না, আমার কখন কী প্রয়োজন ওরা নিজেরাই বুঝে নেয়।

এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। সহ্যশক্তির একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি। সূর্যের তাপ এতই প্রচণ্ড যে, আমার চীনা বন্ধুদের রঙও বাদামি হয়ে গেছে। ঘুমোতে হবে আমাকে। পাল প্রায় নামিয়ে হালটা শক্ত করে বেঁধে শুয়ে পড়লাম। বাতাস যেদিকে খুশি নিয়ে যাক নৌকা। মরা মানুষের মত ঘুমোলাম আমি পুরো চার ঘন্টা।

বড় একটা ঢেউয়ের শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল আমার। মুখ ধুতে গিয়ে দেখি মুখ পরিষ্কার। দাড়ি শেভ করে দিয়েছে কুইক-কুইক। তার উপর তেলও মেখে দিয়েছে মুখে। টেরও পাইনি।

গতকাল থেকে নৌকা চালাচ্ছি দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভারি নৌকা চমৎকারভাবে

www.BanglaBook.org

এগোচ্ছে। দেখলাম, আকাশে একটা উড়োজাহাজ। জীবনে এই প্রথম উড়োজাহাজ দেখছি আমি। কত বড়, আন্দাজ করতে পারছি না। অ্যালুমিনিয়ামের শরীরের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝকমক করছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। বিশ মিনিটের মধ্যে উড়োজাহাজটা একেবারে আমাদের মাথার উপর এসে পড়ল।

বিস্ময়ের আতিশয্যে কুইক এবং হিউ চীনা ভাষায় অবিরাম বকবক করতে শুরু করল। বিমানটা এত নীচে নেমে এসেছে যে, ভিতরকার সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা। বিমান থেকে পতাকা বের করে কী যেন সঙ্কেত দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। বারবার চেষ্টা করল ওরা। আমরা কোন জবাবই দিতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তীরের দিকে চলে গেল উড়োজাহাজটা।

ঢেউ ফুঁসে উঠল হঠাৎ। বাতাসের বেগও বাড়ল। কিন্তু দিগন্ত পরিষ্কার। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

দূরে তাকিয়ে দেখলাম এগিয়ে আসছে একটা জাহাজ। ধোঁয়া নেই। বুঝলাম, ওটা ডেস্ট্রয়ার। সোজা আসছে আমাদের দিকেই। বিপজ্জনক মনে হলো ব্যাপারটা। সমুদ্রে ঢেউ বাড়ছে এমনিতেই, তার উপর ওটা যদি একেবারে কাছে এসে পড়ে তা হলে ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যেতে পারে আমাদের নৌকা।

ঘুরতে শুরু করল জাহাজটা। গায়ে লেখা নামটা পড়তে পারলাম আমরা এবার: টারপন। বৃটিশ পতাকাবাহী ডেস্ট্রয়ারটা গতি কমিয়ে দিয়ে আমাদের একেবারে কাছে চলে এল। বেশির ভাগ ক্রুই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরনে রয়েল নেভীর নীল পোশাক।

ব্রিজের উপর থেকে একজন অফিসার লাউড স্পীকারে ইংরেজিতে বলল, 'পাল গুটাও। এক্ষুণি পাল গুটাও।'

দু'মিনিটের মধ্যে পাল নামিয়ে নিলাম আমরা। পাল গুটিয়ে ফেলায় নৌকার গতি একেবারে কমে গেল। কেবল ঢেউ একটু একটু করে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকল পাশের দিকে। আমি মুখের দু'পাশে হাত দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, ফরাসী বলতে পারো?'

আর একজন অফিসার লাউড স্পীকারটা নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, আমি ফরাসী বুঝি।'

'কী চাও তোমরা?'

'তোমাদের নৌকা আমরা জাহাজে তুলে নিতে চাই।'

'না, না, সেটা খুবই বিপজ্জনক। আমরা চাই না, নৌকাটা চুরমার হয়ে যাক।'

'এটা একটা যুদ্ধজাহাজ। টহল দিচ্ছি আমরা। আমাদের কথা অবশ্যই শুনতে হবে তোমাদের।'

'যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'টর্পেডোর ঘায়ে ডুবে যাওয়া জাহাজের লোক নও তোমরা?'

'না। আমরা ফরাসী অপরাধী বসতি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

'মানে?'

www.BanglaBook.org

'মানে আমরা দ্বীপান্তরে নির্বাসিত ছিলাম। পালিয়ে এসেছি।'
'ও, বুঝেছি। কায়েন?'
'হ্যাঁ, কায়েন।'
'কোথায় যাচ্ছ?'
'বৃটিশ হন্ডুরাস।'
'অসম্ভব। তোমরা পশ্চিমে ঘুরে জর্জটাউন চলে যাবে। এটা অর্ডার।'
'ঠিক আছে, তা-ই হবে।'
কুইক পাল তুলে দিলে আমরা নির্দেশমত জর্জটাউনের দিকে রওনা হলাম।
কিছুক্ষণ পর একটা মোটর বোটে করে একজন সৈনিক এসে উঠে পড়ল আমাদের নৌকায়। ওকে নামিয়ে দিয়ে মোটর বোটটা ফিরে গেল ডেস্ট্রয়ারের কাছে।

'গুড আফটারনুন,' বলে সৈনিকটা বসে পড়ল আমার পাশে। হাল ধরে নৌকা ঘোরাল আরও দক্ষিণে। ও জানে নৌকা চালাতে। তবু নড়লাম না আমি ওর পাশ থেকে। বলা যায় না কিছুই। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম, নাবিক হিসাবে ও আমার চেয়েও দক্ষ।

সৈনিকটা আমাদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট করে সিগারেট দিল।

চুপচাপ বসে ভাবছি আমি। এবার বুঝি সত্যি মুক্তি পেলাম। আমি মুক্ত, মুক্ত। বন্য আনন্দে ভরে গেল আমার বুক। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এল। মুক্তি পাব এবার চিরদিনের জন্য, জানি। কারণ যুদ্ধের সময় বলে কোন দেশই কোন পলাতক লোককে স্বদেশে ফেরত পাঠাবে না এখন। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার আগেই আমি পছন্দমত কোন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। তবে যুদ্ধের জন্যই আবার পছন্দমত দেশ খুঁজে নেওয়া কঠিন হবে হয়তো। তাতে কিছু যায় আসে না। যেখানেই থাকি, সৎ আচরণ দিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারব আমি।

শেষ পর্যন্ত তুমি জিতে গেছ, প্যাপিলন। নির্বাসনের নয় বছর পর তুমি জিতেছ। ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ। এর আগেও মুক্ত করতে পারতে তুমি আমাকে। কিন্তু তোমার রহস্য বোঝা দায়। কোন অভিযোগ নেই আমার। তোমার করুণায় আমি এখনও সুস্থসবল আছি এবং শেষ পর্যন্ত মুক্ত হয়েছি।

আমাদের নৌকার নাবিক সামনের দিক দেখিয়ে বলে উঠল, 'ওই যে, তীর দেখা যাচ্ছে!'

বিকেল চারটার দিকে একটা বাতিঘর পেরিয়ে আমরা একটা বিশাল নদীর ভিতরে পড়লাম: ডেমেরারা নদী। আবার ডেস্ট্রয়ারের মোটর বোট এসে হাজির হলো। বোটের চালক একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল আমাদের নৌকায়। পাল নামিয়ে দড়িটা বেঁধে দিলাম বোটের সঙ্গে। বোটটা ধীরে ধীরে আমাদের টেনে নিয়ে গেল প্রায় দশ মাইল। আমাদের প্রায় দু'শো গজ পেছনে পেছনে আসছে ডেস্ট্রয়ারটা। নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম বিশাল শহর। বৃটিশ নাবিক বলল, 'জর্জটাউন'। বৃটিশ গায়ানার রাজধানী।

বোটটা আমাদের আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে এল জেটিতে। অসংখ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাণিজ্যজাহাজ, নৌকা এবং যুদ্ধজাহাজ। তীরে সশস্ত্র যোদ্ধার দল।

যুদ্ধ চলছে প্রায় দু'বছর ধরে। কিন্তু সত্যি এ-সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

ডেমেরারা নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এই জর্জটাউন। যুদ্ধের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে গেছে শহরটা।

ডেস্ট্রয়ারটা আমাদের পাশে এসে থামল। কুইক ওর গুয়োলছানা নিয়ে, হিউ একটা ছোট্ট পুঁটলি নিয়ে এবং আমি একেবারে খালি হাতে উঠে গেলাম জেটিতে। একজন সিভিলিয়ানও চোখে পড়ল না। চারপাশে কেবল সেনা আর সৈন্য।

সমুদ্রে ডেস্ট্রয়ার থেকে যে অফিসার আমাদের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলেছিল, সে এগিয়ে এল। বলল, 'ঠিক আছ তো?'

'হাঁ, ক্যাপ্টেন।'

'বেশ। তবু হাসপাতালে গিয়ে কয়েকটা ইনজেকশন নিতে হবে তোমাদের তিনজনকে।'

বারো

জর্জটাউনের জীবন

কয়েকটা করে ইনজেকশন দিয়ে বিকেলে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো পুলিশের সদর দফতরে। শত শত পুলিশ অনবরত আসা-যাওয়া করছে। জর্জটাউনের পুলিশ প্রধানের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার পাশে খাকী শার্ট, হাফ প্যান্ট এবং সাদা মোজা পরা ইংরেজ অফিসাররা বসা। বসলাম কর্নেলের মুখোমুখি। পরিষ্কার ফরাসীতে বলল, 'কোত্থেকে আসছিলে তোমরা?'

'ফরাসী গায়ানার অপরাধী বসতি থেকে।'

'ঠিক কোন জায়গাটা থেকে পালিয়েছ?'

'আমি পালিয়েছি ডেভিল'স আইল্যান্ড থেকে, আর ওরা কাউরাউ-এর কাছাকাছি ইনিনির আধা-রাজনৈতিক ক্যাম্প থেকে।'

'তোমার দণ্ড?'

'যাবজ্জীবন। নরহত্যার জন্যে।'

'চীনাদের?'

'ওদেরও তাই।'

'তোমার পেশা?'

'ইলেকট্রিশিয়ান।'

'ওদের?'

'বাবুর্চি।'

'তোমরা দ্য গল পন্থী না পেতেইন পন্থী?'

'এসব আমরা কিছু জানি না। আমরা কয়েদী, নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করছি। স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমাদের একটা সেলে থাকতে দেব আমরা। দিনরাত খোলাই থাকবে ওটা। যদি সত্যি কথা বলে থাকো, ভয়ের কিছু নেই। তোমাদের জবানবন্দী পরীক্ষা করে দেখার পর তোমরা ছাড়া পাবে। আশা করি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছ। এখন যুদ্ধ চলছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধান থাকতে হচ্ছে আমাদের।'

এক সপ্তাহ পর ছেড়ে দিল ওরা আমাদের। ভাল কাপড়-চোপড় পরে ছবিসহ পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। আড়াই লক্ষ লোকের বাস এই শহরে। প্রায় গোটা শহরটাই কাঠের তৈরি। ঘরবাড়ির নীচতলাগুলো ইট পাথরের, বাকিটা কাঠের। রাস্তায় নানা ধরনের লোক গিজগিজ করছে। সাদা, বাদামি, কালো, ইন্ডিয়ান কুলি, বৃটিশ ও আমেরিকান নাবিক, ওলন্দাজ—সব। আমাদের চোখেমুখে আনন্দের ছোঁয়া।

কুইক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছি, পেনিটেন্স রিভার্স-এ বাস করে দু'জন ফরাসী। ওদের কাছে যাচ্ছি।'

বুঝতে পারলাম, এই ডিস্ট্রিক্ট-এ ইন্ডিয়ানরা থাকে শুধু। ধবধবে সাদা কাপড়-পরা এক পুলিশের কাছে গিয়ে তাকে ঠিকানাটা দেখালাম। জবাব দেবার আগে ও আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। গর্বের সঙ্গে দেখালাম কার্ডটা। ট্রামে চড়ে বিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে নামলাম এক জায়গায়। রাস্তার উপরে লোকদের থামিয়ে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। শেষে এক তরুণ আমাদের নিয়ে গেল একতলা একটা বাড়ির কাছে। বাড়ির সামনে যেতেই তিনজন বেরিয়ে এল ভিতর থেকে।

'কী আশ্চর্য! প্যাপি না? ঈশ্বর, কী করে এলে তুমি এখানে?'

সাদা চুলের বুড়ো তো চিৎকার করেই উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ প্যাপি! অবিশ্বাস্য! চলে এসো ভিতরে। এখানেই থাকি আমরা। এই চীনা দু'জন কি তোমার সঙ্গে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সবাই এসো ভেতরে। খুব খুশি হয়েছি।'

বুড়ো কনভিক্ট অগাস্ত গিডো। মারসেইল্স্-এ জন্ম ওর। ১৯৩৩ সালের কনভয়ে এসেছে, আমার সঙ্গেই। পালিয়েছে তিন বছর আগে। আরেকজন আর্লসের লোক, নাম পেতিত-লুই। তৃতীয় ব্যক্তি তুলঁর অধিবাসী ছিল। নাম জুলোট। ওদের শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। কিন্তু ফরাসী আইন অনুসারে ওদের পুনরায় ফ্রান্সে বসবাস করার উপযুক্ত হতে শাস্তির মেয়াদের সমান সময় থাকবার কথা ছিল ফরাসী গায়ানায়। এই দ্বিতীয় মেয়াদকে বলে ডাবলেজ। ডাবলেজ না খেটে পালিয়েছে ওরা।

বাড়িতে চারটা রুম। দু'টো বেডরুম, একটা কিচেন, আর অন্য রুমটাকে ওরা ব্যবহার করে ওয়ার্কশপ হিসাবে। ওরা বন থেকে সংগ্রহ করে আনে কাঁচা রাবার। তারপর ওই রাবার গরম পানিতে চুবিয়ে তৈরি করে এক ধরনের স্যান্ডেল। এই স্যান্ডেলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, রোদে বেশিক্ষণ থাকলে গলতে শুরু করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাবার। তবে ওরা রাবারের স্তরের মধ্যে মোটা কাপড় দিয়ে ওটাকে কিছুটা শক্ত করার চেষ্টা করে।

গিতো আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের নিয়ে বসাল ঘরের ভিতরে। ওরা তো দুর্ভোগ ঘেটেছে অনেক। দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা মানুষের মন অনেক বড় করে। ওরা আমাদের তিনজনের জন্য একটা বেডরুম ছেড়ে দিল। কুইকের শুয়োরছানাটাকে নিয়ে সমস্যা হলো। তবে ও আশ্বস্ত করল যে, ঘরবাড়ি নষ্ট করবে না জন্তুটা।

মেঝেতে পুরনো আর্মি কম্বল দিয়ে বিছানা পাতলাম আমরা। দরজার কাছে বসে সিগারেট খেতে খেতে আমি গিতোকে বললাম আমার নয় বছরের সংগ্রামের কাহিনী। শুনল সবাই মনোযোগ দিয়ে। সিলভেইনের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখ পেল ওরা খুব।

আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে নানা দেশের নানা বর্ণের লোক। কেউ কেউ থেমে দাঁড়িয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে একজোড়া স্যান্ডেল কিংবা একটা ঝাঁটা। উপার্জনের জন্য ওরা ঝাঁটাও তৈরি করে। জুলোট বলল, খাওয়াপরা চালিয়ে নেবার জন্য এই কাজ বেছে নিয়েছে ওরা। এখানকার বেশির ভাগ লোকের ব্যবহার ভাল।

আমাদের কথাবার্তার সময় দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল একজন চীনা। কুইক ডাকল তাকে। আমাদের কিছু না বলেই কুইক আর হিউ ওই অপরিচিত লোকটার সঙ্গে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা পর গাধায় টানা একটা ছোট্ট গাড়ি নিয়ে ফিরে এল কুইক। গর্বের সঙ্গে গাধাটার শরীরে হাত বুলিয়ে চীনা ভাষায় কী যেন বলছে সে। গাড়িতে তিন সেট বিছানা-বালিশ ও তিনটে স্যুটকেস। আমাকে যে স্যুটকেসটা দিল সেটা খুলে দেখলাম, ভিতরে বেশ কয়েকটা শার্ট, ফতুয়া, প্যান্ট, দু'জোড়া জুতো ইত্যাদি।

'কোথায় পেলে এগুলো, কুইক?'

'আমার স্বদেশী ভাইয়েরা দিয়েছে। যদি চাও কালকে গিয়ে ওদের সঙ্গে সবাই দেখা করে আসব।'

'বেশ তো।'

ভাবছিলাম গাধাটা নিয়ে ফিরে যাবে ও। গেল না। বরং গাড়ি থেকে খুলে আঙিনায় বেঁধে রাখল গাধাটাকে।

'ওরা আমাকে গাধাসুদ্ধ এই গাড়িটাও দিয়েছে, খাওয়া-পরার সংস্থানের জন্যে। কীভাবে এটা দিয়ে রোজগার করব, একজন এসে দেখিয়ে দেবে কাল।'

'তোমার স্বদেশী ভাইয়েরা তো দেখছি সাংঘাতিক করিৎকর্মা!'

মুক্তির প্রথম দিনটা কেটে গেল চমৎকার। খেলাম সবাই মিলে। গিতো বলল, 'পালা করে সবাইকেই ঘরের কাজ করতে হবে।'

এই মুক্তি আমাদের তিনজনকে সত্যিকার অর্থেই নতুন জীবন দিয়েছে যেন। উপচে পড়ছে আমাদের আনন্দ। মাথার উপর ছাদ, বিছানা, সহৃদয় বন্ধু; আর কী চাই আমাদের?

গিতো বলল, 'প্যাপিলন, যাবে নাকি এক জায়গায়? শহরতলীর একটা বারে রোজ জমায়েত হয় পালিয়ে আসা কয়েদীরা। চলো, আড্ডা দিয়ে আসি।'

www.BanglaBook.org

আমার যেতে ইচ্ছে করল না। আমরা তিনজন রয়ে গেলাম। জুলোট ও রয়ে গেল কয়েক জোড়া জুতোর কাজ শেষ করার জন্য। আমরা তিনজন আশেপাশের রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম। এখানে সবাই প্রায় ইন্ডিয়ান। সামান্য কিছু নিগ্রো; শ্বেতাঙ্গ প্রায় নেই বললেই চলে। দু'তিনটে চীনা রেস্তোরাঁ আছে।

এলাকটার নাম পেনিটেন্স রিভার। জাভা বা ভারতের একটা টুকরো যেন জায়গাটা। যুবতী মেয়েরা সত্যি সুন্দরী। বুড়োদের পরনে লম্বা সাদা পোশাক, অনেকেরই পায়ে জুতো নেই। রাস্তাগুলোয় আলো কম। বারে গিজগিজ করছে লোক। সব জায়গায় বাজছে ভারতীয় গান।

সাদা পোশাক পরা কুচকুচে কালো এক নিগ্রো থামাল আমাকে, 'মঁসিয়ে তুমি কি ফরাসী?'

'হ্যাঁ।'

'স্বদেশী লোক পেয়ে খুব খুশি হলাম। চলো, কিছু পান করি!'

'চলো। তবে সঙ্গে আমার দু'জন বন্ধু আছে।'

'তাতে কী? ওরা ফরাসী বলতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

আমরা চারজন গিয়ে বসলাম একটা বারের ভিতরে। লোকটা মার্টিনিক থেকে এসেছে। আমার চেয়ে শুদ্ধ ফরাসী বলে। বলল, 'ইংরেজ নিগ্রোদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান থেকো। ওরা মিথ্যে বলায় ওস্তাদ। আমাদের মত বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে জানে না ওরা।'

'ভেতরে ভেতরে হাসলাম আমি। কয়লা-কালো নিগ্রোটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিজেকে ফরাসী বলে জাহির করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝতে পারলাম, ও আমার চেয়েও বেশি ফরাসী। ও এমনকী ফ্রান্সের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আমি তা পারি না।

'অনেক দিন আছ কি জর্জটাউনে?'

'না। মোটে এক সপ্তাহ।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

'ফরাসী গায়ানা।'

'তাই নাকি? তুমি কি দ্য গলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে পালিয়ে এসেছ? কয়েদী না ওয়ার্ডার?'

'না, দ্য গলের সঙ্গে যোগ দিতে আসিনি। আমি পলাতক কয়েদী।'

'তোমার বন্ধুরা?'

'ওরাও।'

'মঁসিয়ে হেনরী, আমি তোমার অতীত জানতে চাই না, কিন্তু এখন সত্যি সত্যি ফ্রান্সকে সাহায্য করার সময় এসেছে এবং নিজেকেও নতুন করে তৈরি করার সময় এখন। আমি দ্য গলের পক্ষে আছি, ইংল্যান্ডে যাবার জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করছি। কাল ম্যারিনারস ক্লাবে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। এই নাও ঠিকানা। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুশি হব।'

'তোমার নাম?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হোমারে।'

'মঁসিয়ে হোমারে, এখনই এত বড় একটা ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছি না আমি। আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আগে। তারপর বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে গভীরভাবে। তা ছাড়া, মঁসিয়ে, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে, ফ্রান্স বড় নিষ্ঠুর এবং অমানবিক আচরণ করেছে আমার সঙ্গে।'

তবু ও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল, ফ্রান্সের দুর্দিনে আমাদের সবারই উচিত ফ্রান্সকে সাহায্য করা।

ঘরে ফিরলাম অনেক রাতে। হোমারের যুক্তিগুলো মনে মনে ভেবে দেখলাম আসলে ওই আদালত, প্রাডেল, এরাই তো আর ফ্রান্স নয়। দেশের প্রতি ভালবাসা এখনও আছে আমার। দেশ এখন শত্রুর দখলে। ঈশ্বর, আমার দেশের মানুষ আর কত ভোগান্তি সইবে!

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, গাধা, গাড়ি, গুয়েরছানা, কুইক এবং হিউ বেরিয়ে গেছে।

জুলেট চা করে খাওয়াল। বসে বসে দেখতে লাগলাম ওদের কাজ।

'কেমন আয় হয় তোমাদের?'

'দৈনিক বিশ ডলার হলেই চলে আমাদের। ঘর ভাড়া এবং খাবার খরচ পাঁচ ডলার। আর প্রত্যেকের জন্যে পাঁচ ডলার করে হাত খরচ।'

'প্রতিদিনের সব জুতোই কি বিক্রি হয়ে যায়?'

'না। অনেক সময় জর্জটাউনের রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করতে যাই। কাজটা কঠিন।'

'এই কাজটা আমি করতে চাই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে চাই না আমি খাবার জন্যেও আমার টাকা দেয়া উচিত।'

'ঠিক আছে।'

সিনেমা দেখলাম বিকেল বেলা। রঙিন ছবি দেখলাম এই প্রথম। এখানকার হিন্দু পাড়ায় ঘুরলাম। লোকজনের ব্যবহারও চমৎকার। ন'বছর আগে ত্রিনিদাদ গিয়ে যতেটা ভাল লেগেছিল, তার চেয়েও বেশি ভাল লাগল জর্জটাউনের হিন্দুপাড়ার ভিতর দিয়ে একা একা ঘুরতে। এখানে ভদ্রভাবে জীবিকার সংস্থান করা খুবই কঠিন। গিতো, জুলেট, পেতিত লুই তো আর গর্দভ নয়, তবু সারাদিনে পঁচিশ ডলার আয় করতে প্রাণান্ত হচ্ছে ওদের। স্বাধীন মানুষ হিসাবে বাঁচতেও শিখতে হবে আমার। ১৯৩১ সাল থেকে কারাগারে পড়ে আছি। এখন ১৯৪২। নিজের হাতে তেমন কোন কাজই করিনি আমি এতগুলো বছর। ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবেও আমার পারদর্শিতা সামান্যই।

ঘরে ফিরে এলাম বিকেলে। গিতো বলল, 'কেমন লাগছে স্বাধীন জীবন? তোমার চীনা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। কোথায় ওরা?'

'দেখো গিয়ে পেছনের আঙিনায়।'

গিয়ে দেখলাম কুইক ওর শুয়োরের জন্য কাটছে বাঁধাকপি। গাধার শরীর খুঁটিয়ে দিচ্ছে ভ্যান হিউ।

www.BanglaBook.org

'কী খবর, প্যাপি?'

'ভাল। তোমাদের খবর কী?'

'খুব ভাল। চল্লিশ ডলার কামিয়েছি আজ।'

'কীভাবে?'

'ভোর তিনটেয় উঠে চলে গেলাম গ্রামের দিকে। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল আরেকজন চীনা। দু'শো ডলার ধার দিয়েছে সে। সেই টাকা দিয়ে কিনলাম টমেটো, লেটুস, বরবটি আর অন্যান্য টাটকা সবজি, মুরগী, ডিম আর ছাগলের দুধ। তারপর বন্দরের কাছে বাজারে গিয়ে কিছু জিনিস বিক্রি করলাম স্থানীয় লোকজনের কাছে। বাকি সব জিনিস বিক্রি করেছি আমেরিকান নাবিকদের কাছে। এই নাও টাকা। তুমিই তো দলনেতা। টাকাগুলো তোমার কাছেই রাখা উচিত।'

'তুমি জানো, কুইক, টাকা আছে আমার কাছে। আমার টাকার দরকার নেই।'

'টাকা নিতে হবে তোমাকে, নইলে কোন কাজই করব না আমরা।'

'শোনো, আমরা খাওয়া-দাওয়া বাবদ দেব দৈনিক পাঁচ ডলার, আর নিজেদের হাত খরচ নেব দৈনিক পাঁচ ডলার করে। বাকি টাকা জমিয়ে ঋণ শোধ করে দেবে তোমার চীনা বন্ধুদের।'

'তাই হবে।'

ঠিক হলো, কাল থেকে আমিও যাব ওদের সঙ্গে।

রাতের বেলা একটা পার্টির আয়োজন হলো আমাদের বাড়িতে। হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার এবং হাসি আওয়াজ শুনে কোন ভূমিকা ছাড়াই এসে হাজির হলো পাঁচজন ভারতীয়। তিনজন পুরুষ, দু'জন মেয়ে। ওরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মুরগী আর শুয়োরের মাংসের কাবাব। মেয়ে দুটো সত্যি সুন্দরী। পরনে সাদা পোশাক। খালি পা। বাঁ পায়ে একটা করে মল। গিতো আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'সাবধান, স্বচ্ছ পোশাকের নীচে মেয়েদুটোর খোলা বুক দেখে পাগল হয়ে যেও না। ওরা ভদ্রঘরের মেয়ে। প্রথম এসে জুলোট আর পেতিত-লুই একদিন একটু বেয়াড়াপনা করেছিল, তারপর অনেকদিন আসেনি ওরা।'

মেয়ে দুটো সত্যি আকর্ষণীয়। কপালের মাঝখানে পরেছে ছোট্ট টিপ। তাতে আরও চমৎকার লাগছে ওদের। মিষ্টি করে কথা বলল ওরা আমাদের সঙ্গে। জর্জটাউনে স্বাগত জানাল আমাদের।

রাতে আমি আর গিতো গেলাম বিশাল একটা বারে। এখানে আসার কথাই প্রথমদিন বলেছিল ও আমাকে। অনেক পলাতক কয়েদী। তার মধ্যে অনেকেরই শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, ডাবলেজ খাটছিল ফরাসী গায়ানায়। সেখানে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে না পেরে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানেও কাজটা সহজ নয়, ওরা জানাল। 'তবে,' ওরা বলল, 'দুর্ভোগ যা-ই থাক, আমরা স্বাধীন। আর স্বাধীনতা, সে বড় অদ্ভুত জিনিস!'

অনেকেই তাদের কষ্টকর কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। জীবন নির্বাহ করা এখানে সত্যি কঠিন। আমার জন্যেও কঠিন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বন্দী জীবন কাটিয়ে আমি যেমন আমার কর্তব্যবোধ হারিয়েছি, তেমনি ভুলে গেছি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কীভাবে বাঁচার সংগ্রাম করতে হয়। যে লোক এত বছর ধরে বন্দী থেকেছে কয়েদখানায়, যাকে খাদ্য, আশ্রয় আর বস্ত্রের জন্য ভাবতে হয়নি কখনও, কোন বাছ বিচার না করে যে শুধু হুকুম তামিল করে গেছে দিনের পর দিন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাবার পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সে যদি হঠাৎ এসে হাজির হয় একটা বিশাল শহরে, তা হলে তাকে সব কিছু শিখতে হবে নতুন করে। এমনকী হাঁটতে শিখতে হবে, চলতে শিখতে হবে ভিড়ের মধ্যে। এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আমার যে, বারের মধ্যে একবার টয়লেটে যাবার দরকার হলে এক মুহূর্তের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েছিলাম আমি ওয়ার্ডারের কাছ থেকে অনুমতি নেবার দরকার ভেবে। তারপর হঠাৎ সংবিৎ ফিরল আমার। 'প্যাপিলন, এখানে যা ইচ্ছে করতে পারো, কারও অনুমতি নেবার দরকার নেই,' নিজেকেই বললাম আমি। মনে আছে, বারে আসবার পথেও রাস্তায় বার বার এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত চোখে তাকাচ্ছিলাম ওয়ার্ডারদের খোঁজে। গিতো বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। বলেছিল, 'প্যাপি,' এখানে কোন ক্রু নেই। ভয় পেয়ো না। সে-জগৎ পেছনে ফেলে এসেছ তুমি।'

পরদিন কুইক ও হিউ-এর সঙ্গে গেলাম ওদের সবজির কারবার দেখতে। সেখানে এক মজার কাণ্ড হলো। কুইক-কুইকের শুয়োরছানা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল আমেরিকান ক্রেতাদের সঙ্গে। অনেক দরকষাকষির পর গাড়িভর্তি শাক-সবজির দাম ঠিক হয়েছে। পাওনা মিটিয়ে মাল বুঝে নেবার সময় শুয়োরছানাটাও দাবি করে বসল আমেরিকান নাবিকেরা,—ওরা নাকি শুয়োরসুদ্ধই দাম বলেছে। কুইক তো রেগে আগুন! সাংঘাতিক গোলযোগ বেধে গেল। আমরা আমেরিকানদের ভাষা বুঝি না, ওরাও বোঝে না আমাদের ভাষা। শেষ পর্যন্ত ম্যারিনার'স্ ক্লাবে ফোন করে ডেকে আনলাম হোমারেকে। সে সব বুঝিয়ে বলায় অবশেষে রক্ষা পেল কুইকের আদরের শুয়োর।

জর্জটাউনে আছি তিন মাস হলো। আজ প্রতিবেশী ইন্ডিয়ানদের অর্ধেকটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে এলাম আমরা। দু'টো বড় বেডরুম, একটা ডাইনিংরুম, কাঠকয়লার স্টোভসহ একটা রান্নাঘর। আলো-বাতাসের অভাব নেই। গাধার গাড়ি রাখার জন্য আঙিনার এক কোণে ছোট্ট একটা শেড আছে। গিতো এবং তার বন্ধুদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নিজেদের আশ্রয়ে এসে উঠলাম খুশি মনে।

ইন্ডিয়ান মেয়েরা আমাদের উপহার দিল একটা চমৎকার আর্মচেয়ার। টেবিলে কুইক রেখেছে কিছু টাটকা ফুল। নিজেদের ভাড়া করা বাড়িতে উঠতে পেরে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল অনেকখানি। আমাদের তিন মাসের খাটুনির এটা প্রথম ফলশ্রুতি।

কাল রোববার। বাজার বন্ধ। সারাদিন কোন কাজ নেই আমাদের। ঠিক করলাম, সকলকে ডেকে খাওয়াব। গিতো, তার দুই সঙ্গী, ইন্ডিয়ান মেয়েরা, তাদের ভাই—সবাইকে ডাকব। আর ডাকব যে-চীনা টাকা এবং গাধার গাড়ি ধার দিয়েছিল, তাকে। আপ্যায়ন শেষে একটা খামের ভিতরের দুশো ডলার ও চীনা

www.BanglaBook.org

ভাষায় আমাদের পক্ষ থেকে একটা ধন্যবাদ পত্র লিখে তুলে দেওয়া হবে তার হাতে।

উপার্জন করতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না আমাদের। এখন শাক-সব্জি কিনতে আর আমি যাই না। ওরা কিনে আনে। আমি বিক্রি করি। সব কাজ শেষ করে সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে আমরা ঘরে ফিরে আসি। কিছু খেয়ে কুইক এবং হিউ ঘুমিয়ে পড়ে। আমি হয় গিতো এবং ওর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাই, নয়তো ইন্ডিয়ান মেয়েদুটি এলে ওদের সঙ্গে গল্প করি। ঘরের কাজে প্রায় করতেই হয় না আমাদের। ওই মেয়েদুটিই করে দেয় সবকিছু, প্রতিদিন মাত্র দু'ডলারের বিনিময়ে।

আমার ইন্ডিয়ান পরিবার

এই শহরে চলাচলের প্রধান বাহন বাইসাইকেল। বেশিরভাগ বাইসাইকেলের সামনে এবং পেছনে থাকে দুটো অতিরিক্ত সিট।

এখানে সেখানে যাবার জন্য এরকমই একটা বাইসাইকেল কিনেছি আমি. সপ্তাহে কমপক্ষে দু'দিন ইন্ডিয়ান মেয়েদুটিকে নিয়ে বেড়াতে যাই ঘন্টাখানেকের জন্য। ওরা তো খুব খুশি। আস্তে আস্তে লক্ষ করলাম, মেয়ে দুটির মধ্যে ছোটজন আমাকে ভালবেসে ফেলছে।

ওদের বাবাকে কখনও দেখিনি আমি, কেবল ভাইদের দেখেছি। ওদের বাবা এল একদিন। ভদ্রলোক একজন পুরোহিত; চুল দাড়ি সাদা। হিন্দুদের ভাষায় কথা বলল। দোভাষীর কাজ করল তার মেয়ে। ভদ্রলোক খুশিই হলো আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তার মেয়ের আনন্দ দেখে কে। মেয়েটার নাম দিয়েছি ছোট্ট রাজকুমারী।

আমার বয়স এখন ছত্রিশ। বন্ধুরা বলে, ত্রিশ বছরের বেশি মনে হয় না আমাকে দেখলে। ছোট মেয়েটির বয়স উনিশ। ইন্ডিয়ান মেয়েদের স্বাভাবিক লাবণ্য ওর সারা দেহ জুড়ে। জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী। এরকম একটা মেয়েকে ভালবাসা এবং তার ভালবাসা পাওয়া স্বর্গীয় দান ছাড়া আর কিছু নয়।

আমরা তিনজন যখন বেড়াতে যাই, ও বসে সামনের সিটে। সামনে ঝুঁকে সাইকেল চালাই আমি। ও বসে থাকে সোজা হয়ে। ওর পোশাকের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই ওর বুকের সৌন্দর্য। ও বোঝে। ওর মাথার স্পর্শ পাই। চুম্বনের জন্য মুখ বাড়িয়ে দেয়। কথা বলতে গিয়ে ও মাঝে মাঝে লাল ঠোঁটের ফাঁকে জিভের ডগা বের করে এমন এক মোহন ভঙ্গি করে যে, তাতে দেবতারও ধ্যান ভঙ্গ হতে বাধ্য।

ওর বড় বোন বুঝেছে ব্যাপারটা। এখন সে মাঝে মাঝে মাথা ধরার ছুতোয় বসে থাকে ঘরেই। আমাদের সঙ্গে বেরোয় কম। ছোট্ট রাজ কুমারীকে নিয়ে সিনেমায় যাই। কুইক-কুইক আর ভান হিউ হাসে আমাদের দেখে। অনেক সময় সুযোগও করে দেয় আমাদের। একদিন বিকেলে গেলাম সিনেমা দেখতে ওকে নিয়ে। পেছনের দিকের আসনে গিয়ে ওর হাত ধরে বসলাম, আঙুলে আঙুলে

www.BanglaBook.org

ভাষার বিনিময় হলো সারাক্ষণ। ও মাথা রাখল আমার কাঁধে, চুমু খেতে দিল আমাকে। ওকে আগেই বলেছি, ফ্রান্সে আমার স্ত্রী রয়েছে : সুতরাং ওকে বিয়ে করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাতে মোটেও বিচলিত হয়নি ও। একদিন রাতে এসে থাকল আমার সঙ্গে। ও বলল, এখন থেকে ও আমাকে নিয়ে ওর বাবার কাছে থাকবে। রাজি হলাম : এখান থেকে সিকি মাইল দূরে থাকে ওর বাবা, একা। গিয়ে উঠলাম সেখানে। কুইক-কুইকরা রয়ে গেল আগের জায়গায়, ওরা প্রতিদিন বিকেলে এসে দেখা করে যায়। মাঝে মধ্যেই রাতের খাবার খায় আমাদের সঙ্গে।

এখনও কুইকদের সঙ্গে কাজ করতে যাই। ফ্লাস্কভর্তি চা নিয়ে আমার ইন্ডিয়ান প্রেয়সীও যায় আমার সঙ্গে। সবাই পেভমেন্টে পাশাপাশি বসে চা খাই।

আমার ছোট্ট রাজকুমারী ইন্দরার সঙ্গে এভাবে কেটে গেল আরও দু'মাস। ইন্দরার সঙ্গে থেকে ওদের পাড়াতেই ইন্ডিয়ান মেয়েদের শরীরে উল্কি এঁকে দিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করছি আমি।

এদিকে কুইক উপকূলের কাছে একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে গেল, বিক্রি হবে। কুইক এসে খবর দিল আমাকে। আটশো ডলার দাম। সস্তাই বলতে হবে। আমাদের সমস্ত সঞ্চয় এক করে রেস্তোরাঁটা কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম। রেস্তোরাঁটা একটা ছোট্ট গলির ভিতরে হলেও বন্দরের খুব কাছে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকে ওই এলাকায়। একটা বড় টালির ঘর। ডান দিকে আটটা আর বাঁ দিকে আটটা টেবিল পাতা। মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল। একটা প্রশস্ত রান্নাঘর, বড় বড় দুটো চুল্লী ভিতরে।

রেস্তোরাঁ

রেস্তোরাঁটা কিনে নিলাম আমরা। জর্জটাউনের হারবার ডিস্ট্রিক্ট-এর কেন্দ্রস্থলে ওয়াটার স্ট্রীটের ভিক্টোরি রেস্তোরাঁর মালিক হলাম আমি। কুইক নিল বাবুর্চির কাজ। হিউ থাকল মালপত্র কেনা এবং চৌমিন তৈরির দায়িত্বে।

ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল আমাদের রেস্তোরাঁ। ইন্দরা এবং নয়া নামে আর একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করে। পলাতক কয়েদীরা আসে সবাই, যার পয়সা আছে, দেয়। যার নেই, সে খায় বিনা পয়সায়। কুইক বলে, ক্ষুধার্ত লোককে খাওয়ালে ভাগ্য খুলে যায়।

রেস্তোরাঁর একটাই অসুবিধা। তা হলো, ইন্দরা এবং নয়ার লোভনীয় রূপ। স্বচ্ছ পোশাকের ভিতর দিয়ে দেখা যায় ওদের অনাবৃত স্তন। তার উপর পায়ের গোড়ালি থেকে নিতম্ব পর্যন্ত পোশাক চিরে নিয়েছে ওরা। তাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে সুডৌল নগ্ন উরু। এসব দৃশ্য উপভোগের জন্য আমেরিকান, বৃটিশ, কানাডীয় এবং নরওয়েজীয় নাবিকেরা দু'বার করে খেতে আসতে শুরু করল রেস্তোরাঁয়।

রাত আটটা থেকে ভোর পর্যন্ত খোলা থাকে রেস্তোরাঁ। রমরমা ব্যবসা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন ঘটে গেল মারাত্মক অঘটন। এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল।

www.BanglaBook.org

ইন্দিরা এবং দয়া এমনিতেই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, তার উপর ওদের স্ট্রীপ-টিজ ভঙ্গিমা নাবিকদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নাবিকদের নাকের যত কাছে দিয়ে যায় ওরা ওদের প্রায় নগ্ন স্তন, বকশিশ পায় তত বেশি। মাথা যখন ঘুরে যায় নাবিকদের, টাকা দেয় উদার হাতে।

একদিন রেস্তোরাঁয় এল মুখে ফুটি ফুটি দাগওয়ালা এক টাকমাথা বিশালকায় নাবিক। নগ্ন উরু শুধু দেখেই সন্তুষ্ট হলো না সে। অ'চমকা হাত বাড়িয়ে খামচে ধরে ফেলল ইন্দিরার প্যান্টি। এক মুহূর্ত দেরি না করে ইন্দিরা হাতের পানিভর্তি জগটা উঠিয়ে প্রাণপণে মারল ওর মাথায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা, ওর হাতের সঙ্গে ছিঁড়ে চলে গেল ইন্দিরার প্যান্টি। আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম লোকটাকে তুলতে। কিন্তু ওর বন্ধুরা ভাবল, মারতে যাচ্ছি ওকে। কিছু বলবার আগেই ওদের একজন সোজা ঘুসি চালাল আমার ডান চোখ বরাবর। তারপর আমার সামনে মুষ্টি তুলে বলল, 'এসো, বক্সিং লর্ড, এসো।' সামলে নিয়ে ওর দু'উরুর মাঝখানে এমন এক লাথি চালালাম যে, ধড়াস্ করে পড়ে গেল ও।

এরপর পুরোদস্তুর মারামারি শুরু হয়ে গেল। জ্যান হিউ ছুটে এল ওর চৌমিন তৈরির ডাণ্ডা নিয়ে। কুইক দৌড়ে এল দুই কাঁটাঅলা লম্বা একটা ফর্ক নিয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে খোঁচা মারতে শুরু করল প্রচণ্ড বেগে।

শেষে হিসাব করে দেখা গেল পাঁচজন আমেরিকান মাথায় আঘাত পেয়েছে, আর অনেকেরই শরীরে কুইকের ফর্ক-এর খোঁচায় দুটো করে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সারা ঘরে ছোপ ছোপ রক্ত। এক নিগ্রো পুলিশ এসে দাঁড়াল রেস্তোরাঁর দরজায়, যাতে কেউ বেরিয়ে যেতে না পারে। এমন সময় এসে হাজির হলো একটা আমেরিকান মিলিটারী জীপ। ওরা ভিতরে ঢুকে সম্ভবত ওদের ভাইদের দুরবস্থার প্রতিশোধ নিতে চাইছে। নিগ্রো পুলিশটা দরজার উপর হাত তুলে দিয়ে আটকাল তাদের। 'হিজ ম্যাজেস্টি'স্ পুলিশ,' বলল সে গম্ভীর কণ্ঠে।

পরে বৃটিশ পুলিশ এসে থানায় নিয়ে গেল আমাদের। কেবল আমার চোখের আঘাত ছাড়া আমাদের কেউ আহত হয়নি। ফলে আত্মরক্ষার জন্য আমরা মেরেছি, এই যুক্তিতে তেমন বিশ্বাস করল না ওরা। যাই হোক, এক সপ্তাহ পর আদালতে হাজির করা হলো আমাদের। বিচারক আমাদের কথা শুনলেন। কুইক-কুইক ছাড়া আমাদের সবাইকে খালাস দেওয়া হলো। লোকজনকে মারাত্মকভাবে আহত করার দায়ে কুইক-কুইকের তিন মাসের জেল হলো।

এরপর দু'সপ্তাহের মধ্যে আরও ছ'বার হাঙ্গামা হলো আমাদের রেস্তোরাঁয়। প্রতিদিন নতুন নতুন লোক আসে। কে শত্রু, কে মিত্র, বোঝার উপায় নেই। শেষে বাধ্য হয়েই রেস্তোরাঁটা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলাম কেনা দামের চেয়েও কম দামে।

'এখন কী করবে, হিউ?'

'কুইক-কুইক জেল থেকে না বেরোনো পর্যন্ত আর কোন কাজ নয়, পূর্ণ বিশ্রাম। ও এলে দেখা যাবে আবার কী করা যায়।'

কুইক ফিরে এল। জানলাম, জেলে ওর সঙ্গে ব্যবহার ভালই করা হয়েছে।

www.BanglaBook.org

বাঁশের কুটির

প্যাসকাল ফোসকো এল বক্সাইট খনি থেকে। প্যাসকাল মার্সেই-এর ডাকঘর দখল করার চেষ্টা করেছিল। ওর সঙ্গীর গিলোটিন হয়েছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত এই প্যাসকাল। মেকানিক। তবে দিনে উপার্জন মাত্র চার ডলার।

বক্সাইট খনি একেবারে জঙ্গলের ভিতরে। খনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে একটা ছোট্ট গ্রাম। খনিশ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়াররা থাকে ওখানে। সেখান থেকে বন্দরে জাহাজ বোঝাই করার জন্যে আসতে আনে অ্যালুমিনিয়াম আকরিক। কিন্তু ওখানে লোকজনের জন্য বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবসা করা যায় ওই এলাকায়।

ইন্দরা, কুইক, ড্যান হিউ আর আমি রওনা হয়ে গেলাম একটা ছোট্ট নৌকায় করে, স্রোত উজিয়ে। দু'দিনে গিয়ে পৌঁছলাম ম্যাকেনজি খনিতে। ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ছোট ছোট বাড়ি। সব বাঁশের। বেড়ার উপর কাদা লেপে তৈরি করা হয়েছে দেয়াল। চারটি মাত্র বার-কাম-রেস্তোরাঁ। সাংঘাতিক ভিড় সেগুলোতে। এক গ্লাস বীয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে থাকতে মারামারি লেগে যায়। কোন রেস্তোরাঁয়ই রেফ্রিজারেটর নেই। প্যাসকাল ঠিকই বলেছে। ব্যবসার জন্য ভাল জায়গাই বটে।

একটু বৃষ্টি হলেই গোড়ালি পর্যন্ত কাদা হয়ে যায় পথে। গ্রামের পেছন দিকে একটু উঁচু জায়গা বেছে নিলাম ঘর তৈরি করার জন্য। দশ দিনের মধ্যে একটা হলঘর তৈরি করে ফেললাম, প্রায় দেড়শো খদ্দেরের বসবার আয়োজন করা হলো। নাচগানের জন্য রাখা হলো হলঘরের ভিতরে একটা উঁচু মঞ্চ। হলঘরের পিছনে তৈরি করলাম আর একটা ঘর। তাতে থাকল আটটা বেডরুম, সহজেই ষোলোজন লোক থাকতে পারব এখানে। রেস্তোরাঁর নাম দেওয়া হলো 'বাঁশের কুটির'।

অর্জটাউন থেকে চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে নিয়ে এলাম চারজন সুন্দরী কৃষ্ণাঙ্গ যুবতী। ওরা গ্রাহকদের খাবার পরিবেশন করবে। নয়াও এল আমাদের সঙ্গে। ভাড়া করা একটা পুরনো পিয়ানো বাজাবার জন্য আনা হলো আরও একজন সুন্দরী ইন্ডিয়ান যুবতীকে।

অনেক তোষামোদ করে ছ'টা মেয়েকে আনলাম স্ট্রিপ-টিজ নাচের জন্য। ওদের বোঝালাম, দেহ-ব্যবসার চেয়ে স্ট্রিপ-টিজ শিল্পী হওয়া অনেক ভাল। ওদের দু'জন জাভানীয়, একজন পর্তুগীজ, একজন চীনা এবং অন্য দু'জন শ্বেতাঙ্গিনী।

বাঁশের কুটিরে ওদের নিয়ে এসে প্রশিক্ষণ দিলাম। কীভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ধরতে হবে, তার কৌশল শেখাতেও কম সময় লাগল না। তার উপর আবার ইংরেজী জ্ঞান অতি সামান্য। দেহ-ব্যবসায় ওরা দমাদ্দম কাপড় ফেলে খদ্দেরকে তুষ্ট করত। কিন্তু এখানে হবে ভিন্ন কৌশল, কাপড় খুলতে হবে ধীরে, লীলায়িত।

একটি মেয়ে লম্বা সাদা পোশাক পরে এসে দাঁড়াবে পর্দার পেছনে। ধীরে

www.BanglaBook.org

ধীরে খুলবে সে তার পোশাক। মঞ্চের উপর থাকবে একটা বিশাল আয়না। তার পোশাক খোলার দৃশ্য, শরীরের প্রতিটি ভাঁজ, মাংসপেশী দেখতে পাবে দর্শক ওই আয়নার ভিতর দিয়ে। ও যখন পুরোপুরি নগ্ন হয়ে যাবে তখন মঞ্চে এসে দাঁড়াবে আর একজন। ওর নাম দিয়েছি এক্সপ্রেস। শ্বেতাঙ্গ আর উজ্জ্বল নিগ্রোর সঙ্কর, চকচকে মসৃণ তার তলপেট, চমৎকার দেহ সৌষ্ঠব। মঞ্চে এসে কোঁকড়ানো দীঘল চুল খুলে দেবে সে, কেশদাম ছড়িয়ে পড়বে সম্পূর্ণ ঘাড়ের উপর। ওর সমস্ত পোশাক থাকবে বোতামে আটকানো, পরনে থাকবে কাউবয় ট্রাউজার, বড় কিনারাওলা হ্যাট, আর সাদা শার্ট। সামরিক বাদ্যের সঙ্গে মার্চ করতে করতে ও এগিয়ে আসবে মঞ্চের উপর। জুতোজোড়া ছুঁড়ে ফেলে দেবে প্রথমে। তারপর দু'পাশ থেকে ট্রাউজারের বোতাম খুলে দিলে ওটা আপনি পড়ে যাবে খসে। কাঁধের উপরের বোতাম খুলে দিলে শার্টটা খসে পড়ে যাবে দু'ভাগ হয়ে। দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে ভয়ঙ্কর, কারণ সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে তার উদ্ধত ভরাট স্তন। নিতম্বের উপর হাত রেখে পা দুটো ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এক্সপ্রেস। মাথার হ্যাট পাশের একটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা তাকাবে দর্শকদের চোখের দিকে। তারপর প্যান্টিও খুলে ফেলে দেবে সে নির্দ্বিধায়। গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে ঈভের মত; আর ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি মেয়ে মঞ্চে উঠে এসে বাড়িয়ে দেবে একটা সাদা পালকের পাখা। পাখাটা খুলে আড়াল করবে এক্সপ্রেস নিজেকে।

উদ্বোধনী রাতেই ভেঙে পড়ল গোটা খনির লোক। শেষ খদ্দের পর্যন্ত বিদায় হতে ভোর হয়ে গেল একেবারে।

বাঁশের কুটিরে সব কিছুর দাম রাখা হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। তবু ভিড় বাড়তেই থাকল দিনদিন।

এর মধ্যে নতুন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক স্ট্রিপ-টিজ কিংবা গানের পর এক একটা মেয়ে কার টেবিলে গিয়ে বসবে, লটারি করে তা ঠিক করার ব্যবস্থা হয়েছে। বত্রিশটা টিকেট। একটা শ্যাম্পেন বা হুইস্কির বোতল কিনলে দেওয়া হবে একটা টিকেট। নগ্ন সুন্দরী স্ট্রিপ-টিজ শেষ হলেই দাঁড়াবে একটা কাঠের ট্রের উপর। লটারি যে জিতবে, চারজন লোক ট্রেসুদ্ধ মেয়েটাকে নিয়ে যাবে তার টেবিলে, নগ্ন। মেয়েটা নিজ হাতে শ্যামপেনের বোতল খুলে খাবে একটু; তারপর আবার পোশাক পরে এসে বসবে বিজয়ীর টেবিলে।

ছ'মাস কেটে গেছে বেশ ভালভাবেই। বর্ষা মওসুমে এল নতুন ধরনের খদ্দের। এরা সোনা আর হীরা খুঁজে বেড়ায় পাহাড়ে-জঙ্গলে। কঠিন কাজ; এদের মেজাজও ভয়ঙ্কর। এরা অনেক সময় একে অন্যের জিনিস ছিনতাই করে; খুন-খারাবিও হয়। প্রত্যেকের কাছেই থাকে অস্ত্র।

এরকম এক খদ্দের একদিন একটা স্ট্রিপ-টিজ মেয়েকে পাবার জন্য বোতল কিনল ত্রিশটা। ওই স্ট্রিপ-টিজ মেয়েটার নাম দিয়েছিলাম আমরা সিনামন ফ্লাওয়ার। স্ট্রিপ-টিজ শেষে লটারি হলো, আশ্চর্য! জিততে পারল না ত্রিশ টিকেটওলা। রাগে উন্মাদ হয়ে গেল সে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরপর তিনবার গুলি করল সে সিনামন ফ্লাওয়ারকে।

www.BanglaBook.org

আমার হাতের উপরই মারা গেল মেয়েটা।

পুলিশ বন্ধ করে দিল আমাদের বাঁশের কুটির।

ফিরে গেলাম জর্জটাউনে। ইন্দরার কাছে এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোন গুরুত্বই নেই। খাঁটি হিন্দু অদৃষ্টবাদী ও। চীনাদেরও কোন ভাবান্তর নেই। আমার অদ্ভুত লটারির পরিকল্পনার জন্য একবারও দোষ দিল না কেউ আমাকে। সিনামন ফ্লাওয়ারের মাকে ক্ষতিপূরণ দিলাম। ধার-দেনা শোধ করে দিয়েও পয়সা বেঁচে গেল আমাদের।

পলাতক কয়েদীদের মিলনকেন্দ্র আগের সেই বারটাতে গিয়ে বসি মাঝে মধ্যে। আড্ডা দিই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যুদ্ধকালীন নানা বিধি-নিষেধের ফলে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। ক্রমশ ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে জর্জটাউনের জীবন। তা ছাড়া, ইন্দরা এখন চব্বিশ ঘণ্টা আগলে রাখতে চায় আমাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে পাশে, যেখানেই যাই, যায় সে আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে উঠছে।

জর্জটাউনে কাজকর্ম শুরু করার সম্ভাবনাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঠিক করলাম, পালিয়ে যাব জর্জটাউন থেকে, ব্রিটিশ গায়ানা ছেড়ে অন্য কোন দেশে। যে-কোন দেশে। কঠিন হবে না কাজটা। কোথাও গিয়ে উঠলে যুদ্ধের সময় আমাদের ফিরিয়েও দেবে না কেউ। অন্তত আমার ধারণা সে রকমই।

তেরো

জর্জটাউন থেকে পলায়ন

গিতোও বলল, পালিয়ে যাওয়াই উচিত অন্য কোন দেশে। নিশ্চয়ই এমন কোন দেশ পাব আমরা, যেখানে ব্রিটিশ গায়ানার চেয়ে ভালভাবে জীবন যাপন করা যাবে। তবে ব্রিটিশ গায়ানা থেকে পালিয়ে যাওয়া খুবই গুরুতর অপরাধ। পাসপোর্ট নেই আমাদের। ওদিকে যুদ্ধ চলছে।

তিন মাস আগে ছাড়া পাওয়া শ্যাপার পালিয়ে এসেছে ক্যায়েন থেকে। দৈনিক দেড় ডলার মজুরীতে ও একটা চীনা রেস্তোরাঁয় বরফ বানায়। সে-ও যেতে চাইল আমাদের সঙ্গে। তারপর জুটল আরও দু'জন। একজনের বাড়ি নিস, নাম ডেগল্যান্ড। অন্যজনের বাড়ি বরদোঁ। কুইক এবং ভ্যান হিউ থেকে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল জর্জটাউনে। ওরা ভালই আছে এখানে।

দেমেরারা নদীর মুখে কড়া পাহারা। মেশিনগান, টর্পেডো ও গোলন্দাজ বাহিনী সবই আছে। আমরা জর্জটাউনে রেজিস্ট্রি করা মাছ ধরার নৌকার মত অবিকল একটা নৌকা তৈরি করে পালিয়ে যাব, ঠিক হলো। ইন্দরার জন্য দুঃখ হয়। ওর ভালবাসার আতিশয্য আমাকে অস্থির করে তুলেছে। কখনও কখনও রাগও হয়। গোয়াজিরা থেকে চলে আসবার সময় লালী-জোরাইমা যেরকম করত, সেরকম করে ইন্দরা। অধিকার করে রাখতে চায় সর্বক্ষণ।

খুব সাবধানে তৈরি হতে থাকলাম। লম্বা এবং প্রশস্ত একটা নৌকা পেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলাম। চমৎকার পাল, জিব এবং হাল। নৌকাটাকে আমরা লুকিয়ে রাখলাম মেমেরারা নদীর একটা শাখা নদীতে। একটা চীনা মাছ-ধরা নৌকার রঙ আর নম্বর দিয়ে নিলাম ওতে। যদি সার্চ লাইটের আলো এসে পড়ে তা হলে শুধু নৌকার মাঝিদেরই যা একটু অন্যরকম লাগবে দেখতে।

নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেলাম মেমেরারা নদীর মুখ। তারপর সোজা গিয়ে পড়লাম সাগরে। বিপদ কেটে গেছে, ধরা পড়ার ভয় নেই আর। কিন্তু মনের ভিতরে খচখচ করতে থাকল ইন্দরার জন্য। আমি পালিয়ে এসেছি ওর কাছ থেকে, ওকে না জানিয়ে। এ আমার অন্যায়। এভাবে পালিয়ে আসার স্বপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারি না আমি। টেবিলের উপর রেখে এসেছি ছ'শো ডলার। কিন্তু ওরা আমাকে যা দিয়েছে, টাকা দিয়ে কি তার মূল্য পরিশোধ করা যায়?

একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা নৌকা চালালাম উত্তর দিকে। আমাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ হণ্ডুরাস। সেখানে পৌঁছুতে হলে আরও দু'দিন নৌকায় কাটাতে হবে।

নৌকায় আমরা পাঁচজন। গিতো, শ্যাপার, বরদোর ব্যারিয়ের, ডেপল্যাঙ্ক এবং আমি। আমি দলনেতা, নৌকা চালাবার দায়িত্ব আমার উপর।

ত্রিশ ঘণ্টা পর নেমে এল বিপর্যয়। প্রথমে শুরু হলো ঝড়, তারপর টাইফুন, বজ্রপাত, প্রচণ্ড বৃষ্টি। বড় বড় ঢেউ আর হারিকেনের মত প্রচণ্ড বাতাস আমাদের টেনে নিয়ে চলল, থামবার উপায় নেই কোন। এত অশান্ত সাগর আমি কোনদিন দেখিনি, কখনও কল্পনাও করতে পারিনি এমন তাণ্ডবের কথা। ঝড় উল্টো দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এরকম এক সপ্তাহ চললে সোজা ফরাসী অপরাধী বসতিতে যেতে হত আমাদের।

সবকিছু হারালাম আমরা। খাবার, সমস্ত মালপত্র, এমনকী পানির পিপে পর্যন্ত। মাস্তুলটা ভেঙে গেছে ছ'ফুট উপরে, পাল ভেসে গেছে কোথায়, ঠিক নেই। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো, ভেঙে গেছে নৌকার হালটাও। বলতে গেলে অলৌকিকভাবে শ্যাপার শেষ পর্যন্ত একটা বৈঠা বাঁচাতে পেরেছিল। সেটা দিয়েই হাল ধরলাম। সবার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে তার দিয়ে জুড়ে পাল বানালাম জ্যাকেট, প্যান্ট, শার্ট সবই গেল পাল বানাতে।

স্বাভাবিক বাতাস বইতে শুরু করল। দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম। মাটিতে পা রাখতে চাই আমি, যে-দেশই হোক না কেন সেটা, এমনকী ব্রিটিশ গায়ানা হলেও আপত্তি নেই, শাস্তি যা-ই হোক, এই নরক থেকে উদ্ধার পাব অন্তত।

ছ'দিন পর তীরের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ছোট্ট বৈঠা দিয়ে নৌকাটা যেদিকে দরকার ঠিক সেদিকে চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না সহজে। এদিকে পুরো বিবস্ত্র থাকায় সূর্যের তাপে পুড়ে গেছে আমাদের সারা শরীর। সবার নাক, ঠোঁট, পা, উরুর চামড়া উঠে গেছে। সব জায়গায় দগদগে ঘা, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছি সবাই। ডেপলাঙ্ক ও শ্যাপার লোনা পানিই খেয়ে ফেলল পিপাসার চোটে। তাতে আরও জোগান্তি বাড়ল ওদের। তবে একটা জিনিস, কেউ কোন অভিযোগ করেনি আজ পর্যন্ত, ধাপে পড়ে বুদ্ধি দেয়নি।

এদিকে আমি ছাড়া আর সবার চোখ ভরে গেছে পিচুটিতে। চোখ না ধুলে দেখতেও পাবে না কিছু। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাগল হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবার। ডেপল্যাঙ্ক প্রলাপ বকতে শুরু করল। বার বার বলছে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে।

একঘণ্টা ধরে দিগন্ত রেখার কাছে তীর দেখতে পাচ্ছি। কোন কথা না বলে সোজা চালিয়ে যাচ্ছি নৌকা। আশেপাশে পাখির দেখা পাওয়া গেল। তারমানে সত্যিই ডাঙার কাছাকাছি চলে এসেছি।

সবাই শুয়ে আছে নৌকার খোলের ভিতরে। গিতো মাথা তুলে বলল, 'তীরের দেখা পেলে, প্যাপি?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে পৌঁছতে? আন্দাজ করতে পারো?'

'পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টা।'

একটা কথা বলি এবারে। আমার অবস্থাও তোমাদের মতই কাহিল। কাঠের সঙ্গে অনবরত ঘষা খেয়ে খেয়ে আর লোনা পানি লেগে নীচে ঘা হয়ে যাওয়ায় বসে থাকতে পারছি না আর আমি। হাল ধরে রাখতে রাখতে হাতের পেশীগুলো অবশ হয়ে গেছে। এক কাজ করলে কেমন হয়? নৌকা চলুক আপনা-আপনি। ঢেউ এখন নৌকাটাকে তীরের দিকেই নিয়ে যাবে। পালটা নামিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটার ছায়ায় থাকতে পারি আমরা।'

আমার কথায় সায় দিল ওরা। ছায়ায় শুয়ে ক্লান্তিতে অবসাদে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দে জেগে উঠলাম সবাই। সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম আবার হালে। ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশেই তীর চোখে পড়ছে। কোথায় আমরা? কোন তীরে ওঠা উচিত হবে? আবার বেজে উঠল সাইরেন। বুঝতে পারলাম, ডানদিক থেকে আসছে সাইরেনের শব্দ। কী বোঝাতে চাইছে ওরা?

শ্যাপার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এসেছি আমরা?'

'বলতে পারি না। এটা যদি কোন দ্বীপ না হয়ে থাকে, তা হলে আমরা আছি ব্রিটিশ গায়ানার মাথায়। আর তা না হলে আমরা ভেনেজুয়েলার সীমান্ত নদী ওরিনোকোর মাঝখানে। নদীটার এ-তীর থেকে ও-তীরের দূরত্ব যদি অনেকখানি হয় তা হলে আমাদের ডান দিকে ত্রিনিদাদ, বাঁ দিকে ভেনেজুয়েলা। তার অর্থ, আমরা এখন আছি প্যারিয়া উপসাগরে।'

যদি ডানদিকে ত্রিনিদাদ আর বাঁ দিকে ভেনেজুয়েলা হয়ে থাকে, তাহলে কোন তীরের দিকে এগোনো উচিত? আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তের উপর। ত্রিনিদাদ এবং ব্রিটিশ গায়ানার একই সরকার। ওখানে গেলে উল্টোটা ছেড়ে আমার জন্য নির্ঘাত জবাবদিহি করতে হবে।

গিতো বলল, 'ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে কিছু জানো?'

জবাব দিল ডেপল্যাঙ্ক। 'প্রেসিডেন্ট গোমেজের আমলে পলাতক কয়েদীদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে শেষে ফ্রান্সের হাতে ফেরত দেয়া হত।'

'তা ঠিক। কিন্তু এখন যুদ্ধ চলছে। সে সরকারও নেই।'

'জর্জটাউনে শুনেছি, ওরা নিরপেক্ষ, যুদ্ধে যোগ দেয়নি।'

'তুমি ঠিক জানো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ভেনেজুয়েলা যাওয়া খুবই বিপজ্জনক হবে আমাদের জন্যে।'

দু'তীরেই আলো দেখতে পেলাম। আবার প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠল সাইরেন পরপর তিনবার। ডান তীর থেকে সার্চলাইট ফেলা হলো আমাদের উপর। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সামনেই দেখতে পেলাম তিনটা টিলা মাথা উঁচু করে আছে পানির উপরে। এ-জন্যই সম্ভবত সাইরেন বাজাচ্ছে ওরা। জায়গাটা বিপজ্জনক হতে পারে।

'আরে, ওই দেখো, বয়া! সারবাঁধা অনেকগুলো। একটার সঙ্গে নৌকা বেঁধে আমরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। শ্যাপার, পাল নামাও।'

আমাদের শার্ট-প্যান্ট-জ্যাকেটের পাল নামিয়ে আনল শ্যাপার। বয়াগুলো দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। সরাসরি ওগুলোর সঙ্গে নৌকা বাঁধা সম্ভব হলো না, কারণ এমন কিছু দেখলাম না যার সঙ্গে দড়ি বাঁধা যায়। মোটা কেবল দিয়ে বয়াগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে রাখা হয়েছে। এই কেবল-এর সঙ্গেই বাঁধলাম আমরা নৌকা। তারপর সাইরেনের শব্দে কান না দিয়ে নৌকার খোলের ভিতর শুয়ে শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

জাগলাম সূর্য উঠে যাবার পর। শান্ত সমুদ্রে বাতাস বইছে ধীর বেগে। নীলাভ সবুজ পানির নীচে প্রবালের স্তর।

'আমরা কী করব এখন? তীরে যাব না? ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর পারছি না।'

এই প্রথম একজন অভিযোগ করল। প্রায় সাতদিন কিছুই খাইনি আমরা।

নৌকোর পিছনে বসে সামনের বিশাল পাথরের চাঁই ছাড়িয়ে ওপাশে তাকালাম। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার ডান দিকে ত্রিনিদাদ, বাঁয়ে ভেনিজুয়েলা।

'এখন আমরা কী করব, সবাই মিলে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের ডানদিকে ব্রিটিশ দ্বীপ ত্রিনিদাদ, বাঁয়ে ভেনিজুয়েলা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তীরে পৌঁছতে হবে। আমাদের মধ্যে দু'জনের শাস্তির মেয়াদ শেষ। কিন্তু শ্যাপার, ডেপল্যাঙ্ক এবং আমার জন্যে অবস্থাটা বিপজ্জনক। তোমরা বলো, কী করা যায়।'

'ত্রিনিদাদেই যাওয়া উচিত। ভেনিজুয়েলা সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানি না।'

ডেপল্যাঙ্ক বলল, 'কোথায় যাবে সেটা আর আমাদের ঠিক করতে হবে না। ওই দেখো, একটা লঞ্চ আসছে।'

একটা লঞ্চ খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। পঞ্চাশ গজ দূরে থামল লঞ্চটা। পতাকা দেখলাম, ব্রিটিশ নয়। এর আগে এরকম পতাকা দেখিনি আমি। একটা লোক লাউড স্পীকার হাতে নিয়ে বলল, 'কুইয়েন সন ভোসোট্রোস?' (তোমরা কারা?)

'আমরা ফরাসী।'

'এস্টান লোকোস?' (তোমরা পাগল নাকি?)

'কেন?'

'তোমরা নৌকা বেঁধেছ একটা মাইনের সঙ্গে।'

www.BanglaBook.org

'সে জন্যই কি তোমরা কাছে আসছ না?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে চলে এসো।'

'ঠিক আছে।'

শ্যাপার তিন সেকেন্ডের মধ্যে নৌকার বাঁধন খুলে নিল। আমরা লঞ্চের কাছাকাছি চলে গেলাম। ক্যাপ্টেন বলল, অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছি আমরা। লঞ্চ থেকে আমাদের কফি, গরম দুধ, চিনি এবং সিগারেট দিল ওরা।

ভেনিজুয়েলা চলে যাও। কোন অসুবিধে হবে না। আমরা তোমাদের তুলে নিতে পারতাম। কিন্তু হাতে সময় নেই, ব্যারিম্রাস বাতিঘর থেকে গুরুতর আহত একটা লোক আনতে যাচ্ছি আমরা। ত্রিনিদাদ যাবার চেষ্টা কোরো না। কারণ মাইনের জাল পাতা আছে ওদিকে, উড়িয়ে যাবে একবারে···।

বিদায় জানিয়ে চলে গেল লঞ্চটা। আমরা আবার পাল তুলে দিলাম। কফি আর গরম দুধ খেয়ে দেহে কিছুটা শক্তি ফিরে এসেছে। সিগারেট টানতে টানতে নৌকা থেকে নরম বালির উপর নামলাম আমি। তীরে প্রায় জনাপঞ্চাশেক লোক। ভাঙা মাস্তুলের উপর শার্ট-প্যান্ট-জ্যাকেটের পাল তুলে আসা আমাদের আজব নৌকা দেখবার জন্য সৈকতে জড়ো হয়েছে ওরা।

চোদ্দ

ভেনিজুয়েলা

ইরাপার জেলেপাড়া

আবিষ্কার করলাম এক নতুন বিশ্ব, নতুন জনপদ, নতুন সভ্যতা। এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। এখানকার লোকেরা যেরকম উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বরণ করে নিল আমাদের তা প্রকাশ করার ভাষা কিংবা মেধা আমার নেই। কেউ কেউ কৃষ্ণাঙ্গ, কেউ আবার শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু বেশিরভাগ লোক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের। রোদে পুড়লে ইয়োরোপিয়ানদের গায়ের রঙ যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। প্রায় সবার পরনের ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

ওরা বলে উঠল, 'আহা, কী অবস্থা হয়েছে বেচারাদের!'

এটা একটা জেলেদের গ্রাম। নাম ইরাপা। মেয়েরা সবাই আমাদের শুশ্রূষায় লেগে গেল। ছোটখাটো চেহারা, কিন্তু দেখতে সবাই সত্যি সুন্দর। ওরা আমাদের প্রথমে ঘরে নিয়ে গেল। বিছানা পেতে দিল খাটিয়ায়। আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোকোর রস মেখে দিল। শ্রান্তিতে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আমাদের অবস্থা শোচনীয়। তার উপর দীর্ঘ অনাহারের ফলে ডিহাইড্রেশনও হয়েছে! ঠিকই বুঝে নিয়েছে, আমাদের ঘুম দরকার—সেই সঙ্গে দরকার একেবারে অল্প অল্প খাবার।

আলাদা আলাদা খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। ঘুমের মধ্যেও মেয়েরা চামচে করে অল্প অল্প খাবার গুঁজে দিয়েছে আমাদের মুখে। খাটিয়ায় শুয়ে পড়ামাত্র শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি আমি। ওরা আমার শরীরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষতগুলোতে কোকোর কাথের প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর জানিই না, কখন কী খেয়েছি, কী হচ্ছে আমার চারপাশে।

গ্রামের লোকেরা খুবই গরীব। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাহায্য করল আমাদের। ওদের সেবা-যত্নে তিনদিনের মধ্যে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। তালপাতার ছাউনির নীচে বসে নিজেদের মধ্যে এবং গ্রামের লোকজনের সাথে আলাপ করি। ওরা একবারে আমাদের সব পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারেনি। প্রথমে এনে দিয়েছিল পুরনো কাপড়। পুরনো হলেও কাপড়গুলো পরিচ্ছন্ন ছিল খুব। ওরা আমাদের সেবা-যত্নের জন্য এক একটা ছোট দল তৈরি করেছে। আমাকে যারা পরিচর্যা করেছে, তাদের মধ্যে আছে দু'জন সুন্দরী তরুণী। দেখতে অনেকটাই ইন্ডিয়ানদের মত। তবে বোঝা যায়, এদের বুকে ইতিমধ্যে পর্তুগীজ বা স্প্যানিশ রক্ত মিশেছে। একজনের নাম টিবিসে, আরেকজনের নাম নেনিতা। ওরা আমার জন্য নতুন শার্ট, ট্রাউজার আর একজোড়া জুতো এনে দিল।

'তোমাদের শরীরের উল্কি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমরা ফ্রান্সের অপরাধী বসতি থেকে পালিয়ে এসেছ।'

কথাটা শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওরা জানে, আমরা মারাত্মক অপরাধে অপরাধী, খবরের কাগজে আমাদের ভয়ঙ্কর বন্দীশালার কাহিনী পড়েছে, তবু এতটা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে ওরা আমাদের!

আজ সকালে সবাইকেই কেমন যেন বিচলিত বলে মনে হলো। ব্যাপার কী! টিবিসে এবং নেনিতা ছিল আমার কাছে। শেভ করলাম পনেরো দিন পর। এখানে আছি এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। শরীরের যেসব জায়গার চামড়া উঠে গিয়েছিল, সেসব জায়গা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। আমার মুখভর্তি দাড়ির জন্য মেয়েরা এতদিন আমার বয়স আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু আজ শেভ করার পর আমার বয়স বেশি নয় দেখে খুব খুশি ওরা। আমার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হলেও আটাশ-ত্রিশের বেশি মনে হয় না আমাকে দেখে। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে আমাদের জন্য এখানকার নারী-পুরুষ সবাই আজ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে কেন যেন।

'টিবিসে, বলো তো কী ব্যাপার?'

'পুলিশ জেনে গেছে তোমাদের কথা। কীভাবে জানল বলতে পারি না। ওরা আসছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে এল একদল লোক। প্রত্যেকের কোমরের বাঁ দিকে তরবারির মত ঝোলানো লম্বা ছোরা। কোমরে ভারি রিভলভার, সঙ্গে কার্তুজ ভর্তি বেল্ট। মঙ্গোলিয়ানদের মত চেহারার একটা হালকা পাতলা লম্বা লোক, মাথায় খড়ের টুপি, বয়স প্রায় চল্লিশ, এগিয়ে এল সামনে। 'গুড মর্নিং, আমি এখানকার প্রশাসক।'

'গুড মর্নিং, সিনর।'

'গ্রামের লোকের দিকে ফিরে তাকাল লোকটা, 'তোমরা কেন আমাদের বলোনি যে, পাঁচজন ফরাসী পলাতক আসামী লুকিয়ে আছে এই গ্রামে। বলো, জবাব দাও।'

'আমরা ভেবেছিলাম ওদের ঘা সারুক, হাঁটতে-চলতে পারুক, তারপর খবর

www.BanglaBook.org

দেব।'

'আমরা ওদের গুইরিয়া নিয়ে যেতে এসেছি। লরী এসে পড়বে এক্ষুনি।'

'কফি দেব?'

'হ্যাঁ, চলতে পারে।'

আমরা সবাই এক সঙ্গে গোল হয়ে বসে কফি খেলাম। প্রশাসককে খুব খারাপ লোক বলে মনে হলো না। ও কেবল আদেশ পালন করছে উপরঅলার, বোঝা যাচ্ছে।

'ডেভিল'স্ আইল্যান্ড থেকে পালিয়েছ?'

'না। আমরা ব্রিটিশ গায়ানার জর্জটাউন থেকে এসেছি।'

'ওখানে থাকলে না কেন?'

'ওখানে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন।'

লোকটা হাসল। 'তোমরা ভেবেছ, ওখানকার চেয়ে আমাদের এখানে ভাল থাকবে?'

'হ্যাঁ। কারণ, তোমাদের মত আমরাও ল্যাটিন।'

সাত-আটজনের একটা দল এগিয়ে এল আমাদের দিকে। দলনেতার চুল সাদা, গায়ের রঙ হালকা চকোলেট, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা হবে, বড় বড় কালো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আর মনোবলের ছাপ। ডান হাতটা কোমরে ঝোলানো ছোরার বাঁটের উপর।

'চীফ, এদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

'গুইরিয়া কারাগারে।'

'তারচেয়ে এদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দাও। প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে একজন করে থাকবে।'

'অসম্ভব। গবর্নরের আদেশ হয়ে গেছে।'

'ওরা তো ভেনিজুয়েলার মাটিতে কোন অপরাধ করেনি।'

'তা ঠিক। কিন্তু এরা খুব ভয়ঙ্কর লোক। গুরুতর কোন অপরাধ না করে থাকলে তো আর ফ্রান্স এদের দ্বীপান্তরে পাঠায়নি। তা ছাড়া ওদের কাছে কোন কাগজপত্রও নেই। জানতে পারলে ফ্রান্স নিশ্চয় ভেনিজুয়েলার কাছে ওদের ফেরত চাইবে।'

'আমরা আমাদের সঙ্গে রাখতে চাই ওদের।'

'অসম্ভব। গবর্নরের আদেশ।'

'কিছুই অসম্ভব নয়। এই দুর্ভাগাদের সম্পর্কে গবর্নর কী জানেন! সুযোগ পেলে মানুষ তো শোধরাতেও পারে। তোমরাই বলো, পারে কি না?'

নারী-পুরুষ সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় পারে। ওদের আমাদের কাছে রেখে যাও। আমরা ওদের নতুন জীবন শুরু করতে সাহায্য করব। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছি, ওরা খারাপ লোক নয়।'

'কিন্তু, আমাদের চেয়ে বেশি সভ্য লোকেরা ওদের খাটিকে বন্দী করে রেখেছিল যাতে ওরা সমাজের কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

'সভ্যতা বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও, চীফ?' আমি বললাম, 'লিফট,

www.BanglaBook.org

অ্যারোপ্লেন, পাতালরেল এগুলো আছে বলেই এখানকার লোকদের তুলনায় ওরা বেশি সভ্য? আমার কিন্তু মনে হয়, শিল্প সভ্যতার সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই সহজ-সরল গ্রামবাসীরা অনেক বেশি সভ্য। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মহৎ এরা।'

'জানি, তুমি কী বলতে চাইছ। কিন্তু আমি আদেশ পালন করছি মাত্র। ওই যে লরী আসছে। আশাকরি এমন কিছু করবে না। যাতে এখানে আমাকে একটা নাটক করতে হয়।'

মেয়েরা চুমু খেলো আমাদের, আলিঙ্গন করল। পুরুষেরা করমর্দন করল সবাই শোকাহত। টিবিসে আর নেনিতা কাঁদছে অঝোরে।

বিদায়, ইব্রাপার মানুষ। তোমরা আমাদের হয়ে দাঁড়ালে তোমাদের শাসকদের বিরুদ্ধে। তোমাদের যে রুটি আমি খেয়েছি, যে রুটি তোমরা নিজেদের মুখ থেকে নিয়ে আমাদের খাইয়েছ, সে রুটি মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধেরই প্রতীক। যদি কোনদিন মুক্ত হই আমি, দাঁড়াতে পারি নিজের পায়ে, যখনই পারি অন্যদের সাহায্য করব। তোমাদের কাছ থেকেই এ-শিক্ষা পেলাম আমি।

পনেরো

এল তোরাডো কারাগার

দু'ঘন্টা পর আমরা পৌঁছলাম একটা বড় গ্রামে। সমুদ্র বন্দর, শহর হব হব করছে। এরই নাম গুইরিয়া। এখানকার প্রশাসক আমাদের পুলিশ প্রধানের কাছে হস্তান্তর করল। থানার লোকেরা তেমন খারাপ ব্যবহার করল না। তবে, জেরা করল অনেকক্ষণ ধরে। জেরার দায়িত্বে নিযুক্ত নির্বোধ অফিসার কিছুতেই বিশ্বাস করল না যে আমরা ব্রিটিশ গায়ানা থেকে এসেছি, এবং সেখানে আমরা মুক্ত ছিলাম। জিজ্ঞেস করল, জর্জটাউন থেকে প্যারিয়া উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের এমন ভগ্নদশা কেন হলো। টাইফুনের কথা বললাম আমরা। শুনে বলল, আমরা তামাশা করছি ওর সঙ্গে। 'ওই ঝড়ে বিরাট দুটো কলাবোঝাই নৌকা এবং বক্সাইটবোঝাই একটা জাহাজ পর্যন্ত ডুবে গেছে। আর খোলো ছোট্ট লম্বা একটা নৌকায় করে ওই ঝড়ের ভিতরে পড়ে বেঁচে আছ তোমরা, মস্তানি। এরকম গাঁজাখুরি গপ্পো কেউ বিশ্বাস করবে? যেসব বুড়ো-হাবড়া বাজারের মোড়ে বসে ভিক্ষে করে ওদেরকেও গেলাতে পারবে না এই গপ্পো। তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। এর ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে।'

'জর্জটাউনে খবর পাঠিয়ে দেখো।'

'ইংরেজদের কাছে আমি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলি আর কী!'

এই বেজন্মা পর্যন্ত কী রিপোর্ট করল জানি না, একদিন ভোরে আমাদের ঘুম থেকে তুলে এক সঙ্গে বেঁধে উঠিয়ে দেওয়া হলো একটা লরীতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের পাঁচজনের পাহারায় মোতায়েন দশজন পুলিশ। লরীটা কোথায় রওনা হলো, জানি না। কাঁচা মাটির পথ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে লরীর পিছনে সবাই গোল আলুর মত একবার সামনে ছিটকে পড়ছি আর একবার পেছনে গড়িয়ে আসছি। পাঁচদিন চলল লরীটা। সারাদিন চলা। রাতে লরীর ভিতরেই ঘুম।

প্রায় পাঁচ শ'শো মাইল পেরিয়ে অবশেষে যাত্রার শেষ হলো। সিউদাদ বলিভার থেকে রাস্তাটা গেছে এল ডোরাডো পর্যন্ত। এক বনের ভিতর দিয়ে এসে শেষ হলো পথ। আমরা অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ইতিমধ্যে।

এল ডোরাডো সম্পর্কে দু'চার কথা বলা দরকার। এখানকার ইন্ডিয়ানরা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে দেখে, বিজয়ী স্পেনীয়দের ধারণা হয়েছিল, এই এলাকায় নিশ্চয়ই সোনার পাহাড় আছে এক-আধটা। এল ডোরাডো গ্রাম একটা নদীর তীরে। নদীগর্ভে ভয়ঙ্কর সব ক্যারাইব আর পিরানিয়া মাছ। মানুষ বা অন্য যে-কোন প্রাণীকে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো সাবাড় করে দিতে পারে এইসব রাক্ষুসে মাছের ঝাঁক। এ ছাড়া আছে টেমব্লেডর বৈদ্যুতিক বাইন। বৈদ্যুতিক শক দিয়ে শিকারকে কাবু করে ফেলে এরা প্রথমে। তারপর ঠুকরে খায় মৃতদেহের গলিত মাংস। এই নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের বন্দী শিবির সত্যিকার অর্থেই একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এটাই ভেনিজুয়েলার অপরাধী বসতি।

কয়েদীদের দিয়ে এমন অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করাতে আর কোথাও দেখিনি আমি। সাংঘাতিক অমানবিক আচরণ করা হয় তাদের প্রতি। মারধর করা হয় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। বর্গাকৃতি ক্যাম্পের প্রত্যেকটা পাশ শ'দেড়েক গজ হবে লম্বায়। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে খোলা আকাশের নীচে ঘুমায় প্রায় চারশো লোক। কারণ দস্তার ছাদ দেওয়া মাত্র কয়েকটা শেড আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তাতে এত লোকের সঙ্কুলান হয় না।

বিকেল তিনটায় এখানে আসা মাত্রই আমাদের হাত বাঁধা অবস্থাতেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো এল ডোরাডো কারাগারে। একটা কথাও কেউ জিজ্ঞেস করল না, বললও না কিছু। আমাদের নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু আধঘণ্টা যেতে না যেতেই ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের দু'জনের হাতে ধরিয়ে দিল দুটো বেলচা, বাকি তিনজনের হাতে গাঁইতি। পাঁচজন সৈন্য ঘিরে দাঁড়াল আমাদের। তাদের হাতে রাইফেল এবং চাবুক। একজন করপোরাল ওদের নেতা। পেটানোর হুমকি দিয়ে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। দেখলাম অনেক লোক কাজ করছে। কারারক্ষীরা ওদের প্রতাপ জাহির করার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারলাম। এখন অবাধ্য হবার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। দুর্গম বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করানো হচ্ছে কয়েদীদের দিয়ে। আমাদের মাটি কাটতে বলা হলো। বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কাজ করতে শুরু করলাম। এরই মধ্যে লক্ষ করলাম, রক্ষীরা কয়েদীদের গালাগাল তো করছেই, সেই সঙ্গে পিটিয়েও চলেছে সমানে। আমাদের কাউকে মারধর করা হলো না। মনে হলো, এখানে কয়েদীদের সঙ্গে কীরকম আচরণ করা হয়, তা দেখানোর জন্যই আমাদের কারাগারে আসা মাত্রই কাজ করতে নিয়ে আসা হয়েছে।

www.BanglaBook.org

কাজ শেষে আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাম্পে। এখন পর্যন্ত কোন আনুষ্ঠানিকতার লক্ষণ নেই।

কারাগারে, ভিতরে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্পোরাল ডাকল আমাদের, 'ফরাসী পাঁচজন, এদিকে এসো।' ছ'ফুট লম্বা, নিষ্ঠুর চেহারা। হাতে সব সময় ষাঁড়ের লিঙ্গের চাবুক। আমাদের নিয়ে গিয়ে দেখাল, কোথায় খাটিয়া পাততে হবে আমাদের। গেটের কাছে, খোলা আকাশের নীচে। তবে টিনের শেড যেহেতু আছে, রোদ-বৃষ্টির সময় আশ্রয় নিতে পারব।

কয়েদীদের প্রায় সবাই কলম্বীয়। বাকিরা ভেনিজুয়েলীয়। নিষ্ঠুরতার দিক থেকে আমাদের কোন অপরাধী বসতি এর ধারে কাছেও যেতে পারবে না। তবে এখানকার সবার স্বাস্থ্য ভাল। কারণ এখানে ভাল খাবার দেওয়া হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে।

আমরা রণকৌশল ঠিক করে ফেললাম। কোন সৈন্য আমাদের কাউকে মারলে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ব, যাই ঘটুক না কেন, উঠব না কিছুতেই। ফলে বিষয়টা নিশ্চয়ই কোন অফিসারের কানে যাবে। সে এলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারব, কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমরা কেন এখানে এই কঠোর শ্রমের দণ্ড ভোগ করব? গিতো এবং ব্যারিয়েরের তো শাস্তির মেয়াদ শেষ। ওরা দাবি করবে, ওদের ফ্রান্সের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমরা ঠিক করলাম প্রেসো করপোরালকে ডাকব। এলে ওর সাথে কথা বলব আমি। প্রেসো করপোরালকে সবাই ডাকে নিগ্রো ব্ল্যাংকো (শ্বেতাঙ্গ নিগ্রো) বলে। গিতো গিয়ে ডেকে আনল তাকে। হাতে চাবুকটা আছেই। আমরা পাঁচজন ঘিরে দাঁড়ালাম ওকে।

'আমার সঙ্গে কী দরকার তোমাদের?'

'শুধু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই,' বললাম আমি, 'এখানকার কোন নিয়ম-কানুন অমান্য করব না আমরা। সুতরাং আমাদের পেটাবার কোন ছুতো তুমি পাবে না। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, বিনা কারণে হাতের কাছে পেলেই তুমি যাকে-তাকে চাবুক মারো। একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দেবার জন্য তোমাকে ডেকে এনেছি। কথাটা হলো, যদি আমাদের একজনেরও গায়ে হাত তোলো কোনদিন, সেদিনই জান কবজ করে ফেলব তোমার। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল নিগ্রো ব্ল্যাংকো।

'আর একটা উপদেশ দেব তোমাকে।'

ঠাণ্ডা গলায় ও বলল, 'কী?'

'তোমাকে যা বললাম, সেটা যদি কাউকে বলতে হয়, তা হলে কোন সৈনিকের কাছে নয়, কোন অফিসারের কাছে বোলো।'

'বেশ।' চলে গেল নিগ্রো ব্ল্যাংকো।

রোববার ছুটির দিন। কয়েদীদেরও কাজ করতে হয় না রোববারে। ব্ল্যাংকো চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই একজন অফিসার এসে হাজির হলো।

'নাম কী তোমার?'

'প্যাপিলন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি কি দলের নেতা?'

'আমরা পাঁচজন আছি এখানে, সবাই আমরা নেতা।'

'তা হলে সবার পক্ষ থেকে তুমি প্রোভোস্টের সঙ্গে কথা বলেছ কেন?'

'এদের মধ্যে আমিই স্প্যানিশ ভাল বলি।'

লোকটা ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর ক্যাপ্টেন। ওর উপরেও দু'জন অফিসার আছে। তারা উপস্থিত নেই। ফলে ও-ই আছে কারাগারের দায়িত্বে। বলল, 'তোমাদের কাউকে প্রোভোস্ট মারলে তাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছ তুমি। কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ। এবং আমি মিথ্যে হুমকি দেইনি। তবে আমি এ-কথাও বলেছি যে, শাস্তি পাবার মত কোন কাজ আমরা করব না। তা ছাড়া, ক্যাপ্টেন, তুমি জানো, কোন আদালত আমাদের শাস্তি দেয়নি, ভেনিজুয়েলায় আমরা কোন অপরাধ করিনি।'

'আমি এসব কিছুই জানি না। তোমাদের সঙ্গে কোন কাগজপত্র আসেনি। গ্রামের চীফ শুধু একটা চিরকুট পাঠিয়েছে, "পৌঁছামাত্র এদের কাজে লাগিয়ে দাও"। ব্যস।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, তুমি সৈনিক—আশা করি সৈনিকের মতই আচরণ করবে। তোমার চীফেরা না আসা পর্যন্ত দয়া করে তোমার লোকেদের বলবে, আমাদের সঙ্গে যেন অন্য কয়েদীদের মত আচরণ না করা হয়। আমি আবার বলছি, কোন আদালত আমাদের কোন রকম সাজা দেয়নি, আর তার প্রশ্নও ওঠে না, কারণ ভেনেজুয়েলায় আমরা কোন অপরাধ করিনি।'

'বেশ, সেরকমই বলে দিচ্ছি। আশা করি তুমি মিথ্যে কথা বলছ না।'

রোববার সারাটা বিকেল এখানকার কয়েদীদের ভাল করে খুটিয়ে দেখলাম প্রথম যে জিনিসটা বিশেষভাবে চোখে পড়ল তা হলো এদের চমৎকার স্বাস্থ্য। এরপর লক্ষ করলাম, মারধরের ব্যাপারটা এমনই নিত্যনৈমিত্তিক যে ওরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে একেবারে। রোববার ছুটির দিন বলে ইচ্ছে করলেই ওরা মারধর এড়াতে পারে, কিন্তু দেখলাম, আগুন নিয়ে খেলতেই যেন ওদের বেশি মজা। চিৎকার করে গালাগাল করা, পায়খানায় গিয়ে ছোকরাদের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হওয়া, অন্য কয়েদীদের মালপত্র চুরি করা, গ্রাম থেকে কয়েদীদের জন্য মিষ্টি বা সিগারেট নিয়ে আসা মেয়েদের প্রতি অশ্লীল উক্তি করা—এসব নিষিদ্ধ কাজে মেতে আছে ওরা সারাক্ষণ। কেউ কেউ কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মহিলাদের কাছ থেকে জিনিস নিয়ে পয়সা না দিয়ে পালিয়ে যায়। এসবের জন্য অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতে হয় সবাইকে। কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ওদের, নিজেদের আচার-আচরণ শোধরাবারও কোন চেষ্টা নেই কারও।

তবে সেইন্ট জোসেফের নির্জন সেলের ভিতর চুপচাপ একা থাকার যন্ত্রণা এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। এখানে ভয়টা মাত্র কয়েক মুহূর্তের। কাজের সময় ছাড়া এরা স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতে পারে, রাতে গল্প-গুজব করে। তা ছাড়া এরা প্রচুর পরিমাণে ভাল খাবার পায়। ফলে সাজার মেয়াদটা কাটিয়ে দেয় হেসে খেলে। আর, কোন অবস্থাতেই সাজা পাঁচ বছরের বেশিও হয় না।

www.BanglaBook.org

নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে, কফি খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে রোববারটা কাটিয়ে দিলাম। কয়েকজন কথাপ্রিয় আলাপ জমাতে এসেছিল আলগোছে বিদায় করে দিয়েছি। আমরা যে আর সব কয়েদীদের মত নই, এটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার সবাইকে।

সোমবার সকালে ভরপেট নাশতা খেয়ে অন্য কয়েদীদের সঙ্গে কাজ করতে গেলাম আমরা। পঞ্চাশজন কয়েদী গাঁইতি, বেলচা আর কুড়াল মেরে কাজ করি দল বেঁধে। পঞ্চাশজন সৈন্য পাহারা দেয় তাদের।

প্রথমে সার বেঁধে দাঁড়ায় সবাই। একজন সার্জেন্ট চিৎকার করে নাম ডাকে, 'অমুক, বেলচা।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই কয়েদী বেলচা হাতে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। তার পেছন পেছন ওর দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীও ছুটতে শুরু করে চাবকাতে চাবকাতে। আমাদের পালা আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আড়ষ্ট হয়ে। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল আমাদের বেলায়। 'তোমরা পাঁচজন ফরাসী, এদিকে এসো। তোমরা নাও গাঁইতি, আর তোমরা দু'জন নাও বেলচা।'

চারজন সৈন্য এবং একজন কর্পোরাল আমাদের পাশে পাশে এল। দৌড়লাম না আমরা, ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলাম কাজের সাইট পর্যন্ত।

আজকের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। কিছু কিছু লোককে যেন চাবকানোর জন্যই বিশেষ ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কারও কারও এমন অবস্থা হলো যে হাঁটু গেড়ে বসে অনবরত অনুনয় করতে থাকল যেন তাদের রেহাই দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার কাজে গেলাম না আমরা। ন্যাশনাল গার্ডের দু'জন মেজরের অফিসে ডাক পড়ল আমাদের। কোন কাগজপত্র ছাড়াই এল ডোরাডো কারাগারে পাঠানো হয়েছে জেনে তারা সত্যি সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছে। কোন আদালত আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করেনি, অথচ সশ্রম দণ্ড ভোগ করছি আমরা এখানে : ওরা গবর্নরের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইবে, বলল।

ক'দিন পরেই এল গবর্নর। সঙ্গে তার রাশিয়ান শ্যালক আর ন্যাশনাল গার্ডের দু'জন অফিসার।

'আমিই এল ডোরাডো কারাগারের গবর্নর। আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছ তোমরা। বলো, কী বলতে চাও।'

'প্রথমত আমরা জানতে চাই, কোন আদালত কোন অপরাধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আমাদের এই হার্ড-লেবার কলোনিতে পাঠিয়েছে? আমরা সমুদ্রপথে ভেনিজুয়েলার ইরাপায় এসে উঠেছিলাম। সামান্যতম অপরাধও আমরা করিনি। তবু কেন আমাদের এখানে এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে? কেন কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে?'

'শুরুতেই বলা যায়, আমরা এখন যুদ্ধে জড়িয়ে আছি। সুতরাং তোমরা কারা সেটা আমাদের স্পষ্ট করে জানা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে এই বন্দী শিবিরে পাঠাতে হবে।'

'তোমরা ফ্রান্সের অপরাধী বসতি থেকে পালিয়েছ। সুতরাং আমাদের জানতে

www.BanglaBook.org

হবে, ফ্রান্স তোমাদের ফেরত চায় কিনা।'

'বুঝলাম। কিন্তু তার জন্য আমাদের জেল খাটতে হবে কেন?'

'তোমাদের সম্পর্কে তদন্ত চলছে। এখন তোমরা দুর্বৃত্ত ও ভবঘুরে আইনে আটক রয়েছ।'

এসব তর্ক-বিতর্ক কতক্ষণ চলত বলা যায় না। এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করল একজন অফিসার। বলল, 'গবর্নর, আমরা এদের সঙ্গে অন্য কয়েদীদের মত ব্যবহার না করলেও পারি। এ-ব্যাপারে কারাকাস থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ না করিয়ে এদেরকে অন্য কোন হালকা কাজ দেয়া যায়।'

'কিন্তু এরা তো সাংঘাতিক লোক। প্রেসো করপোরালকে খুন করার হুমকি দিয়েছে এরা। কি, তা-ই না?'

'কেবল তাকেই নয় গবর্নর, যে-ই হাত তুলবে আমাদের কারও গায়ে তাকেই খুন করব আমরা।'

'সে যদি কোন সৈন্য হয়?'

'তার ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটবে। এমন কিছু করিনি আমরা, যার জন্য দুর্ব্যবহার প্রাপ্য হতে পারে আমাদের। হতে পারে আমাদের দেশের আইন এবং কারাগার ব্যবস্থা তোমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং অমানবিক, কিন্তু সেখানে মানুষকে কখনও জানোয়ারের মত চাবকানো হয় না।'

গবর্নর অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে তো, কী ভয়ঙ্কর লোক এরা!'

বয়স্ক মেজর ইতস্তত করল একটু। তারপর সকলকে তাজ্জব করে দিয়ে বলে উঠল, 'এরা ঠিকই বলেছে। এরা তো ভেনিজুয়েলায় কোন অপরাধ করেনি যে এদের শাস্তি পেতে হবে। আমি মনে করি, এরা ঠিকই বলেছে। এখন দুটো সমাধান আছে, গবর্নর। হয় এদের অন্য কোন ধরনের কাজ দিতে হবে, নয়তো কোন কাজই করানো যাবে না এদের দিয়ে। অন্য কয়েদীর সঙ্গে কাজ করলে এরা কখনও না কখনও কোন না-কোন সৈনিকের হাতে মার খাবেই।'

গবর্নর বলল, 'ঠিক আছে। আজ এরা থাক ক্যাম্পে। কাল বলব আমি কী করা যায়।'

অফিসারদের ধন্যবাদ দিলাম। ওরা আমাদের সিগারেট খেতে দিল। বলল, সবাইকে বলে দেওয়া হবে যেন কোন অবস্থাতেই কেউ আমাদের গায়ে হাত না তোলে।

সাত দিন কেটে গেছে। আমরা আর রাস্তা তৈরির কাজ করতে যাই না। গতকাল ছিল রোববার। একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে কাল। প্রোভোস্ট নিগ্রো ব্ল্যাকোকে হত্যা করার জন্য কলম্বীয় কয়েদীরা লটারি করেছিল। কথা ছিল, লটারিতে যার নাম উঠবে সে খুন করবে প্রোভোস্টকে। নাম উঠল ত্রিশ বছরের মত বয়সের কয়েদীর। লোহার বড় একটা চামচের হাতলের দিকটা সিমেন্টে ঘষে চোখা করে ধারাল ছুরির মত বানিয়ে ওর হাতে দিল অন্য কয়েদীরা। বেশ বীরত্বের সঙ্গেই দায়িত্ব সম্পন্ন করল লোকটা। নিগ্রো ব্ল্যাকোর হৃৎপিণ্ডের পাশে পরপর তিনবার বসিয়ে দিল সেই ছুরি। প্রোভোস্টকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে

www.BanglaBook.org

যাওয়া হলো আর লোকটাকে ক্যাম্পের মাঝখানে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো। শক্ত করে। সৈনারা পাগলের মত খুঁজতে শুরু করল অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ট্রাউজার খুলতে আমার একটু দেরি হয়েছে বলে একজন সৈনা শপাং করে চাবুকের এক ঘা বসিয়ে দিল আমার উরুতে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিয়ের একটা লেক তুলে মারল সৈন্যটার মাথায়। অন একজন সৈন্য ব্যারিয়েরের কাঁধে খোঁচা মেরে বসল বেয়োনেট দিয়ে। আমি আমার সামনে দাঁড়ানো সৈন্যটার তলপেটে কষে এক লাথি মেরে শুইয়ে ফেললাম তাকে। ওর রাইফেলটা হাতে তুলে নিতেই চিৎকার শুনতে পেলাম, 'থামো! থামো সবাই! ফরাসীদের গায়ে হাত দেবে না কেউ। রাইফেল ফেলে দাও তুমি হাত থেকে।'

চিনতে পারলাম লোকটাকে। ক্যাপ্টেন ফ্লোরেস। এর হাতেই প্রথমে আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছিল।

সোজা ভিড়ের মধ্যে গুলি চালিয়ে দেব বলে রাইফেলটা মাত্র তাক করেছি, এমন সময় ঢুকেছে ক্যাপ্টেন ভিতরে। ও এসে না পড়লে হয়তো খুন করেই বসতাম দু'চারজনকে। তা হলে অবশ্য বোকার মত প্রাণ দিতে হত আমাদের।

ক্যাপ্টেনের হস্তক্ষেপের ফলে সৈনারা আমাদের ছেড়ে চলে গেল অন্যদিকে ওদের রক্তের তৃষ্ণা মেটাতে। তারপরই দেখলাম কল্পনার অতীত সেই বর্বরতম দৃশ্য।

ক্যাম্পের মাঝখানে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা কলম্বীয় লোকটাকে সৈনাদের তিনজনের এক একটা দল ক্রমাগত পেটাতে আর চাবকাতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে আছে গ্রেসো করপোরাল নিজে। বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু করে পরদিন ভোর ছ'টা পর্যন্ত চলল এই নির্যাতন। আর কে কে ছিল ষড়যন্ত্রের পেছনে সেই প্রশ্ন করার জন্য মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিল শুধু ওরা। বার বার ওকে বলা হলো, অন্যদের নাম বললে ওকে আর মারা হবে না। একটা কথাও বলল না লোকটা। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। বালতি বালতি পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে ফের নির্যাতন শুরু করা হয়েছে।

ভোর চারটা নাগাদ ওর শরীরে আর এক ফোঁটা চামড়াও অবশিষ্ট রইল না। একেবারে নিঃসাড় হয়ে গেছে ও।

'মরেছে?' একজন অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'বলতে পারি না।'

'বাঁধন খুলে উপুড় করো ওকে দু'হাঁটু ভাঁজ করে।'

চারজন লোক উপুড় করে ধরে রাখল ওকে। কনুই আর হাঁটুর উপর শরীরের ভর রইল। সেই অবস্থায় একজন কষে একটা চাবুক মারল ঠিক দু'নিতম্বের মাঝখান দিয়ে। চাবুকের ডগাটা নিশ্চয় ছোবল মারল যৌনাঙ্গের গায়ে। তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে।

'চালিয়ে যাও,' অফিসার বলল, 'মরেনি এখনও।'

ভোর পর্যন্ত চলল এই অমানুষিক নির্যাতন। এই মধ্যযুগীয় নির্যাতনে একটা ঘোড়াও টিকে থাকতে পারত না এতক্ষণ, কিন্তু কলম্বীয়টার প্রাণ গেল না। এক ফাঁকে ওকে ফেলে রাখা হলো চুপচাপ। মাথায় পানি ঢালা হলো কয়েক বালতি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতেই গায়ে খানিকটা বল পেল ও। সৈনিকেরা ধরে দাঁড় করাল। মেডিক্যাল আর্দালী একটা গ্লাস নিয়ে এসে ধরল ওর সামনে।

'খেয়ে নাও,' অফিসার বলল, 'শরীরে বল পাবে।'

একটু দ্বিধা করল ও। তারপর এক চুমুকে খালি করে ফেলল গ্লাসটা। পরের মুহূর্তেই ঢলে পড়ল সে। মরার আগে কোনরকমে উচ্চারণ করল শুধু, 'হা রে বোকা! ওরা তোকে বিষ দিয়েছে।'

ওর সাহায্যে এগিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। প্রত্যেকটা লোক আতঙ্কে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে এই দ্বিতীয়বার আমি মৃত্যু কামনা করলাম। একটু দূরে একজন সৈন্য অসতর্ক ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে তার রাইফেলকে। প্রবল ইচ্ছে হলো একবার, ওটা ছিনিয়ে নিয়ে চালাই গুলি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমি গুলি চালাবার আগেই হয়তো ওদের গুলিতে প্রাণ যাবে আমার।

একমাস পর আবার শুরু হলো নিগ্রো ব্ল্যাকোর কাণ্ড। এবার তার সন্ত্রাসের রূপ হলো আরও ভয়ঙ্কর। তবে ওর ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল এই এল ডোরাডো কারাগারেই। এক রাতে গার্ড বাহিনীর একজন সৈন্য রাইফেল তাক করে হঠাৎ থামাল ওকে। 'হাঁটু গেড়ে বসো, ব্ল্যাকো।'

নিগ্রো ব্ল্যাকো বসল হাঁটু গেড়ে।

'প্রার্থনা সেরে নাও। এখনই মরতে হবে তোমাকে।'

পরপর তিনটা গুলি চালায় সৈনিকটা নিগ্রো ব্ল্যাকোর বুকে। কয়েদীরা বলাবলি করেছিল, ব্ল্যাকো নাকি এই সৈনিকের অতীত সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট দিয়ে ওকে ভুগিয়েছিল। কলম্বীয়টার কবরের পাশেই কবর হয় তার।

এরপর থেকে কারাকর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে ব্যবহার ভালই করতে শুরু করল। একজন ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানো হলো ব্যারিয়েরের।

শ্যাপার চলে গেল গবর্নরের রান্নার দায়িত্ব নিয়ে গ্রামে। গিতো এবং ব্যারিয়েরকে মুক্তি দেওয়া হলো, কারণ ফ্রান্স থেকে খবর পাওয়া গেছে, ওদের শাস্তির মেয়াদ শেষ। আমি একটা ইটালীয় নাম দিয়েছিলাম নিজের। কিন্তু আসল নামেই রিপোর্ট এল ফ্রান্স থেকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমার যাবজ্জীবন এবং শ্যাপার আর ডেপল্যাঙ্কের বিশ বছর করে সাজা হয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে গবর্নর খুব খুশি। 'তবু,' বলল সে, 'তোমরা যখন ভেনেজুয়েলায় কোন অপরাধ করোনি, তোমাদের কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রেখে তারপর ছেড়ে দেব। কিন্তু এই সময়ে ঠিকমত চলতে ফিরতে, কাজ করতে হবে।'

আমরা মাঝে মধ্যেই অফিসারদের অভিযোগ করতে শুনি, এখানে সবজি পাওয়া যায় না। একদিন বললাম, 'বীজ জোগাড় করে দিলে সবজির চাষ করে দিতে পারি আমি।' প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ওরা।

প্রথম সুবিধা যেটা হলো, সেটা হচ্ছে, আমি আর ডেপল্যাঙ্ক ক্যাম্পের বাইরে আসতে পারলাম। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল সিউদাদ বলিভারে আটক দু'জন রেলেগি। ওদের একজনের নাম জোজো, বাড়ি প্যারিসে। অন্যজন কর্সিকান। আমরা ছোট ছোট দুটো কাঠের ঘর তৈরি করলাম আমাদের চারজনের

www.BanglaBook.org

জন্য।

আমি আর তোতো বীজতলা বানিয়ে তাতে বুনলাম টমেটো, বেগুন এবং আরও নানা রকম সবজি। গাছ একটু বড় হলে তুলে নিয়ে লাগালাম বাগানে। বেগুন টমেটো বড় হয়ে উঠতে থাকল। পোকার আক্রমণ ঠেকাতে সারাক্ষণ বাগানের পরিচর্যা করি আমরা।

এর মধ্যে তোতো হঠাৎ একদিন কুড়িয়ে পেল এক টুকরো ছোট্ট উজ্জ্বল পাথর। 'কী এটা, প্যাপি?'

'ধুয়ে আনো তো, দেখি।'

মটরদানার মত এক টুকরো শক্ত স্বচ্ছ পাথর। বড় পাথর থেকে ভেঙে এসেছে, বোঝা যায়।

'হীরা হতে পারে?'

'একদম চুপ থাকো, তোতো। লুকিয়ে রাখো ওটা এখন। তারপর দেখা যাবে।'

বিকেলে আমি অঙ্ক শেখাই করপোরাল ফ্রানসিসকো বোলাগনো উত্তরেরাকে (এখন কর্নেল)। দৃঢ়চেতা হৃদয়বান মানুষ। (পঁচিশ বছরের বন্ধুত্বে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এখনও অটুট রয়েছে আমাদের বন্ধুত্ব।)

ওকে বললাম, 'দেখো তো ফ্রানসিসকো, এটা কী? স্ফটিক পাথর নাকি?'

ও পাথরটা ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'না, হীরা এটা। লুকিয়ে রাখো, বোলো না কাউকে। কোথায় পেয়েছ?'

'টমেটোর বীজতলায়।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। হয়তো নদী থেকে পানি আনবার সময় বালির সঙ্গে চলে এসেছে। পানি তোলার সময় তোমাদের বালতি কি নদীর তলায় ঠেকে যায়?'

'হ্যাঁ, কখনও কখনও খানিকটা করে বালিও উঠে আসে বালতিতে।'

'তা হলে ঠিক ধরেছি। ক্যারোনি নদীর বালির সঙ্গে উঠে এসেছে হীরা। এই এক টুকরো মাত্র নয়, ওখানে নিশ্চয়ই আরও হীরা আছে।'

তোতো প্রাণপণে কাজ শুরু করে দিল। বালতি বালতি পানির সঙ্গে বালিও আনে ও। সবাই হাসে ওকে দেখে। আমরা অবশ্য আর কাউকে বলিনি ব্যাপারটা। হীরা পাবার আশায় আমিও বালিসুদ্ধ পানি তুলে আনতে থাকলাম। ছ'মাসের মধ্যে তোতো ছ'সাত ক্যারেট পেল। আমি পেলাম প্রায় বারো ক্যারেট এবং আরও প্রায় ত্রিশটা ছোট ছোট দানা। একটা হীরার খণ্ড পেলাম আমি ছয় ক্যারেট ওজনের। সবগুলি লুকিয়ে রাখলাম চার্জারের মধ্যে। চার্জারটা রেখেছি এখনও। ডেগলাস্ক এবং সানতারভাগলিয়াও পরে পেল বেশ কয়েক টুকরো হীরা।

করপোরাল ফ্রান্সিসকো বোলাগনো ছাড়া আর কেউ জানল না এই খবর। আমাদের বাগানে টমেটো ও অন্যান্য সবজির ফলন ভালই হলো। এগুলো প্রতিদিন অফিসারদের মেসে বিক্রি করে আসি।

যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছি আমরা এখন। কোন পাহারা ছাড়াই কাজ করি। ঘুমাই আমাদের নিজেদের তৈরি ঘরে। ক্যাম্পে যাই না। গভর্নরের দেখা পেলেই

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করি, কবে ছাড়া পাব। গভর্নর বলে, 'শিগগিরই'। আট মাস কেটে গেছে ইতিমধ্যে। মুক্তির কোন লক্ষণ নেই। পালাবার কথা ভাবতে শুরু করলাম তোতো রাজি হলো না কিছুতেই। আমি মাছ ধরতে যাই নদীতে। সেই সঙ্গে নদীর অবস্থাও বুঝে নেবার চেষ্টা করি। মাছ ধরে বিক্রিও করি অনেক সময়।

মারাত্মক এক ঘটনা ঘটে গেছে আজ। গবর্নরের আলমারী থেকে সত্তর হাজার বলিভার নিয়ে পালিয়ে গেছে গ্যাস্তোঁ দুরাতোঁ। বন্ধুরা ওকে তোরদ্যু বা বাঁকা গ্যাস্তোঁ বলে ডাকত।

ছেলেবেলায় রিফরমেটরি স্কুলের জুতোর কারখানায় কাজ করত ও। সেখানে এক দুর্ঘটনায় উরুর হাড়ের জোড়া ছুটে যায়। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সেই হাড় আর ঠিক জায়গায় বসেনি। ফলে অদ্ভুত ভাবে কোমর বাঁকিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটত তোরদ্যু। শরীর তেমন বাড়েনি। স্বাভাবিক কারণেই ছিচকে চুরি শুরু করে ও। পঁচিশ বছর বয়সে ও আসে ফরাসী গায়ানায়। সেখান থেকে পালিয়ে ওই অবস্থাতেই চলে আসে ভেনিজুয়েলায়। রাস্তা তৈরির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় ওকে। সেখান থেকেও পালায় গ্যাস্তোঁ। কিন্তু ক'দিন পরই আবার ধরা পড়ে। ধরা পরার পর কঠিন শাস্তি হয় ওর। রোদের ভিতর মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয় ওকে উপুড় করে। তারপর বড় একটা পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে একশো ঘা বেত মারার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণত আশি ঘার পর আর কেউ বেঁচে থাকে না। কিন্তু একশো ঘা সহ্য করেও গ্যাস্তোঁ যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দেখা গেল, ও দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে। বাড়ির চোটে ওর উরুর হাড় আবার ঠিক জায়গায় বসে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই খেয়েদেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠল ও। সবাই ভাবল ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে ও। তখন ভেনিজুয়েলায় গোমেজের রাজত্ব। ফরাসী সরকার ফিরিয়ে নিয়ে গেল তোরদ্যু সহ সমস্ত পলাতক কয়েদীকে। সবাই তো অবাক, তোরদ্যু আর বাঁকা গ্যাস্তোঁ নেই। পরে ১৯৪২ সালে ও আবার পালিয়ে আসে রয়েল থেকে। এখানে এসে বলে, আগেও একবার ছিল ও ভেনিজুয়েলায়। কিন্তু বন্দী হিসাবে ছিল, তা বলেনি কাউকে। বাবুর্চির কাজ পেয়ে যায় গবর্নরের বাসায়। আগের বাবুর্চি শ্যাপারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাগানের কাজে, আমাদের সঙ্গে।

তোরদ্যু সত্তর হাজার বলিভার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় মুশকিল হলো আমাদের। গবর্নর আমাদেরকে আবার ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য পাঁয়তারা শুরু করল। কিন্তু অফিসাররা রাজি নয় তাতে। ওরা বলল, তোরদ্যুর পালানোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা জানি না কিছুই। ওদের সব্জির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে আমরা ক্যাম্পে ফিরলে, বিশেষ করে এজন্যই আমাদের পক্ষ নিল অফিসাররা।

এল ডোরাডো থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে ব্রিটিশ গায়ানার সীমান্তে তোরদ্যুর লাশ পাওয়া গেল এক সপ্তাহ পর। প্রথমে ঘোষণা করা হলো, ইণ্ডিয়ানরা খুন করেছে ওকে। কিন্তু তার বেশ কিছু দিন পর সিউদাদ বলিভারে আটক হলো একটা লোক। তার কাছে পাওয়া গেল চুরি-যাওয়া পাঁচশো বলিভারের অনেকগুলো নোট। ব্যাংকে ভাঙাতে গিয়েছিল। তোরদ্যুকে হত্যা করার কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বীকার করল সে। তার আরও দু'জন সঙ্গী ছিল, কিন্তু তাদের কখনও গ্রেফতার করা যায়নি। অদ্ভুত একটা লোক আছে ক্যাম্পে : তার সারা শরীর উল্কিতে ঢাকা, ঘাড়ের উপর একটা উল্কিতে লেখা: 'বারবার, তোর মুখে লাথি।' ওর ডান হাতটা অসাড়। মুখটা বাঁকা, কখনও কখনও জিভ বের হয়ে আসে, লালা ঝরতে থাকে। কখনও নিশ্চয় ওর স্ট্রোক হয়েছিল। ও কোত্থেকে এসেছে কেউ বলতে পারে না। তবে শরীরের উল্কি দেখে এটুকু নিশ্চয় করে বলা যায়, ও হয় কয়েদী, নয়তো রেলেগি—নিশ্চয়ই ফ্রান্সের কোন অপরাধী বসতি থেকে পালিয়ে এসেছে।

ক্রু আর কয়েদীরা ওকে ডাকে পিকোলিনো বলে। ওর সঙ্গে ব্যবহার ভাল করা হয়, খাবার দেওয়া হয় দিনে তিনবার, সিগারেটও দেওয়া হয়। ওর নীল চোখের দৃষ্টি আশ্চর্যরকম জীবন্ত। সবসময় দেখে বিষাদমাখানো থাকে এমনও না। কিছু বললে স্পষ্ট বোঝে ও, কিন্তু কিছু বলতে বা লিখতে পারে না। ডান হাত অসাড় বলে কলম ধরতে পারে না, আর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলসহ তিনটে আঙুল নেই। সুতরাং লিখতে পারারও প্রশ্ন ওঠে না।

ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়া ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে, পিকোলিনো আমার অপেক্ষায়। রোজ এই পথেই শাক-সবজি নিয়ে অফিসারদের মেসে যেতে হয় আমাকে। প্রতিদিনই একটু থেমে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি। ওর নীল চোখ আমাকে অনেক কিছু বলতে চায়। প্রায় মৃত, অসাড় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অদ্ভুত প্রাণবন্ত সেই চোখ।

আমি সবসময় ওকে কোন না কোন খাবার কিংবা শাকসবজি দিয়ে যাই। ক্যাম্পে খাবারের অভাব নেই, কিন্তু আমার দেওয়া সামান্য খাবার ক্যাম্পের ধরাবাঁধা খাবারের পাশাপাশি পিকোলিনোর জন্য কিছুটা হলেও বৈচিত্র এনে দেয়। তা ছাড়া কয়েকটা সিগারেটও আমি দিই ওকে সবসময়। সেইসঙ্গে দু'চারটে কথা বলি। এমন প্রাত্যহিক নিয়মে পরিণত হয়েছে ব্যাপারটা যে, ক্যাম্পের সৈন্য এবং কয়েদী সবাই পিকোলিনোকে ডাকে 'প্যাপিলনের ছেলে' বলে।

ষোলো

মুক্তি

ইতিমধ্যে ভেনিজুয়েলার মানুষকে আমার এত ভাল লেগে গিয়েছে যে, একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল আমার মনের মধ্যে—আমি তাদের উপর আস্থা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক করলাম, পালাব না আমি। একদিন হয়তো এদেশেরই নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারি আমি এই আশায় এই অন্যায় বন্দিত্ব মেনে নেব বলে ঠিক করলাম। সিদ্ধান্তটা খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কারণ কয়েদীদের সঙ্গে এরা যে-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তা থেকে এদের সঙ্গে বসবাসের ইচ্ছে জাগাটা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি, তা হলো, এদেশে দৈহিক শাস্তিকে খুবই স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। কোন সৈন্যও যদি অন্যায় কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে, তা হলে তাকেও ধরে চাবকানো হয়। ক'দিন পর ওই সৈনাকেই হয়তো দেখা যাবে দণ্ডদানকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে–যেন কিছুই হয়নি। একনায়ক গোমেজ বছরের পর বছর এভাবেই শাসন করেছে দেশ। বর্তমান শাসকরা সেই ব্যবস্থারই উত্তরসূরি। একজন বেসামরিক প্রশাসক তার অধীনস্থদের চাবুক মেরে শাসন করবে, এটাই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মুক্তির সময় আসন্ন। কারণ ভেনিজুয়েলায় একটা বিপ্লব হয়ে গেছে। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আঙ্গারিতা মেদিনা আধা-সামরিক আধা-অসামরিক এক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ভেনিজুয়েলার ইতিহাসে মেদিনা ছিলেন সবচেয়ে উদার ব্যক্তিত্ব। তিনি এমনই উদার এবং গণতন্ত্রমনা ছিলেন যে, এই অভ্যুত্থান প্রতিরোধের ইচ্ছে কিংবা সামর্থ্য কোনটাই তাঁর ছিল না। তাঁকে ক্ষমতায় রাখার জন্য ভেনিজুয়েলীয়রা হানাহানি করুক, তা তিনি চাননি। এল ডোরাডো কারাগারের ভিতরে কী ঘটছে তা নিশ্চয়ই এই মহান গণতন্ত্রমনা সৈনিক কখনও জানতে পারেননি।

বিপ্লবের এক মাস পর কারাগারের সমস্ত অফিসারকে বদলি করা হলো। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অনাচার-অত্যাচার এবং কলঙ্কীয় লোকটার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত শুরু করল। গভর্নর এবং তার রুশ শ্যালক উধাও হয়ে গেল। তাদের জায়গায় এলেন একজন আইনজীবী গভর্নর। তিনি কূটনীতিকের দায়িত্বও পালন করেছেন এর আগে।

'হ্যাঁ, প্যাপিলন, আগামীকাল তোমাকে ছেড়ে দেব আমি। কিন্তু আমি চাই, তুমি ওই বেচারা পিকোলিনোকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে। জানি, ওর প্রতি টান আছে তোমার। ওর কোন আনুষ্ঠানিক পরিচয় নেই। তার ব্যবস্থা করব আমি। আর, তোমার ব্যবস্থা করে ফেলেছি–এই নাও তোমার পরিচয়পত্র। সব ঠিক আছে এতে। তোমার আসল নামই লেখা হয়েছে। তবে কয়েকটা শর্ত আছে: কোন বড় শহরে বসবাসের আগে ছোট কোন গ্রামে তোমাকে বসবাস করতে হবে এক বছর। একে অন্তর্বর্তীকালীন সময় বলতে পারো। এর অর্থ এই নয় যে পুলিশ তোমার তদারকি করবে; আসলে আমরা দেখতে চাই, তোমার কেমন উন্নতি হচ্ছে এবং কীভাবে জীবনযাপন করছ তুমি। এক বছর পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তোমাকে একটা সদাচরণের সার্টিফিকেট দেবেন। আমি জানি, তুমি অনায়াসে পাবে ওই সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেট পেলেই তোমার অন্তরীণ জীবনের অবসান ঘটবে। এই নির্দিষ্ট এলাকায় তোমাকে আর থাকতে হবে না। এরপর, আমি মনে করি, কারাকাসে বসবাস করা তোমার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে। অবশ্য দেশের যে কোন জায়গায় থাকতে পারবে তুমি। তোমার অতীত জীবন নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে নিজেকে বদলে নিতে তুমি যে সক্ষম, সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমার। আশাকরি পাঁচ বছর পার হবার আগেই নতুন একটা স্বদেশ পাবে তুমি–স্বদেশবাসী হবে আমার। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। বেচারা পিকোলিনোকে সঙ্গে নিচ্ছ বলে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কোন হাসপাতালের চিকিৎসায়, হয়তো একদিন ও ভাল হয়ে উঠতে

www.BanglaBook.org

পারবে।'

আগামীকাল সকালেই পিকোলিনোসহ আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি, এ মুক্তি সত্যিকার অর্থেই মুক্তি। অদ্ভুত এক উষ্ণ আবেগে বুক ভরে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত সত্যি উদ্ধার পেলাম আমি। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি এরই জন্য। ১৯৪৫ সালের ১৮ই অক্টোবর আজ।

বাগানে আমার ঘরে গেলাম। বন্ধুদের অনুরোধ করলাম যেন ওরা কিছুক্ষণ একা থাকতে দেয় আমাকে। যে আশ্চর্য অনুভূতির প্রবল ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে তা কারও কাছে প্রকাশ করার সাধ্য এখন আমার একেবারেই নেই। গভর্নর যে পরিচয়পত্র দিয়েছেন ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম সেটা। কার্ডের বাঁ দিকের কোণে আমার ছবি, উপরে একটা নম্বর: ১৭২৮৬২৯। ১৯৪৪ সালের ৩রা জুলাই থেকে কার্যকর। ঠিক মাঝখানে আমার নাম। পেছনে জন্ম তারিখ: ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৬। আইডেনটিটি ব্যুরোর পরিচালকের সিলমোহর দেওয়া নির্ভেজাল পরিচয়পত্র। ভেনিজুয়েলায় মর্যাদা: নাগরিক। আশ্চর্য সুন্দর মনে হলো এই 'নাগরিক' শব্দটা। এর মানে, আমি এখন ভেনিজুয়েলার স্থায়ী বাসিন্দা। বন্য আনন্দ বুকের ভিতরে। মনে হলো নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমি তো প্রার্থনা করতেও জানি না। ধর্মের দীক্ষা নেয়াই হয়নি আমার। ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ইহুদী, মুসলমান—কাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব আমি? মন থেকে ঝেড়ে ফেললাম সমস্ত দ্বিধা। বিপদে-আপদে, জীবনের পথ-পরিক্রমায় যে-ঈশ্বরকে আমি ডেকেছি—অভিশাপ দিয়েছি, সে-ঈশ্বর দিও যীশুর ঈশ্বর।

আগামীকাল মুক্তি পাব আমি। চিরদিনের মুক্তি। পাঁচ বছর পর আমি ভেনিজুয়েলার স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পাব। যে ভেনিজুয়েলা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাকে বিশ্বাস করেছে, সেখানে কোন অন্যায় আচরণ আমাকে দিয়ে হবে না, আমি জানি।

আমি নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কৌঁসুলি, কয়েকজন পুলিশ আর জুরির বারোজন বজ্জাত যে আমাকে দ্বীপান্তরে পাঠাতে পেরেছিল, তার কারণ কিছু না কিছু দোষ আমার সত্যি ছিল। ফলে একগাদা মিথ্যা কলঙ্ক আমার চরিত্রে আরোপ করা ওদের জন্য সহজ হয়েছিল। কিন্তু শাস্তির যে ব্যবস্থা ফ্রান্স করেছিল, তা ফ্রান্সের মত দেশের সাজে না। সমাজের মানুষের নিরাপত্তা বিধান করার অধিকার সমাজের রয়েছে, কিন্তু এভাবে অমানুষিক প্রতিশোধ নেবার অধিকার তার নেই। এখন নিজের চেষ্টাতেই আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আমাকে আবার—নিজের চোখে এবং অন্য সবার চোখে।

'ঈশ্বর, ক্ষমা করো। আমি জানি না কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়। তুমি জানো, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। কঠিন সংগ্রামের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে আমাকে। নানা পথে অন্যোন্যা ও কুশাঙ্কুরা দিয়েছে, তাও অতিক্রম করা সহজ ছিল না। কিন্তু আজকের এই পবিত্র দিন পর্যন্তও আমি যে সুস্থ রয়েছি, তা নিশ্চয়ই কেবল তোমার করুণার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আমি কীভাবে তোমাকে বোঝাব যে সত্যি সত্যি আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'তোমার প্রতিনিধিদের পরিত্যাগ করো।'

www.BanglaBook.org

সত্যি কানে শুনলাম কথাটি, না কল্পনায় শুনতে পেলাম বলতে পারি না। কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে কথাগুলো কানে বাজল যে, স্পষ্ট মনে হলো, আমি সত্যি শুনেছি ওই বাণী।

'না! আমাকে ও-কথা বোলো না। অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে আমাকে। ওরা আমাকে অনেক ভুগিয়েছে। তুমি কীভাবে আশা করো যে ওইসব নতজানু পুলিশ, পোলেইন কিংবা ওও সাক্ষীদের আমি ক্ষমা করব? কীভাবে আমি ওই অমানুষ উকিলের জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলার চিন্তা বাদ দেব? আমি পারব না। আমার কাছ থেকে খুব বেশি দাবি করছ তুমি। না, না, না। তোমাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্যে দুঃখিত আমি। কিন্তু যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, প্রতিশোধ আমি নেবই।'

বাইরে গেলাম। ভয় হচ্ছিল যদি দুর্বল হয়ে পড়ি! হার মানতে চাই না আমি। বাগানে হাঁটাহাঁটি করলাম। তোতো শিমের ডগা পেঁচিয়ে দিচ্ছে খুঁটির সঙ্গে। তোতো, পকেটমার আন্তারভাগুলিয়া আর সহযোগী এক বেশ্যার দালালকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত ডেশল্যান্ড, সবাই এগিয়ে এল আমার কাছে। শেষ পর্যন্ত আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছি, ওদের চোখে মুখে তাই খুশির ঝিলিক। নিশ্চয়ই কিছুদিনের মধ্যে ওরাও মুক্তি পাবে।

'তোমার বিদায় উৎসব পালনের জন্যে এক বোতল ওয়াইন বা রাম আনোনি গ্রাম থেকে?'

'ভুলে গেছি আমি, ক্ষমা কোরো ভাই। আমি সত্যি দুঃখিত।'

'না, না, দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা কফি খাব সবাই।'

'এত বছরের চেষ্টার পর সত্যি সত্যি মুক্তি পাচ্ছ তুমি। আমরাও তোমার জন্যে আনন্দিত।'

'আশাকরি তোমরাও মুক্তি পাবে শিগগিরই।'

তোতো বলল, 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আচ্ছা, ছাড়া পেয়ে কী করবে তুমি?'

একটু দ্বিধা করলাম। হঠাৎ যেন থমকে গেলাম। এই পেশাদার অপরাধীদের কাছে হয়তো হাস্যকর শোনাবে আমার কথা। তবু সাহসের সঙ্গেই বলে ফেললাম, কী করব? সে তো সোজা: একটা চাকরি নেব, তারপর ভালভাবে চলব চিরজীবন। যে-দেশ আমাকে বিশ্বাস করে আশ্রয় দিয়েছে সেখানে কোন অন্যায় কাজ আমি করব না। সে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।'

ওরা তিনজনই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরাও ভালভাবে চলার ঠিক করেছি। তোমার কথাই ঠিক, প্যাপিলন। কাজটা কঠিন হবে। কিন্তু ভেনেজুয়েলার মানুষের কাছ থেকে ভাল আচরণ ভেনিজুয়েলার মানুষের প্রাপ্য।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। পেশাদার অপরাধীরা বলছে এসব কথা! আমরা হেসে উঠলাম একসঙ্গে, আনন্দে।

'কালই যদি তোমাদের ফিরে যেতে হয় মঁমার্তে আর যদি প্রেস ক্লাবে গিয়ে বলো এই কথা, কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমাদের জগতের লোকেরা বিশ্বাস করবে। আমাদের অতীত ইতিহাস যাই

www.BanglaBook.org

হোক না কেন, আমরা যে সত্যিই সবদিক থেকে সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারি, ফ্রান্সে বেশিরভাগ লোক তা বিশ্বাস করবে না, জানি। ভেনিজুয়েলা আর আমাদের দেশের মধ্যে এটাই পার্থক্য।'

ইরাপার দরিদ্র জেলেদের কথা মনে পড়ল আমার। ওদের মহানুভবতা, প্রেমময় জীবন দর্শন বেশিরভাগ ফরাসীর মধ্যে নেই। ফরাসী সমাজের লক্ষ্য শুধু একটাই: বৈষয়িক উন্নতি, অবিরাম ছুটে চলা, নতুন নতুন যান্ত্রিক আবিষ্কার, আরও বেশি আরাম-আয়েস, জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা। এর ফলে শুকিয়ে যায় মানুষের হৃদয়—দূর হয়ে যায় দয়া, সহানুভূতি আর মহত্ত্ব। অন্য কারও প্রতি নজর দেবার মত সময় তাদের নেই। এখানকার শাসকশ্রেণীও আমাদের শাসকশ্রেণীর মত নয়। গুরুতর বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে না এরা।

আমার সঙ্গের ছাত্র একটা চমৎকার নেভী ব্লু-সুট দিল আমাকে। পরীক্ষায় পাস করে এক মাস আগে সে চলে গেছে অফিসার্স স্কুলে। পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে সে ছিল প্রথম তিনজনের একজন। তার এই কৃতিত্ব অর্জনে সামান্য সাহায্য করতে পেরে খুশি হয়েছি আমি। যাবার আগে ও আমাকে দিয়ে গেছে প্রায় নতুন কিছু কাপড়চোপড়। সে-সব চমৎকারভাবে ফিট করেছে আমার শরীরে। ভদ্র পোশাক পরে কারাগার ছাড়তে পারব আমি। ন্যাশনাল গার্ডের করপোরাল, মহানহৃদয় ফ্রান্সিসকো বোলাগনো, তোমাকে ধন্যবাদ।

ন্যাশনাল গার্ডের এই করপোরাল আজ একজন কর্নেল। তার আন্তরিকতা দিয়ে, বন্ধুত্ব দিয়ে আমাকে সে সম্মানিত করেছে। আজ ছাব্বিশ বছর ধরে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্বাস, মহত্ত্ব আর সর্বোচ্চ মানবিক অনুভূতির প্রতিমূর্তি সে। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে আসীন থাকা সত্ত্বেও আমার প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্বে অটল থেকেছে সে সবসময়। সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করতে সে কখনও দ্বিধা করেনি। কর্নেল ফ্রানসিসকো বোলাগনো উত্তয়েরার কাছে আমি অশেষ ঋণী।

হ্যাঁ, অবশ্যই সৎ, সুন্দর জীবনযাপনের চেষ্টা করব আমি। একটা মাত্র অসুবিধা আছে। তা হলো, আমি কখনও কোন কাজ করিনি, কোন পেশা নেই আমার। জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন একটা পেশা বেছে নিতে হবে আমাকে। সেটা খুব সহজ হবে না আমার জন্য। কিন্তু চেষ্টা করলে কোন না কোন পথ আমি নিশ্চয় পেয়ে যাব। আগামীকাল থেকে আমার পরিচয় হবে আর দশজন সাধারণ স্বাধীন মানুষেরই মত। কৌঁসুলি, খেলায় হেরে গেছ তুমি, শেষ পর্যন্ত অধঃপতনের নর্দমা থেকে আমি উঠে এসেছি—চিরকালের মত।

কয়েদী হিসাবে আমার দীর্ঘ পথযাত্রার শেষ রাত্রিটা কাটল দারুণ উত্তেজনায়। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বাগানে হেঁটে বেড়ালাম। গত কয়েকমাসে বহু যত্নে গড়ে তুলেছি এই বাগান। দিনের আলোর মত উজ্জ্বল জোছনায় স্নাত চারদিক। নদীর পানি নীরবে গড়িয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, পাখিরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনে নিবিড় বন বন। বনের এক টানা বিস্তৃতির মধ্যে মাত্র একটা ফাঁকা জায়গা—এল ডোরাডো গ্রাম। প্রকৃতির শান্ত-সমাহিত রূপ ধীরে ধীরে প্রশান্তি এনে দিল আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে, দূর হয়ে গেল যন্ত্রণাকর উত্তেজনা আর অস্থিরতা।

আমি দিবাচোখে দেখতে পেলাম, আগামীকাল কোথায় নামতে হবে আমাকে নদী পেরিয়ে: সাইমন বলিভারের দেশে। এই সাইমন বলিভার স্প্যানিশ দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন ভেনিজুয়েলাকে, এবং তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন মানবিকতার আর সহানুভূতির এক মহান উত্তরাধিকার–যার ফলে আজ আমার পক্ষে নতুন জীবন শুরু করা সম্ভব হচ্ছে।

সাঁইত্রিশ বছর বয়স আমার এখন। এখনও নবীন, সম্পূর্ণ কর্মক্ষম আমি। তেমন গুরুতর কোন অসুখও কখনও হয়নি আমার। মানসিকভাবেও পরিপূর্ণ সুস্থ আছি। পেছনে ফেলে যাচ্ছি যে তমসাচ্ছন্ন জগৎ, তার কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি আমার উপর। কারণ আমি সত্যিকার অর্থে কখনও অপরাধী জগতের মানুষ ছিলাম না।

আমার বাবাকে কি জানানো উচিত যে, আমি মুক্তি পেয়েছি? জনডার্মদের কাছ থেকে শুধু কয়েকবার হয়তো শুনেছেন আমার পালাবার খবর। তা ছাড়া আমার আর কোন খবর তাঁর জানার কথা নয়। না, এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আমার মুক্তির কথা জানানো উচিত হবে না।

প্রথমে নিজের পায়ে দাঁড়াব শক্ত করে, তারপর তাঁকে লিখব, 'বাবা, তোমার ছোট্ট ছেলেটি এখন স্বাধীন এবং সৎ জীবনযাপন করছে। ভালভাবে চলছে। অমুক জায়গায় বসবাস করছে সে, এই তার পদমর্যাদা। তার নাম শুনে তোমাকে আর মাথা হেঁট করতে হবে না। সেজন্যেই আজ তোমাকে লিখছি। আমি বলতে চাই, তোমাকে সবসময় ভালবেসেছি, সম্মান করেছি, এবং সে ভালবাসা এবং সম্মান অটুট থাকবে চিরদিন।'

এখন যুদ্ধ চলছে। কে জানে, হয়তো জার্মানরা দখল করে রেখেছে আমাদের ছোট্ট গ্রাম। আরদেশ ফ্রান্সের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা না। পুরো এলাকাটা হয়তো দখল করেনি ওরা। চেস্টনাট ছাড়া আর কি-ই বা পাবে ওরা ওখানে?

কোথায় যাব? সোনার খনির পাশে ছোট্ট গ্রাম এল কাল্লাও-তে বসবাস শুরু করব আমি, স্থির করলাম। ওখানে এক বছর কাটাতে হবে। কী করব? ঈশ্বর জানেন! আগে যাই ওখানে; তারপর দেখা যাবে। প্রথমে আমাকে চলতে শিখতে হবে একজন স্বাধীন মানুষের মত। সেটাও খুব সহজ হবে না। জর্জটাউনের কয়েক মাস ছাড়া গত চোদ্দ বছরে আমাকে কখনও পেটের চিন্তা করতে হয়নি। তবে, মন্দ তো করিনি জর্জটাউনে। অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে আমার। কারও কোন ক্ষতি না করে নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের পথ বের করতে হবে আমাকেই। চেষ্টার ত্রুটি করব না আমি।

সুতরাং আগামীকাল যাচ্ছি এল-কাল্লাও-এ।

সকাল সাতটা। উজ্জ্বল সূর্য উঠছে মেঘমুক্ত আকাশে। জীবনের আনন্দে গান গাইছে পাখিরা। বাগানের গেটের কাছে এসে জড়ো হয়েছে বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। পিকোলিনোকে শেভ করে পরানো হয়েছে সাধারণ নাগরিকের পোশাক। আমার বন্ধুদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে একজন অফিসার। সে আমাদের সঙ্গে যাবে এল কোয়াকো গ্রাম পর্যন্ত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করলাম আমি।

'বিদায়, বন্ধুরা। তোমরা যদি কখনও লা-কালাও গ্রামের উপর দিয়ে যাও, আমাকে দেখে যেও। যদি নিজের ঘর বলে কিছু থাকে আমার, সে ঘরের উপর সমান অধিকার থাকবে তোমাদেরও।'

'বিদায়, প্যাপি। গুড লাক!'

দ্রুতপায়ে ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম আমরা। পিকোলিনো বেশ ভালভাবেই হাঁটছে। ওর শরীরের উপরের অংশটাই শুধু অসাড়, পা-দুটো সম্পূর্ণ ভাল। পনেরো মিনিটের মধ্যে নদীর অন্য পাড়ে পৌঁছে গেল আমাদের নৌকা।

'এই নাও পিকোলিনোর কাগজপত্র। তোমাদের কল্যাণ হোক। এই মুহূর্ত থেকে তোমরা মুক্ত। বিদায়!'

তেরো বছর ধরে বয়ে বেড়ানো শেকল কেমন হঠাৎ করে ঝেড়ে ফেললাম। ফিরে যাচ্ছে অফিসার। এখন থেকে কেউ আর নজর রাখছে না আমাদের উপর। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে উঠে গেলাম তীরে। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট পুঁটলিতে আছে তিনটে শার্ট আর একটা ট্রাউজার্স। আমার পরনে নেভী-ব্লু সুট, সাদা শার্ট, মানানসই নীল টাই।

কিন্তু সবাই জানে, নতুন করে জীবন শুরু করা খুব সহজ কথা নয়। আজ পঁচিশ বছর পর নিজের একটি মেয়েসহ একজন বিবাহিত ভেনিজুয়েলীয় নাগরিক হিসাবে আমি কারাকাসে সুখেই বসবাস করছি। কিন্তু এ-পর্যন্ত পৌঁছতে আমাকে আরও অনেক অ্যাডভেঞ্চার পেরিয়ে আসতে হয়েছে। কখনও সফল হয়েছি আমি, কখনও ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু সে-সবই ছিল একজন স্বাধীন মানুষের গৌরবময় অভিযানের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা। এখানে সে-সব কাহিনীর জায়গা হলো না। হয়তো পরে আবার কখনও লিখব সে সব কাহিনী। শোনাব আরও অনেক অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG